মার্কিন সুরকারদের জীবনকাহিনী

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী

এশিয়া
পাবলিশিং
কোম্পানি
কলিকাতা-বারো

প্রকাশনায়
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
নিউ মিত্র প্রিণ্টার্স
কালীশঙ্কর মিত্র
১২।২-এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ
বিদ্যুত্‍ চক্রবর্তী
৩-৯৪ বিবেকনগর
কলিকাতা—৩২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৫

গাইছে মিস্ত্রিরা······সকলে গাইছে······
ছুতার···
রাজমিস্ত্রি···
মাঝি···
মুচিরা···
কাঠুরিয়া আর লাঙল কাঁধে চাষী···
মায়ের মিষ্টি মধুর গান····
সকলে সকলের আপন আপন গান গাইছে····
গাইছে মুক্তকণ্ঠে দৃঢ় সুরের গান।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

যুক্তরাষ্ট্রের সংগীত

॥ লাল মানুষদের গান ॥

শ্যামল মৌন উপত্যকায়
মনোরম জলপ্রবাহের ধারে
বাস করত গায়ক নওয়াদাহা।
ইণ্ডিয়ান গ্রামের আশেপাশে
ছড়ানো শস্য আর তৃণক্ষেত্র
এবং তাদের পিছনে গহীন জঙ্গল…
সেই সবের পাশে
তওয়াসেনথার নিম্নভূমিতে
বাস করত সেই গায়ক,
শ্যামল মৌন উপত্যকায়।

লংফেলো ঃ হিয়াওয়াথার গান

শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি উত্তর আমেরিকায় আসবার আগে সেখানকার অবস্থা কেমন ছিল তা শুধু কল্পনাই করা চলে। অবশ্য, আমরা অপূর্ব বনশ্রীমণ্ডিত বিস্তৃত সেই ভূমি, ঢেউ খেলানো তৃণাচ্ছাদিত শস্যক্ষেত্র এবং উজ্জ্বল স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর ছবি আমাদের কল্পনা-নেত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হই। সেখানে কোন চিম্‌নী ছিল না, কোন ফ্যাক্টরী ছিল না, এবং চাকা-ঘোরার কোন শব্দই হ'ত না। জলস্রোত বাঁধবার একমাত্র উপায় ছিল 'বিভার' (Beaver) নামে এক রকম জন্তুদের প্রয়াস, যারা নিজেদের বাসস্থানের চারপাশে উঁচু মাটির ঢিবি বানাত। পুরানো লম্বা গাছের মধ্যে এখানে-সেখানে বাসা-বাঁধা পক্ষীশাবক আর জল-প্রবাহ পথের ধারে ধারে ছিল লাল মানুষদের ডেরা। সমগ্র মহাদেশটি ছিল পশু, পাখি আর রেড ইণ্ডিয়ানদের অধিকারে। লাল মানুষদের কাছে এই জায়গা ছিল সত্যিকারের নন্দন কানন। নন্দন কাননের মতই সুন্দর ও ক্ষণস্থায়ী।

যদিও রেড ইণ্ডিয়ানদের বহু বহুতর উপজাতি ছিল তবু তাদের থাকবার জায়গাও ছিল প্রচুর। তারা ছিল প্রকৃতির সন্তান—বন্য ও মুক্ত। যেহেতু তারা ছিল অসভ্য সেইজন্যই সভ্যমানুষদের মত উচ্চাশা তাদের মধ্যে ছিল না, আর তাই তাদের সংগীত শিল্পসম্মত ছিল না। তাকে বলা চলে বন্দনা সংগীত। সহজস্বভাবী মানুষ হিসাবে তারা সংগীত ভালবাসত এবং সেইজন্য তাদের জীবনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে সংগীতের ভূমিকা ছিল।

মানবজাতির ক্রমোন্নতি ও একটি শিশুর মানুষহিসাবে ক্রমিকবৃদ্ধির মধ্যে খুব তফাৎ নেই। সংগীতের কোন স্পর্শ আছে এমন ব্যাপারে একজন শিশু প্রথম যা করে তা হ'ল ঝুমঝুমি-নাড়া কিংবা তা মাটিতে ঠোকা, যেমন আমরা ড্রাম বাজাই—তার মধ্যেই ছন্দের সূচনা। সব কিছুর মধ্যেই আছে ছন্দ: আমাদের হৃদয়স্পন্দে, হাঁটবার সময় দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপের তালে, দিন রাতের পালা বদলে, ঋতুচক্রের অনন্ত আবর্তনে। ছন্দই প্রথম জিনিস যা অনুভব করা যায় এবং অন্যকে জানাতে ইচ্ছা করে। ইণ্ডিয়ানরা ছন্দের জন্য ঢাক-ঢোল ও বাঁশী ব্যবহার করত এবং নিজেদের গানকে দিত বিশেষ মর্যাদা।

একজন রেড ইণ্ডিয়ানের জীবনে ও ভাবপ্রকাশে সংগীত ছিল এত অবিচ্ছেদ্য অংশ যে সে শুধু খেয়াল খুশি মত তার ব্যবহার করত না। যেমন উদাহরণত বলা চলে, যখন ফসলকাটার ঋতু নয় তখন সে ফসলকাটার গান ও নাচ করত না। কিংবা প্রেমনিবেদন ছাড়া অন্য কারণে প্রেমের গান গাইত না। তারা যাদুতে বিশ্বাসী ছিল এবং প্রেমের মায়াজাল সৃজনের জন্য প্রেমের গান ব্যবহার করত। তারা সংগীতকে হিতকারী মনে করত এবং ওঝারা রুগীকে নিরাময় করবার জন্য তাদের নিজস্ব বিশেষ গান গাইত। খেলাধূলার গান গাওয়া হ'ত জয়লাভে উদ্দীপ্ত করবার জন্য। তাদের এমন কিছু গান ও নাচ ছিল, যা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার হত, যেমন শিকার-পর্বের প্রস্তুতিতে কিংবা যুদ্ধযাত্রার পথে যাবার সময়। সন্তানদের জননীদের ছিল ঘুম-পাড়ানি গান। মায়াশক্তির গানগুলি ছিল স্বপ্নলব্ধ, যদিও কথনও কথনও আকর্ষণী-মন্ত্রের গান বা আরোগ্যের গান শেখানো হ'ত সেইসব ইণ্ডিয়ানদের যারা তার যথার্থ মূল্য দিতে পারত। যখন একজন ইণ্ডিয়ান অনেক দূরদেশে অন্য উপজাতিদের কাছে ভ্রমণ ক'রে ফিরে আসত তখন প্রায়শই তাদের স্বজাতিদের তরফ থেকে প্রথমেই প্রশ্ন উঠত, 'নতুন গান শিখেছো কিছু?'

সুরকারদের জীবনী পড়লে মনে হয়, যেন একজন মানুষ তাঁর শৈশবে যেসব

ধ্বনি ও সুর শোনেন পরবর্তীকালে তাঁর রচিত সংগীতের প্রকৃতি ও গুণগত বৈশিষ্ট্যে তার অনেকটা ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ তাঁর অন্তরে নিবিষ্ট ব্যাপার-গুলি তাঁর ভাবের বহিঃপ্রকাশে বিরাট স্থান নেয়। ইণ্ডিয়ানরা, বনের শব্দ এবং পশুপাখির ডাক ও চিৎকার এখনও শোনে। তাদের প্রাচীন সংগীতে প্রকৃতির প্রভাব থাক আর না-ই থাক, তাদের সংগীতে আছে একটা বন্য ও অদম্য আবহ। তাদের সংগীত নিয়ে যে সব লেখক নিরীক্ষা করেছেন তাঁরা একথা খুব যুক্তিসহ মনে করেন না যে, প্রকৃতি-থেকে-শোনা ধ্বনি ইণ্ডিয়ান গানকে প্রভাবিত করেছে। পরন্তু, তাদের সুর শ্বেতাঙ্গ মানুষদের সংগীতরচনার নিয়ম কানুনের হস্তক্ষেপে সেইরকম আর শোনাতে পারে না। কোন কোন আমেরিকান সুরকার ইণ্ডিয়ান সুর গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং এঁদের রচনা শ্বেতাঙ্গদের ইণ্ডিয়ান সংগীত সম্বন্ধে সম্ভবত কিছু ধারণা দিতে পারে। অবশ্য কোন ইণ্ডিয়ান সে-সুরকে তাদের নিজেদের ব'লে মনে করবে না। লাল মানুষদের গান তাদের কাছে অত্যন্ত আপনার এবং গভীর একটা ব্যাপার। সে-গান ঐ মানুষগুলির মতই দুর্বোধ্য ও দুরায়ত্ত। তাকে মুক্ত করতে হবে। লাল মানুষদের গানকে একটা কনসার্ট হলের মধ্যে আটকে রাখা যাবে না, যেমন আটকে রাখা যাবে না ঐ লাল মানুষদেরও।

ইউরোপ থেকে ধর্মসংগীত আনয়নকারী প্রথম শ্বেতাঙ্গ মানুষ

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ানরা যখন মহিষের বড় বড় পালের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন, সমুদ্রের পরপারে আরেক কাহিনীর জন্ম হচ্ছিল শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে। সভ্যতার ইতিবৃত্ত একের পর এক অসন্তোষে স্পন্দিত। এমনই এক অসন্তোষের ফলে এক সময়ে মুক্তিসন্ধানী একশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ মানুষ স্বদেশে মুক্তির অভাব দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে New England-এর তীরে পৌছাল।

'মে ফ্লাওয়ার' নামে তাদের ছোট জাহাজখানা একটা উপসাগরে ভেসে এল যেখানে উপকূলের প্রান্তেই গহন জঙ্গল। প্রায় তিনমাস সমুদ্রে থাকার পর তারা অবশেষে একটা বড় পাথরে পা দিল এবং সেখান থেকে মাটিতে নামল। তাদের কী ভালই না লেগেছিল! সেই পাথরটা এখনও যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে ম্যাসাচুসেট্‌স্ অঞ্চলের প্লাইমাউথে।

কিন্তু কী আশ্চর্য সে দেশ! একেবারে স্তব্ধ, আর পশ্চাদ্‌পটে রহস্যময় ঘনান্ধ জঙ্গল। শুধু তীরে আছড়ে-পড়া কলস্রোতধ্বনি আর বনভূমির মর্মর ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। ঐ জঙ্গলে কি ছিল?

তাদের এই নতুন দেশ সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না। তবে কিসে তাদের ইংলণ্ডের আরামপ্রদ গৃহ পরিত্যাগ করিয়ে হল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে এক অজানা মহাসমুদ্র পার হয়ে, কষ্ট আর বিপদের মাঝখানে এই জায়গা খুঁজে পেয়েছিল?

তাদের মনে ছিল ভাবাদর্শ, এবং তাই নিয়েই তাদের গোলযোগ। ভাবাদর্শই আমাদের সক্রিয় করে। সেইজন্যই তীর্থযাত্রীরা তাদের ধর্মীয় আচার সম্পর্কে নিজস্ব ভাবাদর্শের বশে ইংলণ্ডের চার্চ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের গ্রামে। শুধু ইংলণ্ডে নয়, এই সময় ইউরোপেও এক ব্যাপক ধর্ম-আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলন নানারকম রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল যার সঙ্গে পিউরিটানদের মতভেদ ছিল। এই আন্দোলন সমকালীন সংগীতকে প্রভাবিত করেছিল। এইজাতীয় ঘটনায় সংগীত সর্বদাই স্পন্দিত হয়। যেহেতু এই আন্দোলনের ধর্মীয় অংশটির সঙ্গে সংগীতের সংযোগ আমরা প্রকৃষ্ট-ভাবে দেখতে পাই তাই এই দিকটিই আলোচনা করব। আর বাকী অংশ-গুলির জন্য—অর্থাৎ, ইংলণ্ডে প্রথম জেমসের রাজত্বকালীন বছরগুলি ও ইংলণ্ডের বাইরের বাকি ইউরোপে ত্রিশবছরের যুদ্ধের সমকালীন ঘটনার কথা ইতিহাসে পড়াই বাঞ্ছনীয়। সময়টা ছিল অশান্তিপূর্ণ। ফ্রান্সে হিউগেনট্‌সদের মধ্যে ধর্মীয় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। তার ফলে প্রোটেস্ট্যাণ্টপন্থীদের উন্নতির পথ সুকঠিন হয়ে উঠছিল।

যখন পিউরিটানরা একটা দেশের শুষ্ক ভূমিখণ্ডে পা দিল, যেখানে তাদের ঈশ্বর আরাধনার পথনির্দেশ করবার মত কেউ নেই, তখন তারা অবশেষে তাদের আরব্ধ মুক্তির স্বাদ পেল। কিন্তু প্রথম প্রথম তারা নানা কষ্টে পড়ল, কেননা তারা ছিল অগ্রণী। আর অগ্রণীদের সর্বদাই কিছু পেতে হলে তা বানিয়ে নিতে হয়। আঁচড়-কাটা দিয়ে তাদের সুরু করতে হয়।

একটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে, গাছ কেটে, তক্তা চিরে, তারপর তারা শোবার ঘর বানিয়েছে। রুটি পাবার জন্য তাদের জমি থেকে কাজ শুরু করতে হয়েছে। প্রথমে একটা জমি পরিষ্কার ক'রে, অর্থাৎ গাছ কেটে, গাছের গুঁড়ি ও পাথর সরিয়ে, তারপরে জমি চাষ ক'রে গম বুনতে হয়েছে। সেই গম

বেড়েছে, পেকেছে, তারপরে কাটা হয়েছে। তারও পরে গম আর খোসা আলাদা ক'রে আটা-ময়দা বানাতে হয়েছে। এত সব ক'রে, তবে তারা ভাবতে পারত যে, তার রুটি আছে। এর থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছে যে, অগ্রণী একজন মানুষের পক্ষে গান গাইবার কোন সুযোগই ছিল না। তার ওপর, যখন তারা দেখত জঙ্গল থেকে কী সব বেরোচ্ছে তখনই তাদের গাদাগাদি করে জমায়েত হ'তে হ'ত আত্মরক্ষার তাগিদে।

রেড ইণ্ডিয়ান! লালচে-বাদামি ত্বকের কতকগুলো মানুষ, পশুচর্ম আর লোমের পোশাক পরণে, তাতে পাখির পালকের অলংকার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মিত্রভাবাপন্ন, কিন্তু কেউই ইংরাজি বলতে পারত না। বাদ-বাকিরা মিত্রভাবাপন্নও নয়, ফলে তাদের নিয়ে আরো অসুবিধা। তবুও ইণ্ডিয়ানদের দোষ দেওয়া যায় না। কেননা তাদের-দেখা নৌকার চেয়ে অনেক বড় একটা নৌকায় ক'রে সাগর-পার-থেকে-আসা আশ্চর্য ফ্যাকাশে মুখের মানুষগুলোকে দেখে তারাও সচকিত হয়ে উঠেছিল। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, তারা তাদের বাসস্থানের জঙ্গল ও পশুদের নিজস্ব সম্পত্তি ব'লে মনে করত; তাই আশ্চর্য শাদা মুখের মানুষগুলো ছিল সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী।

কিছু কিছু লেখক বলেছেন যে, পিউরিটানরা ছিল সংগীতছুট এবং সংগীত সম্পর্কে অযত্নশীল। কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। তাই কেউই এমন কঠোর মন্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন। বরং মনে হয়, খুব সম্ভবত তারা তাদের ধর্মীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংগীত পছন্দ করত। একেবারে শুধু-শুধু আমোদ-প্রমোদের গান শোনার মত আসক্তি থাকলেও অবকাশ তাদের ছিল না। তাদের দিনগুলো ছিল জমির কাজে সুকঠিন পরিশ্রমে পূর্ণ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, গানের সুর ইণ্ডিয়ানদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এই আশংকা ছিল। তার থেকে দূরে থাকা-ই ছিল বাঞ্ছনীয়। যদি কেউ সভ্যতার অনেক দূরে একটা বিরাট জঙ্গলে একা থাকে, তবে যতই সংগীতপ্রিয় হোক তবু সে চুপচাপ থাকে। সে নানা রকম শব্দ শোনে এবং এইভাবে অদ্ভুত ও অপরিচিত লোকের কান এড়িয়ে চলে।

অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কিছু লোককে পাহারায় রেখে, একটা সময়ে পিউরিটানরা গান করত, অর্থাৎ যখন তারা চার্চে যেত। তারা গান এত ভালবাসত যে স্বদেশ থেকে একটা স্তোত্রগ্রন্থ সঙ্গে এনেছিল।

চার্চসংগীত সম্পর্কে তারা ছিল অত্যন্ত গোঁড়া এবং ইংলণ্ডের সুন্দর চার্চসংগীতের ধারা থেকে তারা সুনিশ্চিতভাবে বাইরে ছিল। দৈবী উপাসনার অংশ হিসাবে তারা সমবেত কণ্ঠসংগীতকে অস্বীকার করত। তাদের কাছে ঐ গান ছিল নাট্যধর্মী, সুতরাং প্রমোদমূলক, অতএব চার্চে বর্জনীয়। তাদের মতে, চার্চে গাইবার অনুমতি মিলত একমাত্র সেই গানের যা ধর্মসভায় সবাই একসঙ্গে গাইতে পারে। তারা মনে করত, চার্চের প্রার্থনায় একক-কণ্ঠ, মার্জিত কণ্ঠের সম্মেলক গান ও সুশিক্ষিত যন্ত্র শিল্পীদের মত নাটুকে কোন কিছুর স্থান নেই। চার্চের গান তাদের কাছে ছিল প্রার্থনার নামান্তর, যা সকলে গাইতে পারে এবং সেইজন্য ঐ গান সম্মিলিতভাবে গাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক হওয়া দরকার। (এর ফলে, পরে সাংগীতিক-সমস্যার উদ্‌ভব হয়, যা তারা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে বুঝতে পারে নি।) আমরা যতদূর জানি তাতে বলা চলে, New England-এ প্রায় একশো বছর ধরে এই স্তোত্রগানই ছিল একমাত্র সংগীত।

তীর্থযাত্রীরা তাঁদের স্তোত্রগুলি এক ছন্দে বিন্যস্ত ক'রে রেখেছিলেন, যাতে ধর্মসভায় খুব সহজে গাওয়া যায়। এই স্তোত্রগ্রন্থ হল্যাণ্ডে ছাপা হয়েছিল, অজানা জগতে তাদের অভিযানের কয়েক বছর আগে।

Old hundredth নামে 'তীর্থযাত্রীদের সুর' তাদের অন্যতম একমাত্র সুর, যা আজো আমরা শিখি ও গাই। গ্রন্থটির এই নামকরণের কারণ হ'ল, এতে তাদের ছন্দে বিন্যস্ত একশোটি স্তোত্র ছিল। এখন প্রার্থনামন্ত্রে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এ সুর নিজে নিজে গাইলে বোঝা যায় যে, এতে কোন ছন্দ নেই। এ হল একটি প্রকারীয় স্তোত্রের সুর। তার মানে এ সুর অতি পুরানোকালের, অর্থাৎ যখন তীর্থযাত্রীরা গেয়েছিল, তখনকার। সে সুরের বনিয়াদ এসেছিল মধ্যযুগের সরল সুর থেকে। মধ্যযুগের এই সুর চার্চের লোকদের দ্বারা স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছিল। (তার ফলেই আজ আমরা তা চর্চা করতে পারি।) আদিযুগের চার্চের লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে, চার্চে ছন্দের কোন স্থান নেই। তাঁদের কাছে ছন্দ ছিল নিতান্ত ঐহিক, পার্থিব ব্যাপার এবং তাদের এই ধারণা সম্ভবত ঠিকই ছিল; কেননা যখন আমরা সুনির্দিষ্ট তীব্র ছন্দস্পন্দ শুনি তখন নাচতে ইচ্ছা করে, পায়ে তাল ঠুকতে ইচ্ছা করে, কাঁধ ঝাঁকাতে ইচ্ছা করে। (আর, যদি কল্পনা করা যায় যে একজন তীর্থযাত্রী পাদ্রী ঐ রকম করছেন তাহলে তো আমরা হাসিতে ফেটে পড়ি।)

একজন তীর্থযাত্রীর রচনা থেকে জানতে পারা যায় 'তীর্থযাত্রীর সুর' তাঁরা কেমন উপভোগ করেছিলেন। কল্পনা করা চলে, যখন তাঁরা যে ফ্লাওয়ারে চেপে ওলন্দাজ বন্দর লিডেন থেকে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা জগতের দিকে, যেখান থেকে ফেরার আশা নেই তখন তাদের মনের অবস্থা কী ছিল। সাধারণ মানুষদের মত সেই তীর্থযাত্রীরা বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন:

'আমাদের নিয়ে দূরের পথে পাড়ি জমাবার জন্য জাহাজটি যখন প্রস্তুত, তখন আমাদের ধর্মযাজকের গৃহে অপেক্ষমান সতীর্থেরা এক মহোৎসবের দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করেছিল। এমন অনেক ধর্মসভা আছে যারা সংগীতনিপুণ, কিন্তু সেদিন সেই বিরাট প্রকোষ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে স্তোত্রগান ক'রে শুধু যে আমরা ক্লান্তি অপনোদন ক'রে তৃপ্ত হয়েছিলাম তাই নয়, এর মধুর স্বরমাধুর্য আমাদের হৃদয়কে অতুলনীয় আবেগ ও আনন্দে মথিত করেছিল। সত্যই, তেমন শ্রুতিমধুর সঙ্গীতধ্বনি আর কখনও শ্রুতিগোচর হয় নি।'

তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা ও সন্দেহ এসেছিল যার থেকে মুক্ত থেকে সাহস সঞ্চয়ের জন্য তাঁরা গান করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, সংগীতের ভাষা মানবহৃদয়ে কত আপন ও ঘনিষ্ঠ—এ ভাষা শব্দার্থকেও ভেদ ক'রে যায়।

যখন মানুষেরা দেবমূর্তি পূজা করবার সময় নাচত দেবদেবীর সমক্ষে, সংগীত তখন ছিল তাদের সংস্কারগত। এই জন্যই প্রাক্তন চার্চের লোকেরা ছন্দে আস্থাশীল ছিলেন না, কেননা ক্রিশ্চিয়ান চার্চে নৃত্যকে কোনরকম ধর্মীয় অভিব্যক্তি বলে মনে করা হয় না। আমেরিকায় আগত সাদা মানুষগুলি যখন দূর-থেকে-ভেসে-আসা ইণ্ডিয়ানদের বাদ্যধ্বনি শুনতে পেতেন তখন তা নিশ্চয়ই ভয়াল ও বিপজ্জনক মনে হত। দীর্ঘকাল সংগীতের ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সংস্কার অর্জন ক'রে তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, উপজাতিদের মধ্যে ছন্দই হ'ল প্রাকৃতজনের প্রকৃত অভিব্যক্তি—ঠিক শিশুর মতই।

বইয়ের অভাবে গানের বাণী দাগানো থাকত এবং প্রচারক ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে এক একবার একটা বাণী আওড়াতেন, তাঁরা অপেক্ষা করতেন পরের পংক্তির আশায়। স্বরলিপি শিক্ষার আগের স্তরে এইভাবেই বিদ্যালয়ে গান শেখানো হয়।

প্রথমযুগের সাদা মানুষদের বিপদ ও পরিশ্রমের কথা মনে রাখলে, একথা উপলব্ধি করতে অবাক লাগে যে, প্রথম নৌকারোহীরা আসার পনেরো বছর পরেই তাঁরা ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ উত্তর আমেরিকার প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা শুধু নয় প্রথম মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিরিশ বছরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্তোত্রগানের বাণী ছেপেছিলেন এবং তার পঞ্চাশ বছর পরে তাঁদের স্তোত্র গ্রন্থে স্বরলিপিও ছেপেছিলেন। এই স্তোত্রগ্রন্থের ব্যবহার শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডেও ব্যাপক প্রচলিত হয়েছিল।

প্রায় একশো বছর ধ'রে পিউরিটানদের স্তোত্র সংকীর্তনই ছিল New England-এর একমাত্র সংগীত। তারপর যে সব ব্যক্তি সেখানে আসতে থাকলেন তাঁরা সঙ্গে আনলেন বাদ্যযন্ত্র এবং দেশের ব্যবস্থা যত সুচারু হ'তে থাকল লোকজন ততই সংগীতমনস্ক হবার সময় ও অবসর পেতে লাগলেন। যাঁদের ইতিহাসচেতনা নেই এমন চিন্তাহীন মানুষ বলেছেন যে আমেরিকা ছিল সংগীত-ছুট। একথা বলার মানেই হ'ল, তাঁরা ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার তুলনা করেছেন। এই দুটি মহাদেশের ইতিহাস ও মানব-জীবন সম্বন্ধে সচেতন থাকলেই বোঝা যায় ঐ মন্তব্য কত বাজে।

এখনও পর্যন্ত, এমনকি, গ্রামদেশে মানুষের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি করবার খুব সুবিধা নেই। একজন কৃষক প্রাতঃকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে কিংবা জীবজন্তুর তত্ত্বাবধান করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আগত মানুষরা শুধু গ্রাম্য পরিবেশে ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। সেখানে শিল্প উপভোগের কোন সুযোগই ছিল না। শিল্পের বিকাশ বা অস্তিত্ব অনুশীলন-সাপেক্ষ। প্রথম আমেরিকানদের পক্ষে শিল্পানুশীলনের বিশেষ সুযোগ ছিল না। নতুন এক মহাদেশের সুবন্দোবস্ত করতেই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।

সূচনাকালে কোন দেশেই পরিপূর্ণ সংগীতসম্ভার থাকে না। যে কোন নতুন দেশকে প্রাথমিকভাবে অন্য কোথা থেকে সংস্কৃতি আমদানী করতে হয়। ফ্রান্স ছাড়া অন্য সকল ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে এই একই কাজ করতে হয়েছে। এমনকি বিখ্যাত বাখ্‌-য়ের আমলেও জার্মানী ফ্রান্স ও ইতালি থেকে সংগীত আমদানী করেছে। একটি ধর্ম সংস্কারের সূত্রে চার্চ সংগীতরূপের পরিবর্তনের আগে জার্মানীর সংগীত পূর্ণতা পায়নি। হেনরী পার্শেলের আগে একদা ইউরোপে ইংরাজি সংগীতের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

তীর্থযাত্রীদের আগমনের দেড়শো বছর পরে আমেরিকার কলোনীগুলির বেশির ভাগ মানুষ গ্রামদেশে থাকত। তার পরের একশো বছর পশ্চিমের দিকে তারা এগোতে থাকে, কাজেই সম্প্রতি সেখানে সাংগীতিক সুযোগ পাওয়া গেছে।

তারপরে ইউরোপ থেকে নতুন বসতকারী লোকদের মারফৎ সংগীত এসেছে। স্বভাবত New England-এর মানুষ যেহেতু ছিল ইংলণ্ডীয় সংগীতের রূপরীতিতে অভ্যস্ত কাজেই নতুন গানের ধারা এল নতুন পৃথিবীতে। তীর্থযাত্রীদের অবতরণের দেড়শো বছর পরে আমেরিকা তার 'সংগীতে-অগ্রণী'দের পেল সর্বপ্রথম। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অবতরণের অনেক আগে ইউরোপে সভ্যতা ও শিল্পের উন্নত প্রগতি ঘটেছিল। এমনকি সেখানে একাধিক সভ্যতা বিরাজিত ছিল। সেখানকার মানুষ শহরে বাস করে বংশানুক্রমে শিল্পচর্চা করতে পারত। তাছাড়া ইউরোপীয় সংগীতের ক্রমোন্নতিতে অন্যান্য প্রভাবও পড়েছিল, যা আমেরিকাতে ছিল না। যেমন চার্চ ও রাজসভার আনুকূল্য।

পিউরিটানরা চার্চের জাঁকজমকপূর্ণ স্তোত্রগান, বন্দনাগান প্রভৃতি নানা সাংগীতিক সাধনা বর্জন করেছিল। সংগীতোৎসাহের আরেক উৎস রাজসভা আমেরিকায় অজানা ছিল। ইউরোপে রাজা-রাণীরা রাজসভার উপযোগী সংগীত রচনার জন্য শ্রেষ্ঠ সুরকারদের নিয়োগ করতেন। হেনরী পার্শেলের জীবনী পড়লে জানা যায় এই দুই উৎসই ছিল তাঁর জীবিকানির্বাহ তথা প্রেরণার পথ। কখনও কখনও, হেড্‌নের মত, কোন কোন ইউরোপীয় সুরকার একজন রাজার আশ্রয় ও আনুকূল্যে সারাজীবন কাটিয়েছেন রাজার বিনোদন ও গৌরব কীর্তন করে। আমেরিকায় কখনও ছিল না এই রাজকীয় জীবনাশ্রয়, কেননা পিউরিটানরা রাজা ও রাজপুত্রদের অস্বীকার করেছিলেন।

আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য যা আমেরিকান সংগীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা এই যে, ইংলণ্ডে সবাই ছিল ইংরেজ; জার্মানীতে সবাই জার্মান; ফরাসীরা থাকত ফ্রান্সে, ইতালীয়ানরা ইতালীতে। কিন্তু আমেরিকানরা ছিল কারা? যে কেউ এবং সকলেই, যারাই এসেছিল— দেশটি ছিল অবারিতদ্বার।

আমেরিকা এমন দেশ যেখানে সব জাতির লোক একত্রে থাকতে

শিখেছে। সেইজন্যই তাকে বলা হয়েছে মহান ধাতুগলানো পাত্র। তখনকার নানা জাতির মানুষ নিজের নিজের সংগীত সঙ্গে ক'রে এনে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। এই মহৎ সংমিশ্রণই আমেরিকা; সেইজন্য আমেরিকার সংগীত হয় সকল জাতির মিশ্রিত অভিব্যক্তি, অথবা, যেমন একজন সংগীতকার বলেছেন—ধাতুগলানো পাত্র থেকে উচ্ছ্বসিত অনেক গানের ধারা।

সময়ের চক্রাবর্তনে দেখা গেল, যে সব লোক পেনসিলভেনিয়ায় বসতি করেছিল তারা ছিল সংগীতপ্রিয় ওয়েলস্, জার্মান ও সুইডিস—তারা সঙ্গে এনেছিল তাদের সংগীত। ইউরোপের সবচেয়ে সংগীতপ্রবণ অঞ্চল বোহেমিয়া থেকে মোরাভিয়া সম্প্রদায়ের একটি দল বসতি করেছিল পেনসিলভেনিয়ার বেথ্লেহেমে, সেখানকার সংগীতের ধারাপ্রবাহ আমাদের কালেও প্রবহমান। প্রত্যেক বছর লোকে বেথ্লেহেম বাক সমবেত সংগীত শুনতে যায়।

তীর্থযাত্রীরা New England-এ আসবার আগে হয়ত ভার্জিনিয়া উপনিবেশে সংগীতের রেওয়াজ ছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে প্রমাণপত্র থেকে বিশেষ খবর মেলে না। অবশ্য আমরা জানি যে, স্তোত্রগায়ক ইয়াঙ্কিদের তীব্র, সচেষ্ট ও আন্তরিক সংগীতোৎসাহ থেকেই গায়কসমাজ ও গীত-বিদ্যালয়গুলির সূচনা হয়। এবং তাদের মাধ্যমেই সারাদেশে সংগীতের চর্চা ও উন্মেষ ঘটে।

প্রথম দিকে পিউরিটানদের সংগীত দুর্বল হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন গায়ণ পদ্ধতি (Part Singing) যখন একককণ্ঠে রূপায়ন করতে হ'ত। উপযুক্ত সাংগীতিক নির্দেশ ও প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রের অভাব ছিল তাদের। সময়কালে তাঁরা তাঁদের পুরানো দেশ থেকে বাদ্যযন্ত্র আনতেন আর নিজেদের গান বানাতেন। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের সাংগীতিক সমস্যা রয়েছে এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় স্বরলিপি পদ্ধতি জানতে হবে তাঁদের।

প্রথম অবস্থায়, তাঁদের স্তোত্রগ্রন্থে (Bay Psalm Book) সুর ছাপা হত না কেননা কেউ তা পড়তে জানতেন না। ক্রমে ক্রমে স্তোত্রগ্রন্থগুলিতে সুরের নির্দেশ, যাকে তাঁরা বলতেন 'সংগীতের ভিত্তি ও নিয়ম', ছাপা হ'তে থাকে। সাময়িকভাবে এই ব্যাপার পিউরিটানদের বিভ্রান্ত করেছিল এবং তাঁরা বলেছিলেন, 'আমরা যদি একবার স্বরলিপিসম্মতভাবে গাইতে

সুরু করি তবে তারপরেই নিয়মমাফিক প্রার্থনা করতে থাকব এবং আইনমত ধর্মপ্রচার করব'। এবং তাঁরা আশংকিত হলেন যে, যেমন নিয়মের বেড়াজালের জন্য তাঁরা একদা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বুঝিবা তেমনই পুরানো নিয়ম ফিরে আসবে আবার। এই আশংকা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই কালক্রমে সযত্নে তাঁদের সংগীতের নিয়ম প্রণীত হল। তাঁরা স্বরলিপি পড়তে শিখলেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মানীতে বিতোফেনের যখন জন্ম হয়, তখন নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উত্তরসূরীরা দীর্ঘকাল সেই সব গান গাইতেন যা নিরুপদ্রব, শান্ত, সুন্দর। সেই বছর বস্টনে তাঁদের স্তোত্রগানের বই (New England Psalm-Singer) ছাপা হল। এই গীতিমালা সংকলন করলেন আদিযুগের অন্যতম একজন আমেরিকান সুরকার। তাঁর নাম, উইলিয়াম বিলিংস। বইটির প্রচ্ছদপট উৎকীর্ণ করলেন আজকের দিনে সুপরিচিত একজন ভদ্রলোক পল রিভের। অবশ্য স্তোত্রগ্রন্থের প্রচ্ছদপট উৎকীর্ণ করে তিনি সুপরিচিত হননি। আজকের দিনে তাঁর পরিচিতির কারণ ঐ সময়ের পাঁচ বছর পরে এক রাতের অশ্বারোহণ।

প্রথম আমেরিকান সুরকার

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'

ইতিমধ্যে আমেরিকা হল এক স্বাধীন ও মুক্ত রাজ্য, তার নিজের একজন সুরকারও হ'ল। জন্মসূত্রে ফিলাডেলফিয়াবাসী এই প্রথম আমেরিকান সুরকারের নাম ফ্রান্সিস হপকিনসন। পল রিভের যখন স্তোত্রগীতিমালায় প্রচ্ছদ উৎকীর্ণ করেন তার কয়েক বছর আগে হপকিনসন একটি সংগীত-গাথা ও একটি গান রচনা করেন। আমেরিকার এই প্রথম সুরকার ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনের বন্ধু এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। আমেরিকার দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন অ্যাডাম্স্ হপকিনসন সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে চিঠিতে বর্ণনা দিয়েছিলেন যে :

হপকিনসন একজন সুন্দর, ছোটখাট, কৌতূহলী ও সরল মানুষ। তাঁর মাথাটা একটা বড় আপেলের চেয়ে বড় নয়। ভদ্রলোকের চেহারার মত মজার জিনিস আমি আর কিছু দেখিনি, যদিও উনি ভদ্র, মার্জিত ও খুব সামাজিক মানুষ।

প্রথমদিককার আরেকজন সুরকার উইলিয়াম বিলিংস, বস্টনের একজন

কর্মকার ছিলেন। তিনি ছিলেন একটি 'চরিত্র'। তিনি সংগীত সম্পর্কে এত অত্যুৎসাহী ছিলেন যে জাতব্যবসা ছেড়ে সংগীতকে বৃত্তি করেছিলেন। তখনকার দিনে সেদেশে সংগীত সাধনা করে কেউ জীবিকানির্বাহ করতে পারত না এবং বিলিংস তাই দারিদ্রে জীবনবিসর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর নাম নিউ ইংল্যাণ্ডে সুবিস্তৃত ছিল এবং তাঁর সংগীত সুদূর ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। গান করা বা বাজানোর ক্ষমতার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর সংগীতোৎসাহ। তাঁর প্রতিবন্ধক হয়েছিল একচক্ষুর দৃষ্টিহীনতা, একটি শুষ্ক হাত, স্বতন্ত্র মাপের দুটি পা এবং কর্কশ কণ্ঠস্বর। তাঁর গানের কান অবশ্য ভালই ছিল। পল রিভেয়ের দ্বারা উৎকীর্ণ স্তোত্রগীতিমালা ছাড়াও বিলিংস আরো কিছু সংগীত রচনা করেন সেগুলি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন 'আগেকার মন্থর সুরের চেয়ে কুড়িগুণ শক্তিসম্পন্ন'। বস্টনের এক কনসার্টে তাঁর রচিত স্তোত্রগান গাওয়া হয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েকবছর পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অর্কেষ্ট্রা প্রকাশিত হয়। সেটির নাম 'দি ডেথ সঙ্‌ অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান চিফ'।

জাতীয় সংগীত উদ্‌ভব

'আমার প্রিয় মুক্তির দেশ,
আমি তোমার গান গাই'

দেশের মুক্তিকামী মানুষ যাঁরা স্বাধীনতার জন্য কঠিন পরিশ্রম ও দুঃখ সহ্য করেছিলেন তাঁদের উত্তর পুরুষরা যখন দেখলেন সেই স্বাধীনতা বিপন্ন তখন তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অনুভূতির তীব্রতা সংগীতে সুন্দরভাবে পথ খুঁজে পায়। কাজেই, স্বভাবতই আমেরিকার জাতীয় সংগীত এই পরিবেশে জন্ম নিল।

আমেরিকার প্রথম ও জনপ্রিয় সুরটি অবশ্য সে দেশে তৈরি নয়। জাতীয় সংগীতের আগেই 'ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌' চালু ছিল। এতে ছিল সরল মজার কিছুটা বা ঔদ্ধত্যের সুর। যখন বৃটিশ সৈন্যরা নিউ ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের ব্যঙ্গ করবার জন্য 'ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌' গাইত তখন তাতে এখনকার মতই সরল গ্রাম্য সুর ছিল। কিন্তু এক হাজার বছর আগে ইতালির চার্চে ঐ সুর ব্যবহৃত হ'ত বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে সম্ভবত সুরটি ধীর লয়ে তাল বাদ দিয়ে গাওয়া হত। এই

তত্ত্ব মেনে নিলে বোঝা যায়, ঐ সুর কালক্রমে চার্চের বাইরে এসে গিয়েছিল এবং দক্ষিণ ইউরোপের আঙুরখেতের কৃষকদের দ্বারা গীত হত। স্বভাবতই সুরটিতে বাণীবয়ন করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে ঐ সুর হল্যাণ্ডের উত্তরে এসে যায়, যেখানে পুরানো ওলন্দাজ শব্দ 'জনি' র বদলে 'ইয়াঙ্কার' কথাটি ব্যবহৃত হত। 'ডড্‌ল্‌' একটি পুরানো ফ্রিজিয়ান শব্দ—যার অর্থ হল হাবাগোবা লোক। শতাব্দীর আবর্তনে সুরটি ইংলণ্ডে পৌঁছায়, যেখানে ধাত্রীরা শিশুদের কাছে সুরটি গাইত এই ভাষায়:

লুসি লকেট, হারিয়েছিল পকেট
কিটি ফিসার খুঁজে পেয়ে
(দেখল তাতে) কিছুই নেই, কিছুই না
চারপাশে কেবল বাঁধন।

শৈশবে- শোনা সুরের মত আর কিছুই তেমন মনে থাকে না। যখন ইংলণ্ডে কমনওয়েলথের দিন এবং কিছুকাল যখন সেখানে রাজা ছিল না তখন প্রোটেকটর অলিভার ক্রমওয়েল লণ্ডনে গিয়েছিলেন, শাসক হ'তে। তিনি একটা কেন্টিস ঘোড়ায় চেপে ক্যান্টারবেরি থেকে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল ছোট একটা গোল টুপী, তাতে একটা পালক গোঁজা। তাঁকে দেখে রাজার দলের লোকেরা হেসে ব্যঙ্গ করে গেয়েছিল:

ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌ এসেছিল
কেন্টিস ঘোড়ায় চড়ে,
টুপিতে গুঁজে একটা পালক
নিজেকে ম্যাকারনি বলে।

'ম্যাকারনি' ছিল একরকম আটোসাঁটো পোশাক ইটালির ঢঙের, যা তরুণ সৌখিন ছেলেরা পরত।

এই ঘটনার একশো বছর পরে লালকোটপরা বৃটিশ সৈন্যরা আমেরিকায় এসে সেখানকার কৃষকদের ব্যঙ্গ করতে সুরু করে। সরল গ্রাম্য মানুষগুলি পরিপাটি পোশাকপরা বৃটিশ সৈন্যদের দেখতে শহরে যেত। ভ্রামণিক সৈন্যদের চোখে সেই চাষাদের কী অদ্ভুতই না লাগত। যদিও অযৌক্তিক তবু সবচেয়ে সহজ কাজ হ'ল অন্যকে নিয়ে মজা করা। সুতরাং বৃটিশ সৈন্যরা রবিবারে নিউ ইংলণ্ডের চার্চের চারপাশে জড়ো হয়ে প্রার্থনারত লোকগুলিকে ব্যঙ্গ করত, তাদের গান বন্ধ করতে চেষ্টা করত। সৈন্যদের সেই ব্যঙ্গগীতি ছিল 'ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌'।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক রাতে বৃটিশ সৈন্যরা 'ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌' গাইতে গাইতে বস্টন থেকে লেক্সিংটনের দিকে যাচ্ছিল। তাদের অজ্ঞাতে তাদের অনেক আগে আগে একজন সত্যিকারের ইয়াঙ্কি প'ল রিভের 'ঘোড়ায় চড়েই' যাচ্ছিলেন। তারপরে একদিন এল যখন পট পরিবর্তন হল এবং বৃটিশ জেনারেল কর্ণওয়ালিস বেদনার সঙ্গে ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করলেন। পরাজিত বৃটিশ বাহিনীর ব্যাণ্ডে পরিবেশ অনুযায়ী বাজলো 'দি ওয়ার্ল্ড টার্নড্‌ আপসাইড ডাউন' কিন্তু আমেরিকান ব্যাণ্ডে প্রত্যুত্তর বাজলো 'ইয়াঙ্কি ডড্‌ল্‌'।

প্রথম আমেরিকান সুরকারের সন্তান জোসেফ হপকিনসন ছিলেন তখনকার আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ হার্পসিকর্ড শিল্পী এবং তিনিই 'হেল কলাম্বিয়া'-র লেখক। কীভাবে ওটি তিনি লেখেন তার কাহিনী তিনি বলেছেন। সে সময়ে ফ্রান্স আমেরিকাকে খানিকটা অসুবিধায় ফেলছিল। জন অ্যাডাম্‌স তখন প্রেসিডেণ্টরূপে সক্রিয়। দেশে দারুণ উত্তেজনা এবং দুটি রাজনৈতিক দল ভিন্ন পন্থার পথিক। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের এক শনিবার-অপরাহ্ণে যখন ফিলাডেলফিয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, তখন গিলবার্ট ফক্স নামে হপকিনসনের স্কুলের এক সহপাঠী তাঁর কাছে এলেন।

ফক্স পড়েছিলেন মুস্কিলে। পরের সোমবার রাতে থিয়েটারে তাঁকে দেশাত্মবোধক গান করতে হবে। তাঁর অসুবিধা, তিনি হপকিনসনকে বোঝালেন যে, নাটুকে দলের কবিরা গানের ভাষা সম্পর্কে সচেতন নন। এমন একটা দেশাত্মবোধক গান করা কঠিন যা দুটো দলকে অনুত্তেজিত রাখতে পারে। তিনি হপকিনসনের সাহায্য চাইলেন। হপকিনসন জানালেন তিনি চেষ্টা করবেন।

পরদিন, রবিবারের বিকালে গায়ক আবার এলেন। মিঃ হপকিনসন জানালেন যে, গানের বাণী তৈরি। তিনি গানের ভাষাকে ভাবের দিক থেকে দেশাত্মবোধক করেছেন এমন ভাবে যে দুটি দলই তা গাইতে পারে। যখন সোমবার রাতে মিষ্টার ফক্স গানটি গাইলেন তখন খুব অভিনন্দন জুটল। তার মাত্র দুদিন পরেই আমেরিকার প্রথম মিউজিক স্টোরের মালিক বেঞ্জামিন কার 'হেল কলাম্বিয়া' গানের বিজ্ঞাপন দিলেন।

আমেরিকার জাতীয় সংগীত 'তারকা খচিত পতাকা' গভীর এক অনুভূতি নিয়ে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে লেখা হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধকালীন সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে।

সে সময়ে বৃটিশরা একজন আমেরিকান চিকিৎসককে বন্দী ক'রে রেখেছিল বাল্টিমোরে নোঙর-করা জাহাজে। সাময়িক যুদ্ধবিরতির অবকাশে ফ্রান্সিস স্কট কী নামে এক তরুণ আইনজীবী চিকিৎসকটির মুক্তি দাবী জানাতে যান। কিন্তু বৃটিশরা তখন ফন্দী আঁটছিল বাল্টিমোর গ্রাস করবার প্রস্তুতি হিসাবে ম্যাকহেনরী দুর্গ আক্রমণের, কাজেই তারা কী-কে কিছুদিন আটকে রাখল। সুতরাং ১৩ই সেপ্টেম্বরের রাতে কী বন্দী হলেন। তাঁকে যে জাহাজে রাখা হল সেটি এমন জায়গায় নোঙর করা ছিল যে, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ না-দেখার উপায় ছিল না। আগের কয়েক সপ্তাহে আমেরিকানদের প্রচুর যুদ্ধক্ষতি ঘটে এবং তাদের ওয়াশিংটনস্থ পরিষদ শত্রুরা পুড়িয়ে দেয়। বৃটিশরা তাই নিশ্চিন্ত ছিল যে তাদের নতুন আক্রমণেও তারা সফল হবে এবং কী-কে প্রত্যক্ষ করাবে তাঁর দেশের অপমান (তাঁর পক্ষে সে রাত ছিল ভয়ানক) জাহাজের ডেকে সারারাত নিদ্রাহীনভাবে পায়চারি করে তাঁকে দেখতে হ'ল দুর্গের ওপর প্রত্যেকটি গোলাবর্ষণ। বিকালের শেষ আলোয় তিনি দেখেছিলেন দুর্গের মাথায় তারকা খচিত আমেরিকান পতাকা। সকালে কি তিনি সে-পতাকা দেখতে পাবেন?

আস্তে আস্তে অন্ধকারের রেশ কেটে গিয়ে পূবদিকে আলোকাভাস জাগল। কুয়াশায় দুর্গ ভাল দেখতে পেলেন না তিনি। রাতে একসময় হঠাৎ গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছিল। কোন খবর পাওয়া যায়নি। একমাত্র যদি তিনি পতাকাটা দেখতে পান!

সহসা একটা হাওয়া বয়ে কুয়াশা কেটে গেল এবং তিনি তাঁর অস্বাভাবিক চোখে যা দেখলেন তা দেখার সাহসও তিনি করেন নি। একটা কোণ ছিঁড়ে-যাওয়া, একটা তারকাহীন যে পতাকা দুর্গের ওপরে উড়ছে সেটা সেই তারকা খচিত পতাকা। তিনি মনে মনে গেয়ে উঠলেন, 'মুক্তির দেশে, সাহসীদের ঘরে এই পতাকা উড়ুক উড়ুক।'

মিঃ কী এতদূর উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, পকেট থেকে একটা খাম বার করে গানের ভাষাগুলি লিখে ফেললেন। বাল্টিমোরে পৌঁছে গানটি তিনি প্রকাশককে দিলেন,সেটি হ্যাণ্ডবিলে ছেপে বেরোল। সেই রাতেই বাল্টিমোরের এক সরাইখানায় গানটি গাওয়া হল। তখনকার দিনে প্রচলিত একটা ইংরিজিসুরে গানটি গাওয়া হল। সেই মুহূর্ত থেকে গানটি হল আমেরিকান। কেন নয়? আমেরিকানরা একদা এসেছিলেন ইংলণ্ড থেকে। শব্দ,

সুর ও সময়ের চাঞ্চল্যে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গানটি হয়ে দাঁড়াল আমেরিকার জাতীয় সংগীত।

'আমেরিকা'নামে যে অন্যতম বিরল জাতীয় সংগীতটি আছে তার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নেই। এটি খাঁটি জাতীয় স্তোত্রগান। একশোবছর আগে স্যামুয়েল ফ্রান্সিস স্মিথ গানটি লেখেন। তিনিও গানটির সৃষ্টি-উৎসের বিবরণ জানিয়েছেন।

এক ভদ্রলোক য়ুরোপ থেকে কিছু জার্মান গানের বই নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি তিনি দিয়েছিলেন স্তোত্র-রচয়িতা লাওয়েল ম্যাসনকে, যিনি সুর পড়তে পারতেন কিন্তু জার্মান ভাষা জানতেন না। মিঃ ম্যাসন তাই বইগুলি দেন স্মিথ নামক এক ধর্মযাজককে, যদি তিনি ম্যাসনের ব্যবহারোপযোগী কিছু তার মধ্যে থেকে বার করতে পারেন, এ বিষয়ে মিঃ স্মিথ বলেছেন:

সেই মত এক অবকাশের বিকালে আমি বইটা দেখছিলাম এবং 'গড সেভ দি কিং' সুরটার প্রেমে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কলম নিয়ে গানটা লিখে ফেলি।....একটানেই সেটা লিখে ফেলি, বিন্দুমাত্র ভাবিনি যে সেটা এত জনপ্রিয় হবে।....আমেরিকার স্বাধীনতায় এক শিশু উৎসবে এটি প্রথম সর্ব-সমক্ষে গাওয়া হয়।

ইতিহাসের পশ্চাদপসরণ এ নতুন কাহিনীর সূচনায় এখন মনে হয় আমেরিকার জাতীয় সংগীতে ইংরিজি 'গড সেভ দি কিং' সুর বা 'তারকাখচিত পতাকা' পুরানো ইংরিজি এক জনপ্রিয় সুরসংযোগ বেশ সংগতিপূর্ণ। মাতৃভূমির সুর গ্রহণে যেন এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে যে, 'যা হয়ে গেছে, গেছে' এবং 'এখন একসঙ্গে চলা যাক'। সম্ভবত সংগীতের মর্ম বন্দুকের চেয়ে গভীরে যায়। কার্যত অতীতের সঙ্গে মিতালি করতেই যেন আমরা গান গাই।

'আমেরিকা' গানটির সুর শুধু যে 'গড সেভ দি কিং'-য়ের সুরের সঙ্গে সম্মিলিত তাই নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় গানের সংযোগ আছে। গানের ভাষায় জাতিতে জাতিতে ভেদ থাকে না। যদি গানই হ'ত আইন তাহলে সম্ভবত জাতিতে জাতিতে থাকত বন্ধুত্ব।

যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতের ক্রমিক বৃদ্ধি : আমেরিকান ধর্মসংগীত

ব্যস্ত দেশ আমেরিকা প্রথম থেকেই ছিল ব্যস্ত। অদ্ভুত চেহারার সংগীতোৎসাহী ও বস্টন শহরের প্রাক্তন চর্মব্যবসায়ী উইলিয়াম বিলিংস সংগীতে অগ্রণীর কাজে সক্রিয় ছিলেন সেই সময়ে, যখন সুদূর জার্মানীতে বেতোফেন জন্মেছিলেন। সুররচনা ছাড়াও বিলিংস নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন প্রথম 'ধর্মীয় সংগীত বিদ্যালয়' সংগঠনের কাজে। সেটি এখনও আছে, এখন তার নাম—স্টাউটন মিউজিকাল সোসাইটি। সংগীত বিদ্যালয় প্রচুর সংখ্যায় চালু হতে থাকে এবং তারাই ছিল নিউ ওয়ার্ল্ডে'র সংগীত-অগ্রণী।

সামাজিক দিকে বিদ্যালয়গুলি ছিল খুব প্রয়োজনীয়, কেননা সেগুলির মাধ্যমে সংগীত চার্চের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিশেষে সকলের আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়গুলি দেশে এক নতুন বৃত্তিরও সৃষ্টি করেছিল। সেই নতুন বৃত্তি হ'ল সংগীত-শিক্ষকতা। বিদ্যালয়গুলি কেনাবেচার উপযুক্ত একধরনের দ্রব্যের সৃজন করল—তা হ'ল মুদ্রিত সংগীত। প্রথম সংগীত-শিক্ষকরা ছিলেন সংগীত-বিক্রেতা ; তাঁরা স্তোত্রসুরের বই বিজ্ঞাপিত ক'রে বিক্রয় করতেন। সংবাদপত্রে সংগীত-শিক্ষক ও গীত সংকলনের বিজ্ঞাপন থাকতে লাগল। নৃত্য-শিক্ষক বা জার্মান ফ্লুট, হাপার্সকর্ড ও ভায়োলিনের শিক্ষকের প্রচুর বিজ্ঞাপন থাকত। ইতিমধ্যে আমেরিকায় বাদ্যযন্ত্র তৈরি হ'তে সুরু হয়েছিল তবে সেগুলি বাজানোর ব্যাপারে সার্বিক ব্যুৎপত্তি আসতে আরো একশো বছর সময় লেগেছিল, যতদিন না রেলপথ বা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।

সংগীত বিদ্যালয়গুলির আদ্যকৃত্য ছিল গায়কদের স্বরলিপি পাঠের নির্দেশ দান। প্রকারীয় স্তোত্র সুরের প্রাথমিক পুস্তকে কোন ভাগচিহ্ন বা কাল মাত্রা নির্দেশ ছিল না। প্রকারীয় সুরে তাল ছিল না বলেই ভাগচিহ্ন বা মাত্রানির্দেশের প্রয়োজন হয় নি। নিউ ইংলণ্ডের চার্চের আশেপাশে ভ্রাম্যমান লালকোটপরা বৃটিশদের কানে আমেরিকানদের সুর 'কাঁচা' ঠেকেছিল। কল্পনা করে বলে, সেকালে যখন কোন বাদ্যযন্ত্র বা শিক্ষিতপটু গায়ক ছিল না তখন প্রার্থনা সংগীত রূপায়ন করা কত শক্ত ছিল। উৎসুক কণ্ঠগুলি অসহায়ভাবে নিশ্চয়ই একটা সাধারণ সুরগ্রাম খুঁজত। তবু আগ্রহ ও গভীরতা তাদের প্রয়াসকে মর্যাদাপূর্ণ করত।

ইউরোপে, কয়েকশো বছর আগে একস্বর গায়নের (Note Singing) বেশ সমুন্নতি ঘটেছিল; আজও সেই রীতি বিদ্যালয়ে প্রচলিত। এই রীতিতে সুরের প্রকৃতি স্বর দিয়ে বোঝানো হত। 'দো রে মি' সকলেই গাইত। ইংলণ্ডের একদল অবশ্য 'দো রে মি' পদ্ধতিকে আস্তে আস্তে 'ফা সোল লা'তে পরিণত করেছিলেন এবং এই স্বর পদ্ধতি এলিজাবেথীয় যুগে শেকস্‌পীয়ারের সমকালে ব্যবহৃত হত।

সংগীত-বিদ্যালয়গুলি প্রচলিত হবার সঙ্গে মুদ্রিত সংগীত ও সংগীত নির্দেশিকার চাহিদা দেখা দিল। বই থেকে সুরশিক্ষা পদ্ধতি সরলীকরণ করবার জন্য সুরের কতকগুলি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হ'ল যা এক লহমা দেখে শিক্ষার্থী সুরনির্দেশ বুঝতে পারে।

'সংগীতের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী' সংগীত বিদ্যালয়গুলি সরাইখানায় সমবেত হত। চার্চের বাইরে সংগীত প্রসারিত হয়ে পড়ছিল। গায়করা তাদের বইপত্র ও বাতি নিয়ে সরাইখানায় আসত। অর্ধবৃত্তাকারে দুইতিন সারিতে বসে চব্বিশ দিন ধ'রে বিকাল-সন্ধ্যেয় তিন ঘণ্টা ক'রে সংগীত সুরের নানাবিষয় শিখত। পাঠ্যক্রমের শেষে এক প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা তাদের সদ্য-শেখা বিষয়গুলি দেখাত। অতঃপর ভ্রমণকারী সংগীত শিক্ষক আরেক গ্রামে বা অঞ্চলে গিয়ে চব্বিশটি পাঠ্যক্রম শিখিয়ে গীত সংকলন ফেরি ক'রে বিক্রয় করতেন। গানগুলি ধীরে ধীরে চার্চে ব্যবহৃত সরল গানের তুলনায় অনেক বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠল।

পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির চার্চে যখন অর্গান এসে গেল তখন আর গায়ক-শিক্ষকের প্রয়োজন থাকল না। আমদানীকৃত যন্ত্রের সঙ্গে নিপুণতর সংগীত ও সংগীতকাররা ইউরোপ থেকে আসলেন এবং আমেরিকার কারখানাতেও যন্ত্র তৈরি হ'তে থাকল। উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতিও ইউরোপ থেকে এনে প্রবর্তিত করা হ'ল, 'দো রে মি'-র সঙ্গে। একদল প্রাথমিক শিক্ষক (যাদের বলা হত 'ফাসোলো') সেই সব জায়গায় গান শেখাতে যেতেন যেখানে সংগীতজ্ঞান অনুন্নত ছিল। এইভাবে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রভাবে গ্রাম্যসংগীত ও নাগরিক সংগীত এবং লোকসংগীত ও ব্যক্তিসংগীতের প্রভেদ সূচিত হ'ল।

দক্ষিণাঞ্চলের শহর ও জনপদে, সমুদ্রের ধারে ধারে সংগীত উন্নততর ছিল। ইউরোপের ভ্রাম্যমান শিল্পীরা সেখানে কনসার্ট করতেন। ঐ অঞ্চল ছিল ক্ষেত্রস্বামী ও ক্রীতদাস-প্রভুদের। সেখানকার ভদ্রলোকেরা, (যার মধ্যে

অন্ততম ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন) নৃত্যোপযোগী ধীরলয়ের গান পছন্দ করতেন এবং তাদের জীবনযাত্রা ছিল রাজকীয়। কিন্তু পাহাড়ের পিছনদিকে পার্বত্য-ভূমিতে যখন একবার 'ফাসোলা' সংগীত প্রবেশ করত, তখন তা টি'কে যেত। ঐ সব অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত 'ফাসোলা' গায়কদের পাওয়া যেতে পারে। অতি সম্প্রতি, অন্তত, ফাসোলা-গায়কদের সম্মেলন হয়। যে শহরে এই সম্মেলন হয়, সেখানে অনেক মাইল দূর থেকে লোকেরা জড়ো হয়। সাদা চামড়ায় অধ্যাত্ম-বাদীদের দেশে 'সারাদিন ধরে গান চলে, মাটিতে হয় নৈশআহার'।

কিন্তু যে তার যন্ত্র প্রচারিত নবতর সংগীতের ব্যাপ্তির মধ্যে এ'ধরনের গানের অস্তিত্ব আর থাকবে কিনা সন্দেহ। পুরানো গ্রামীন-চাল একদম নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত পেছুতে থাকবে। সংগীতের পূর্বাচার্য ও তাঁদের সংগীতধারা এখন পুরানো ব্যাপার। ইতিমধ্যেই বুড়োলোকরা তাদের যৌবনে-শোনা গায়নরীতি খুঁজে পান না, মাথা নেড়ে বলেন ;

পুরানো সেই গানগুলি সব হারিয়ে গেছে
কী মিষ্টি যে ছিল সে গান, কী বা মধুর।

যতদিন 'পুরানো-ধাঁচের' সুর দেশের অন্তস্তলের গ্রামগুলিতে শেখানো হ'তে থাকল, ততদিনে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের শহরে সংগীতকারেরা আত্মপ্রকাশ করতে থাকলেন। কলেজগুলিও সংগীতকারের উৎসস্থল হ'ল। আমেরিকায় প্রথম অনুশীলিত গানের ধারা বিচার ক'রে বোঝা যায় যে, স্বভাবতই প্রথম আমেরিকান সুরকাররা ছিলেন স্তোত্র রচয়িতা। 'আমার দেশ আমি তোমার' গানের লেখকের বন্ধু লাওয়েল ম্যাসন অনেক গভীর স্তোত্র রচনা করেছিলেন ; যেমন—'আমার প্রভু, তোমার কাছে' এবং 'আমার বিশ্বাস তোমা পানে চেয়ে আছে' এখনও ব্যবহৃত হয়।

এই সময় থেকে আমেরিকান স্তোত্রসংগীত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। উন্নতশ্রেণীর গানগুলি (যেমন ম্যাসনের রচনা) একরকম ; আরেকরকম সুসমাচারস্তোত্র গোছের। শেষোক্ত গান ব্যবহৃত হ'ত ঘরোয়া সভায় এবং কোন কোন রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে। গভীর ভাবোদ্দীপনা জাগ্রত করা এর উদ্দেশ্য ছিল বলে গানগুলি ছিল ব্যক্তিগত ও ভাবালুতাপূর্ণ। স্তোত্র পুনরুজ্জীবনের এই কাল-পর্বে, গানের ছন্দধর্মিতা বেশ আদৃত হ'ত। ইতিমধ্যে দেশ দ্রুত ক্রমোন্নত হচ্ছিল, নতুন নতুন আবিষ্কার চলছিল, রেলপথ চালু হচ্ছিল, মানুষ সংগীতকে সুখ ও আনন্দের উৎস হিসাবে ভাবছিল। ক্রমশ ভাবালুতা ফ্যাশানে

পরিণত হল। রাতের খাবারের পর, বৈঠকখানার পিয়ানোর চারপাশে বসে পারিবারিকভাবে ভাবালুতাপূর্ণ গীতিকা গাওয়া হতে থাকল। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ভাবাবেগপূর্ণ স্তোত্রগানেরও উদ্ভব হ'ল। সরল ও আন্তরিক ভাবালুতার গানগুলি স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছিল। কখনও কখনও, অবশ্য এই জাতীয় গানে এমন লোক সুর দিতেন, শব্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুর সম্পর্কে যাঁর ধারণা ছিল না। কিন্তু অনেক সুসমাচার স্তোত্রগীতি ও ভাবালুতার গান অবিস্মৃত রয়ে গেছে। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা এই ধরনের সুসমাচার গীতিই শ্বেতাঙ্গ ধর্মপ্রচারকদের কাছে শুনেছিল। এই সব গান, যেমন—'আমরা কি যাব নদীতীরে ?' এবং 'আমার মুকুটে থাকবে কি তারা ?' ইত্যাদি।

আফ্রিকা থেকে আগত মানুষদের নিগ্রো ধর্মসংগীত সৃষ্টি

যে বছর মে ফ্লাওয়ার জাহাজ থেকে স্তোত্র গায়কের দল নিউ ইংলণ্ডের পাহাড়ী উপকূলে অবতরণ করে, তার আগের বছর আফ্রিকা থেকে প্রথম ক্রীতদাসদের জাহাজটি এসে থামে দক্ষিণ উপকূলে। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা নিগ্রোদের ক্রীত-দাসরূপে আমদানী করতে সুরু করেছিলেন। কী পরিহাস! যে দেশে শ্বেতাঙ্গরা এসেছিল মুক্ত হ'তে সেখানেই কৃষ্ণাঙ্গরা এল দাস হয়ে। অবশ্য তারা শ্বেতাঙ্গদের মত শিক্ষিত ছিল না, তারা ছিল উপজাতি ও জঙ্গল থেকে-আসা তাজা মানুষ। সভ্যতা সময়সাপেক্ষ। তাই তাদের পক্ষে শ্বেতাঙ্গদের জন্য কাজ করবার আগে তাদের ভাষা শিখতে হয়েছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের মত নিগ্রোরা বদ্ মেজাজের ছিল না। তারা ছিল সহজ সরল, মিষ্টি গলা ও স্বভাবের, সুখ-দুঃখে সমভাবে অনুভূতিশীল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারত তারা। সে তুলনায় রেড ইণ্ডিয়ানরা ছিল সংযত ও নির্লিপ্ত, দাসপ্রথায় আত্ম-দানবিরোধী। তারা মুক্তভাবে মরতে পছন্দ করত।

নিগ্রোজাতির মানুষরা ছন্দ ও গান সম্পর্কে নিবিড় অনুভূতিপ্রবণ। তাদের দেশ আফ্রিকায়—তারা নাচত, ড্রাম বাজাত। তাদের মধ্যে স্বরলিপিরচনার কোন জ্ঞান তথা গানের বই ছিল না বলে তাদের স্মৃতিতে যে সব গান ছিল তাই তারা এনেছিল সঙ্গে ক'রে। তাদের গান ছিল প্রাথমিক স্তরের উপজাতীয় গান। নিগ্রো সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে-গানে কোন বাধাবন্ধ নেই

এবং খুশী বা ব্যথাতুর যে কোন মনোভাবই গান বা নাচ, সর্বত্রই আন্তরিক।

শ্বেতাঙ্গ প্রচারকদের কাছ থেকে তারা শ্বেতাঙ্গদের ধর্ম ও স্তোত্রগীতি শিখলো। সুসমাচার তাদের ভালো লাগলো এবং সেই গীতরীতি তারা অন্তরতরভাবে ব্যক্ত করল। কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গ গীতকার যে গান রচনা করতেন তা ছিল সস্তাধরনের, চটকদার ও অত্যন্ত ভাবালুতাপূর্ণ। নিগ্রোরা গান লিখত না, লিখতে জানত না। তারা পড়তেও পারত না, লিখতেও পারত না। কিন্তু তারা অনুভব করতে পারত। তাদের গানগুলি রচিত হত না, সেগুলি 'এসে যেত'। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল সারল্য ও আন্তরিকতা। ক্রীতদাসদের মাধ্যমে এল হৃদয়ানুভূত কান্না—কান্নার গান—খাঁটি ও সরল। কোন কোন লেখক বলেছেন, নিগ্রো ধর্মসংগীতের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সুসমাচার গানের সমুন্নতি ঘটেছিল। 'আমরা কি সমবেত হব নদীর ধারে, সুন্দর নদীর ধারে?' এই গানের বদলে নিগ্রোরা গাইল সোজাসুজি 'বয়ে যাও জর্ডন, বয়ে যাও'। আত্মসচেতন গান 'যখন নাম ডাকা হবে, দেখো, আমি থাকব সেখানে'-এর বদলে নিগ্রো গাইল 'আমি তৈরি থাকতে চাই' ইত্যাদি।

যথাসময়ে নিগ্রোদের শ্বেতাঙ্গপ্রচারকরা সব শেখালো, তারা তাদের রবিবাসরীয় ধর্মসভা ও স্ববর্ণের প্রচারকদের পেল। দক্ষিণাঞ্চলের এমনি এক নিগ্রোদের প্রার্থনাসভার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একজন শ্বেতাঙ্গিনী বিবরণ লিখেছেন যখন তিনি সমবেত নিগ্রোদের 'ছোট্ট জীর্ণ ঘরে' ঢুকলেন, তারা সময়োপযোগী পোশাক পরেছিল। তিনি লিখেছেন:

> আমরা আসবার আগেই প্রার্থনা সুরু হয়েছিল এবং ধর্মসভায় মানুষগুলি এবড়োখেবড়ো বেঞ্চিতে সারি দিয়ে নীরবে ভক্তিমান্ চিত্তে বসেছিল। অতঃপর যাজক তাদের প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন এবং তারা একটিমাত্র আন্দোলনে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করল। তারপর যাজক কম্পিতকণ্ঠে এক সুদীর্ঘ সানুনয় প্রার্থনা করলেন। এখানে সেখানে অশান্ত শিশুদের অদম্য কাশির শব্দ বা নড়াচড়ার শব্দ এবং বারবার উষ্ণ অনুনয় 'হে প্রভু' বা 'আমেন আমেন'—এই সব বেজে উঠল প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে—অনন্ত প্রার্থনার।
>
> মুহূর্ত কাটতে লাগল, দীর্ঘ মুহূর্তের বিস্ময়কর গাঢ়তা। বিড়বিড় শব্দ ও কণ্ঠস্বর ক্রমশ বাড়তে লাগল, হঠাৎ আমি লোকগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক

কম্পনের মত অর্ধশ্রোতব্য গুনগুনানি শুনলাম—সমস্ত আবহে আবেগ থরোথরো—এবং তারপরে কয়েকজন 'পাপী'র অন্তস্থল থেকে উঠে এল বেদনার্ত খাঁটি নিগ্রো কান্না, গানের সুষমাভরা কান্না। সেই অবনত জনশ্রীর কোনখান থেকে ঐ গানের প্রত্যুত্তর ভেসে এল। প্রথম গান আরো সোচ্চারে আরো আবেগাকুল স্বরে বেজে উঠল ; অতঃপর অন্যান্য কণ্ঠস্বরে তার প্রত্যুত্তরে সৃষ্টি হ'ল সংগীতের দেহ। এবং এইভাবে আমাদের সামনে যেন সেই গানের গলিত ধাতু থেকে একটা নতুন গান রূপ নিল ; তাৎক্ষণিক সেই গান কোন বিশেষ একজনের সৃষ্ট নয় বরং নির্বিশেষে সকলের।

এইভাবেই নিগ্রোদের ধর্মসংগীতের সৃষ্টি। সাধারণ কালো মানুষরা বাইবেলের গল্পগুলি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার রসে রূপান্তর করল।

আফ্রিকায় উপজাতীয় উৎসবে নরনারীরা ধর্ম বা যুদ্ধের সাময়িক উন্মত্ততাবশে 'ড্রাম' বাজিয়ে, গুনগুন ক'রে বা গান গেয়ে একত্রে কাজ করত। যুক্তরাষ্ট্রেও তারা ধর্মসভায় তেমনি খুশীর উন্মাদনায় মেতে উঠত একত্রে। তারা চার্চের বেঞ্চিগুলো হটিয়ে দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চার্চের ঘরে গান গেয়ে চলত ধীর পদক্ষেপে। তাদের গান স্বভাবতই তাদের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হত। হয়ত প্রচারকের পড়া বাইবেলের একটা পংক্তি নিয়ে তারা একটা পুরো গান বানাত, নানা পুনরাবৃত্তি সহকারে এবং নানা ব্যক্তির স্বতন্ত্র কণ্ঠসংরাগে কিছু কিছু সুর বদ্‌লে। এই প্রার্থনাগানগুলিকে বলা হ'ত 'জয়ধ্বনি'। তরুণ বয়সে ষ্টিফেন ফস্টারকে কখনও কখনও নিগ্রো চার্চে 'জয়ধ্বনি'তে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হ'ত।

ধর্মবহির্ভূত বা ধর্মনিরপেক্ষ গানও নিগ্রোদের ছিল। তুলো-তোলা, শস্য-তোলা, জাহাজে-বেড়ানো, রেলরাস্তার গান প্রভৃতি নানা কাজের আনুষঙ্গিক গান তাদের ছিল। যে কোন অবস্থা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এই সংগীত প্রেমিক মানুষগুলি গান বানাতে পারত। স্রেফ আমোদআহ্লাদের গানও তাদের ছিল।

তাদের বেশির ভাগ ধর্মসংগীত ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগীতের সূচনায় ধুয়ো ধরতেন একজন মূল গায়েন, জনতা বাকীটুকু গাইত।

বিনোদন-সংগীত : চারণগান

আমেরিকার শহরগুলি সংখ্যায় ও আকারে যত বাড়তে থাকল সংগীতও তত ব্যবসায়ের জিনিস হয়ে উঠল। দেশ সম্পদশালী হয়ে উঠল এবং বিদেশী সংগীতকাররা আমেরিকান অর্থের বিনিময়ে তাঁদের পণ্য বেচতে লাগলেন। কনসার্ট ও সিম্‌ফনি-অর্কেষ্ট্রার আয়োজন ও প্রযোজনা হতে থাকল। ইয়োরোপীয় সংগীতের সর্বোত্তম অংশগুলি এই সব অনুষ্ঠানে রূপায়িত হ'তে থাকল এবং অন্তত শহরের মানুষদের মধ্যে তথা আমেরিকানদের সাংগীতিক রুচির মান উন্নত হল।

জার্মানীতে বেতোফেনের মৃত্যুর পর কিছুকাল পরে, যখন মধ্য ইয়োরোপ উৎকৃষ্ট সংগীত সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, সেই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবজনিত ব্যর্থতায় বহু জার্মানকে আমেরিকায় পালিয়ে আসতে বাধ্য করে। অতঃপর কিছুকালের জন্য আমেরিকার সংস্কৃতিতে জার্মানপ্রভাব গভীরভাবে পড়ে। অবশ্য কয়েকবছর পরে আমেরিকানরা বুঝতে পারে যে, সংগীত সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ নির্দেশ নেবার জন্য তাদের জার্মানীতে যাওয়া উচিত। বহু জার্মান সংগীত শিক্ষক আমেরিকায় এলেন এবং স্বভাবত তাঁদের পিতৃভূমির প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট ক'রে তুললেন। সেইজন্যই এই সময়কার সুশিক্ষিত আমেরিকায় সুরকারদের রচনা ইয়োরোপীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যপ্রভাবে রচিত।

লঘু-বিনোদন সংগীতের ব্যাপারে অবশ্য শ্বেতাঙ্গ গায়ক ও নর্তকরা নিগ্রোদের নাচ-গান-কৌতুক রীতি অনুকরণেই মজা পেলেন এবং এইসূত্রে একরকম রীতি চালু হ'ল যার নাম নিগ্রো চারণগান। এটি একেবারে খাঁটি আমেরিকান বিনোদন রীতি যা পরে ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়েছিল। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গরা পরস্পরের গান নিয়ে নিজেদের উপযোগী ক'রে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অন্যান্য নানা গান বানালো। শ্বেতাঙ্গদের ব্যালাডের নিগ্রো সংস্করণ হ'ল কেননা কাহিনীসমন্বিত গান তারা পছন্দ করত। 'ক্যাজি জোন্‌স্' এমনি এক ব্যালাডের উদাহরণ।

এই সব বিনোদন অনুষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গরাই কালো রং মেখে নিগ্রো চারণ সাজতো। বিনোদনের অঙ্গীভূত ছিল সুখ বা দুঃখের গান, হাস্যকৌতুক, নাচ এবং রঙ্গ তামাসা। সে সবের মধ্যে নিগ্রোদের অনুকরণ করা হ'ত; তাদের

ভাবনাচিন্তাহীন মেজাজ, ভীষণ মধুর গান, হাসি, রসিকতা—এইসব। এইজাতীয় অন্যতম জনপ্রিয় আমেরিকান রচনার নাম 'ডিক্সি'। রচয়িতা উত্তরাঞ্চলের ডান এমেট। প্রথম এই চারণদলের (ডান এমেটের বিগ ফোর) দলে চারজন শিল্পী থাকত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সবকিছুই যেমন বাড়তে থাকল তেমনি, আমেরিকার প্রকৃষ্ট গীতকার স্টিফেন ফষ্টারের আগেই, চল্লিশজন শিল্পীর দল অনুষ্ঠান করতে থাকে। অতঃপর যখন কোন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পড়ত তাতে লেখা হত :

চল্লিশ! শুনে দেখুন! চল্লিশ

বিরাট! অপূর্ব! প্রকাণ্ড!

কালো-মুখ প্রমোদশিল্পীরা এক সারিতে অথবা কখনও কখনও ঈষৎ অর্ধ-বৃত্তাকারে দর্শকদের দিকে মুখ করে দুই সারিতে বসত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজাত যন্ত্র, বিশেষত ব্যাঞ্জো, এবং শেষপ্রান্তের দুজন শিল্পী অবশ্যই বাজাত খঞ্জনী ও তালবাদ্য।

চারণদের কাহিনীসূত্রের সূচনা একশো বছর আগে গায়ক-নর্তক টমাস ডি রাইস (যাকে বলা হয় 'ড্যাডি' রাইস) থেকে। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় যুবক, অভিনেতা ও কৌতুকাভিনেতা—সিনসিনাতির এক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। তিনি গল্প বলতে পারতেন, চমৎকার নাচতেন এবং এমন ক'রে গান করতেন যে সকলে খুব উপভোগ করত। তাঁর ছিল অদ্ভুত সব ভঙ্গী এবং লোকরঞ্জনের উপযোগী যেকোন ঢং আবিষ্কারে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

একদিন যখন তিনি একটা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন যে, একজন খোঁড়া নিগ্রো গান গাইতে গাইতে লাফাচ্ছে। গানটা হ'ল 'জাম্প্ জিম ক্রো'। 'ড্যাডি' রাইস তার গান গাইবার ভঙ্গী ও গানটা বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হ'ল, ভঙ্গীটা যদি তিনি ঠিকঠিক নকল করতে পারেন তাহলে মঞ্চে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, আইরিসদের নকলকরা লাল-নাক কৌতুকাভিনেতাদের মত 'জিম ক্রো' গান ও কালো মুখও প্রমোদপ্রিয় মানুষদের খুশী করবে। কিন্তু সিনসিনাতিতে তাঁর অনুষ্ঠানসূচী প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল সেইজন্য পরবর্তী শরৎকালের আগে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ন করা সম্ভব হ'ল না।

অতঃপর পিটস্‌বার্গের ওল্ড ড্রুরি থিয়েটারে তিনি 'জাম্প্ জিম ক্রো' দেখাবার সুযোগ পেলেন।

ঐ থিয়েটারের সংলগ্ন গ্রিফিথ্স্ হোটেলে কাফ্ বলে একটা কৃষ্ণাজ বালক ছিল। বোট থেকে হোটেলযাত্রীদের ট্র্যাঙ্ক বহন ক'রে সে গ্রাসাচ্ছাদন করত। সেই কাজে তার প্রতিযোগী ছিল গিঞ্জার ব'লে আরেকটা নিগ্রো বালক। এই কাফ্ পরত একেবারে সেই রকম ছিন্নভিন্ন কোট যা 'ড্যাডি' রাইসের অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। তারা অতএব সর্ত করল এবং সন্ধ্যেবেলা কাফ্ থিয়েটারে গিয়ে তার পরিধেয়টা ধার দিল।

যখন বেল পড়ল, এবং উদ্বোধনী গানের পর মঞ্চে রাইসের ডাক পড়ল তিনি মঞ্চে ঢুকলেন। তাঁর মুখ কালো, পরনে পুরানো ছেঁড়া কোট, ফুটো-ফাটা জীর্ণ জুতো, মাথায় কালো উলের পরচুলোর ওপরে বাঁকা মোচড়ানো কর্কশ খড়ের টুপী। এই অসাধারণ ভূতচ্ছায়া দর্শকদের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। রাইস নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে সুরু করলেন :

আহা, জিম ক্রো শহরে এসেছে, তোমরা তো সকলে জানো
সে ঘুরছে, ফিরছে, এই রকম করছে,
তার যতবারই ঘুরছে সে হচ্ছে জিম ক্রো।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হ'ল। মৌলিকতাটুকুর আবেদন সার্থক হ'ল, সকলে প্রশংসায় ফেটে পড়লেন সূচনার পংক্তি কটি শুনে। রাইসের পরবর্তী পংক্তিগুলো উৎসাহ বাড়ালো যতক্ষণ না তিনি অতিরিক্ত আরো গান বানালেন। এই ব্যাপারে তিনি স্থানীয় ঘটনার আশ্রয় নিলেন এবং জননেতাদের নিয়ে গান গাইলেন। শ্রোতারা পুলকিত। প্রশংসা ধ্বনিতে বধির হবার জোগাড়। সেখানে কখনও অমন অনুষ্ঠান হয় নি। মনে হ'ল জিম ক্রো-র ব্যাপারটা বুঝিবা সারারাত চলবে।

'ড্যাডি' তখনও মঞ্চে নাচছেন গাইছেন, এমন সময়ে কাফ্ দৃশ্যসজ্জার আড়াল থেকে ষ্টিমবোটের বাঁশি শুনলো। তার মানে যাত্রীবোঝাই ষ্টিমবোট আসছে এবং গিঞ্জার একাই ট্র্যাঙ্ক বইবে। বেচারা কাফ্ যতক্ষণ সম্ভব অপেক্ষা করল, কিন্তু মঞ্চে পালা শেষ হবার কোন লক্ষণ নেই, লোক সমানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, তার অসহ্য বোধ হল। সিনারির পাশ দিয়ে সে মুখ বাড়িয়ে সজোরে ফিসফিস ক'রে বলল, 'মহাশয় রাইস, ষ্টিমবোট আসছে আমার পোশাক দিন।'

আবেদন ব্যর্থ হ'ল। রাইস শুনতে পেলেন না। তিনি ছিলেন মঞ্চের

সামনের দিকে এবং সেই মুহূর্তে তিনি শহরের একজন অজনপ্রিয় অফিসার সম্পর্কে কৌতুক করায় দর্শকরা আনন্দে ফেটে পড়ল। কাফ্ মাথা বাড়িয়ে আবার বলল,

'মহাশয় রাইস! আমার পোশাক চাই! ষ্টিমবোট আসছে!'

রাইস এবারেও শুনলেন না। কিন্তু দর্শকরা আরেকটা নাটক দেখতে পেল নাটকের মধ্যে নাটক। তাতে হাসি আর হৈ-চৈ এত বেড়ে গেল যে অর্ধনগ্ন বেচারী কাফ স্টেজে ঢুকে পড়ে রাইসের কাঁধ ঝাঁকিয়ে চীৎকার করে বলল,

'মহাশয় রাইস, আমাকে আমার পোশাক দিন! ষ্টিমবোট আসছে!'

এই ঘটনা প্রেক্ষাগৃহে হর্‌রা বইয়ে দিল। দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবার আগেই আলো নিভিয়ে দিতে হ'ল। খাঁটি আমেরিকান সংগীতের অন্তর্গত চারণগানের এই হ'ল সূচনা কাহিনী।

ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চেও রাইসের আবির্ভাব অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল। তাঁর অদ্ভুত স্বভাববলে তিনি পাঁচ আর দশ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা কোট ও অঙ্গাবরণের বাটন্‌হোলে আটকে রাখতেন। সময়ে সময়ে সেগুলি বার ক'রে সৌজন্যের সঙ্গে অন্যান্যদের স্মারণিক হিসাবে উপহার দিতেন।

এই জাতীয় এক নিগ্রো চারণগানের অনুষ্ঠান দেখেছিলেন ষ্টিফেন ফস্টার, একশো বছরেরও আগে, পিটসবার্গে। তখন তিনি বালক।

স্টিফেন কলিন্সফস্টার

সর্ব-আমেরিকান গীতি রচয়িতা

একশো বছরেরও আগে যখন ছেলেমেয়েরা বয়োবৃদ্ধির জন্য এখনকার মত অপেক্ষা করত না, তখন এক সময়ে উইলিয়াম ফস্টার নামে এক কিশোর ষোল বছর বয়সে পিটস্‌বার্গের এক ব্যবসায় সংস্থায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি ও তাঁর বাবা আমেরিকায় জন্মেছিলেন তবু, তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন, আমেরিকান সুরকার এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েলের মত, স্কচ-আইরিশ। তাঁর পরিবারের উভয় দিকেই এমন সব আত্মীয়স্বজন ছিলেন যাঁরা বিপ্লবাত্মক যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন।

সেই সময় পিটস্‌বার্গ ছিল এক অগ্রণী শহর, তার মানে তা অবস্থিত ছিল শ্বেতাঙ্গ মানুষের জনপদের প্রান্তে এবং পশ্চিমে দূরে তখনও ইণ্ডিয়ানরা বাস করত জঙ্গলে এবং তখনও সমভূমিতে মহিষের পালের পেছনে ঘুরত। পূর্ব উপকূলে প্রথম শ্বেতাঙ্গ মানুষ অবতরণ করেছিলেন এখন থেকে ছশো বছর আগে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা পশ্চিমে এগিয়ে লালমানুষদের ডেরায় ভীড় ক'রে তাদের বহিষ্কৃত করেছিলেন।

যে ব্যবসায় সংস্থায় তরুণ উইলিয়াম ফস্টার যোগ দিয়েছিলেন তাদের ছিল সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা। অগ্রণী অঞ্চল সমূহের অধিবাসীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য তারা সব রকম পণ্যসম্ভার ক্রয় করত। তখনকার দিনে এখনকার মত একজন ব্যক্তি মেন স্ট্রিটের জুতোর দোকানে গিয়ে একজোড়া জুতো কিনে বেরিয়ে এসে আবার এক হ্যাটের দোকানে, তারপরে মুদির দোকানে চিনি কিনতে পারত না। খুব সম্ভবত মেন স্ট্রিটে একটাই দোকান থাকত যেখানে কয়লা থেকে কফি পর্যন্ত সব কিছুই পাওয়া যেত। ঐ ধরনের দোকানদার কাউকে দক্ষিণে পাঠাত কফি ও চিনি আনতে, আর কাউকে পাঠাত নিউইয়র্কে ও ফিলাডেলফিয়ায় বাসনকোসন পোশাক

পরিচ্ছদ আনতে। প্যান, জুতো, টুপি ইত্যাদি তখন নিউ ইংলণ্ডের অনেক কারখানায় তৈরি হ'ত।

যেহেতু পিটস্‌বার্গের অবস্থান ছিল নদীতীরে তাই ব্যবস্থা সংস্থাটির রীতি ছিল আশেপাশের অঞ্চলের উৎপাদন দ্রব্য—যেমন পশুর লোম, চামড়া ও ময়দা, নৌকায় চাপিয়ে ওহিও এবং মিসিসিপি নদী দিয়ে নিউ অরলিয়ন্সে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে দ্রব্যগুলি বিক্রয় বা দক্ষিণাঞ্চলের দ্রব্যের (যার উত্তরে চাহিদা ছিল—যেমন তুলো এবং চিনি) সঙ্গে বিনিময় করা। উইলিয়াম ফস্টার ছিলেন পরিশ্রমী তাই তাঁর চাকুরীদাতার সহযোগী হয়েছিলেন এবং বছরে কয়েকবার এই জাতীয় পরিক্রমণে বেরোতেন।

ভারী মালবোঝাই নৌকাতে ক'রে যেতে অনেক সময় লাগত। পিটস্‌বার্গে ফেরবার ছটি সম্ভাব্য পথ ছিল, ছটোতেই সময় লাগত। কখনও কখনও ফস্টার স্থলপথে চলে যেতেন ইণ্ডিয়ানদের দেশ উত্তর ক্যারোলিনা, কেনটাকি ও পশ্চিম ভার্জিনিয়ায়। তখন ট্রেন ছিলনা তাই তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হ'ত। ইণ্ডিয়ানরা বিপজ্জনক ছিল ব'লে ঐ পথে যাবার সময় একটা বিরাট দলের সঙ্গে তাঁকে যেতে হ'ত। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সতর্ক হয়ে চলত যে কোন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে। অন্য সময়ে ফস্টার নৌকায় যেতেন আটলান্টিকের উপকূল ধ'রে নিউইয়র্ক পর্যন্ত। সে পথেও বিস্ময় থাকত। একবার তাঁর নৌকা জলদস্যুদের দ্বারা অধিকৃত হয় কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে একটা স্পেনীয় যুদ্ধজাহাজ সেখানে এসে জলদস্যুদের বিতাড়িত করে। সেটা ছিল অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া, যা পরবর্তীকালে একটা ভাল গল্পের খোরাক জুগিয়েছিল। তখনকার অগ্রণীদিনে বালক-বালিকারা খাঁটি এ্যাডভেঞ্চারের গল্প প্রচুর সংগ্রহ করতে পারত। তাদের নিজেদের জীবনই ছিল রোমাঞ্চে ভরা।

যখন ফস্টার নৌকায় ক'রে উত্তরে ফিরতেন তখন তিনি নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া থেকে পিটস্‌বার্গ বিপণির জন্য মালপত্র কিনতেন। প্রথমে জিনিসপত্র ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া হ'ত, কিন্তু পরে তাঁরা ব্যবহার করতেন প্রেইরি অঞ্চলের দ্বি-মাস্তুল জাহাজ কিংবা ঢাকা গাড়ী যা এখন কেবল যাদুঘরে দেখা যায় এবং কখনও কখনও চলচ্চিত্রে। এই গাড়ীগুলি প্রায়ই টানত একাধিক ঘোড়ার দল এবং প্রত্যেক ঘোড়ার গলায় বাঁধা থাকত ঘণ্টা। উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে যখন গাড়িগুলি যেত তখন

ঘণ্টাধ্বনি সারাপথের ক্লান্তি ঘুচিয়ে খুশী করত। ফস্টার সারাজীবন সেই ঘণ্টাধ্বনি মনে রেখেছিলেন।

এই রকম এক পরিক্রমার কালে উইলিয়ামের দেখা হল এলিজা টমলিনসন নামে একটি মেয়ের সঙ্গে, যিনি বেড়াতে এসেছিলেন ফিলাডেলফিয়ায় কাকিমার বাড়ি। যদিও উইলিয়াম ব্যবসার কাজে এসেছিলেন তবু সময় ক'রে পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে কুমারী টমলিনসনের সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর বাড়ি ডেলাওয়েরের অন্তর্গত উইলমিংটনে এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইংলণ্ডাগত। কথা বলতে বলতে তাঁদের কথা বেড়ে চলল। তারপর যখন তিনি তাঁকে একটি সুনিশ্চিত প্রস্তাব করলেন মেয়েটি বললেন 'হ্যাঁ'। পরে, চেম্বারস্‌বুর্গে এলিজার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সান্নিধ্যে তাঁদের বিবাহ হ'ল।

সে সময়ে মেয়েদের বেশ খেলাচ্ছল স্বভাবের হ'তে হ'ত। যেমন এলিজার ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাঁকে পাহাড় ডিঙিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তিনশো মাইল যেতে হয়েছিল মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে করতে এমন এক জায়গায়, সেখানে আগে কখনও তিনি যাননি এবং বাকি জীবন সেখানেই ঘর করতে হয়েছিল। ফস্টারদের মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে লেগেছিল চোদ্দ দিন এবং শেষদিনের সন্ধ্যায় যখন পিটস্‌বার্গ দৃষ্টিপথে এল তখন এলিজা খুবই ক্লান্ত। কিন্তু তিনি বলেছেন যদিও শহরটা মলিন ও ছোট্ট ব'লে মনে হচ্ছিল তবু প্রথম থেকেই তাঁর ভাল লেগেছিল; তার মানে উইলিয়ামের প্রেমে তিনি গভীরভাবেই পড়েছিলেন।

বৎসরের চক্রাবর্তনে উইলিয়াম ফস্টার সম্পদশালী হয়ে শহরের ওপরের দিকে বিরাট একখণ্ড জমি কিনলেন। সেখানে তিনি পাহাড়ের উপর এক বাড়ি বানালেন (তার নাম 'হোয়াইট কটেজ') সেখান থেকে চমৎকার নদীদৃশ্য দেখা যেত। তিনি এমনকি লরেন্সভিল নামে এক নগরের পত্তন করেন এবং তাকে সম্পত্তি দান করেন। তাঁর ও এলিজার দশটি সন্তান হয় —তাদের নবম সন্তান, যার সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে উৎসাহী, ৪ঠা জুলাই এক বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

এই ৪ঠা তারিখ ছিল এক সবিশেষ দিন কেননা সেদিন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশতম জন্মদিন। ফস্টার ছিলেন খুব গণচেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং সেইজন্য তিনি বাড়ির পেছনদিকের বনে উৎসবের আয়োজন করলেন। ব্যাণ্ডে 'ইয়াঙ্কি ডুড্‌ল্' এবং 'হেল কলাম্বিয়া' বাজল, জনতা আগ্রহ সহকারে

গাইল। বক্তৃতা ও খাওয়াদাওয়া হ'ল। কিছু কিছু লোক এখনকার মত বাজি পোড়ানোর বদলে বন্দুক ফাটালো। দুপুরবেলা পতাকা অভিবাদন ও হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল সকলে এবং প্রত্যেকেই গাইল 'তারকাখচিত পতাকা' গানটা। বনের মধ্যে যখন গোলমাল ও উত্তেজনা চলছিল তখন হোয়াইট কটেজের অভ্যন্তরে আরেক শান্ততর উত্তেজনা ঘটল, কেননা সেই দুপুরেই ফস্টারদের নবম সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পুত্র সন্তানটির নাম দিলেন তাঁরা স্টিফেন কলিন্স ফস্টার।

সেদিন অপরাহ্নে দেশের অন্যান্য অংশে দিনটি চিহ্নিত হয়ে রইল দুজন আমেরিকানের মৃত্যুর দ্বারা। টমাস জেফারসন ও জন অ্যাডাম্স্—দুজনেই একদা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, দুজনেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন।

হোয়াইট কটেজের বড় পরিবার আরো বড় হয়ে উঠল টম নামে কৃষ্ণাঙ্গ এক বালক ও অলিভিয়া পিসা (ডাকনাম 'লিভ্') নামে বালিকার আগমনে। যদিও পেনসিলভেনিয়া অন্যান্য দাসপ্রথার দেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তবু তা স্বাধীন ছিল। তাই লিভ্ ও টমরা ক্রীতদাস ছিলনা কিন্তু বড় না হওয়া পর্যন্ত থাকাখাওয়ার বিনিময়ে তারা কাজ করত।

লিভ ছিল ধর্মনিষ্ঠা, বালিকা এবং নিগ্রো ধর্মানুষ্ঠানের চার্চে যেত। মাঝে মাঝে যখন বালক ফস্টার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে চার্চে যেতেন না তখন লিভের সঙ্গে তার চার্চে যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ত তাঁকে। নিজেদের চার্চে বই থেকে পড়া স্তোত্রগানের বদলে ফস্টার লিভের সঙ্গে গিয়ে শুনতেন একটা পুরো ধর্মানুষ্ঠান যেখানে গান সঙ্গে সঙ্গে বানানো হ'ত। ব্যাপারটা তরুণ বালককে খুবই নাড়া দিয়েছিল।

খুব ছোটবেলা থেকেই ষ্টিফেন ফস্টারের সংগীতের প্রতি ভালবাসা ছিল। যখন তাঁর বয়স দু বছর মাত্র, যখন ভাল ক'রে কথা ফোটেনি তখনই দিদির গিটার নিয়ে টানাটানি করতেন। সাত বছর বয়সে একদিন তাঁকে একটা মিউজিক ষ্টোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানকার কাউণ্টার থেকে তিনি একটা বাঁশি তুলে নিয়ে সকলের অজান্তে দেখতে লাগলেন সেটা কেমন ক'রে বাজে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি আশপাশের দণ্ডায়মান লোকগুলিকে অবাক ক'রে দিলেন 'হেল কলাম্বিয়া' বাজিয়ে। পরে তিনি বাঁশি, পিয়ানো এবং এমনকি বেহালা বাজাতে শিখলেন। লিভদের চার্চে ষ্টিফেন কৃষ্ণাঙ্গ

মানুষদের সংগীত চেতনার স্বাদ পেলেন। তিনি হয়ত কয়েকটা পাহাড়ে লোকগীতি শুনেছিলেন যখন লিভ ও টম বাড়ির কাজ করতে করতে সে সব গান করত। তিনি হয়ত 'ফ্রগ ওয়েন্ট এ-কোর্টিং' জাতীয় গান শুনেছিলেন। নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামানো ও জিনিসপত্র তোলার দৃশ্য দেখতে তিনি ভালবাসতেন এবং সেই কাজের মধ্যে নিগ্রোদের গান শুনতেন। এই সব গানের কিছু কিছু নিশ্চয়ই ছিল হেঁইও হেঁইও চিৎকারবহুল। কিন্তু এই গানগুলি এবং তার সঙ্গে চার্চের স্তোত্রগান, ধর্মগীতি এবং লিভ্‌দের চার্চের আর্ত-গান সেই তরুণ বালকের সাংগীতিক পটভূমি গড়ে তুলেছিল। যখন তাঁর বয়স বাড়লো তখন চারণদলের অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি নিগ্রোদের অনুকারী শ্বেতাঙ্গ নাচগানের বিনোদন শিল্পীদের গান শুনলেন। একটা তরুণ দেশের এক অগ্রণী শহর যেখানকার জনগণ সম্পদ ও শক্তি সঞ্চয়েই প্রাথমিক ভাবে আগ্রহান্বিত সেখানে শিল্পাস্বাদনের সুযোগ অল্প। তাই য়ুরোপের সংগীত-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে এবং বাখ্‌, বেতোফেন, মোজার্ট ও অন্যান্য মহৎ সুরকারদের রচনা শোনবার সময় স্টিফেনের যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছিল। যেখানে কোন রেডিও ছিল না, কনসার্টও হ'ত খুব কম, সেখানে তিনি কোথায় শুনবেন ঐ সব সংগীত?

তাঁর সংগীতোৎসাহ বাবার কাছে ছিল এক ধাঁধাঁ। স্টিফেনের চেয়ে অনেক বড় এক সংগীতপ্রিয় দিদি ছিলেন যাঁর জন্য একটা পিয়ানো আনতে উইলিয়ামকে পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। সেটা পাহাড় পেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে ও গাড়িতে করে আনা হয়েছিল। মিঃ ফস্টারও গান ভাল বাসতেন, এমনকি কখনো কখনো বেহালায় সুর তুলতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর মেয়ের পক্ষে সংগীত বেশ ভাল কিন্তু পুরুষের পক্ষে সংগীতকে তিনি অনিষ্ট বলে মানতেন না। বস্তুত তিনি তাঁর ছেলে স্টিফেনকে একেবারেই বুঝতে পারতেন না, বিশেষত তাঁর ভাষায় স্টিফেনের সংগীতের প্রতি 'দুর্বলতা' দুর্বোধ্য ছিল তাঁর পক্ষে। স্টিফেনের মা, যিনি পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে সংগীত শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন, হয়ত ছেলের মনোভাব একটু ভাল ভাবে বুঝতেন।

আরেকটা অসুবিধার ব্যাপার ছিল এই যে, স্কুলে স্টিফেন কখনই ভাল ছাত্র ছিলেন না। পড়াশুনোয় তাঁর কোন আপত্তি ছিল না বস্তুত তিনি বেশ অনেকক্ষণ পড়াশুনো করতেন।—কিন্তু তিনি স্কুল পছন্দ করতেন না এবং শৃঙ্খলাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর শিক্ষাগত বিপর্যয় ঘটল পাঁচ বছর বয়সে,

যখন তিনি স্কুল পালাতে শুরু করলেন। বর্ণমালা আবৃত্তি করতে বললে তিনি সাহসের সঙ্গে শুরু করতেন কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে থেমে যেতেন, ইণ্ডিয়ানদের মত চেঁচাতে চেঁচাতে এক মাইল দূরে বাড়ির দিকে দৌড়ে পালাতেন। লক্ষ্যস্থলে না পৌছানো পর্যন্ত তিনি চিৎকার ও দৌড় থামাতেন না।

তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন বাড়ি, মাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং উইলিয়াম, মরিসন, ডানিং, হেনরী প্রভৃতি বড় দাদাদের ও বোনদের সঙ্গে তাঁর মধুরতম সম্পর্ক ছিল। স্ট্রাথার্স কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া অন্য যেখানেই যেতেন প্রতিবারই তিনি গৃহকাতর হয়ে পড়তেন। দশবছর বয়সে তিনি বাবাকে এক চিঠি দিয়েছিলেন, যে চিঠি আঁকাবাঁকা লাইনের জন্য তাঁকে বিরক্ত করেছিল। কিছু সংগীত চেয়ে পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

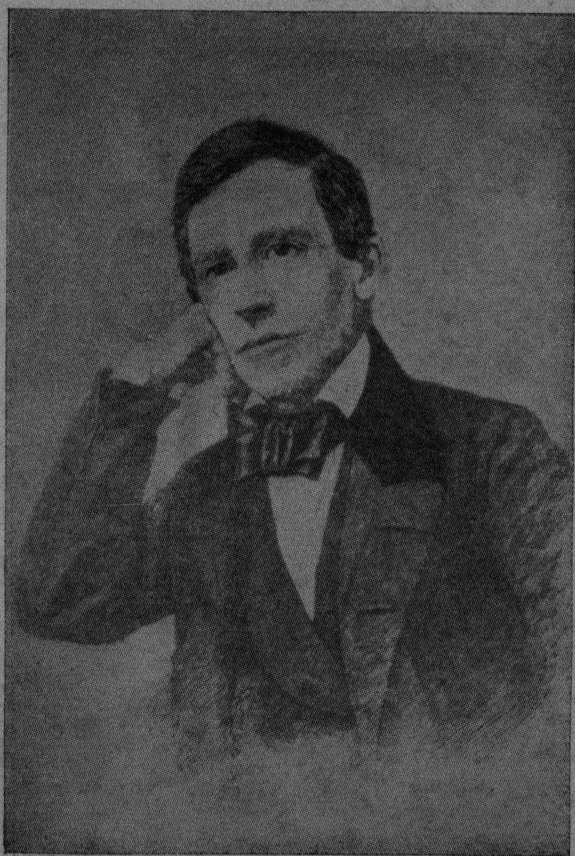
আমার প্রিয় বাবা,

আমি ইচ্ছা করি তুমি তোমার কথামত আমাকে একটা কৌতুক গায়ক পাঠাবে। আমার যদি পেন্সিল থাকত তবে কাগজে দাগ টানতে পারতাম কিংবা টাকা থাকলে কালো কালি কিনতাম কিন্তু যদি আমার হুইসল বাঁশি থাকত তবে তা নিয়ে এত মগ্ন থাকতাম যে তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারতাম না। আজ সকালে এখানে কুড়ি তিরিশটা স্লেজ গাড়ির পার্টি হয়েছিল। ডাঃ বেন গত রাতে বাড়ি এসেছেন। তিনি আমাদের বললেন যে হেনরী এখানে আসছে। আমি চাই যে ডানিং ওর সঙ্গে আসুক তাদের দুজনকে আসতে চেষ্টা করতে বোলো কেননা আমি তাদের দুজনকে দেখতে চাই ও অনেক কথা বলতে চাই। ইতি তোমার প্রিয় পুত্র

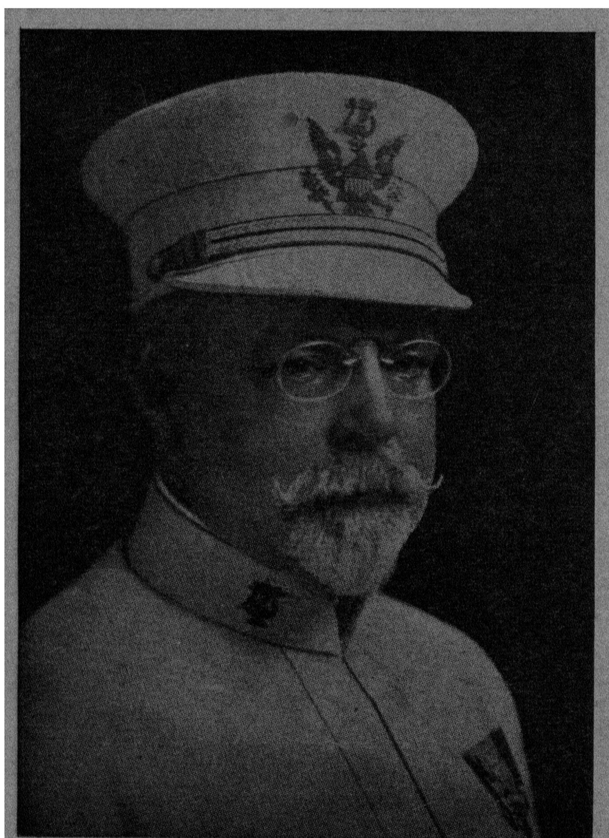
স্টিফেন্স সি, ফস্টার।

যখন তিনি স্ট্রাথার্স কাকার বাড়ি যেতেন তখন অবশ্য খুশী থাকতেন। একবার তাঁর ভগ্নী উইলিয়ামকে লিখেছিলেন 'স্ট্রাথার্স কাকার বাড়িতে স্টিফেন বেশ উপভোগ করছে। জায়গাটা ছেড়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আছে বলে মনে হয়না।' আরো লিখেছিলেন, 'কাকা ওকে খুশীমত গরু ঘোড়া নিয়ে খেলতে দেন ফলে ক্ষেতে ওকে সবচেয়ে বড় মানুষ বলে মনে হয়।'

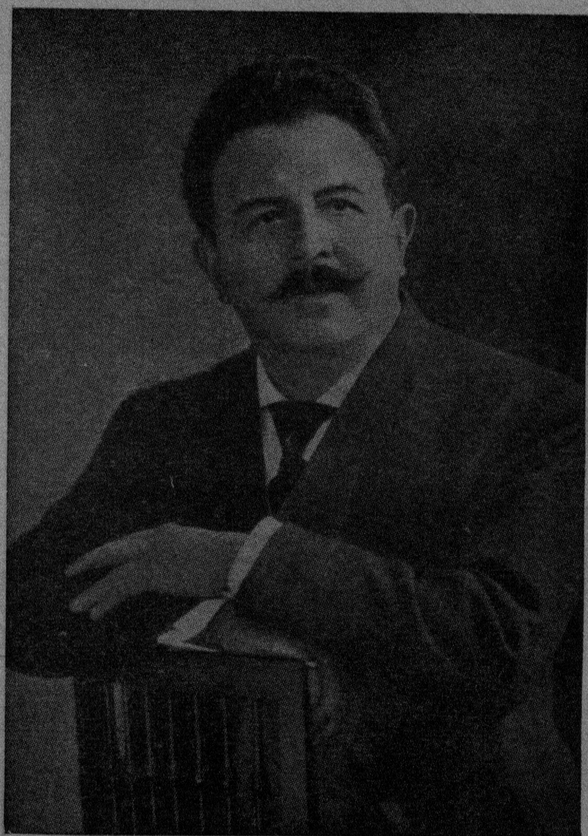
সে সময়ে স্ট্রাথার্স কাকা ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ। একদা তিনি ছিলেন জরীপকার, শিকারী ও ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা—অর্থাৎ একজন খাঁটি সীমান্তের মানুষ। তাঁর বার্ধক্যকালে ওহিওতে তাঁর এক কৃষিক্ষেত্র ছিল যা এখনও পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশ বলে বিচার্য হয় এবং বলা হয় উত্তরপশ্চিম



স্টিফেন কলিন্স ফস্টার



জন ফিলিপ সৌসা



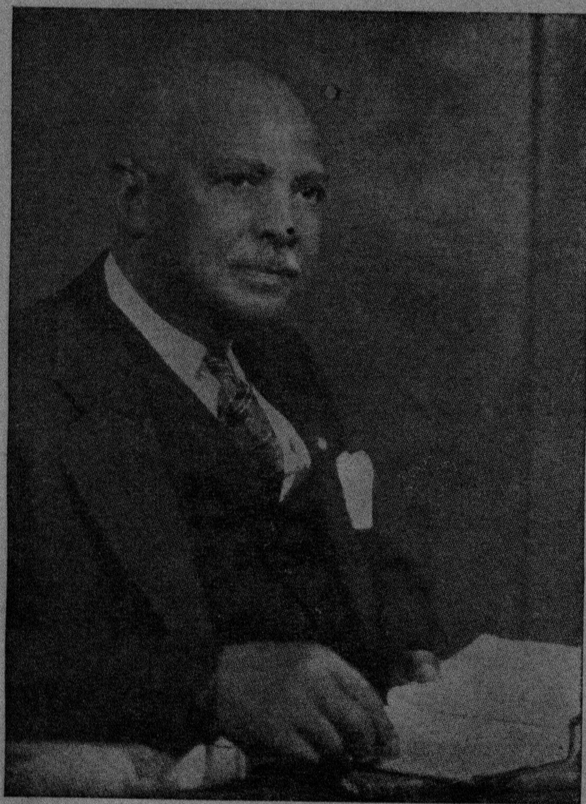
ভিক্টর হারবার্ট



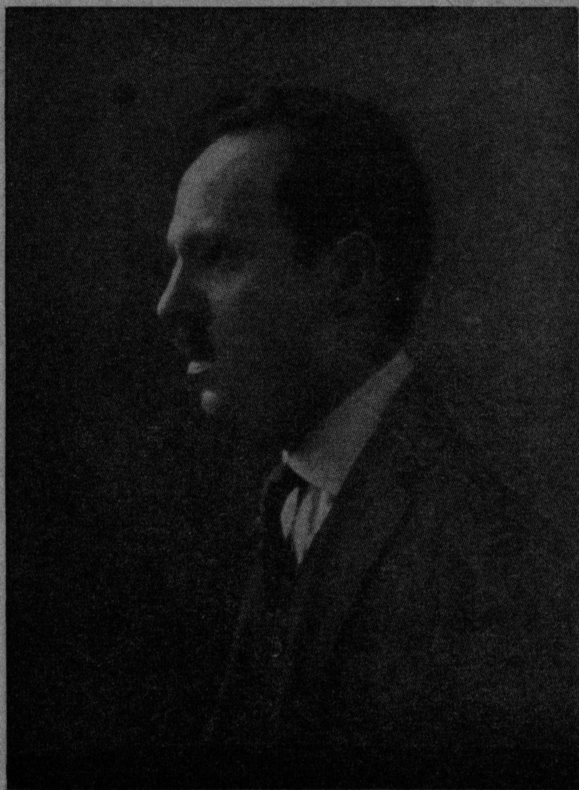
এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল
নিজের আঁকা স্কেচ থেকে



এথেলবার্ট নেভিন



উইলিয়াম সি. হাণ্ডি



চার্লস টমিলসন গ্রিফেজ



জেরোম কার্ন্

জঙ্গলরাজ্য। তিনি একটা কাঠের বাড়িতে বাস করতেন এবং রাতের শিকারপথ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনও কখনও চন্দ্রালোকিত রাতে তিনি বালক ফস্টারকে শিকারে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী স্টিফেনকে বন্দী করে রাখত। একদিন বৃদ্ধ তাঁর খুদে ভাইপোকে খুঁজে পেলেন না। ভেতরেবাইরে সর্বত্র তাকে খুঁজলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত তাকে দেখতে পেলেন গলা পর্যন্ত ভুষির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্টিভস্ মুর্গী ও গোলাবাড়ির জীবজন্তু দেখছেন। যখন জিগ্যেস করা হল স্টিভ জবাবে বললেন, 'এমনি ভাবছিলাম'।

স্ট্রাথার্স কাকা ছেলেটিকে ভালবাসতেন এবং তাঁর অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও সংগীত প্রতিভার স্বীকৃতি দিতেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে 'যদি মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকেন তবে স্টিভ বিখ্যাত হবে'।

স্কুলের আশপাশে নির্জনে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন স্টিফেন। তিনি বনে বনে ও নদীতীরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন লাজুক এবং ভাল মিশতে পারতেন না তবু তাঁর নিজের বন্ধু গোষ্ঠিতে তিনি প্রায়ই সবচেয়ে মজার ছিলেন। তিনি মেয়েলি স্বভাবের ছিলেন না। তাঁর প্রচুর সাহস ছিল এবং সহজেই ছেলেদের মারামারিতে লাফিয়ে পড়তেন। তাঁর দাদা বলেছেন যে, স্টিভ মারামারি করার সময় খুব ঠাণ্ডা ও কৌশলপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি কলহকারী ব্যক্তিদের দেখতে পারতেন না। একটা স্কুলে তাঁর চেয়ে একবছরের ছোট এক বন্ধু ছিল, তাঁরা দুজনে কখনও কখনও হকি খেলতেন এবং বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা বুনো স্ট্রবেরি কুড়োতেন এবং জুতো মোজা খুলে ছোট নদীর জলে হাঁটতেন। সেই বন্ধু বালকটি বড় হয়ে বলেছিলেন যে, স্টিফেন তাঁকে সহায়তা করতেন সহপাঠিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে। পরবর্তীকালে একদা ষোল সতেরো বছর বয়সে দুজন কলহকারী লোককে একটি সেতুর প্রান্তে দেখলেন। তারা একটা মাতালকে মারছিল ও গাল দিচ্ছিল। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্বল মানুষটির পক্ষে এবং একজনকে মেরে আরেকজনকে তাড়িয়ে দিলেন। এই সংঘর্ষে তাঁর গালে একটা ছুরির ঘা লাগল যে চিহ্ন তিনি সারাজীবন বহন করেছিলেন।

ন বছর বয়সে তিনি ও একদল ছেলে একটা নাটকের ক্লাব বানালেন। একটা গাড়ি রাখার ঘরে তাঁরা থিয়েটার সুরু করলেন। স্টিভ ছাড়া আর সকলেই কর্মী ছিল, স্টিভ ছিল তারকা অভিনেতা। তখনকার দিনে সবচেয়ে

জনপ্রিয় বিনোদন অনুষ্ঠান ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের অনুষ্ঠান এবং তাঁরা তা অনুকরণ করতেন, যখন স্টিভ মঞ্চে এসে গাইতেন জিপ কুন, লম্বা-লেজ ব্লু, কয়লা-কালো গোলাপ এবং জাম্প জিম ক্রো তখন বারবার গাইবার অনুরোধ উঠত। তিনি মজার অভিনয় করতে পারতেন। তাঁরা সপ্তাহে তিনদিন অনুষ্ঠান- করতেন। যে পয়সা রোজগার হত তাতে তাঁরা শনিবার রাতে পিটস্‌বার্গে গিয়ে ভ্রামণিক শিল্পীদের সত্যিকারের অনুষ্ঠান শুনতে পারতেন। ইতিমধ্যে পিতা ফস্টারের আর্থিক বিপর্যয় ঘটে এবং তাঁর পরিবার তাঁদের সুন্দর বাড়িটি হারায়। বড় হবার কালে স্টিফেনের পরিবার কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করে, তবে সর্বদাই পিটস্‌বার্গের কাছাকাছি ছিল—কিছুকালের জন্যে আলিঘেনি শহরে থাকতে হয়েছিল।

এই ঘোরাঘুরি স্টিভের স্কুলের পড়াশুনোয় সহায়ক হয়নি। এখন নরম স্বভাবের প্রচারকের কাছে যখন তিনি পড়তেন তখন ভালই লেখাপড়া করতেন কেননা ভদ্রলোক শৃঙ্খলারক্ষা ব্যাপারে কড়া ছিলেন না। কিন্তু তার পড়াশুনো মাতাপিতার কাছে সর্বদাই ধাঁধাঁ স্বরূপ ছিল। স্টিফেন বিশেষ হতভাগ্য ছিলেন এই ব্যাপারে যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথম শ্রেণীর সংগীত শুনতে পাননি এবং শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি বা তাঁর মাতাপিতা কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি যে সংগীত গম্ভীর নিরীক্ষা ও অগ্রগতির সুযোগ আনে এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ ও পুরস্কার বহুল জীবন গড়ে দেয়। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, সংগীতচর্চার গভীরতা স্টিফেনকে তার প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা এনে দেবে এবং সেইসূত্রে তিনি অধিকতর সুখে জীবনযাপন করবেন। ষোল সতেরো বছর বয়স থেকে যতই বেশি বয়সের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি ততই এমনকিছু হাতড়াতে থাকলেন যা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যেহেতু তিনি সংগীতের শাস্ত্রজ্ঞান, রূপরীতি ও হার্মনি সম্পর্কে বেশি কিছু জানতেন না তাই তাঁর গানের সুরে সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গী থাকত।

তাঁর কথা ও সুর নিজেই রচনা করতেন কেননা তাঁর মনে হত পরের বাণীতে-সুর দেবার চেয়ে নিজের বাণীতে সুরযোজনা সংগতিপূর্ণ হয়। তাঁর কল্পনাশক্তি ও অনুভূতি ছিল এবং ছিল তাঁর বাবা যাকে বলতেন এক 'বিস্ময়-কর' প্রতিভা।

তেরোবছর বয়সে স্টিফেনের স্কুলের লেখাপড়া নিয়ে বাড়ির লোকজন আবার ফাঁপরে পড়লেন। সেবার উইলিয়ামদাদা সমস্যা সমাধান করলেন। তিনি

স্টিফেনের সহোদর ছিলেন না, মাসতুতো-পিসতুতো দাদা ছিলেন। শৈশবে যখন তিনি মাতাপিতাকে হারান তখন ফস্টারদেরও একটি শিশু মারা যায়; সেইজন্য তাঁরা তাঁদের বাচ্চা আত্মীয়টিকে নিজেদের বাড়ি আনেন এবং তিনি কালক্রমে তাঁদের সন্তানপ্রতিম হয়ে ওঠেন।

উইলিয়াম টোয়াণ্ডায় কাজ করতেন এবং স্টিভকে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে কাছাকাছি এথেন্সের আকাডেমিতে ভর্তি করতে চাইলেন মাতাপিতা রাজি হলেন এবং শীতকালের মাঝামাঝি তাঁরা দুঘোড়ার স্লেজ গাড়িতে ক'রে তিনশো মাইল পাড়ি দিলেন। স্টিভের মনে হল সেটা একটা আশ্চর্য পরিক্রমা।

এথেন্সে থাকাকালেই স্টিভ সংগীত রচনা করতে সুরু করেন। তিনি একটি সংগীত রচনা করে চারটি বাঁশিতে বাজাবার উপযোগী ক'রে বিন্যস্ত করলেন। এটিকে বলা হয় 'টিয়োগা ওয়ালটজ্'। প্রথমাংশ তিনি নিজেই বাজালেন, শ্রোতারা এত খুশী হলেন যে সবটাই তাঁকে বাজাতে হ'ল। কিন্তু আবার তিনি গৃহকাতর হয়ে পড়লেন এবং ঐ স্কুলে মাত্র একবছর রইলেন। ফিরে এসে তিনি জেফারসন কলেজে ভর্তি হলেন কিন্তু সেখানেও টি'কতে পারলেন না। অবশ্য তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখলেন এবং তাঁর দাদা মরিসন জানিয়েছেন যে, স্টিভ জলরঙে ছবিও আঁকতেন।

মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রথম গান প্রকাশিত হয়। এটির নাম 'তোমার জাফরি খোলো, প্রেম' ; এবং এটি লেখা হয়েছিল, তাঁর দশবছর বয়সের বন্ধু সুসান পেণ্টল্যাণ্ডের জন্য। সেই সময় ফস্টারদের বাড়িতে পিয়ানো ছিল না, কিন্তু পেণ্টল্যাণ্ডদের বাড়িতে ছিল ব'লে স্টিফেন সেখানে গিয়ে পিয়ানো ব্যবহার করতেন।

ইতিমধ্যে বাড়ির লোকজন স্টিফেনকে ওয়েস্ট পয়েণ্ট বা আন্নাপোলিশে ভর্তি করার কথা আলোচনা করছিলেন, এর থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সম্পর্কে যথাকর্তব্য করা থেকে তাঁরা কত দূরে ছিলেন। কোন কোন বালকের পক্ষে সৈন্যবাহিনী বা নৌবাহিনী উপযুক্ত হলেও স্বপ্নালু স্টিফেন ফস্টারের পক্ষে উপযোগী ছিল না, যিনি পিয়ানোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গান বানাতে ভাল বাসতেন। তাঁর ভগ্নী বা বন্ধুরা যখন গান করত তখন তার সঙ্গে বাঁশিতে সুরবিহার করতে তিনি ভালবাসতেন। শুধু কেউ যদি তাঁকে পথ নির্দেশ ক'রে সংগীতে তাঁর লক্ষ্যস্থলটুকু নির্দেশ করতেন তবে কত আনন্দে ও কঠিন পরিশ্রমে তিনি কাজ করতেন।

একদল ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিয়ে স্টিভ রীতিবিহীন ভাবে সংগীত রচনা করতে ভালবাসতেন। সান্ধ্য মজলিসগুলোতে তিনি খুশী মনে পিয়ানোতে ব'সে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গান করতেন। তাঁর এমন এক স্পন্দিত পৌরুষ মধুর কণ্ঠস্বর ছিল যে ; তা শ্রোতাদের চোখে জল আনতে পারত। কোন কিছুর সাহায্যার্থে যখন কনসার্ট হ'ত তখন তিনি কোরাসে গলা মেলাতেন কিন্তু সবরকম গ্যাকামি তিনি ঘৃণা করতেন এবং যদি মনে করতেন কেউ তাঁকে অসম্মান করছে তবে তিনি পিয়ানোর কাছে ঘেঁষতেন না। একবার আঠারো বছর বয়সে তাঁদের পরিবারের একজন পুরানো বন্ধু এক বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন এবং সেখানে ফস্টারদের বাড়ির সকলে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন স্টিফেন শুনলেন যে গৃহকর্ত্রী বলেছেন, 'স্টিফেনকে বলো তার বাঁশিটা সঙ্গে আনতে' অমনি পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। তিনি বললেন—

'মিসেস—কে ব'লো যে তিনি ইচ্ছা করলে আমার বাঁশিটা পাঠাব।'

সন্ধ্যেবেলা যখন স্টিভস্ একাএকা বসে বাজাতেন আর গাইতেন তখন মরিসন দাদা সেই ঘরে বসে শুনতেন। তিনি বলেছেন যে, বাজাবার ও গাইবার সময় স্টিভ কাঁদতেন। মরিসন আরো বলেছেন যে, স্টিফেনের মাথায় সবসময়ে সুর নাচত। 'প্রায়ই রাতে সে বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বেলে একটুকরো কাগজে সুর লিখে' বিছানায় গিয়ে আবার ঘুমোতেন.

উনিশ বছর বয়সে স্টিফেনদের মত তরুণদের একটা সমিতি ছিল, যার অধিবেশন বসত ফস্টারদের বাড়িতে সপ্তাহে দুবার ক'রে। সেখানে অনুশীলন চলত 'হার্মনি যুক্ত গানের'। তাঁরা নিজেদের বলতেন 'এস. টি-র নাইটবর্গ' (এই এস, টি মানে স্কোয়ার টেবিলও হতে পারে, কিন্তু এটা তাঁদের গোপন সংকেত শব্দ ছিল ব'লে ঠিক অর্থ কেউই জানে না)। স্টিভ তাঁদের গানে নায়কত্ব করতেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিখুঁৎ। তাঁরা তখনকার জনপ্রিয় নিগ্রো গান গাইতেন ও আরো নতুন গান চাইতেন। সুতরাং স্টিফেন তাঁদের জন্য গান বানাতে সুরু করলেন।

সমিতিকে গাইবার জন্য প্রথম যে-গান দিলেন সেটি 'লুজিয়ানা বেল্'। সেটা সদস্যরা এত পছন্দ করলেন যে পরের সপ্তাহেই স্টিভ 'বুড়ো নেড খুড়ো' লিখতে উৎসাহিত হন। তার প্রয়োজন ছিল উৎসাহ। অনতিকালমধ্যেই এই গানগুলি পিটস্‌বার্গের সকলের সুপরিচিত হয়ে উঠল—জনগণ লোক সংগীত শেখার মত এ-ওর কাছ থেকে এসব গান লিখে নিলেন।

ভ্রামণিক দলগুলি যখন পিটস্‌বার্গে আসত তখন স্টিফেন ও মরিসন অভিনয় দেখতে যেতেন। কখনও কখনও ভালো অভিনেতারা শেকসপীয়রের নাটক করতেন। এইভাবে মাসগুলি কেটে গেল এবং স্টিফেনের বয়স হ'ল কুড়ি। যদিও লোকজন তাঁর গান গাইত তবু তিনি বা তার বাবা গান রচনাকে জীবনের সম্ভাব্য কর্ম বলে মনে করেননি। তাঁর বাবা মনে করতেন সংগীতের প্রতি 'দুর্বলতার' বদলে স্টিফেনের কাজে দেওয়া উচিত অবিলম্বে।

তদনুসারে ঠিক হ'ল তিনি সিনসিনাত্তিতে গিয়ে দাদা ডানিংয়ের ব্যবসায়ে হিসাবরক্ষক হবেন। একদিন পরিবারের লোকজন ও বন্ধুরা তাঁকে নৌকায় তুলে দিয়ে এলেন। তিন বছর ধরে ফস্টার ডানিংয়ের অফিসঘরে পরিষ্কার শৃঙ্খলার সঙ্গে হিসাবের কাগজপত্র রক্ষণ করলেন আর অবসর সময়ে গান লিখলেন। সৌভাগ্যক্রমে সিনসিনাত্তি চিরকালই একটি সংগীতকেন্দ্র এবং সেখানে সম্ভবত গান শোনার অনেক বেশি সুযোগ ছিল। অন্তত, সেখানে বাসকালে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার থেকে স্টিফেনের সর্বপ্রথম মনে হ'ল যে. সংগীত দিয়ে তিনি জীবিকানির্বাহ করতে পারবেন হয়ত। ব্যাপারটা এই যে, পিটস্‌বার্গের একজন সংগীত-শিক্ষক সিনসিনাত্তিতে ছোটখাটো সংগীত-প্রকাশক হয়েছিলেন। তিনি 'জাম্প জিম ক্রো' গানের প্রকাশক। স্টিফেন তাঁর দুটি গান 'বুড়ো নেড খুড়ো' ও 'আহ! সুসানা' তাঁকে দিলেন। গান দুটি প্রকাশিত হ'ল এবং এত ভাল বিক্রি হ'ল যে প্রকাশক তাঁকে দশহাজার ডলার দিলেন। সে টাকায় একটা বড় প্রকাশন ব্যবসা করা যেত কিন্তু স্টিফেন তাঁর গানের কৌলীন্য না বুঝে সেগুলি দান করে দিলেন। সুতরাং যা পেলেন তা হ'ল তাঁর গানের কিছু কপি।

অবশ্য তিনি পরিচিত হয়ে পড়লেন। চারণদলের গান লেখার জন্য তিনি বিশেষভাবে বরাত পেলেন। তারপর যখন একটি নিউইয়র্কের প্রকাশক তাঁকে গান লেখার অনুরোধ করে চিঠি দিল তখন স্টিফেন ফস্টার পরিবর্ধমান যশের মিষ্টি উত্তেজনা পেতে সুরু করলেন। ভ্রাম্যমান দলগুলি তাঁকে চিনল, তিনি অন্তরঙ্গদলের লোক হয়ে উঠলেন, থিয়েটারে অভ্যর্থনা মিলল। তখন আর তাঁকে টিকিট কিনতে হ'ত না, সোজা ঢুকে যেতে লাগলেন। দলগুলি তাঁর গানের বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। 'ফস্টারের ইথোপিয়ান সুর' নামে তাঁর চারটি গান (নেলি ওয়াজ এ লেডি, মাই ব্রাডার গাম, ডলসি জোনস ও নেলি ব্লাই) প্রকাশিত হ'ল। তেইশ বছর বয়সে তাঁর 'আহ্! সুসানা' গানটি

উনপঞ্চাশী দলের লোকেরা তাদের বিষয়-গান রূপে গ্রহণ করল। সারাদেশে গানটি গাওয়া হ'ল। ভ্রাম্যমান য়ুরোপীয় পিয়ানো শিল্পী হার্জ ও থলবার্গ, 'আহ! সুসানা' সুরটি নিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে কনসার্টে বাজালেন।

অবশেষে স্টিফেন ফস্টার সফল হলেন। সে সাফল্য যেন হঠাৎ এল। সকলেই তাঁর গান গাইল, গুণগুণ করল বা শিস দিল। তখন আর তাঁর পক্ষে ব্যবসাপত্রের হিসাব রক্ষণের কাজ দরকার হ'ল না, বিশেষত তাঁর হৃদয় যখন সংগীত সুধারসে মগ্ন। তিন বছর পরে তিনি বাড়ি ফিরলেন। সেখানে বাড়ির পেছনের দিকে ছাদে তিনি স্টুডিও বানালেন। সেঘরে দরজা বন্ধ ক'রে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের প্রকাশককে গান সরবরাহের ব্যবসায়ে ব্যস্ত রইলেন। ব্যবস্থা হ'ল তাঁর গানের প্রতি কপি বিক্রয় হ'লে তিনি তিনসেণ্ট ক'রে পাবেন। তিনি এত আগ্রহের সঙ্গে কাজ করতেন যে, মা ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না।

ইতিমধ্যে তিনি যেসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিলেন তাদের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। সিনসিনাত্তিতে থাকাকালে তিনি একবার বাড়ি এসে-ছিলেন বান্ধবী সুসান পেণ্টল্যাণ্ডের বিবাহে। এই বান্ধবীটির যখন দশবছর বয়স তখন তাকে তিনি জীবনের প্রথম গানটি উপহার দেন। তার সঙ্গে যার বিবাহ হ'ল সে 'এস, টি-র নাইটবর্গের' সদস্য ছিল।

ইংরাজি ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স আমেরিকা সফরের কালে একবার পিটস্‌বার্গে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্টিফেনের বন্ধুগোষ্ঠির অন্যতমা জেন ম্যাক্‌ডোয়েলের বাবা ডাঃ ম্যাকডোয়েল তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। ডাঃ ম্যাক-ডোয়েল তাঁর ব্যবসায়িক ডাকে যেতেন বুড়ো নিগ্রো চাকর জো-র গাড়ি চাল-নায়। বুড়ো জোকে যখন ডাক্তারের গাড়ি চালাতে হ'ত না তখন সে বাড়িতে রান্নাবান্না করত। অনেকবার তাকে 'মিস জেনীর' অনুরাগীদের জন্য দরজা খুলতে হ'ত। পা টেনে টেনে চ'লে, দাঁত বার ক'রে সে জেনের কাছে গিয়ে বন্ধুদের পুষ্পস্তবক দিয়ে ঘোষণা করত দর্শনার্থীদের নাম।

জেন ম্যাকডোয়েল ছিল পিঙ্গলকেশী মানানসই চোখের খুব সুন্দরী মেয়ে। স্টিফেন তার কাছে প্রায়ই যেতেন এবং একসময়ে তার প্রেমে পড়লেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, জেনের চুলই সেজন্য দায়ী। একদিন সন্ধ্যায় যখন জো স্টিভকে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল স্টিফেন তাকে বলেছিলেন, 'একদিন আমি তোমাকে নিয়ে গান বানাবো।'

এবং তিনি তা করেছিলেন। কিন্তু কয়েকবছর পরে যখন 'বুড়ো কালো জো' রচনার প্রেরণা তিনি পেলেন তখন সত্যিকারের বুড়ো জো বিদায় নিয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় স্টিফেন জেনকে ভারী এক অস্বস্তিকর পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সেদিন স্টিফেন সবে পৌঁছেছেন এমন সময় বুড়ো জো, রিচার্ড কাওয়ান নামে আরেকজনের (সে-ও ছিল এস, টি নাইটবর্গের অন্যতম) উপস্থিতি ঘোষণা করল। সে সন্ধ্যার আমন্ত্রণে জেন নিশ্চয়ই ভুল করেছিলেন। কিন্তু স্টিফেন সেখানে প্রথম এসেছিলেন আর যাবার কোনই ইচ্ছে ছিল না। ফলে যখন রিচার্ড এল, স্টিফেন শুধু পেছন ফিরে, একটা বই তুলে নিয়ে, আলোর তলায় বসে সারাসন্ধ্যে বই পড়ার ভান করলেন। তিনি সম্ভবত স্রেফ বসেছিলেন আর বইয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, একটা শব্দও পড়েন নি। তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল। কেননা রিচার্ড কাওয়েন ধনী ও সুদর্শন। সে তখনই আইনব্যবসায়ী ও বিবাহযোগ্য। স্টিফেনকে দেখতে ভাল হলেও তিনি সুদর্শন ছিলেন না, এবং ধনী তো ননই। নিঃসন্দেহে তিনি তিক্তভাবে ভাবছিলেন তাঁর তুলনায় নাইটের মত চেহারার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কী ভালই না লাগছে জেনের চোখে। ব্যবহারে তিনি ছিলেন ভদ্র ও নম্র, কিন্তু সে-রাতে কোন বাজে ব্যাপারই তিনি বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। এক মনোমালিন্যপূর্ণ সন্ধ্যার অবসান ঘটল রাত সাড়ে দশটায়, কেননা তখনকার দিনে ঐ সময় পর্যন্ত আগন্তুকরা মেয়েদের সঙ্গে কাটাতে পারত। রিচার্ড বিদায়গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে ঢিলেজামা গলিয়ে (তখনকার দিনে পুরুষেরা কোটের মত ঢিলেজামাও পরত) স্টিফেনের পেছনদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল,

'শুভসন্ধ্যা, মহাশয়।'

স্টিফেন চুপচাপ বসে রইলেন। জেন রিচার্ডকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ভারী আশংকা নিয়ে বসবার ঘরে এল। কিন্তু, পরে সে বলেছিলেন, সে সত্যিই তখন জানতোনা রিচার্ড ও স্টিফেনের মধ্যে কার প্রতি তার বেশি সহানুভূতি। যাইহোক, সেকথা ভাববার সময় ছিলনা তখন। ঘরে ঢুকে সে দেখল স্টিফেন টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন ও বিবর্ণ হয়ে।

তিনি বললেন, 'এখন মিস জেন আমি উত্তর চাই। হ্যাঁ কি না?'

এই চকিত প্রস্তাব হয়ত অস্বাভাবিক। কিন্তু দৃশ্যত ব্যাপারটা স্টিফেন

ভালোভাবেই মীমাংসা করেছিলেন কেননা স্টিফেনকেই বিয়ে করেছিল। সে সন্ধ্যার ক্রোধও বেশিদিন টেঁকেনি কেননা বিয়ের পর স্টিফ ও ডিক পরস্পর ভালোবন্ধু ছিলেন।

চব্বিশ বছর বয়সে, স্ট্রাথার্স কাকার ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে স্টিফেন ফস্টার বেশ বিখ্যাত হলেন এবং ঘনঘন গান লিখতে লাগলেন। তাঁর প্রথম দিকের গানগুলো চারণদলের জন্য লিখিত বলেই সেগুলির ভাষা ছিল নিগ্রো উপভাষা। শ্বেতাঙ্গদের ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গান হ'ল—'ওল্ড ফোক্‌স অ্যাট হোম'। জিম ক্রো-জাতের মজার অর্থহীন শব্দযুক্ত গানও তিনি লিখলেন যেমন—'দেক্যাম্পটাউন রেসেস্‌' এবং 'ও ! স্যামুয়েল'। তাছাড়া লিখলেন বসবার ঘরে গাইবার উপযোগী সে যুগের জনপ্রিয় আবেগপ্রবণ গান—'ওল্ড ডগ ট্রে,' 'হাউ টাইম্‌স্‌ কাম এগেন নো মোর'; প্রেমের গান, যেমন—'জেণ্টল অ্যানি', 'লরা লি' এবং 'কাম হোয়ার মাই লাভ লাইস্‌ ড্রিমিং'। তাঁর কয়েকটি গান জেনের অনুপ্রেরণায় লিখিত, যেমন—'জেনি উইথ দি লাইট ব্রাউন হেয়ার' এবং 'জেনি ইজ্‌ কামিং ওভার দি গ্রিন'। তিনি কিছু স্তোত্র গানও লিখেছিলেন। তাঁর রচিত ১৮৮টি গানের মধ্যে যে গানটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে শোনা গেছে সেটা হ'ল—'ওল্ড ফোক্‌স্‌ অ্যাট হোম'।

তিনি 'ওয়ে ডাউন আপন দি পিডি রিভার' গানটি লিখতে লিখতে ভাবলেন নদীর নামটা সন্তোষজনক নয়। একদিন তাই দাদা মরিসনের অফিসে গিয়ে জিগ্যেস করলেন :

'দুই স্বর বিশিষ্ট একটা ভাল দক্ষিণী নদীর নাম করতে পারো? আমি সে নামটা 'ওল্ড ফোকস্‌ অ্যাট হোম' এই নতুন গানে ব্যবহার করতে চাই।'

মরিসন জানতে চাইলেন, 'ইয়াজু' নামটা কেমন হবে। স্টিফেন বললেন :

'ওটা আগেই ব্যবহৃত হয়েছে।'

মরিসন অতঃপর 'পিডি' র নাম করলেন। সুরকার বললেন ;

'উঁহু, ওটা চলবে না।'

তখন মরিসন তাঁর ডেস্ক থেকে মানচিত্র নিলেন এবং তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র খুললেন। শেষপর্যন্ত মরিসনের আঙুল থামল ফ্লোরিডার একটা নদীতে গিয়ে। সোয়ানি নদী।

'ঠিক আছে' স্টিফেন উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'ঠিক এইটাই'। এবং আর একটাও বাক্যব্যয় না করে দাদার অফিস ত্যাগ করলেন।

যদিও ফস্টার কখনও ফ্লোরিডায় যাননি এবং সোয়ানি নদী দেখেননি তবু সুদূর দক্ষিণের কয়েকটা নদী পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি এবং 'ফিকে বাদামী চুলের' জেনী, তৎসহ পুরানো বন্ধু বান্ধবীরা, যারা ইতিমধ্যে বিবাহিত—এস, টি-র নাইটদের কেউ কেউ—এই সব নিয়ে নদীপথে একটা ভ্রমণ করলেন নিউ অরলিয়ন্স পর্যন্ত। ফস্টার গেলেন তাঁর এক সম্পর্কিত দাদার সুন্দর এক কেনটাকি বাড়িতে, বাড়ীটা বিপ্লবের সময় তৈরি হয়েছিল। বলা হয় যে, এই সুন্দর বাড়ী ও সেখানকার যত্নশীল ক্রীতদাসদের প্রেরণাতেই তিনি লিখেছিলেন 'মাই ওল্ড কেনটাকি হোম', এবং দক্ষিণাঞ্চলের জীবনের এই আভাস থেকে 'মাসাস ইন দ্য কোল্ড, কোল্ড গ্রাউণ্ড' জাতীয় গানের উদ্ভব।

ফস্টার তাঁর গানগুলি ভালবাসতেন কিন্তু সর্বদাই তাঁর সাংগীতিক শিক্ষার দুর্বলতা ও সুররচনায় শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব উপলব্ধি করতেন। সেইজন্যই সম্ভবত অংশত তিনি আত্মসুখব্যাপারে অত্যন্ত সৎ ছিলেন এবং তাঁর গানের জন্য বেশি অর্থ চাইতেন না। সম্ভবত তার কারণ এও হ'তে পারে যে, তিনি টাকা সম্পর্কে কমই ভাবতেন—যদিও তার ফলে জেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবন কঠিনতর ক'রে তুলেছিল।

ফস্টারদের আমলে নানা চারণদল নতুন গান প্রবর্তনের ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। এইরকম এক সুপরিজ্ঞাত সংস্থা ছিল ই, পি, খ্রিস্টির, যিনি জনপ্রিয় নিগ্রো সুরের কনসার্ট পরিচালনা করতেন। মাত্র পনেরো ডলারের বিনিময়ে ফস্টার তাঁর কয়েকটা গানের প্রথম রূপায়ণের অনুমতি দিয়েছিলেন খ্রিস্টিকে। তারই ফলে খ্রিস্টির দল সর্বপ্রথম গেয়েছিল 'ও! বয়েজ, ক্যারি মি' ল্' এবং 'ওল্ড ফোক্স্ অ্যাট হোম'। ফস্টার শেষের গানটিও খ্রিস্টিকে বিক্রয় করেছিলেন প্রকাশন-স্বত্ব দিয়ে। সেটি খ্রিস্টির নামে প্রকাশ পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল খ্রিস্টির রচিত গান বলে চালু ছিল, তাতে স্টিফেন ফস্টার কিছু মনে করেননি। ফস্টার অনুমতি দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, তিনি নতুন ধরনের গান লিখবেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁর নাম পরিচিত হবে স্রেফ একটা ইথিওপিয়ান গানের রচয়িতা হিসাবে। পরবর্তীকালে তিনি 'ওল্ড ফোক্স্ অ্যাট হোম' গানটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং রচয়িতা হিসাবে নিজের নাম দিয়েছিলেন।

একদা পারিবারিক এক বন্ধু স্টিফেনকে একটা সুন্দর কুকুর উপহার দিয়েছিলেন। সেটা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। ফস্টাররা তখন বাস করতেন

একটা পার্কের প্রান্তে, এবং স্টিফেন সকলের সঙ্গে কুকুরের খেলা দেখতেন ও উপভোগ করতেন। এই কুকুরটিরই বিশ্বস্ত বন্ধুত্বকে তিনি স্মরণ করেছেন 'ওল্ড ডগ ট্রে' গানে। কিছুকাল পরে পথ থেকে একটা কুকুর কুড়িয়ে এনেছিলেন এবং তার বেদনাপূর্ণ ডাক শুনে নাম দিয়েছিলেন 'দুর্দৈব'।

প্রথমদিকে স্টিফেন ও জেন ফস্টার বাস করতেন স্টিফেনের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান হবার পর তাঁরা নিউইয়র্ক চলে যান। সেখানে ফস্টার অর্কেস্ট্রা ও সমবেত গান শোনার সুযোগ পেলেন কিন্তু তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। বেশ কয়েক বছর কাটাবার মত অনেক টাকা যদিও তিনি রোজগার করেছিলেন কিন্তু তিনি জানতেন না কেমন করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়। ভাবাবেগের চালনায় তিনি চলতে ন, তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিলনা— ফলে স্বভাবতই তাঁর এক আত্মঅসন্তোষ আসে এবং তাঁর জীবনধারা অবিন্যস্ত ও অসুখী হ'য়ে থাকে যতদিন না তার বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটে।

সর্বদাই তাঁর মধ্যে গৃহকাতরতা আসত। নিউইয়র্কে একবছর কাটাবার পর স্টিফেন ফস্টার সহসা একদিন গৃহকাতর বোধ ক'রে স্ত্রীকে গোছগাছ ক'রে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা জিনিসপত্র বেচে দিয়ে পেনসিলভেনিয়ার পথ ধরলেন। রাতে অপ্রতীক্ষিত ভাবে তাঁরা পৌছালেন। তাঁরা দরজার ঘণ্টা বাজালেন এবং স্টিফেনের মা জেগে উঠে নিচে নামলেন। বারান্দায় ছেলের পদশব্দ শুনে হলে যেতে যেতে তিনি বললেন :

'আমার সোনা ছেলে কি আবার ফিরে এসেছিস্?'

স্টিফেন তাঁর গলা শুনে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, মা যখন দোর খুললেন তখন তিনি ছোট বারান্দার চেয়ারে বসে শিশুর মত কাঁদছিলেন। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ফস্টার আর কখনও বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি, একমাত্র ব্যবসায়িক পরিক্রমায় নিউইয়র্ক ও সাময়িক প্রমোদ ভ্রমণের ব্যতিক্রম ছাড়া।

'এই ঘটনা অবশ্য মিসেস স্টিফেনের পক্ষে সুখকর ছিলনা। একাধিক পরিবার একসঙ্গে থাকা ভাল নয় এবং তিনি হয়ত আহত বোধ করতেন এই ভেবে যে, তিনি ও তাঁর কন্যা ম্যারিয়ন ফস্টারের জীবনকে যথেষ্ট পূর্ণ করতে পারেননি। সেইকারণে তাঁরা মাঝে মাঝে আলাদা থাকতেন। যখন স্টিফেন তাঁর ছোট পরিবারের উপযুক্ত রোজগার করতে পারতেন না তখন মিসেস

স্টিফেন নিজের জীবিকার জন্য কাজ করতেন। তখনকার দিনে একজন বিবাহিতা মহিলার পক্ষে বাড়ির বাইরে কাজ করা অস্বাভাবিক বলে গণ্য হত। এখনকার দিনে যে মহিলা বাড়ির কাজকর্ম উপেক্ষা করে বাইরের কাজ করেন তাঁর প্রশংসা জোটে, কিন্তু তখন তা কেউ বাধ্য না হ'লে করত না। এরফলেও স্টিফেন ফস্টারের আত্মঅসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। যখন ফস্টারের মাতাপিতা এবং দাদা ডানিংও মারা গেলেন এবং অন্যান্যরা চলে গেল তখন স্টিফেন ফস্টারের নিজেকে রিক্ত মনে হল। তাঁর মা-র আবাসস্থল বাড়িটুকু রইল তাঁর একমাত্র নোঙরের। সেটাও যখন রইল না তখন ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

তিনি নিউইয়র্ক ফিরে এলেন। অনতিকাল মধ্যে মদ্যপানের অসুখী ইচ্ছা তাঁকে অধিকার করল। তার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তিনি ব্যর্থ হলেন। জলযুদ্ধের সূচনার সময় ফস্টারেরা আবার নিউইয়র্কে বাস করতে লাগলেন। ছোট্ট ম্যারিয়ন তখন আট বছরের। একজন পথ-চলতি লোক ফস্টারের বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন, একজন ছোটখাট মানুষ, নীল কোট ও সিল্কের টুপী পরা পরিষ্কার ফিটফাট'। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ফিটফাট পোশাক আর রইল না। একটা পর্বে তার গান আর তেমন সহজে এল না, এবং যত সময় যেতে লাগল তাঁর স্ত্রী পিটস্‌বার্গে ফিরে গিয়ে নিজের জীবিকার জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর স্বামী একা নিউ ইয়র্কে পড়ে রইলেন, পালাজ্বরের কবলে পড়লেন এবং নিঃসন্দেহে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সহসা মধ্যত্রিশে তিনি বহু গান রচনা করতে আরম্ভ করলেন। এই সময়েই তিনি 'বুড়ো কালো জো' লেখেন। অন্যান্য গানগুলির মধ্যে ছিল 'ভার্জিনিয়া বেল', 'দি মেরি, মেরি মান্থ অফ মে', 'আওয়ার ব্রাইট সামার ডেজ্‌ আর গন্‌'। তাঁর শেষ গান হল, 'বিউটিফুল ড্রিমার'। জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁর গানগুলি বেচে দিলেন প্রায় বিনা পয়সায়। মনে হ'ল তাঁর বেশি টাকার প্রয়োজন নেই। তিনি খেতেন খুব অল্প, খাবার কোন উৎসাহই ছিল না। ক্রমশ জামাকাপড় সম্পর্কেও উৎসাহ কমে এল। তিনি নিজেকে নিঃসহায় মনে করতে লাগলেন এবং তাঁকে সেই রকম দেখতে হ'ল। বাওরির হেষ্টার ও চেস্টার স্ট্রিটের কোণে একটা মুদির দোকানের পেছনে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন।

সেই সময় কুপার নামে একজন ফস্টারের গানের বাণী লিখতেন এবং

ষ্টিফেন তাঁকে বলতেন 'গানের কারখানার বামপন্থী'। কুপার বলেছেন, ফস্টার সর্বক্ষণ মদ্যপান করতেন কিন্তু মাতাল হতেন না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা তিনি গ্রাহ্যই করতেন না ব'লে প্রায়ই 'দোকান থেকে আপেল কিংবা শালগম কিনে একটা বিরাট পকেট-ছুরি দিয়ে কেটে খেতেন।' তিনি বলেছেন যে, ফস্টার পিয়ানো ছাড়াই অতি সহজে গান বানাতেন। যদি কাছাকাছি স্বরলিপির কাগজ না থাকত তবে যে কোন জিনিসে লিখতেন—কিছু না পেলে বাদামী মোড়কের কাগজ নিয়ে তাতে লাইন টেনে সুরের স্বরলিপি লিখে ফেলতেন—সর্বদাই তাঁর মাথায় একটা না একটা সুর খেলত।

একদিন শীতের সকালে কুপার খবর পেলেন যে তাঁর বন্ধুর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক প'রে ষ্টিফেন ফস্টারের হোটেলে হাজির হলেন। দেখলেন বন্ধু মেঝেয় পড়ে আছেন ক্ষত ও থেঁতলানো অবস্থায়। ফস্টারকে হাসপাতালে পাঠানো হ'ল এবং সেখানে তিনি মারা গেলেন। তাঁর একটি পকেটে ছোট একটা টাকার থলে পাওয়া গেল, তাতে ছিল আটত্রিশ সেন্ট এবং একটা ছোট কাগজের টুকরোয় লেখা:

প্রিয় বন্ধুগণ

আর শান্ত হৃদয়।

এর কয়েকবছর পরে বিখ্যাত গায়িকা নীলসন আমেরিকায় আসেন। পৌঁছানোর পর শীঘ্রই তিনি 'ওল্ড ফোক্স্ অ্যাট হোম' শুনলেন। তিনি 'তার সরল সুর ও মর্মস্পর্শী ভাষা শুনে এত অভিভূত হলেন যে তৎক্ষণাৎ দুইই শিখতে সুরু করলেন।' তারপর থেকে তাঁর কনসার্টে তিনি প্রায় সর্বদাই গানটা গাইতেন।

ফস্টারের জীবিতকালে গানটা বহুদেশে ঘুরেছিল। গানটি রচনার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এক ভদ্রলোক স্কচ সীমান্তরেখা ধ'রে ভ্রমণের সময়ে কৃষক ছেলেমেয়েদের মুখে বার্ণস্ ও র‍্যামজের গীতিকার সঙ্গে ফস্টারের গানও শুনেছিলেন। তিনি বলেছেন, একটা সমাবেশে ব্যাগপাইপে স্কচ গীতিকা বাজবার পর একটি কণ্ঠে এক আমেরিকান সুর (ফস্টারের) ধ্বনিত হ'ল এবং সকলে তাতে যোগ দিল। ফস্টারের গান গাওয়া হয়েছে সুদূর চীনদেশে, আফ্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায়।

একজন স্কচ ভদ্রলোক এক মজার কাহিনী বলেছেন যা ফস্টারের গানের গুণ সম্পর্কে আলোকসম্পাতী। যখন তিনি বালককালে গ্ল্যাসগোর ছাত্র

ছিলেন তখন তাঁর টিনের বাঁশীতে ফষ্টারের গানের সুর বাজাতেন কিন্তু জানতেন না যে সে সুর ফষ্টার নামে একজনের রচিত। তিনি বলেছেন যে, স্কুলের সান্ধ্যভোজ ফষ্টারের দু'একটা গান ছাড়া শেষ হ'ত না; কিন্তু তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন সে সব গান লোকসংগীতের মত রচয়িতাহীন, কেউ জানত না যে ফষ্টার নামে এক আমেরিকান তাদের গান লিখেছেন। তিনি বলেছেন পরিবেশে একটা পরিবর্তন দেখা দিত যখনই কোন উপলক্ষে অর্কেস্ট্রায় ফস্টারের 'পুরানোকালের সুর' বেজে উঠত।

ফষ্টার খাঁটি যুক্তরাষ্ট্রের সন্তান। অন্য কোন দেশ তাঁকে জন্ম দিতে পারত না। তিনি তাঁর নিজের দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে গান করেছেন। তাঁর গানে আছে লোকসংগীতসুলভ সরলতা, আন্তরিকতা ও মানবিক গুণ। তাতে কোন কাঠিন্য নেই। সে গানের হার্মনিতে সরল সুর, প্রধান, অনতিপ্রধান। সে গানের ভাবাবেগ বাড়ি, বন্ধুত্ব, বাধ্যতা ও ভালবাসার কথায় পূর্ণ এবং সকলেরই বোধগম্য। তার আবেদন বিশ্বজনীন। সে গানের ভাষা সাধারণ মানুষেরই হৃদয়ের ভাষা।

ষ্টিফেন ফষ্টার, তাঁর মৃত্যুর ছিয়াত্তর বছর পরে, অন্যতম আমেরিকান রূপে মনোনীত হন ১৯৪০ সালে, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হলে। তিনিই প্রথম সংগীতকার—এবং তখনও পর্যন্ত একমাত্র সংগীতকার—যাঁর মূর্তি সেখানে সযত্নে রক্ষিত।

ষ্টিফেন কলিন্স ফষ্টার। জন্ম—৪ঠা জুলাই ১৮২৬ পেনসিলভেনিয়ার পিটস্‌বার্গে।

মৃত্যু—১৩ জানুয়ারী ১৮৬৪, পিটস্‌বার্গে কবরস্থ।

জন ফিলিপ সৌসা

মার্চ সংগীতের রাজা

যখন জন ফিলিপ সৌসা জাতির রাজধানী ও তাঁর জন্মস্থান ওয়াশিংটনে বেড়ে উঠেছিলেন তখন অনেক ব্যাণ্ড সংগীত শুনেছিলেন। সে সময় ব্যাণ্ড শোনা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাময়, স্থানটিও ছিল অস্বাভাবিক উত্তেজনাকর কেননা তখন জনযুদ্ধ চলছিল। ব্যাণ্ড সংগীত সর্বদাই অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হয় দেশপ্রেমের জোয়ার এলে, আর দেশপ্রেমের সবচেয়ে জাগৃতি ঘটে যুদ্ধের সময়। তরুণ জন ফিলিপ, অন্যান্য বালকদের মত, হাড়ের মজ্জার ভেতরে আবেগ বোধ করতেন ব্যাণ্ড শুনে। ভালো হোক মন্দ হোক, তিনি তা সর্বাংশে ভালবাসতেন।

তাঁর বাবা অ্যান্টোনিও নৌবাহিনী ব্যাণ্ডে শিঙ্গা বাজাতেন এবং যেহেতু জন (তাঁর বাবা তাঁকে বলতেন ফিলিপ) বাবাকে ভালবাসতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন অতএব এই তথ্য থেকে বালকটির পক্ষপাত বোঝা যায়। আমরা সকলে ভাবতে ভালবাসি আমাদের বাবারা যা করেন তা অতি ভালো। তবুও, সারা পৃথিবীতে এমন কোন ছেলে বা মেয়ে নেই যে রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড গেলে পুলকিত হয় না।

অ্যান্টোনিও সৌসা ছিলেন জাতে পর্তুগীজ, কিন্তু পর্তুগালে এক বিদ্রোহের সময় যখন তাঁর পরিবার থেকে স্পেনে যান তখন সেভিলে অ্যান্টোনিও জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংলণ্ড যান, তারপরে আসেন আমেরিকায়। ব্রুকলিনে তিনি একটি ব্যাভেরিয়ান মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন, যিনি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর সেই ভ্রমণ জীবনব্যাপী স্থায়ী হয় কেননা তিনি ও টনি সৌসা বিবাহিত হন। পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁদের দশটি সন্তান হয়, জন ফিলিপ তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। স্বভাবতই ছোট ছোট অনেক ভাইবোন বড় হ'তে হ'তে তাঁকে একটু আগেভাগে জীবিকা

সুরু করতে হয়েছিল এবং তরুণ কিশোররূপে তিনি সংগীতকার হ'তে চেয়েছিলেন।

অবশ্য, তাঁর নিজের সংগীত অনুশীলনের সূচনা হয়েছিল খারাপভাবে। ব্যাপারটা হয়েছিল এইভাবে: তাঁর বাবার বন্ধু এক স্পেনীয় ভদ্রলোক প্রায়ই তাঁদের বাড়ি আসতেন। একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি বেড়াতে এসেছিলেন তখন ফিলিপ ঘরের মধ্যে একটা বেসবল থাপিয়ে বড়দের কথাবার্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত অর্কেস্ট্রাশিল্পী সেই ভদ্রলোক বললেন, কয়েকটা সা রে গা মা অনুশীলন করালে সম্ভবত ছেলেটার পক্ষে ভাল হবে। ভদ্রলোক যন্ত্রসংগীত বাজাতে জানতেন কিন্তু তাঁর গানের গলা ছিল অত্যন্ত খারাপ। তাই ভদ্রলোকের কাছে প্রথম সংগীত অনুশীলনের সময় ফিলিপ বুড়ো মানুষটির গলার স্বরের তারতম্য বুঝতে পারলেন না। তাঁর গলার সব স্বরই একরকম শোনাতে লাগল। ফিলিপ বলেছেন ভদ্রলোকের গলার একমাত্র তফাৎ ছিল এই যে, 'যখন তিনি শান্ত তখন তিনি চেঁচাতেন, উত্তেজিত হ'লে চিঁ চিঁ করতেন'। প্রথম অনুশীলনে ভদ্রলোক ফিলিপকে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্বরগ্রামমানের স্বর গাইতে বললেন।

'দো' চেঁচালেন ভদ্রলোক।

'দো' ফিলিপ নকল করে চেঁচালেন।

'না, না, গাও দো' এবার তিনি চিঁ চিঁ ক'রে গাইলেন।

'দো' ফিলিপ তাঁর শোনা ধ্বনি প্রাণপণে চিঁ চিঁ ক'রে নকল করলেন।

আশ্চর্য নয় যে এই জাতীয় অনুশীলনে বালক শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বরং চাইলেন বাইরে গিয়ে বেসবল খেলতে।

এই ভদ্রলোকেরই ছেলে একটা সংগীত বিদ্যালয় খুলেছিলেন ফিলিপের বাড়ির কাছাকাছি। সাতবছর বয়সে ফিলিপকে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল, সেখানে তিনি বেহালা শিখতে সুরু করলেন, ছাত্রসংখ্যা ছিল ষাট। সেই বুড়ো চিঁ চিঁ-করার ছেলের সঙ্গে আরো বেশি ঝোড়ো সময় কাটলো।

ফিলিপ একদিন আড়াল থেকে শুনলেন অধ্যাপক এসপুটা (বেহালা শিক্ষক) বাবাকে বলছেন যে, ফিলিপ যদি কিছু না-ও শেখে তবু এর ফলে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে না। সেই মন্তব্যে ফিলিপ রেগে গেলেন। ফলে, মিঃ এসপুটার ক্লাশে প্রথম তিনবছর তিনি নিজের থেকে উত্তর দেবার জন্য কখনও মুখ খুলতেন না। শিক্ষকমশাই বলতে পারতেন না বালকটি কিছু

শিখছে কিনা। কিন্তু এই সময়ে, ফিলিপ অত্যন্ত সংগীতাগ্রহী ছিলেন বলেই সব কিছুই গ্রহণ করছিলেন। অবশেষে, তিনবছর পরে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল।

স্কুল থেকে পাঁচটা মেডেল দেওয়া হয়েছিল। আর সকলে অবাক হয়ে দেখল ফিলিপ একটা নয়, সবকটা মেডেল পেয়েছেন! মিঃ এসপুটা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি মিঃ সৌসাকে বললেন বোধহয় ফিলিপকে তিনি সবকটা মেডেল দিতে পারবেন না, কেননা অন্য ছেলেরা তাহলে কি বলবে! বিবেচক মিঃ সৌসা হেসে বললেন তিনি আনন্দিত যে, তাঁর ছেলে সবকটি মেডেল পেয়েছে, এখন এগুলি না পেলেও চলবে, শিক্ষকমশাই এগুলি সুব্যবহার করতে পারেন। এসপুটা তিনটে মেডেল দিলেন ফিলিপকে, বাকি দুটো অন্য ছাত্রদের। যদিও জন ফিলিপ সৌসা সারাজীবন অনেক সম্মান পেয়েছিলেন এবং রাজারা তাঁকে মেডেল দিয়েছিলেন তবু মিঃ এসপুটার দেওয়া সেই ছোট সোনার উপহার তিনি সর্বদা কাছে রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, এগুলি তাঁকে মনে করিয়ে দিত, কীভাবে তিনি চুপ ক'রে থেকে সকলকে বোকা বানিয়েছিলেন এবং তাঁকে বুঝিয়েছিল যে 'নীরবতা সত্যিই স্বর্নিল'।

এগারো বছর বয়সে তাঁর এমন এক সময় এল যখন অ্যাকাডেমির সান্ধ্য কনসার্টে তিনি এককভাবে বাজালেন। ইতিমধ্যে তিনি বাজিয়ে রোজগার করতে সুরু করেছিলেন ব'লে বাজাবার সময় ভয় পেয়ে যাননি। যদি তিনি ভীত হতেন সেদিন তবে অমন বোকার মত কাজ করতেন না, তাঁর শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

হয়েছিল কি, কনসার্টের দিনেই তাঁর বেসবল খেলা ছিল। খেলে বাড়ি ফিরলেন যখন, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও নোংরা হয়ে, দেখলেন বাড়ির অবস্থা এলোমেলো। মা অসুস্থ, দিদি বেড়াতে গেছেন, ঝি চলে গেছে। কাজেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রবিবারের পোশাক পরলেন ও একটা স্যাণ্ডুইচ খেয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি একটা ফর্সা জামা পেলেন না। ধোপাবাড়ি থেকে কাপড় আসেনি।

ব্যাপারটি তিনি তাড়াতাড়ি সংগীত বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষককে বললেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, দৌড়ে আমার বৌয়ের কাছে গিয়েআমার একটা সার্ট দিতে বলো।'

তাই হ'ল; ফিলিপকে মিসেস এসপুটা পুরো মাপের এক জামা পিন দিয়ে এঁটে পরিয়ে দিলেন।

এখন বেহালা বাজনায় তো হাতদুটো শান্ত রাখা যায় না। দুটো হাতই তুলতে হয় আর ডান হাতটা খুব জোরে জোরে নড়ে।

ফলে ফিলিপ যখন বাজাতে লাগলেন একটা একটা ক'রে পিন খুলে যেতে লাগল। পিছন দিকে আঁটা কলার খুলে গিয়ে মাথার পিছনে ঝুলে পড়ল। শার্টটা গলা থেকে পড়ে গেল। হাস্যমুখর শ্রোতা ও পড়ন্ত শার্ট শিল্পীকে সুর ভুলিয়ে দিল। তিনি দ্রুত স্টেজের বাইরে গিয়ে একটা অন্ধকার কোণে নিজেকে লুকোলেন। তিনি এত অপমানিত বোধ করছিলেন যে মনে হচ্ছিল মরে গেলেই ভালো।

কনসার্টের শেষে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ আইসক্রিম ও কেক খাবার ভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন। আত্মগোপনকারী ফিলিপকে মিঃ এসপুটা ঠিকই খুঁজে বার করলেন এবং বললেন,

'চমৎকার বিশৃঙ্খলা বাধিয়েছিলে তুমি। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত এবং কিছু খাওয়া উচিত নয়। বিকেলবেলা বল না খেলে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলায় তোমার আরো জরুরি কাজের জন্য তৈরি হওয়া উচিত ছিল।'

ফিলিপ আইসক্রিম খেতে পেলেন না। এ-শিক্ষা তিনি কখনও ভোলেননি এবং পরে তিনি বলেছিলেন যে, এর পর থেকে, হয় তিনি কাজ করতেন নাহয় খেলতেন। কখনই একসঙ্গে দুটো কাজ করতেন না।

ঐ একই শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল যাতে তিনি আরেক শিক্ষা পেয়েছিলেন, অন্যের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ও সচেতন হবার শিক্ষা।

নিঃসন্দেহে আমরা সকলেই জানি যে, একজন শিক্ষকের পক্ষে সবসময় শান্ত ও খুশি মনে থাকা শক্ত। যেমন উদাহরণত, ছাত্রদের মত শিক্ষকের পক্ষে শেখানো বন্ধ করা সম্ভব নয় তাঁর মাথা ধরেছে ব'লে বা তাঁকে পার্টিতে যেতে হবে ব'লে। একবার মিঃ এসপুটা ফোড়ায় কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও তিনি শিক্ষাদান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যন্ত্রণা ও অস্বস্তি ছাড়াও ফোড়া মানুষকে রগচটা ক'রে দেয়। সে সময়ে শিক্ষাগ্রহণকালে ফিলিপ এমন কিছু করেননি যাতে শিক্ষক চটে যান। বরং নিজের সম্পর্কে এই ভেবে দুঃখ বোধ করছিলেন যে, শিক্ষককে খুশি করার জন্য সেদিন তিনি কিছু করতে

পারছেন না। মিঃ এসপুটা শিক্ষাদান বন্ধ রেখে যখন ফিলিপকে বললেন লম্বা ক'রে ছড় টানতে তখন ফিলিপ বললেন যে তিনি যতদূর সাধ্য টেনেছেন। এতে শিক্ষক চটে গেলেন। আরেকবার ছড় টানার চেষ্টা না ক'রে ফিলিপ বোঝাতে লাগলেন তাতে শিক্ষক রেগে ফেটে পড়লেন। তখন নিজের ছড়টা তিনি ডান হাতে কায়দা ক'রে টানতে গেলেন, ফলে সেই উপহৃত মূল্যবান ছড়টি একটা আসবাবে লেগে ভেঙে গেল।

'বেরিয়ে যাও' তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন আর তখনই সেদিনের মত ফিলিপের সংগীতশিক্ষার অবসান ঘটল।

বেচারা ফিলিপ। তার মনে হ'ল অমন ব্যবহার পাবার মতন তিনি কিছুই করেননি আর যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বাবা লক্ষ্য করলেন ছেলের কিছু একটা হয়েছে। তিনি যখন ব্যাপারটা জানতে চাইলেন, ফিলিপ সব খুলে বলল। বাবা বললেন :

'আমার মনে হয়, তুমি সংগীতকার হ'তে চাও না। তুমি কি অন্য কিছু হ'তে চাও?'

'হ্যাঁ' তিনি দুঃখিত হৃদয়ে বললেন, 'আমি রুটিওয়ালা হ'তে চাই।'

'রুটিওয়ালা?'

'হ্যাঁ, রুটিওয়ালা।'

'বেশ' মিঃ সৌসা বিবেচনা ক'রে বললেন, 'দেখি একটা বেকারীতে তোমাকে ঢোকাবার জন্যে কি করতে পারি। আমি যাই' তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এসে ছেলেকে বললেন যে, তিনি রুটিওয়ালা চার্লির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং চার্লি বলেছে সে আনন্দের সঙ্গে ফিলিপকে নেবে ও তাকে রুটি-পিঠা বানাতে শেখাবে। তিনি বলে চললেন যে, তিনি চান তাঁর ছেলে অন্যান্য রুটিওয়ালাদের চেয়ে শিক্ষিত হোক যাতে নাকি ভবিষ্যতে ভালো সুযোগ পেয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যায়। তিনি বললেন রুটি বানানো শিখতে শিখতে ফিলিপকে স্কুলের পড়া চালাতে হবে, অবশ্য সংগীত ছেড়ে দিতে পারেন তিনি। তিনি আরও বললেন, ঐদিন রাত সাড়ে আটটা থেকেই রুটিওয়ালা ফিলিপকে কাজে চায়।

ফিলিপ সাড়ে আটটায় রুটিওয়ালার কাছে গেলেন। সেখানে তাঁরা সারারাত কাজ করলেন। ভোরবেলা তিনি গাড়িতে রুটি বোঝাই করতে সাহায্য

করলেন এবং ঐ গাড়িচালকের সঙ্গে রুটি সরবরাহ করতে গেলেন। একটা জিনিস তাঁকে খুব নাড়া দিল যে গাড়ির ঘোড়াটা সব খদ্দেরের বাড়ির দরজা চেনে। প্রায় আটটা নাগাদ তাঁর কাজ চুকলো এবং তিনি বাড়ি ফিরলেন প্রাতঃরাশ খেতে। রাতে তার আধ ঘণ্টাটাক ঘুম হয়েছিল। বেকারীতে রুটিগুলো উনানে দিয়ে কর্মীরা একটু ঘুমিয়ে নিত।

সেদিন বিকালে স্কুলের শেষে ফিলিপের বেসবল খেলতে তেমন আর ইচ্ছে করল না। বাড়ি ফিরে রাতের খাওয়া পর্যন্ত তিনি উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন, তারপরে বেকারীতে যাবার সময় হ'ল। সেই একইরকম রাত কাটলো কেবল তাঁর মনে হলো রুটিওয়ালা আর তার বৌ প্রথমবারের মত তেমন আর সদয় নয়। পরের দিন তিনি স্কুলে কিছুই শিখলেন না এবং যখন সন্ধ্যে হ'ল বেকারীতে তাঁর তৃতীয় রাতের কাজে তিনি নিজেকে টেনে নিয়ে চললেন। এবারে রুটিওয়ালা তাঁকে রুক্ষস্বরে এটা করো ওটা করো বলতে লাগল এবং একবার তাঁকে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে ওপরে উঠে দোলনায় ক্রন্দনরত শিশুকে দোলাতে হ'ল। তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে শিশুর কান্নার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আর মিসেস চার্লি এসে থাপ্পড় মেরে তাঁকে জাগালো। তৃতীয় দিন সকালে বাড়ি বাড়ি রুটি পৌঁছে দিয়ে, সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। যখন বাবা জিগ্যেস করলেন, 'কেমন লাগছে আজ সকালে?' তখন উত্তর দেবার আগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন বাবা মাকে বললেন ছেলেকে প্রাতঃরাশ খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে, যাতে সারাদিন তাঁর ঘুম হয়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি ফিলিপকে বললেন,

'তুমি অবশ্যই একজন রুটিওয়ালা হ'তে চাও, তাই না ফিলিপ?'

'না' কেঁদে উঠে তিনি বললেন, 'আমি বরং মরে যাব তবু রুটিওয়ালা হব না।'

'তাহলে' ধীরভাবে বাবা বললেন, 'আমার মনে হয় তুমি বরং এসপুটার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আবার গানবাজনা সুরু করো।'

অতঃপর চিরকাল ফিলিপ ও তাঁর শিক্ষকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি কঠিন পরিশ্রম ক'রে অর্কেস্ট্রা প্রণয়ন, হার্মনি ও স্বরলিপি-পড়া শিখতে লাগলেন। যদিও তাঁর বাবা তাঁকে শিঙ্গা বাজানো শেখাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু ফিলিপ তাতে এগোতে পারলেন না। প্রতিবাসীরা তাঁর শিঙ্গা বাজানোর অনুশীলন পছন্দ করলেন না। কিন্তু তাঁর বাবার ব্যাণ্ডে তাঁকে করতাল বা

ঐ জাতীয় ছোটখাট যন্ত্র বাজাতে দেওয়া হত, ফলে দশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন ব্যাণ্ডের দলে বাজাতে কেমন লাগে।

তেরোবছর বয়সের আগে জন ফিলিপ সৌসা তাঁর নাচের ব্যাণ্ড সংগঠন করলেন। তিনি ছাড়া দলের আর সকলেই ছিলেন বয়স্ক। তিনি নিজে প্রথমে বেহালা বাজাতেন এবং ব্যাণ্ডের মধ্যে ছিল আরেকটা বেহালা, বড় বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, বাসবেহালা, বাঁশি, শিঙ্গা ও ড্রাম। তাঁরা নাচের জন্য বাজাতেন এবং ফিলিপ বেহালা বাজিয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

একদিন যখন তিনি একটা কনচের্টো অনুশীলন করছিলেন তখন দরজায় ঘা পড়ল। তিনি দরজা খুলতে এক ভদ্রলোক বললেন যে তিনি পাঁচ মিনিট ধ'রে বাইরে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছিলেন এবং কে বাজাচ্ছেন তা জানার জন্যই দরজা ঠেলেছেন। ফিলিপ তাঁকে ভেতরে ডাকলেন। লোকটি তাঁর বাজনা শুনে অভিনন্দন জানালেন এবং জিগ্যেস করলেন তিনি কখনও সার্কাসে যোগ দেবার কথা ভেবেছেন কিনা। ফিলিপ বললেন তিনি ভাবেননি। তখন ভদ্রলোক বললেন তিনি একটা সার্কাসে ব্যাণ্ডের নেতা, সার্কাসটা ওয়াশিংটনে খেলা দেখাচ্ছে; যদি ফিলিপ ইচ্ছা করেন তবে তিনি ব্যাণ্ডে তাঁকে নেবেন। ব্যাপারটা ফিলিপের ভালই লাগল। সার্কাস নিঃসন্দেহে সব কিশোরকেই আকর্ষণ করে। তিনি বললেন যে, ব্যাপারটা তাঁর পছন্দসই কিন্তু বোধহয় বাবা পছন্দ করবেন না। লোকটি বললেন বাবাকে না-বলে চলে আসতে। কিন্তু ফিলিপ বাবাকে ভালই জানতেন, তাছাড়া তিনি এমন পিতৃভক্ত ছিলেন যে, বাবাকে না বলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন সার্কাসের লোকটি বললেন যে, বোধহয় বাবারা জানেন না একটা বালকের পক্ষে সার্কাস দলে ঘুরলে কত বড় ভবিষ্যৎ হ'তে পারে।

অনেক প্ররোচনার পর লোকটি বললেন পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁরা খেলা দেখানো শেষ ক'রে তাঁবু খুলে ফেলছেন কাজেই ফিলিপ তাঁদের সঙ্গে চলুক, দুদিন পরে বাবাকে লিখে জানাতে পারবেন তাঁর কেমন ভাল সময় কাটছে আর তখন বাবা নিশ্চয়ই বাধা দেবেন না। ফিলিপ রাজি হলেন। ব্যাপারটা গোপন রাখতে ব'লে লোকটি চলে গেলেন।

ব্যাপারটা যতই ভাবতে লাগলেন তিনি ততই তাঁর কল্পনায় আরও চমৎকার হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, তিনি সার্কাসের দলে ঘুরে অনেক রোজগার করবেন আর সম্ভবত একদিন তিনি নিজেই সার্কাস ব্যাণ্ডের নেতা হবেন।

খবরটা এত ভাল যে গোপন রাখা যায় না; তাই তিনি পাশের বাড়ির বন্ধু এডকে বললেন। এড বললো তার মাকে, এডের মা ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে বললেন মিসেস সৌসাকে।

পরদিন সকালে ফিলিপ বিছানায় শুয়ে স্বপ্নে দেখছিলেন একটা দৈত্যাকার তাঁবুর নিচে তিনি ব্যাণ্ড পরিচালনা করছেন, এমন সময়ে বাবার ডাকে ঘুম ভাঙলো:

'সুপ্রভাত, পুত্র।'

'সুপ্রভাত, বাবা।'

'কখন পোশাক পরবে আজকে' বাবা বললেন তাঁকে, 'তোমার রবিবারের পোশাক পরো'।

ব্যাপারটা কি? ফিলিপ অবাক হলেন। সেদিন তো রবিবার নয়। যাহোক, তিনি রবিবারের পোশাক পরে প্রাতঃরাশ খেলেন এবং তারপরে বাবা বললেন 'আমরা বেড়াতে যাব।'

তাঁরা নৌবাহিনী বাড়ির দিকে চললেন। সেদিন জুন মাসের ন তারিখ, এবং সেদিনই তাঁর বাবা তাঁকে নৌসেনা বাহিনীতে ভর্তি করলেন সংগীত শিক্ষানবিশ-রূপে যতদিন তাঁর মাথা থেকে সার্কাসের ভূত যায়। তিনি জানতেন যে, তাঁর তেরো বছরের ছেলে কখনই নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে সার্কাসে যাবে না।

প্রায় এই সময়েই ফিলিপ কিছু সংগীত শুনলেন যে-অভিজ্ঞতা তিনি কখনও ভোলেন নি। তিনি সবচেয়ে সুন্দর বেহালাবাদক থিয়োডোর টমাসের বেহালায় 'ট্রাউমেরাই' শুনলেন। তাঁর মনে হ'ল সেটি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাজনা। সেই প্রথম তাঁর মনে হ'ল সবকিছুর সেরা হ'ল সংগীতরচনা—যে-সংগীত শ্রোতাদের শান্ত ও মুগ্ধ ক'রে।

বছরের অগ্রগতির সঙ্গে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সৌসা নানা সংগঠনে বাজাতে লাগলেন। ঐকতান সমিতিতে তিনি প্রথমে বেহালা বাজালেন এবং সেইসঙ্গে পরিচালকের কাছে বেহালা, পিয়ানো ও হার্মনি শিখলেন। সংগীতকার ও সংগীত রসিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। এমনি এক সংগীত-রসিক চেম্বার মিউজিকের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে স্ট্রিং কোয়ার্টেট বাজাতো একটি দল। তিনি তরুণ সৌসাকে সেই দলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই সমস্ত সন্ধ্যাতেই সৌসা হেড্‌ন্ ও অন্যান্য পুরানো

সুরকারদের দুর্লভ রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। সে-সব সংগীত য়ুরোপীয় মিউজিক স্টোর থেকে অর্ডার দিয়ে আনা হ'ত।

সেই সংগীতরসিক ব্যক্তিটি, সৌসার অনুরোধে, নৌবাহিনীর সচিবকে ব'লে তাঁকে নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তরুণ সুরকারকে ইউরোপ গিয়ে সংগীত শিক্ষা সমাপন ক'রে আসতে প্ররোচিত করেন। সে সময় মনে করা হত, একজন আমেরিকানের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সংগীত শিক্ষা লাভ করতে হ'লে জার্মানি যাওয়া উচিত।

সৌসা তাঁর নতুন সুহৃদকে জানালেন যেহেতু তাঁর বাবার সামর্থ নেই, কাজেই তাঁর পক্ষে ইউরোপ যাওয়া সম্ভব নয়। মিঃ সৌসাকে অনেকগুলি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করতে হ'ত। তখন ভদ্রলোক একজন মানবপ্রেমিক ব্যক্তির সাহায্য চাইবেন ঠিক করলেন যিনি একজন প্রতিভাবান তরুণ সংগীত-কারের শিক্ষার্থে অর্থ দেবেন, কিন্তু সৌসা রাজি হলেন না। তিনি কারুর দায়বদ্ধ থাকতে চাইতেন না। ঐভাবে টাকা নেওয়া তাঁর গর্বিত মনোভাব ও স্বাধীনচিত্ততার বিরোধী ছিল। তিনি আমেরিকাতেই রইলেন এবং পরিণত মানুষের মত বললেন, এর জন্য তাঁর কোন ক্ষোভ নেই কেননা এর ফলে তিনি নিজেকে 'একজন খাঁটি আমেরিকান সংগীতকার' বলতে পারলেন।

ছাত্ররা তাঁর কাছে এল এবং তিনি সুররচনা সুরু করলেন। এক শ্রেণী ওয়াল্‌ট্‌জ রচনা ক'রে তিনি আরেক ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন তাঁর নামে প্রকাশ করতে। সে লোকটা সংগীতকার ছিল না, কিন্তু একজনকে ভালবাসত এবং ভেবেছিল হয়ত সংগীত দিয়ে মেয়েটিকে জয় করবে। সৌসার পরের দুটি রচনা কুচকাওয়াজের সংগীত। সেদুটি তিনি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলেন না, প্রতিটি একশো কপি প্রাপ্তির বিনিময়ে বিক্রি করলেন।

এক এক সময় তিনি তাঁর সাধনায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তেন কেননা তাঁর মনে হ'ত বাড়িতে সাংগীতিক পরিবেশের অভাব তাঁর পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাঁর মা ছিলেন সংগীত-ছুট আর বাবা যদিও শিঙা বাজাতেন কিন্তু তিনি ভাল শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন সংগীতবেত্তা ছিলেন না। তার উপর শিক্ষক এসপুটা ছিলেন কড়া তত্ত্বাবধায়ক, তিনি একমাত্র ছাত্রীদের প্রতি সদয় ছিলেন। ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড উগ্র।

একটি থিয়েটারের নিয়মিত সংগীত পরিচালক চলে যাওয়ায় সহসা যখন

তাঁকে সে কাজে আহ্বান করা হ'ল অমনি তিনি সেই সুযোগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি চোখে দেখে স্বরলিপি বুঝতেন, তাই একবার মাত্র মহলার সময় পেয়েই তিনি অনুষ্ঠান ক'রে দিলেন। অনুষ্ঠান সুচারু করবার ব্যাপারে তিনি এত আগ্রহী ছিলেন যে তিন ঘণ্টা আগে গিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। তারপর এক সন্ধ্যায় অপেরা হাউসের পরিচালক অসুস্থ হলে সৌসাকে ডেকে পাঠান হল। তাঁর ওপর ভরসা করা চলত। এসবের পর তাঁর সত্যিকারের আমন্ত্রণ এল, ভ্রমণগামী একটি দলে তিনি অর্কেস্ট্রার নেতা হলেন।

সৌসার পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই, গিলবার্ট ও সুলিভানের লঘু গীতিনাট্য 'এইচ. এম. এস পিনাফোর' সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার দিনে রচয়িতার স্বত্বরক্ষার কোন আন্তর্জাতিক আইন ছিল না ব'লে ডজন ডজন কোম্পানী গিলবার্ট ও সুলিভানের ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রূপায়ণ করত লেখকদের এক পয়সাও প্রাপ্যাংশ না দিয়ে। একদিন সৌসাকে বলা হ'ল যে, অপেশাদার একটি দল 'পিনাফোর' রূপায়ণ করতে চায় এবং তিনি হয়ত তাদের শিক্ষাভ্যাস করাবার সুযোগ পেতে পারেন। তারা টাকা পয়সা ভালই দিত এবং ভবিষ্যতেও সুযোগ পাওয়া যাবে ব'লে সৌসা আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় যখন নির্দিষ্ট কাজ সুরু করতে গেলেন তখন তিনি জীবনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠসম্পদ ও সুন্দরীদের' দেখলেন। তিনি বলেছেন:

'অল্পবয়স্ক বলেই আমি মহলার সময় অত্যন্ত কড়া থাকতাম। সুযোগ্য ব্যক্তিরা চমৎকার পরিমাণে শিক্ষাভ্যাস গ্রহণ করতেন। কেবল মূর্খ বাজে লোকজন, যারা কাজের অনুপযোগী ও অযোগ্য, তারাই ভুল সংশোধন বা তিরস্কার করলে চটে যেত। যখন শেষপর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠান করলাম তখন উত্তেজনা সৃষ্টি করল।' পরের বছরও এই অনুষ্ঠানটি চলছিল যখন গিলবার্ট ও সুলিভান আমেরিকায় আসেন। তাঁরা অনুষ্ঠান শোনেন এবং সুরকার সুলিভানের সদয় মন্তব্যে সৌসা পুলকিত হন।

২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ দলের একজন 'সুন্দরী' তার পরিবর্তশিল্পীকে সৌসার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। তাঁর মনে হ'ল অমন 'সুন্দরীতমা ছোট্ট মেয়ে' তিনি আর কখনও দেখেন নি। তার সব কিছুই তাঁর ভাল লাগল, 'তার আচরণ, তার কথা, তার মুখশ্রী, তার কণ্ঠস্বর।' সে তাঁকে বলল যে একই সঙ্গে সে নিজের ও ওয়াশিংটনের জন্মদিন পালন করছে। তখন

তার বয়স ষোল। সতেরো বছর বয়স হবার আগেই সৌসা তাকে বিয়ে করলেন।

সাংগীতিক মিলনান্ত নাট্য রচনা ক'রে আর বিদেশে ভ্রমণকালে তা পরিচালনা অন্তে, অবশেষে সৌসা এমন এক পদ পেলেন যাতে এমন সুনাম অর্জন করলেন যার জন্য আজও তিনি পরিচিত। নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডের নেতা হলেন তিনি; সেই ব্যাণ্ডের নেতা যেখানে তিনি বালককালে শিখেছেন ও বাজিয়েছেন। এই সময় তিনি নিশ্চয়ই পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন, যিনি তাঁর সার্কাসে পালানো নিবৃত্ত ক'রেছিলেন।

তিনি প্রথমেই যত্ন নিলেন ব্যাণ্ডের জন্য সংগীত-গ্রন্থাগারের সংস্কার করতে। সে গ্রন্থাগারে কোন নতুন সংগীত ছিলো না। সব কিছুই বস্তাপচা এবং যন্ত্রের পক্ষে অনুপযুক্তভাবে রীতিবদ্ধ; তিনি তার কোন উৎকর্ষ খুঁজে পেলেন না। তাই প্রথমেই তিনি ভাল সংগীত জোগাড় করলেন তারপরে প্রতিনিয়ত তাঁর লোকজনদের শিক্ষাভ্যাস ও মহলা দিতে লাগলেন।

নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারী ব্যাণ্ড। হোয়াইট হাউসে কোন সম্বর্ধনা বা অনুষ্ঠানে অর্কেস্ট্রার দরকার হলে নৌবাহিনী ব্যাণ্ড তা বাজায়।

পরিষদ ভবনে যখনই কুচকাওয়াজ বা কনসার্ট হয় নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড তা সম্পন্ন করে। বিশেষ অনুষ্ঠানে, যাতে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত থাকেন, সেখানে সূক্ষ্ম সৌজন্যের স্বীকৃতি হিসাবে নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডকে প্রস্তুত থাকতে হয় উপস্থিত দেশগুলির জাতীয় সংগীত বাজাবার উপযুক্ত হয়ে। সৌসা এইসব বিশেষ সংগীতসহ সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁদের সংগীত-গ্রন্থাগারের জন্য তিনি সবদেশের জাতীয় সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। দেশোদ্দীপনামূলক ও বিশিষ্ট গানের তিনি এক সংকলন প্রকাশ করেছিলেন যাতে শুধু বড বড় দেশের গানশুধু নয়, বহুদূরের ছোটদেশ যেমন—সামোয়া, ল্যাপল্যাণ্ড, আবিসিনিয়া এবং এমনকি আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের অনেক উপজাতিদের গানও ছিল। আপেক, চেরোকি, চিপ্পেয়া, ডাকোটা, এস্কিমো, আইওয়া, ইরোকুইস, ভ্যাঙ্কুবার উপজাতিদের সুর সৌসা জাতীয় সংগীতের গ্রন্থে আছে; সব সুরই ব্যাণ্ডে বাজাবার উপযোগী হার্মনি-করা। হার্মনি-রীতিতে শাস্ত্রবদ্ধ বুনো সুরগুলিকে হয়ত ইণ্ডিয়ানরা নিজেরাই চিনতে পারবে না, তবু, যাই হোক, সৌসা অনেক কষ্টে সেসব সংগ্রহ করেছিলেন জাতিতত্ত্বজ্ঞ ও অন্যান্য লোকদের

কাছ থেকে যারা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বাস করেছেন বা তাদের মধ্যে ঘুরেছেন।

বছরের পর বছর হোয়াইট হাউসের সম্বর্ধনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, রাষ্ট্রদূতগণ, জেনারেল ও অ্যাডমিরালগণ যখন ইস্টরুমে সমবেত হতেন তখন রীতি অনুসারে ব্যাণ্ডে 'স্বাগত হে নেতা' বাজিয়ে প্রেসিডেণ্টের আগমন ঘোষণা করত। এই রকম এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেণ্ট আর্থার তাঁর অতিথিদের রেখে বারান্দায় গিয়ে সৌসার সঙ্গে একটা কথা বললেন।

'আমরা যখন ডিনারে গেলাম, তখন তুমি কি বাজালে?' প্রেসিডেণ্ট জানতে চাইলেন। সৌসা জবাব দিলেন,

'স্বাগত হে নেতা', প্রেসিডেণ্ট!'

'ওটাকে কি তুমি উপযুক্ত গান ব'লে মনে করো?'

'না, স্যার' সৌসা উত্তরে বললেন, 'অনেকদিন আগে ওটা নির্বাচন করা হয়েছে নামের জন্যে, গানের জাত বিচার ক'রে নয়। ওটা একটা নৌকার গান, আধুনিক সামরিক মেজাজ ওতে নেই। তাই সম্বর্ধনা কিংবা কুচকাওয়াজ দুটোতেই অচল।'

'তাহ'লে ওটা বদলে ফেলো' প্রেসিডেণ্ট হুকুম দিলেন।

অতঃপর সৌসা রচনা করলেন হোয়াইট হাউসের অন্তর্বিষয়ক ব্যাপারে ব্যবহারের জন্য 'প্রেসিডেনশিয়াল পোলোনেইজ' এবং বহির্বিষয়ক অনুষ্ঠানের জন্য 'সেম্পের্ ফিডেলিস্ মার্চ'।

এক গ্রীষ্মকালে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' নামক সংবাদপত্রের উদ্‌যোগে সাধারণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতাদের জন্য পুরস্কার ও পদক দেবার কথা ঘোষণা করা হ'ল। জুন মাসের একদিন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হ'ল এবং অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে অন্তর্গত হ'ল নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড। সংবাদপত্রটির অন্যতম সত্ত্বাধিকারী সৌসাকে বললেন প্রতিযোগিতার জন্য একটি বিশেষ কুচকাওয়াজ সংগীত বানিয়ে পুরস্কার বিতরণের দিন বাজাতে। সেই উপলক্ষে সৌসা রচনা করলেন ও বাজালেন 'ওয়াশিংটন পোস্ট মার্চ'; সেটা এত জনপ্রিয় হ'ল যে সারা পৃথিবীতে বাজানো হ'ল। প্রথম যেদিন সেটি বাজানো হয় সেদিন ওয়াশিংটনের সমস্ত ছেলেই নিশ্চয় তা শুনেছিল। ব্যাণ্ডের কাছা-কাছি গাছগুলিতে ছেলে-বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। 'ওয়াশিংটন পোস্ট মার্চে'র প্রথম সুর যখন বাজলো তখন উচ্চবিদ্যালয়ের সামরিক ছাত্ররা সমবেত

ছেলেদের হর্ষধ্বনির মধ্যে রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করল। সেদিন ছিল ওয়াশিংটনের ছেলেদের পক্ষে এক বিরাট দিন। পরবর্তীকালে সৌসা একটা 'হাইস্কুল ক্যাডেট্স্ মার্চ'ও রচনা করেন। একবার ভ্রমণকালে তিনি সকলের প্রিয় সুরগুলি বাজাবার অনুরোধ যখন গ্রহণ করছিলেন তখন একটা চিরকুট পেয়ে তাঁর খুব মজা লাগল যাতে তাঁকে 'আইস কোল্ড ক্যাডেট্স্' বাজাতে বলা হয়েছিল।

'ওয়াশিংটন পোস্ট মার্চ' কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার উদাহরণ স্বরূপ সেনা-বাহিনীর একজন মেজরের এক গল্প আছে যিনি অনেক বছর পরে বোর্নিওর জঙ্গলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে তিনি বেহালার শব্দ পেলেন। তাতে 'ওয়াশিংটন পোস্ট মার্চ' বাজছিল। সুরের ধ্বনি অনুসরণ ক'রে তিনি দেখলেন একটা গ্রাম্য বালক গাছের গায়ে স্বরলিপি এঁটে বেহাল'য় ঐ সুরটা বাজাচ্ছে।

নৃত্যশিক্ষকরা সুরটির সূত্রে নতুন নাচের সৃষ্টি করলেন। সে নাচের নাম 'ডুই-পা'। কিন্তু পরে সৌসা যখন ইউরোপ যান তখন আবিষ্কার করেন যে, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে ঐ নাচটাকেই 'ওয়াশিংটন পোস্ট' বলা হয়।

যখন জন ফিলিপ সৌসা তাঁর ব্যাণ্ডকে শিক্ষাভ্যাস দিয়ে সুসংগঠিত করলেন, তাঁর ব্যাণ্ড অনেক সুর জানে এই আত্মপ্রসাদ ও গর্ব যখন তাঁর এল, তখন তিনি দল নিয়ে বাইরে ভ্রমণ করতে চাইলেন যাতে ওয়াশিংটনের বাইরের জনগণকে বাজনা শোনাতে পারেন। তথাকথিত মেকলেনবার্গ' স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের সম্মানে নর্থ ক্যারোলিনার ফায়েৎভিলে এক দেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠান হল। প্রেসিডেণ্ট সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দান করতে অসমর্থ হলেন ব'লে নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডকে পাঠানো হ'ল উৎসবে অংশ নিতে। বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সমিতি একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করলেন যিনি সৌসার সঙ্গে আলোচনা করলেন ঐ উপলক্ষিক সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে। সৌসা বললেন :

'আমরা 'তারকাখচিত পতাকা' দিয়ে সুরু করব।'

'ঠিক আছে,' ভদ্রলোক সম্মতি দিলেন।

'তারপরে আমরা বাজাবো মেয়ারবিয়ারের "দি প্রফেট" থেকে "করোনেশন মার্চ"। তারপরে একে একে বাজাবো "উইলিয়ম টেল" থেকে "ওভারচার"; "ব্লু ড্যানিউব"; "এইডা" থেকে অংশবিশেষ; এবং তারপরে "আমার জন্মভূমি আমি তোমার"।'

'সে সবই খুবই ভালো', বললেন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষটি, 'কিন্তু আমি এখানকার একটা সুরের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যা আমরা মাতৃস্তন্যের মত ভালবাসি। আমি জানি না আপনার ব্যাণ্ড সেটা বাজায় কিনা তবে আমরা নিশ্চয়ই সেটা শুনতে চাই।'

'সেটা কোন্‌টা ?' সৌসার কণ্ঠস্বর কিছুটা নিরাসক্ত ও নিরুৎসাহ শোনালো।

'সেটার নাম 'ডিক্সি'।

'আমি জানি সুরটা' ব্যাণ্ডের নেতা বললেন। তারপরে যোগ করলেন, 'আমি ভেবে দেখবো সেটা আমরা ব্যবহার করব কি করব না। আপনি তো জানেন আমাদের সংগঠন অত্যন্ত শিল্পসম্মত এবং সেইজন্য আমরা অবশ্যই অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে খুব গভীরভাবে বিবেচনা করি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', টেনে টেনে বললেন বেচারা চেয়ারম্যান, 'কিন্তু আপনি ওটা যদি দিতে পারেন তবে লোকজন ভালবাসবে। আত্মসমর্পণের পর থেকে অনেকে ওটা শোনেই নি।'

নাটকীয় মুহূর্ত সম্পর্কে সর্বদা অত্যন্ত সচেতন সৌসা সুযোগ পেয়ে বললেন যে, কোন সংগীতকারই তার সংগীতানুষ্ঠানে 'ডিক্সি' অন্তর্ভুক্ত না ক'রে দক্ষিণে যায় না।

উৎসবে পাহাড়ে অঞ্চল ও কৃষিক্ষেত্র থেকে কাতারে কাতারে লোক এসে শহর ভরিয়ে দিল। তারা ঢাকা গাড়িতে ঘুমোলো এবং এমনকি সৌসা দেখলেন কয়েকজন ছেলে বেঞ্চের ওপর আর কাঠের বাক্সে কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে। ফায়েৎভিলে সেদিন ছিল বড় জাঁক।

রাজ্যপাল প্রথম ভাষণ দিলেন, তারপর সৌসার ব্যাণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত বাজালো। জনতা শান্ত ও নম্রভাবে ভালভাবেই তা গ্রহণ করল। তারপর চেয়ারম্যান 'রাজ্যের প্রতিমূর্তি' সেনেটরকে পরিচিত করিয়ে ভাষণ দিলেন। চেয়ারম্যানের ভাষণ শেষে ও সেনেটরের ভাষণ সুরুর মাঝে সহসা সৌসা তাঁর সহশিল্পীদের সংকেত করলেন এবং তারা 'ডিক্সি'র সুর তুলল। তিনি বলেছেন, যেন বিদ্যুৎস্পর্শ ঘটল। একটা তীব্র চিৎকার সুরু হ'ল এবং রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হয়ে তরঙ্গ-প্রতিম জনতাকে উচ্ছ্রিত করল। লোকে টুপী উড়িয়ে দিল শূন্যে। বৃদ্ধরা কেঁদে উঠলেন। মহিলারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পনেরো মিনিটকাল অনুষ্ঠান বন্ধ থাকল।

আশ্চর্য যে একটা সুর কেমন ভাবেই না আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

ক্যায়েংভিলে সেই সপ্তাহে ব্যাণ্ডের অনুষ্ঠানসূচী সর্বদাই হ'ত নিম্নরূপ :

ওভারচার, 'উইলিয়াম টেল'
গান, 'ডিক্সি'
ওয়াল্‌ট্‌জ্‌, 'ব্লু ড্যানিউব'
গান, 'ডিক্সি'
গীতি, 'ফাউস্ট' থেকে
গান, 'ডিক্সি'
নানা গানের সুরে রচিত সংগীত, 'প্রিয় সুর'
গান, 'ডিক্সি'

'এবং সবগুলির মধ্যে যেটার জন্য এন্‌কোর ধ্বনি উঠত সেটা হল ডিক্সি' সৌসা বলেছেন।

'ডিক্সি' রচনা করেছিলেন ডান এমেট নামে উত্তরাঞ্চলের লোক এবং জনযুদ্ধের সময় নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া হয়।

বারো বছর ধরে নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডে নেতৃত্ব ক'রে, পাঁচজন প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ ক'রে, সৌসা মুক্তি চাইলেন। এখন তিনি নিজের একটা কনসার্ট ব্যাণ্ড সংগঠন করতে চাইলেন। এর অনতিকাল মধ্যে শিকাগোর বিশ্বমেলায় বাজাবার জন্য তাঁর নিজের ব্যাণ্ড প্রস্তুত হ'ল। সেখানে তাঁর উচ্চ সম্মান ও এমন অভিজ্ঞতা লাভ ঘটল যা তিনি সর্বদাই চেয়েছেন। তাঁর ব্যাণ্ড থিয়োডোর টমাসের নেতৃত্বে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে বাজালো। এই ব্যক্তিই অনেক বছর আগে ওয়াশিংটনে বেহালায় 'ট্রাউমেরাই' বাজিয়ে তরুণ ফিলিপকে সুররচনায় অনুপ্রেরিত করেছিলেন। সৌসার ব্যাণ্ড প্রস্তুত হয়েছিল আমেরিকান সুরকার জন নোলেস পেইনের 'কলম্বাস' নামক রচনা বাজানোর জন্য। সেটি অর্কেস্ট্রা, সামরিক ব্যাণ্ড ও কোরাসের উপযোগী কুচকাওয়াজ ও স্তোত্রগান। মহলার সময় যখন মিঃ টমাস বললেন, 'আপনি যে কষ্ট করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ' তখন তাঁর শ্রমের স্বীকৃতির জন্য সৌসা আনন্দিত হলেন।

তাঁরা দুজন সহানুভূতিপূর্ণ মেজাজে এক রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ করতে গিয়ে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেন। সৌসা বলেছেন, 'সেটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম আনন্দময় সন্ধ্যা। টমাস শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম।' তিনি টমাসকে বললেন যে তাঁর প্রথম স্বর্গ স্বপ্ন ছিল টমাসের বেহালায় 'ট্রাউমেরাই' শোনা; তা শুনে পরিচালকের চোখ হয়ে উঠল সতৃষ্ণ।

সৌসার প্রথম হিট সুর 'দি গ্লাডিয়েটর মার্চ' তিনি পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে একজন প্রকাশককে দিলেন কিন্তু তা ফেরৎ এল। অতঃপর তিনি আরেক প্রকাশককে পঁয়ত্রিশ ডলারে সেটি দিলেন। ঐ প্রকাশক একই অর্থের বিনিময়ে তাঁর 'সেম্পের ফিডেলিস', 'হাইস্কুল ক্যাডেটস' ও অন্যান্য মার্চ সংগীত প্রকাশ করলেন। প্রথমে সৌসার সংগীত বেচে প্রকাশক ভাগ্য ফিরিয়ে নিলেন। তিনি দুটো কারখানা কিনতে সমর্থ হলেন ঐ টাকায়। তার একটায় তৈরি হ'তে লাগল রিড সংক্রান্ত সংগীতযন্ত্র, আরেকটায় পেতলের সংগীতযন্ত্র; সমস্তই সৌসার রচনাবলী বিক্রয়ের অর্থে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্টিফেন ফস্টারের কথা, যিনি তাঁর 'বুড়ো নেড খুড়ো' এবং 'আহ্! সুসানা' রচনা দুটি একজনকে দিয়েছিলেন ও সেই লোকটি তা বেচে দশ হাজার টাকায় এক সংগীত প্রকাশনালয় স্থাপন করে। ফস্টার শুধু পেয়েছিলেন তাঁর গানের কয়েক কপি! অবশ্য সৌসা ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে তারপর থেকে আর সংগীত অমন ভাবে বেচেন নি। ফলে 'লিবার্টি বেল মার্চে'-র বিনিময়ে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারেরও বেশি পান।

সুদীর্ঘ ও ব্যস্ত জীবনে সৌসা একশোরও বেশি মার্চ সংগীত রচনা করেন, তাছাড়া অনেক ওয়াল্‌ট্‌জ্, ফ্যানটাসি অপেরা, সুইট, গান; তার জীবন কাহিনী এবং 'পাইপ টাউন স্যাণ্ডি' নামে শিশুদের গল্পগ্রন্থও লেখেন। কিন্তু মার্চ সংগীত রচয়িতা হিসাবেই তিনি সুখ্যাত স্মরণীয় আর মার্চ সংগীত তিনি যে কোন উপলক্ষেই রচনা করতে পারতেন। তাঁর বিখ্যাত ব্যাণ্ড নিয়ে তিনি বহুবার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সব ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তিনি আমেরিকান সংগীতকারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সৌসা যখন শহরে যেতেন তখন সেটা একটা 'ঘটনা' বিশেষ হয়ে উঠত। কখনও কখনও মেয়ররা তাঁর ভ্রমণের সম্মানে ছুটি ঘোষণা করতেন এবং পতাকা ওড়ানো হ'ত। তাঁর ব্যাণ্ড নিয়ে তিনি কয়েকবার ইউরোপ পরিক্রমা করেন এবং একবার সারা পৃথিবী পর্যটন করেন।

ইংলণ্ডে প্রথম বার ভ্রমণকালে সৌসার ব্যাণ্ডকে রাজা ষষ্ঠ জর্জের পিতামহ মহামান্য রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্য বাজাতে বলা হয়। রাণীর জন্মদিনে তাঁকে অবাক-ক'রে-দেবার জন্য রাজা এই অনুষ্ঠানটি করেন। সেইজন্য ব্যাণ্ডের সহশিল্পীদের কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়। একটা ট্রেনে ক'রে তাদের স্যাণ্ড্রিংহ্যামে অন্যতম রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারা জানত না যে

তাদের রাজসমক্ষে বাজাতে হবে। সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে নিজের রচনা ছাড়াও সৌসা বাজালেন তার সংগৃহীত আমেরিকান চার্চের স্তোত্রসুর এবং আমাদের গান ও নাচের সুর। রাজা সাতবার এনকোর দিলেন। অতঃপর তিনি সৌসাকে ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের একটা পদক উপহার দিলেন।

ইংলণ্ডের একটা ছোটখাট পত্রিকা এক প্রবন্ধে লিখল যে, জোহান স্ট্রসকে যেমন 'ওয়ালটুজের রাজা' বলা হয় তেমনি সৌসাকে বলা যায় 'মার্চ সংগীতের রাজা।'

বিদেশে প্রথম ভ্রমণান্তে ফেরার সময় তাঁদের জাহাজ যখন বন্দর ত্যাগ করল সৌসা তখন ডেকে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন নিউইয়র্কে পৌঁছে তাঁকে কি কি করতে হবে। হঠাৎ মগজের মধ্যে একটা ব্যাণ্ড বাজনার ছন্দময় তাল তিনি অনুভব করতে লাগলেন। বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ সেইটা একটা সুরের রূপ নিয়ে মনের মধ্যে বাজতে থাকল। তিনি কিছুতেই সেটিকে তাড়াতে পারলেন না, সেটি তাঁকে গ্রাস করেছিল। বাড়ি ফিরে তিনি কল্পনার সেই সংগীত লিখে ফেললেন। সমুদ্র পারাপারের সময় তাঁর মনে দিনের পর দিন যে সুর শুনেছিলেন তার একটা স্বরও তিনি কখনও পালটান নি। 'দি স্টারস্ এণ্ড স্ট্রাইপস্ ফর এভার' নামে এই মার্চ সংগীত তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় রচনা। এটি জাতীয় মার্চ সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে। একজন ফরাসী মহিলা একদা সৌসাকে বলেছিলেন যে এই মার্চ সংগীতটি শুনলে 'তাঁর মনে হয় যেন আমেরিকান ঈগল উত্তরমেরু জ্যোতিতে তীর ছুঁড়ছে।'

সৌসা ইংরাজ শ্রোতাদের 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা' ব'লে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের কোন কোন বড় বড় শহরের শ্রোতারা সম্ভবত ইংরাজদের চেয়ে সমকক্ষ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, তাঁরা এ ব্যাপারে ইংরাজদের অতিক্রম করতে পারেন। সংগীত-জগতে সম্মান অর্জন করা শিক্ষিত ইংরাজদের কাছে এক প্রীতিকর কর্তব্য। ইংলণ্ডের শ্রোতৃমণ্ডলী নিয়তই সুন্দর এবং প্রায়শই চমৎকার উৎসাহী।' তিনি মনে করতেন, একজন ইংরাজ 'সুররচনার বিচার করেন একমাত্র তার সাংগীতিক মূল্যে।'

একবার 'লেডিজ হোম জার্নালের' সম্পাদক এডোয়ার্ড বক সৌসাকে পাঁচ হাজার ডলার ও স্বত্ব দান করতে চেয়েছিলেন এস্ এফ স্মিথের কবিতা 'মাই কানট্রি ইট ইজ অফ দি'তে একটা নতুন সুর বসাবার জন্য। গানটা 'গড সেভ দি কিং' সুরে গাওয়া হ'ত। কিন্তু সৌসা তা করলেন না। তাঁর মনে হল ভাল,

মন্দ বা সাধারণ কোন গানেই নতুন সুর দেওয়া চলে না সেই সুরের বদলে যা বহু বহুবছর ধরে সেই গানের বাণীর সঙ্গে জড়িত।

সৌসা-ব্যাণ্ডের দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ভ্রমণের পূর্বে তিনি মহামান্য রাজার জন্য এক অভিবাদন মার্চসংগীত রচনা করেন, 'ইম্পিরিয়াল এডোয়ার্ড' নামে। সেবার উইণ্ডসর প্রাসাদে রাজার কাছে সেটি বাজানো হ'ল তখন সৌসাকে বলা হ'ল যে, রাজপরিবারের ছেলেরা সৌসার আগমন সংবাদ শুনে নার্সারিতে তাঁর একটা ব্যাণ্ডবাজনার রেকর্ড বাজিয়ে কনসার্টের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সে সন্ধ্যার প্রকৃত কনসার্টে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি তাদের। সেই ছেলেদের মধ্যে একজন পরে ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ হন।

সেই সন্ধ্যায় সৌসাকে খবর দেওয়া হল যে, অনুষ্ঠান-শেষে রাজা আমেরিকান জাতীয় সংগীত শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। সুতরাং সৌসা তাঁর সহশিল্পীদের নির্দেশ দিলেন আমেরিকান জাতীয় সংগীত বাজাতে এবং তার শেষে সঙ্গে সঙ্গে বিরতি না দিয়ে 'গড সেভ দি কিং' বাজাতে; প্রথমে খুব ধীরে, নরমভাবে তারপরে বিলম্বিত লয়ে এবং শেষে সুরকে এক মহা উচ্চারোহণে এনে। অনুষ্ঠান সমাপন হল এবং উচ্চ প্রশংসাধ্বনির পর নেমে এল উপযুক্ত নীরবতা। অতঃপর সৌসা তাঁর দলকে দাঁড় করালেন তারপর দিলেন সংকেত। 'তারকাখচিত পতাকা' সুর যেই উইণ্ডসর প্রাসাদের সেই বিরাট হ'লে বেজে উঠল রাজা উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রোতারা উঠে দাঁড়ালেন তাঁর সঙ্গে। গানের শেষ পংক্তি 'এবং সাহসী আবাসভূমি' বাজাবার পর ব্যাণ্ড ধীরে ধীরে সুর থামিয়ে দিল। তারপরে প্রায় শোনা-যায়-না এমনি শান্তভাবে সেই সুর পরিবর্তিত হয়ে বেজে উঠল বৃটিশ জাতীয় সংগীত 'গড সেভ দি কিং' যে সুর আমেরিকানদের কাছে 'মাই কানট্রি, ইট ইজ অফ দি' রূপে পরিচিত। সৌসা রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর মুখভাবের পরিবর্তন দেখলেন। সুর যত ধ্বনিময় হ'তে থাকল, সৌসার মনে হ'ল রাজা ভাবছেন: 'এই বিদেশীরা আমাকে ও আমার দেশকে রক্ষা করতে বলছে ঈশ্বরের কাছে।' সৌসার মনে হ'ল, 'সেই শোভা ও পবিত্রতার মধ্যে তিনি গৌরবান্বিত।' যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচজন প্রেসিডেণ্টের ব্যাণ্ডের নেতা হয়ে সৌসা বুঝেছিলেন নিশ্চিতভাবে যে, বৃহৎ পদমর্যাদা মানুষকে গৌরবান্বিত করে, উচ্চপদের সুমহান দায়িত্ব মানুষকে তাঁর নিজের মানের চেয়েও উর্দ্ধে তুলে ধরে।

ইংলণ্ডে আরেকটা কনসার্টের কাহিনী এই ব্যাণ্ড নেতার ক্ষমতার পরিচয়

বহন করে। তাঁদের এক ভ্রমণকালে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের শেকস্‌পীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটারে তাঁরা এক কনসার্ট অনুষ্ঠান করেন এবং শেষমুহূর্তে ওয়ারউইকের কাউণ্টেস কাছাকাছি ওয়ারউইক প্রাসাদে তাঁর অতিথিদের জন্ত বাজাতে বলেন। কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠানসূচী পূর্ণ ছিল বলে ভদ্রমহিলা মধ্যরাত্রে কনসার্ট অনুষ্ঠান করতে বললেন। ঘটনাচক্রে সেই রাত পরিণত হল পাগলা হাওয়ায় বাদল রাতে। শেষ পর্যন্ত ব্যাণ্ড পৌঁছাল কয়েকটা হাওয়া গাড়িতে করে, কিন্তু যে গাড়িতে স্বরলিপি ছিল সে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণবিহীন ভাবে বিকল হয়ে পড়ে রইল। কনসার্ট শেষ হবার আগে স্বরলিপি পৌঁছাল না। স্মৃতি থেকে সব সুর বাজানো হ'ল সে রাতে।

যদিও প্রায় সকলেই জানত সৌসাকে কেমন দেখতে তবু বিখ্যাত সেই ব্যাণ্ড নেতা একদা যখন বাফেলোর এক ব্যাঙ্কে যান তখন প্রথমে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। সেখানে এক সপ্তাহ ধরে তাঁদের অনুষ্ঠান চলছিল এবং ব্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক কয়েক হাজার ডলারের এক চেক পেয়ে সৌসাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন সেটা ভাঙাতে। কোষাধ্যক্ষ সৌসাকে বললেন,

'আপনার সনাক্তকরণ প্রয়োজন।'

তখন ব্যাণ্ড নেতা কোষাধ্যক্ষের দিকে পেছন ফিরে হাত তুলে এক অদৃশ্য ব্যাণ্ড পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন আর শিস দিতে লাগলেন 'তারকাখচিত পতাকা' গানের। করণিকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে হাসতে লাগলেন। একজন করণিক ফিস ফিস ক'রে কোষাধ্যক্ষকে কি যেন বললেন এবং তাঁরা চেকের টাকা পেয়ে গেলেন!

গ্রীষ্মকালে যখন ব্যাণ্ড পরিচালনা ও ভ্রমণ করতে হ'ত না তখন সৌসা তাঁর নানারকম শখ নিয়ে থাকতেন। বালককালে তিনি বাবার সঙ্গে শিকারে যেতেন। যদিও তিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনার জঙ্গলে হাঁস, হরিণ ও তিতির পাখি মারতে ভালবাসতেন তবে সবচেয়ে ভালবাসতেন ফাঁদ-পেতে শিকার করতে। তিনি জ্যান্ত পায়রার চেয়ে মাটির পায়রা মারতে বেশি পছন্দ করতেন এবং মাটির পাখী শিকার ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। তিনি ঘোড়ায় চড়তেও ভালবাসতেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক গ্রীষ্মকালে তিনি হাজার মাইল ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। বাড়ীতেও তাঁর চড়বার ঘোড়া ছিল।

তাঁর যখন বাষট্টি বছর বয়স তখন এক বসন্তকালে তাঁর বন্ধু আরেক আমেরিকান সুরকার জন অল্ডেন কার্পেণ্টার মারফৎ তিনি জানতে পারলেন

নৌবহরের ব্যাণ্ডে সাহায্য প্রয়োজন। তিনি কি যোগ দেবেন? অবশ্যই তিনি গেলেন। ফলে তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন সংগীত ভারপ্রাপ্ত লেফটেনান্ট রূপে। তিনশো জন নিয়ে তিনি এক ব্যাণ্ড ব্যাটেলিয়ান তৈরি করলেন তাদের মধ্যে কমাণ্ডার, সংগীত পরিচালক ও সার্জন থাকল। অতঃপর তিনি প্রত্যেক নৌবহরের রেজিমেণ্টের জন্য ব্যাণ্ড গঠন করলেন। যখন যেখানে দরকার হ'ত জাহাজে বা বন্দরে সেখানেই তিনি ব্যাণ্ড পাঠাতে পারতেন। যুদ্ধের সময় তাঁর নিজের ব্যাণ্ড রেডক্রশ ও স্বাধীনতার জন্য বাজিয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার তুলেছিল।

তরুণ বয়সে যখন সৌসা নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডের নেতা ছিলেন তখনই তাঁর এক মস্ত দাড়ি ছিল। তাঁর মনে হ'ত ওতে তাঁকে বিদেশী বিদেশী দেখায়। আমেরিকান সংগীতকাররা সে সময়ে কোন সুযোগ পেতেন না। আমেরিকানরা মনে করত কেবল বিদেশীদেরই সাংগীতিক ক্ষমতা আছে আর সেইজন্য অনেক আমেরিকান সংগীতকার নিজেকে বিদেশীর মত দেখাতে চেষ্টা করত। সৌসা সত্যিই মনে করতেন দাড়ি তাঁর সংগীত-জীবনের সহায়ক হয়েছিল। যত তাঁর বয়স বেড়েছে, ছবি দেখে বোঝা যায়, তাঁর দাড়ি ক্রমশ ছাঁটা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সময় তাঁর দাড়ি একেবারে অদৃশ্য হয়েছিল। সৌসা বলতেন, তাঁর দাড়ি যুদ্ধ জিতেছে। তিনি ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করতেন: যখন কাইজার শুনলেন যে তিনি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন অমনি তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন এই ঘোষণা ক'রে যে, যারা এমন ত্যাগ করতে পারে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নিষ্ফল! কিন্তু তাঁর দাড়ি কামানোর আসল কারণ বোধহয় বয়স। যখন বাষট্টি বছর বয়সে তিনি নৌবাহিনীতে ছিলেন তখন আইন ছিল যে, সাতচল্লিশ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক কাউকে নেওয়া হবে না। কিন্তু সৌসা একজনই ছিলেন আর নৌবাহিনীর তাঁকে প্রয়োজন ছিল। বোধহয় তিনি ভেবেছিলেন দাড়ি কামালে তাঁকে সাতচল্লিশ বছরেরও কমবয়েসী মনে হবে!

নিজের ব্যাণ্ডের সূত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সৌসা দেখলেন আমেরিকান সংগীতকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নৌবাহিনীর পরিচালক রূপে তিনি যখন তরুণ বয়সে যোগ দেন তখন ব্যাণ্ডে ছজনের বেশি দেশি আমেরিকান ছিল না। বারো বছর পরে তিনি যখন নিজের ব্যাণ্ড সংগঠন করেন তখন দলের সকলকেই আমেরিকান নিতে চেষ্টা করেন। বিভিন্ন যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যদি বিদেশী হতেন তবে তিনি তাদের ব্যবহার করতেন কিন্তু

কালক্রমে তাঁর ব্যাণ্ডদলে সকলেই হ'ল আমেরিকান। তাঁর প্রথম দিকের ব্যাণ্ডের দলের লোকরা যখন তাদের ছেলেদের তাঁর কাছে বাজাতে পাঠাত তখন তিনি খুব খুশী হতেন।

সৌসা ছিলেন প্রফুল্ল স্বভাবের রসিক লোক। তিনি খাওয়াতে ভালবাসতেন আর সবচেয়ে ঘৃণা করতেন একা একা খাওয়া দাওয়া করতে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল চুম্বকের মত; লোক তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করত। যদিও পরিচালনার সময় কড়া ও কঠোর হ'তে পারতেন তবু তাঁর লোকজন তাঁকে খুব ভালবাসত। ব্যাণ্ডে একটা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ছিল। যখন তাঁর ব্যাণ্ডে আশিজন থেকে কখনও কখনও একশোজন লোক হ'ত তখন তাদের নিজেদের বল নাচের দল থাকত এবং তারা বিনোদনের জন্য খেলাধূলা করত।

বালক বয়সে যখন সুযোগ পেয়েছিলেন তখন যদি সোসা সংগীত শিক্ষার্থে বিদেশ যেতেন তবে বোধহয় 'মার্চের রাজা' হ'তে পারতেন না। তিনি হয়ত আরেক ধরনের সুরকার হতেন। তিনি যে হার্মনি ব্যবহার করেছেন তা সাধারণ স্বরের, প্রধান, অপ্রধান; শিক্ষিত পণ্ডিত সংগীতকাররা যেধরনের সুর সম্পর্কে মনে করেন যে, বেশি সংগীত না-জানলে অমন সুর ব্যবহার করে। ফস্টারও এইসব হার্মনি ব্যবহার করেছেন; অবশ্য সব সংগীতকারকেই যে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে হবে এমন কোন দরকার নেই। কখনও কখনও পণ্ডিত সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভুলে যান যে সংগীতের প্রকৃত আকর্ষণ স্বরে নয়, আবেগে। সৌসার মার্চ সংগীতে এমন এক চকিত স্বর ও উড্ডীনতা আছে যা কুচকাওয়াজরত লোকেদের হৃদয় ভরিয়ে দেয়। অনেকবার সৌসার সংগীত অনেক ঘণ্টা ধ'রে একঘেয়ে কুচকাওয়াজরত মানুষের ক্লান্ত, যন্ত্রণাময় পায়ে প্রাণ এনেছে। কারণ তার সুর ও ছন্দ আনন্দময়। সৌসার নিজের অনুভূতি ছিল এই যে, সংগীতের 'বিনোদন' অংশ সংগীত বিচারের শাস্ত্রীয় শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি প্রকৃত-মূল্য-সমৃদ্ধ। এই ধারণা সত্য। কেননা, একজন শিশু সংগীতের দ্বারা প্রথমে আনন্দ পায়, গানটা কতদূর 'ভাল' তা জানার আগে। সৌসা তাঁর অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করতেন সর্বদাই তার বিনোদন মূল্যকে মনে রেখে। সেই কারণেই তিনি এত জনপ্রিয়। বিনোদন করা শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়।

একবার জার্মানীতে তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তাঁর ব্যাণ্ড ভালই বাজিয়েছে কিন্তু সুরগুলো বড় 'মিষ্টি মিষ্টি'! এটা একটা বাজে মন্তব্য কেননা এর মধ্যে

একটা তুলনা করার ভাব রয়েছে। কেউ ভালবাসে মিছরি, কেউ কাসুন্দি। দুটোর মধ্যে তুলনা চলেনা। অবশ্য একই লোক বিভিন্ন সময়ে দুটোই পছন্দ করতে পারে।

সৌসা হেলিকন টিউবার ভয়ংকর আওয়াজ পছন্দ করতেন না। নৌবাহিনীতে সেটি প্রথম দিকে ব্যবহৃত হ'ত। যন্ত্রটা একটা বিরাট আকারের, শিল্পীর গায়ের চারিদিকে জড়ানো থাকে। শিল্পীকে সেটি মাথার ওপর থেকে টানতে হয়। সৌসা একজন যন্ত্রবাদ্য প্রস্তুতকারককে ঐ যন্ত্রটা এমন ভাবে বানাতে বললেন যাতে ধ্বনিটা 'সমস্ত ব্যাণ্ডের ওপর ছড়িয়ে পড়ে কেকের ওপরকার জিনিসগুলোর মত।' সেই ভাবে যন্ত্রটা বানানো হ'ল। সেটা এখনও বাজানো হয়, এবং সেটাকে বলা হয় সৌসাফোন।

সৌসা বিশ্বাস করতেন না যে সংগীতে কোনরকম জাতীয়তাবাদ আছে। তিনি মনে করতেন যে-সব সুরকারকে জাতীয় সংগীতের রচয়িতা বলা হয়েছে সে শুধু তাঁদের নিজেদের ব্যাখ্যা করবার জন্য। সম্ভবত তিনি ঠিকই মনে করতেন। যেমন উদাহরণত বলা চলে নিরক্ষবৃত্তের একটা জংলী মানুষের চেয়ে নরওয়ের একজন লোকের তুষারাবৃত প্রকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা হবে। এই দুজন লোক উড়োজাহাজ সম্পর্কেও অত্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ভাববে। সৌসা বলেছেন, 'দেশের মত সুরকে কোন সীমায় বাঁধা যায় না। সংগীতের অনেক উপভাষা থাকতে পারে কিন্তু তার ভাষা সর্বজনীন।' তাঁর বহু ভ্রমণের সময় তিনি দেখেছেন যে জনগণের আবেগ-প্রতিক্রিয়া ভূগোল-নিরপেক্ষ ও এক। তিনি বলেছেন যে, যখন তিনি রঙ্গপূর্ণ সংগীত বাজিয়েছেন, সে স্পেন কিংবা উত্তর ডাকোটার শহর যেখানেই হোক, শ্রোতারা একই জায়গায় হেসে উঠেছে।

তাঁর ছিল সুখী ও ব্যস্ত জীবন এবং তিনি লিখেছেন সুখকর ও ব্যস্ত সংগীত। নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার সংগীত বাজাতে তিনি পছন্দ করতেন না, তবে কোন উপলক্ষিক চাহিদা এলে বাজাতেন। তিনি মনে করতেন সম্ভবত তাঁর সাফল্যের বড় কারণ এই যে তিনি ও তাঁর ব্যাণ্ড 'বাজিয়েছেন মুখ্যত সূর্যকরোজ্জ্বল সংগীত।' কেননা, সৌসা বলেছেন, 'পৃথিবী নিয়তই তাই চায়।'

জন ফিলিপ সৌসা, জন্ম ৬ নভেম্বর ১৮৫৪ ওয়াশিংটন ডি-সি-তে।
মৃত্যু ৬ মার্চ ১৯৩২ পেনসিলভেনিয়ার রিডিঙে।

ভিক্টর হারবার্ট

'যে কাজই হোক, সর্বদা তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যম প্রয়োগ করো'

একশো বছর আগে একজন গুণী আইরিশ ছিলেন। নাম: স্যামুয়েল লাভার। তাঁকে তাঁর দৌহিত্র কখনও ভোলেনি। লাভার ছিলেন একজন চিত্রকর, কবি, গীতকার, গায়ক, নাট্যকার, কৌতুকশিল্পী, সংগীতকার, অভিনেতা ও একব্যক্তিক বিনোদনশিল্পী, বড় অপেরা ও কৌতুক অপেরার কাব্যাংশের লেখক, এবং 'হ্যাণ্ডি অ্যাণ্ডি' উপন্যাসের অবিস্মরণীয় রচয়িতা। কাজেই খুব আশ্চর্য নয় যে, তাঁর পৌত্র সর্বদাই তাঁর কথা সগর্বে বলত। এছাড়া তাঁর বিস্ময়কর সুরের স্মৃতি ছিল এবং এই ক্ষমতা তাঁর পৌত্র ভিক্টর হারবার্টে বর্তে ছিল। ভিক্টর একবার যে-সুর শুনতেন তা আর ভুলতেন না, অবশ্য তার উৎস মনে রাখতে পারতেন না।

স্যামুয়েল লাভার তাঁর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে কেমন করে তাঁর সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা-বাদক প্যাগানিনি-র একটা ছবি এঁকেছিলেন তার একটা মজার কাহিনী আছে। প্যাগানিনি ছিলেন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং তাঁর চেহারা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তিনি ছিলেন লম্বা, রোগা। লম্বা নাক এবং শাদা ফ্যাকাশে মুখ আর মাথায় একরাশ বুনো কালো চুল। তাঁর বেহালা বাজনা এমন বিস্ময়কর কলাবন্ত ছিল যে, কিছুলোক মনে করতেন তিনি নিশ্চিত-ভাবে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন এবং একমাত্র শয়তানই অমন অগ্নিগর্ভ তেজে বাজাতে পারে। যখন প্যাগানিনি বাজাতে এসেছিলেন ডাবলিনে তখন স্যামুয়েল লাভার সেই অস্বাভাবিক দর্শন সংগীতকারের ছবি আঁকতে চান। প্যাগানিনি রাজি হলেন কিন্তু ছবি আঁকার সময় তাঁকে খুব ম্লান দেখাতে লাগল। তাঁর মুখে তাজা ভাব ফোটাবার জন্য চিত্রকর বললেন যে, তাঁর কনচের্টোর অন্তর্গত একটা 'ক্যাপ্রিস' সুর তিনি খুব পছন্দ করেন। এই ব'লে তিনি সুরটা গুনগুন করতে লাগলেন। প্যাগানিনি বিস্মিত হয়ে বললেন:

'আপনি কি স্ট্রাসবুর্গে ছিলেন ?'

'কখনই না।'

'তাহলে কী ক'রে গানটা শুনলেন ?'

'আমি আপনাকে ওটা বাজাতে শুনেছি'।

'উহু', যদি স্ট্রাসবুর্গে না-থেকে-থাকেন তবে তো হ'তে পারে না'।

'হ্যাঁ শুনেছি, লণ্ডনে' চিত্রকর বোঝাতে চাইলেন।

'ঐ কনচের্টো আমি স্ট্রাসবুর্গে প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় রচনা করেছিলাম এবং ওটা আমি লণ্ডনে কখনই বাজাই নি'।

'আমাকে মার্জনা করবেন' লাভার উৎসাহ জাগাতে পেরে বলে চললেন,

'আপনি ওটি অপেরা হাউসে বাজিয়েছিলেন।'

'কই, আমার তো মনে পড়ে না'।

'এটা সেইরাতে বাজিয়েছিলেন যেদিন পাস্তার সহযোগিতায় আপনি বাজিয়েছিলেন।'

'আহ্ পাস্তা।....হ্যাঁ হ্যাঁ, কী চমৎকারই সে গেয়েছিল সে রাতে !'

'আর আপনিই বা কী বাজিয়েছিলেন !'

প্যাগানিনি অভিনন্দনটুকু গ্রহণ ক'রে ব'লে চললেন,

'কিন্তু ঐ সুরটা ! ও হ্যাঁ, ঐ সময়ে একবার বাজিয়েছিলাম কিন্তু সেতো লণ্ডনে একবার মাত্র। তাহলে আপনি নিশ্চয়ই একজন সংগীতকার কেননা মনে রাখার মত সহজ সুর তো নয় ওটা।'

'ওটা লোকের দাবীতে দুবার বেজেছিল, সিগনর' লাভার ব্যাখ্যা করে বললেন,

'এবং সেইজন্য ওটা আমি দুবার শুনেছি'।

'ও, তাই বলো। তবু আমি বলছি সংগীতকার ছাড়া কারুর পক্ষে ওটা মনে রাখা শক্ত।'

এই সময়ের কয়েক বছর পরে স্যামুয়েল লাভার এক বন্ধুকে অতি উদারতা দেখাতে গিয়ে টাকা হারালেন এবং তাড়াতাড়ি অর্থোপার্জনের জন্য আমেরিকায় আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমেরিকা অন্যদেশের মানুষের মুক্তি বা অর্থোপার্জনের চিরআশ্রয়স্থল। লাভার অনেক লোকের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমেরিকান লেখক হথর্ন্। কাজেই তিনি আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হলেন।

শীঘ্রই তিনি এক প্রমোদানুষ্ঠান করলেন। প্রবেশ মূল্য এক ডলার। হলে প্রচুর জনসমাগম হ'ল, 'সহরের সৌন্দর্য ও রুচিতে' চারিদিক ভ'রে উঠল। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় বিবরণ বেরোলো :

"আটটার সময় মিঃ লাভার দর্শকদের অবনত মস্তকে অভিবাদন জানালেন এবং দর্শকদের দ্বারা আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত হলেন। সঠিক বিচার করতে গেলে এই প্রমোদানুষ্ঠানের প্রকৃতি বর্ণনা করা দুরূহ। আমরা এইটুকু ব'লে সন্তুষ্ট যে, এই অনুষ্ঠান ছিল মার্জিত রসিকতা, ব্যাজস্তুতি, গান, কৌতুককণা ও আবৃত্তির একটি প্রবাহ। আর তার রূপায়ণ হ'ল এমন সুষ্ঠু রীতিতে যে শ্রোতারা এক এক মুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিলেন আবার পরমুহূর্তে অশ্রুসিক্ত। সব গানগুলিই তাঁর স্বরচিত এবং একটা দুটো ছাড়া বাকী সবগুলিই এদেশের পক্ষে নতুন।...." *

মিঃ লাভারের দুবছর আমেরিকা সফর অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। তিনি শহরগুলিতে সফর করলেন 'আইরিস সন্ধ্যা' (তিনি তাঁর প্রমোদানুষ্ঠানকে এই নামে অভিহিত করেছিলেন) সমভিব্যাহারে; তারপর ইংলণ্ডে ফিরে লণ্ডনের অনতিদূরে সেভেনওক্‌সে বসবাস সুরু করলেন। কিছুকাল তিনি প্রমোদানুষ্ঠান চালালেন, এবং আমেরিকার অভিজ্ঞতা যুক্ত করে তার-নাম দিলেন 'আমেরিকান-আইরিস সন্ধ্যা'। পরবর্তীকালে জীবনের বাকী অংশ তিনি লিখে ও এঁকে কাটালেন।

তাঁর কন্যা ফ্যানি বিয়ে করেছিল এডোয়ার্ড হারবার্টকে এবং দুবছর প'রে ডাবলিনে তাদের পুত্রসন্তান ভিক্টর জন্মগ্রহণ করে। মিঃ হারবার্ট মারা যান। তখন ফ্যানি তাঁর পুত্রকে ইংলণ্ডে দাদুর কাছে নিয়ে যান। এইজন্যই ভিক্টর হারবার্ট আইরিশ হয়েও শৈশবের অল্পকাল ছাড়া আয়র্ল্যাণ্ডে বাস করেননি। এবং এইজন্যই তিনি বাবার বদলে সর্বদাই দাদুকে মনে রেখেছিলেন।

দাদুর বাড়িতে শিশু ভিক্টর অনেক সংগীত শুনেছিলেন। তাঁর মা চমৎকার পিয়ানো বাজাতেন এবং দাদুর অতিথিবর্গের মধ্যে অনেকে সংগীতকার ছিলেন। শিশু ভিক্টর দোলায় শুয়ে আইরিস লোকসংগীত শুনেছিলেন। মিঃ লাভার নাতিকে কোলে বসিয়ে আমেরিকার গল্প বলতেন ; বলতেন নিউইয়র্ক শহরের কথা, অসামান্য নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা।

ভিক্টরের যখন বিদ্যালয়ে যাবার সময় হ'ল তখন মিঃ লাভার তাঁর মেয়েকে পরামর্শ দিলেন জার্মানী যেতে, কেননা তাঁর মতে সেখানে সস্তায় ভাল শিক্ষা

পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি তাঁর নাতিকে খুব ইংরেজ করতে চাননি। যদিও তিনি নিজে ইংলণ্ডে বাস করতে পছন্দ করতেন তবু তিনি ছিলেন গোঁড়া আইরিশ দেশপ্রেমিক এবং নাতিকেও তাই করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীমতী হারবার্ট রাজি হলেন এবং জিনিসপত্রের সঙ্গে দুটো স্নানপাত্র বেঁধে নিয়ে (ইউরোপীয়ানরা এতে মজা পেয়েছিল) তিনি ও তাঁর ছেলে ভিক্টর দক্ষিণ জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং মনোহর কনস্ট্যান্স হ্রদের তীরবর্তী এক শহরে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে শ্রীমতী হারবার্ট একজন জার্মান চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচিতা ও বিবাহিতা হলেন এবং সকলে স্টুটগার্ডে চলে এলেন। এই ভাবে আইরিশ বালকটি (যিনি পরবর্তীকালে আমেরিকায় থাকবেন ও সুরকার হবেন) জার্মানীতে শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন।

তিনি বিদ্যালয়ে গেলেন এবং ক্লাশে নাম করতে চাইলেন। তিনি খেলাধূলা পছন্দ করতেন এবং যখন তাঁর মা তাঁকে সংগীতযন্ত্রে অনুশীলন করতে বললেন তিনি রাজি হলেন না। তার কারণ তাঁর চিকিৎসক সৎপিতা তাঁকেও চিকিৎসক করতে চেয়েছিলেন। ভিক্টর তাই মেনে নিয়েছিলেন এবং কখনই সংগীতকার হ'তে চাননি।

কিন্তু একজন চমৎকার চেলোবাদক প্রায়ই বাড়িতে আসতেন এবং ভিক্টরের মা ভাবতেন যদি তাঁর ছেলে এই মধুরস্বর যন্ত্রটি বাজাতে শেখে তবে ভাল হয়। তাঁর হিসাবে তাঁর ছেলের অন্তত একটা যন্ত্র বাজাতে শেখা দরকার। কিন্তু ছেলে একটাও জানতেন না। চেলো বাজনা শিক্ষা সময়সাপেক্ষ আর ভিক্টর পড়াশুনোর পরে বাকী সময়ে খেলাধূলা ও মজা ক'রে কাটাতেন। হয়ত তিনি সংগীতকার হবার বদলে একজন চিকিৎসকই হতেন যদি না একটি ঘটনাসূত্রে তিনি মায়ের ইচ্ছার অনুবর্তী হতেন।

একটি উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বাদকদলে আরেকজন বংশী বাদকের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। ভিক্টর হারবার্টকে সেই স্থানটি নিয়ে দুসপ্তাহের মধ্যে দোনেজেত্তি-র 'দি ডটার অফ দি রেজিমেণ্ট' ওভারচারে পিকালো বাজাতে বলা হল। যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই কাজে লেগে গেলেন। এবং কী সেই কাজ! দু সপ্তাহের মধ্যে জনসমক্ষে বাজাবার উপযুক্ত শিক্ষার্জন শুধু নয়; তার সঙ্গে যন্ত্রটা কী ভাবে বাজাতে হয় তারও শিক্ষা।

তিনি তা সম্পন্ন করলেন। উৎসব শেষ হল এবং পিকালোও বাজলো কিন্তু দুটো সপ্তাহ মা-র উপর দিয়ে কী ভাবেই না গেল! বাড়ির ভেতর সর্বদা

তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ অথচ তাঁর পছন্দ চেলোর নম্র গভীর স্বর! তাছাড়া তাঁর বড়-হয়ে-যাওয়া ছেলের পক্ষে একটা সরু নলের মত কী একটা হাস্যকর যন্ত্র। যাইহোক, তাতেই ভিক্টরের সংগীত-পর্বের সূচনা।

কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গে একটি ছেলের পরিচয় হ'ল যে বেহালা বাজাত। তিনি নতুন বন্ধুর বাজনা পছন্দ করলেন এবং যখন সেই বন্ধু পিকালো বাজনদারদের সম্পর্কে মা-র বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করল তখন ভিক্টর অবশেষে মা-কে জানাল একটা চেলো কিনে দিতে। একদিক থেকে ভিক্টর এতদিন ঠিকই করেছিলেন, কেননা পরে তিনি বলেছিলেন যে, যখন থেকে তিনি ভায়োলেনচেলো বাজাতে শেখেন তখন থেকে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। ক্লাসের প্রথম পাঁচজনের মধ্যে তাঁর স্থান আর থাকল না।

পনেরো কি ষোল বছর বয়স থেকে তিনি চেলো-অনুশীলন সুরু করেন। তাঁর বেহালাবাদক বন্ধুর পিতার আনুকূল্যে হারবার্ট সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ কন্‌সার্ট চেলোবাদকের একমাত্র ছাত্র হলেন। একবছরেরও বেশি সময় তিনি তাঁর শিক্ষকের বাড়িতে বাস করলেন, এতে তাঁর অসামান্য অগ্রগতি ঘটল। কেননা সর্বদাই তিনি শিক্ষকের চোখে-চোখে থাকলেন এবং যেহেতু বাজানোর সময় কোন রকম বদভ্যাস রইল না কাজেই তাঁর উন্নতি হ'তে লাগল দ্রুত ও নিয়মিত। অনতিকালের মধ্যে তিনি ঐকতানে বাজালেন। এইভাবে তাঁর শিক্ষা এগোতে লাগল বড় বড় সংগীত'বত্তাদের নেতৃত্বে বাজনা বাজিয়ে—যেমন লিজ্‌ৎ, ব্রাহম্‌স, রুবিন স্টাইন, সাঁ সাঁস্‌, ডারলিব।

কয়েক বছর ধ'রে হারবার্ট ইউরোপ সফর করলেন ঐকতান বাদন ও একক সুর বাজিয়ে। একদা, ড্রেসডেনে, তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই থিয়েটারে পৌঁছে খুব শব্দ করে পিয়ানো বাজাতে সুরু করেন। তিনি কখনও পিয়ানো চর্চা করেননি কিন্তু তখনই নিজে নিজে শিখে নিলেন অল্প স্বল্প বাজানোর মত। অর্কেস্ট্রার আরেকজন শিল্পী এসে তাঁকে বললেন,

'তোমার সুররচনা করা উচিত।'

সম্ভবত এই প্রথম এমন একটা চিন্তা তরুণ ভিক্টর হারবার্টের মাথায় এল। সুররচনার প্রতিভা তাঁর আছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন সন্দিহান। কিন্তু অপর শিল্পী সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি হারবার্টকে বললেন সময় নষ্ট না ক'রে সুররচনা সুরু করতে। এর কিছুকাল পরে হারবার্ট স্টুটগার্টের কোর্ট অপেরায় প্রথম চেলোবাদকের কাজ পেলেন এবং সহশিল্পীর উপদেশ

স্মরণ করে একজন অধ্যাপকের কাছে হার্মনি, কাউণ্টারপয়েণ্ট ও অর্কেস্ট্রা প্রণয়ন সম্পর্কে অনুপুঙ্খ পাঠ নিয়ে সুর রচনাশিক্ষায় গভীর মনোযোগ দিলেন। এই সময়েই তাঁকে বলা হ'ল পুরানো সুরকে চেলো ও অর্কেস্ট্রার উপযোগী করে পুনর্বিন্যাস করতে। সে কাজ শেষ হলে তাঁকে বলা হ'ল চেলো ও অর্কেস্ট্রার জন্য পাঁচটি সুরতরঙ্গে একটি 'স্যুইট' রচনা করতে। সেটা জনসমক্ষে রূপায়ণযোগ্য হ'ল যদিও সুর রচনাশিক্ষা তাঁর তখন মাত্র চারমাস।

ভিক্টর হারবার্ট পরিশ্রমী ছিলেন। সুররচনা আরম্ভ করলে কখনই থামতেন না। অথচ তারই সঙ্গে তিনি সবকিছু উপভোগ করতে পারতেন; সেইজন্যই স্টুটগার্টের কোর্ট অপেরায় কাজ করার বছরগুলিতে তিনি শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় যুবক ছিলেন। দীর্ঘাকার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, সুদর্শন, হাসিখুশি, উদারহৃদয় এবং সর্বদাই তৈরি সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন—এই হলেন ভিক্টর।

ইতিমধ্যে অপেরায় প্রতিমার মত সুন্দরী সুকণ্ঠী এক গায়িকা যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম চেলোবাদকের প্রণয় হ'ল এবং তাঁরা পরস্পর বাগদত্ত হলেন।

এই সময় ওয়াল্টার ড্যামরস্চ নামে এক তরুণ আমেরিকান সুর-পরিচালক নিউ ইয়র্ক থেকে এলেন মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসের জন্য কণ্ঠশিল্পীর সন্ধানে। ওয়াগনারের গীতিনাট্যে চরিত্রায়ন ও কণ্ঠদানের উপযোগী (যা মেট্রোপলিটনের সেবারকার নবতম অবদান) কণ্ঠশিল্পী তিনি চাইছিলেন। নতুন গায়িকাটির গান শুনে আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁকে নিউ ইয়র্কে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। সুযোগের দিকে ঝাঁপিয়ে না-পড়ে গায়িকা বললেন, যেহেতু মিঃ হারবার্টের সঙ্গে তিনি বাগদত্তা কাজেই তিনি সম্ভবত আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না। বিস্মিত মিঃ ড্যামরস্চ মিঃ হারবার্ট সম্পর্কে খবরাখবর নিলেন এবং তারপর তিনি গায়িকাকে আরেকটি প্রস্তাব দিলেন। মিঃ হারবার্টকে যদি মেট্রোপলিটন অর্কেস্ট্রার প্রথম চেলোবাদক পদে নিয়োগ করা হয় তবে কি তিনি মিঃ হারবার্টের সঙ্গে আসবেন? আহ্, সে তো সবচেয়ে মনোরম ব্যবস্থা। চেলোবাদক ও গায়িকা বিবাহিত হলেন এবং তার অনতিকাল পরে তাঁরা নিউ ইয়র্কে এলেন। তখন ভিক্টর হারবার্টের বয়স্ সাতাশ বছর।

তাঁর দাদুর মতই তিনি আমেরিকাকে ভালবেসেছিলেন এবং সেখানেই তিনি বাকী জীবন বসবাস করেন। তিনি চারিদিকে হৈ চৈ ক'রে বেড়াতেন ও একজন খাঁটি আমেরিকান ছিলেন। যেখানেই চেলোবাদকের দরকার হ'ত

সেখানেই হারবার্ট। সৌসা-র দ্বারা অতি প্রশংসিত থিয়োডোর টমাসের নেতৃত্বে তিনি ফিলহারমনিক্ সোসাইটিতে বাজিয়েছেন। মেট্রোপলিটনের জার্মান অপেরার পরিচালক অ্যান্টন সিড্‌ল্‌কে হারবার্ট অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। তাঁর নিজের চমৎকার বাজনা ও সর্বাত্মক সংগীতময়তা সিড্‌লের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সেইসূত্রে হারবার্ট, ব্রাইটন বিচের গ্রীষ্মকালীন কনসার্ট উৎসবে সিড্‌লের সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করেন। ন্যাশনাল কনজারভেটারিতে তিনি চেলো শেখাতেন, যখন সেখানে ভোরজাক্ থাকতেন সেই সময়। (এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েলের মা ছিলেন এই কনজারভেটারির সম্পাদিকা।) হারবার্ট চেম্বার মিউজিক দলের সঙ্গেও বাজিয়েছিলেন এবং চেলো-বাদকরূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মেট্রোপলিটন অর্কেস্ট্রায় তাঁরই পাশে আরেকজন চেলোবাদক বসতেন যিনি পরবর্তীকালে জাজ সংগীতের বিন্যাসকারী ফার্দে গ্রোফে-র পিতামহ হন।

আমেরিকায় সাত বছর বাস করার পর, প্রসিদ্ধ বাদকদলের নেতা গিল্‌মোরের জীবনাবসানে, হারবার্টকে আমন্ত্রণ করা হয় নিউ ইয়র্কে গিল্‌মোর বাদকদলের নেতৃত্ব করার জন্য। (তাঁর সময়ে, গিল্‌মোর বাদকদলের সর্বোচ্চ সুনাম ছিল এবং গিল্‌মোর স্বয়ং ছিলেন আরেক প্রসিদ্ধ বাদক দলনেতা জন ফিলিপ সৌসা-র প্রথম জীবনের ভক্তির পাত্র।) হারবার্টের জীবনে গভীর সংগীতের ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার সূচনা ঘটল এইখান থেকে। অবশ্য সিড্‌লের নেতৃত্বে মেট্রোপলিটন অর্কেস্ট্রায় তাঁর বাজনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর সহশিল্পীরা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রশংসা করত এবং নিঃসন্দেহে তিনি সিড্‌লের কাছে পরিচালনার অনেক কিছু শিখেছিলেন। মহলার সময় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কড়া; ভালো বাজনা না-হলে তিনি সহশিল্পীদের ঘুরে ঘুরে ভৎর্সনা করতেন। কিন্তু যদি বুঝতেন যে দীর্ঘ ও জটিলতাসম্পন্ন মহলায় শিল্পীরা ক্লান্ত, তবে সব বন্ধ ক'রে দিয়ে তাঁদের একটা মজার গল্প ব'লে তাজা ক'রে তুলতেন। তাঁর লোকজন তাঁকে সেইজন্য খুব ভালবাসত। পরবর্তীকালে, যখন তিনি পিটস্‌বার্গ অর্কেস্ট্রার পরিচালক হন সেখানেও সহশিল্পীরা তাঁকে একই রকম ভালবাসত। তাঁরা তাঁকে নিজেদের ব'লে মনে করত। হারবার্টের জন্মদিনের সময় তাঁর বাদকদলের লোকেরা তাঁর বাড়ির নীচে এসে তাঁর উদ্দেশ্যে গান করত। সেণ্ট প্যাট্রিক দিবসে তারা হারবার্টের

আইরিশ উৎসের সম্মানে (এ বিষয়ে তিনি সর্বদাই গর্ব বোধ করতেন।) সকলে সবুজ টাই পরত।

ভিক্টর হারবার্ট জাঁকজমকপূর্ণ ও স্বচ্ছল জীবনযাপন পছন্দ করতেন। সুখে-থাকা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। তিনি টাকাপয়সা খরচ করতেন এবং টাকাপয়সা খরচ দেখতেও ভালবাসতেন। বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে তাঁর সংগীত রচনার মতই অমিত প্রতিভা ছিল। ফলে সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন প্রিয়। তাঁর একজন বন্ধু বলেছিলেন যে, হারবার্টের কাছে সংগীত ও বন্ধুত্বই সবকিছুর সারাৎসার। তাঁর বাদকদল ও অর্কেস্ট্রা যখন বিদেশ সফরে গিয়েছিল তখন তিনি একজন টিউবা বাদক নিয়োগ করেছিলেন বিশেষভাবে একটা বিশাল মধ্যাহ্নভোজের ঝুড়ি পরিপূর্ণ রাখার ভার দিয়ে। তাকে এই কাজের জন্য বিশেষ বেতন দেওয়া হত। হারবার্টের পক্ষে তাঁর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় ও আহার বাদ দেওয়া ছিল ধারণাতীত। তিনি খেতে এত ভালবাসতেন যে খাবার সময় বিঘ্নজনক কোন রকম আলোচনা করতেন না। ভালো রান্না তিনি তারিফ করতেন এবং সবচেয়ে বিরক্ত হতেন মেয়েলি সংগীত আসরের হাসি ঠাট্টায়, যখন ধনী সৌখিন শিল্পীরা চেম্বার মিউজিকের আসরে সাহায্য করার জন্য তাঁকে ও তাঁর দলকে ভাড়া করতেন। তিনি চাইতেন ভাল খাবার-দাবার ও মনঃপূত হাসিখুশি কথাবার্তা।

বাদকদলের নেতা রূপে হারবার্ট খুব পছন্দ করতেন পোশাক-আশাক প'রে দলের আগে আগে কুচকাওয়াজ ক'রে যেতে। প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিনলির উদ্বোধনী বলে তাঁর বাদকদলকে নির্বাচন করায় তিনি পুলকিত হন। সেই সময়ে বলনাচের খুব চলন ছিল, যাতে চমৎকার ও অসামান্য আয়োজনের ব্যাপারে নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রণকারিণীর মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত এবং একটি সন্ধ্যার প্রমোদানুষ্ঠানে অনেক হাজার ডলার ব্যয় হ'ত। হারবার্টের দল নিউ ইয়র্কের এমনি এক বলের আসরে বাজিয়েছিল যার আয়োজন হয়েছিল পূর্ববর্তী সব আসরকে মাৎ করবার জন্য। তিনি আড়ম্বর পছন্দ করতেন। দলের সর্বোচ্চ আসনের এই জাঁকালো হারবার্টকে অনেক সময়েই অন্যের ঈর্ষাভাজন হতে হয়েছে।

যদিও হারবার্টের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা ছিল গ্র্যাণ্ড অপেরার রচয়িতা রূপে খ্যাত হওয়া, এবং যদিও তাঁর রচিত দুটি গ্র্যাণ্ড অপেরার রূপায়ণ তিনি

দেখেছিলেন তবু সেগুলির জন্য তিনি এখনকার দিনে স্মরণীয় নন। যুক্তরাষ্ট্রের সাংগীতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচয়িতা-রূপেই তিনি অবিস্মরণীয় এবং সেই জীবনের সূচনা ঘটেছিল তাঁর আমেরিকা বাসের আট বছর পরে।

হারবার্টের মেজাজ লঘুসংগীতের সঙ্গে খাপ খেত। তিনি অবশ্য গভীর সংগীত রচনা করেছেন—এমনকি ভোর্‌জাক্ তাঁর ভায়োলিন চেলো কনচের্টোর প্রশংসা করেছিলেন—কিন্তু তাঁর লঘু সংগীতের মত সাফল্য আর কিছু অর্জন করে নি। আমেরিকায় একমাত্র লঘু সংগীতের মাধ্যমেই সাফল্য ঘটে দেখে তিনি ক্রমশ নাটকের সংগীত রচনায় উৎসাহী হ'তে থাকেন। অফেনবাক্ ও স্যার আর্থার সুলিভানের রচিত লঘু অপেরা কী পরিমাণ প্রশংসা ও অর্থ পাচ্ছে তা লক্ষ্য ক'রে, হারবার্ট, যতদিন না স্বেচ্ছায়ত্ত সংগীত রচনায় স্বচ্ছলতা আসে ততদিন কৌতুক গীতিনাট্য রচনার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে, স্বভাবতই তিনি বাকী জীবনভর লঘু গীতিনাট্য লেখেন।

এই ধরনের সংগীতে তিনি তাঁর প্রকৃত উৎস খুঁজে পান মধ্যতিরিশে। মনোহর সুরধারা সহজেই তাঁর মন থেকে উৎসারিত হ'ত এবং তিনি ভাবতেন তাঁর প্রিয় সুরকার শুবার্টের সঙ্গে সে সুরের সাদৃশ্য আছে। তাঁর দক্ষতা এমন বহুমুখী ছিল যে, পরিচালনার সময় তিনি সহশিল্পীদের চারটি আলাদা ভাষায় নির্দেশ দিতেন; ইংরাজি থেকে জার্মানে, ইটালিয়ান বা ফরাসী ভাষায়। তেমনি তাঁর গীতিনাট্য রচনার সময় তিনি একাধিক অংশ একসঙ্গে রচনা করতে পারতেন।

যেকোন গীতিনাট্য রচয়িতার প্রথমে প্রয়োজন গীতি অংশ—নাহ'লে ওয়াগনারের মত তা নিজে লিখে নিতে হয়। হারবার্ট চেম্বার মিউজিক রচনা করেছিলেন, উরসেস্টার উৎসবের জন্য ক্যান্টাটা রচনা করেছিলেন এবং তারযন্ত্রের উপযোগী একটি সেরেনেড ইত্যাদি রচনা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ও বহুমুখী প্রতিভা ব'লে স্বীকৃত হয়েছিলেন; তবু তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং প্রায়ই বন্ধুদের বলতেন—

'একটা ভাল কৌতুক-গীতিনাট্য যদি রচনা করতে পারতাম।'

শিকাগোর বিশ্বমেলায় সংগীত রচনার ভার পেয়ে হারবার্ট মঞ্চের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সেই আয়োজন ছিল এত বৃহদাকারে পরিকল্পিত যে কোনদিন রূপায়িত হয়নি, কিন্তু অনতিকালের মধ্যে সেখানকার সংস্রবসূত্রে হারবার্ট তাঁর মনোমত একটা গীতিনাট্যের বাণী অংশ পেয়ে গেলেন। হারবার্টের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে এই গীতিনাট্যটি ('প্রিন্স আনিয়াস') রূপায়িত

হ'ল। অবশ্য ব্যর্থ রূপায়ণ। যাই হোক, এইভাবে সূচনা হ'ল আর ভিক্টর ব্যর্থতায় হতাশ হবার মত ব্যক্তি ছিলেন না। পরের বছরেই তাঁর গীতিনাট্য 'দি উইজার্ড অফ দি নাইল' প্রথম সাফল্য লাভ করল। সমালোচকরা প্রতিকূল উক্তি ক'রে তাঁর সংগীত সম্পর্কে বললেন 'অকিঞ্চিৎকর' ও 'অনুকৃত' কিন্তু জনসাধারণ পছন্দ করল। পরে গীতিনাট্যটি ইংলণ্ড, জার্মানী ও মেক্সিকোতে রূপায়িত হয়।

তিনি পিটস্‌বার্গ সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার পরিচালক হলেন এবং ছ'বছর ধ'রে ঐকতান বাদনে মহলায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বাকি সময় তাঁর মনোমত লঘু সংগীত রচনা করলেন। যে বছর তিনি পিটস্‌বার্গে যান, সে বছরেই তাঁর জনপ্রিয় ক্ষুদ্রগীতিনাট্য 'দি ফরচুন টেলার' রচনা করেন। তাঁর বহুমুখিতার সুনাম তাঁকে তৃপ্ত করত যদিও লোকে তাঁকে প্রায়ই এই বলে সমালোচনা করত যে, যে-লোক নিজে লঘুসংগীত পছন্দ ক'রে তারপক্ষে গভীরতা-পূর্ণ ধ্রুপদী সংগীত বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। পরিশ্রমী ব'লে তাঁর যে সুনাম ছিল তার জন্যও তিনি তৃপ্তিবোধ করতেন। পিটস্‌বার্গে অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠান করবার জন্য আগত রিচার্ড স্ট্রস্‌ ও ক্রিস্‌লারের মত বিরাট সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযোগের জন্যও তিনি গর্ববোধ করতেন। আমেরিকার অন্যতম সংগীত-পৃষ্ঠপোষক অ্যাণ্ড্রু কার্নেগি ছিলেন ভিক্টর হারবার্টের একজন আগ্রহশীল অনুরাগী এবং তিনি পিটস্‌বার্গ অর্কেস্ট্রা সম্পর্কে বলতেন:

'আমার স্বর্গ সম্পর্কে ধারণা এই যে, সেখানে ভিক্টর হারবার্ট ও তার দল আমাকে দিনে দুবার বাজনা শোনাবে।'

কিন্তু হারবার্টের জীবনের পথ তাঁকে নিয়ে গেল নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে, যেখানে তিনি নাট্য সংগীত রচনার জন্য উত্তরোত্তর সময় নিয়োগ করলেন। তাঁর প্রথম দিকের কিছু কিছু রচনা একজন নিউ ইয়র্কের প্রকাশক প্রত্যাখ্যান ক'রে হারবার্টকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'সুর রচনার কাজ সুরকারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অর্কেস্ট্রা পরিচালনার কাজে টিঁকে থাকতে'। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনিই হারবার্টের রচনা প্রকাশ ক'রে কৃতার্থ হন এবং যে-ব্যক্তিকে তিনি সুররচনা না-করতে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তিই হয়ে ওঠেন আমেরিকার প্রিয় সুরকার।

হারবার্টের বেশির ভাগ সুর রচনাই অর্ডারী এবং তিনি কখনই অর্ডার নিতে গররাজি হতেন না। এক-পর্বে তিনি চারটি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য ('দি সিঙ্গিং

গার্ল,' 'দি আমির,' 'সিরানো স্থ বার্জেরাক' ও 'দি ভাইসরয়') লেখার ভার পান এবং একসঙ্গে কার্য সমাধা করেন। তাঁর স্টুডিওতে তিনটে নিচু ডেস্ক্ এবং একটা লম্বা ডেস্ক্। ব'সে ব'সে ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি লম্বা ডেস্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। রচনাগুলি খোলা থাকত। মনে সুর এলেই তিনি একটা থেকে আরেকটায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতেন। সেই চারটি রচনা চারটি স্বতন্ত্র স্থান-কাল ও পাত্রে বিভক্ত ছিল। 'দি সিঙ্গিং গার্লে'র পটভূমি জার্মানী, 'দি আমির' আফগানিস্থানে, 'বার্জেরাক' পুরানো ফ্রান্সে এবং 'দি ভাইসরয়' ভেনিসে। হারবার্ট সদা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে তাঁর ঠিক রাখার জন্য ঘরে একটা ছোট জলপাত্রে বরফ ভর্তি ক'রে রাখতেন এবং সেই বরফের মধ্যে এক একটা গীতিনাট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পানীয়পূর্ণ বোতল রাখতেন।

চারটি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা ছাড়াও তিনি সেবছর চেম্বার মিউজিক ও একটি সংধ্বনি কবিতা রচনা করেন। তিনি কাজ করতে ভালবাসতেন। তিনি ড্রেসডেনের সেই সংগীতশিল্পীর উক্তি—'তোমার সুররচনা করা উচিত'—কখনও ভোলেননি। বন্ধুত্ব করার মতই সহজ ছিল তাঁর সুররচনা এবং আজীবন অনেক রচনা করেছেন। সে সব রচনার সাফল্যের মধ্যে ঘন ঘন ব্যর্থতা ছড়ানো ছিল তবু হারবার্টের কঠিন সত্তা তা সহ্য করতে পারত।

যে-শিল্পী শিল্পের দুইক্ষেত্রে বিচরণ করেন তাঁকে সর্বদাই সমালোচনা শুনতে হয়। গভীর সংগীতের ক্ষেত্রে হারবার্টের সহযোগীরা লঘু সংগীতে তাঁর সাফল্য লাভে বিরক্ত হত। কিন্তু লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগীরা, অর্থাৎ টিন প্যান অ্যালির লোকজন, তাঁর সম্পর্কে গর্ব ক'রে বলত 'কাজের লোক'। হারবার্টের সংগীতে কোন পুনর্বিন্যাস করতে হ'ত না, তিনি নিজেই তা করতেন। তার কারণ তিনি চিন্তা করতেন ঐকতান-সূত্রে। তিনি পিয়ানোয় ব'সে সুররচনা করতেন না, আসলে তিনি পিয়ানো ভাল বাজাতে পারতেন না। সুররচনার সময় অর্কেস্ট্রার সব যন্ত্রের ধ্বনি তিনি কাজে লাগাতেন, পিয়ানোর সুর তার-পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু অর্কেস্ট্রা রচনার সময় তাড়াতাড়ি থাকলে তিনি পুরো সুরটা রচনার আগেই অংশবিশেষ রচনা করতে পারতেন।

কখনও কখনও হারবার্টকে এই ব'লে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, তাঁর ব্যবহৃত সব সুর তাঁর নিজের রচিত নয়। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জন্য তাঁর মৌলিক সুর ও তাঁর স্মৃতিসঞ্চিত সুরের মধ্যে তফাৎ করা মুস্কিল হ'ত। মাঝে মাঝে বন্ধুকে একটা নতুন সুর শুনিয়ে দুশ্চিন্তা নিয়ে বলতেন 'এ সুর কোথা

থেকে এল ?' অবশ্য পরে তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রায়ই তিনি প্রখ্যাত শিল্পীদের সুর ধার করতেন।

হারবার্টের 'বেবস্ ইন টয়ল্যাণ্ডে'র অন্তর্গত 'পুতুলদের কুচকাওয়াজ' অংশটুকু ঐকতানে প্রায়ই বেতারে রূপায়িত হয়েছে।

পরের অর্ডারে সুর রচনাকালে হারবার্ট সর্বদাই জানতেন কোন্ শিল্পী তাঁর সেই সুর সাধারণ্যে পরিচিত করবে। তাঁর অপেরা 'ব্যাবেট' সাধারণ সাফল্যলাভ করেছিল কিন্তু তাঁর গায়িকা ফ্রিটজি স্কেফ্ ব্যক্তিগতভাবে খুব সফল হ'য়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে উল্লাস হয়েছিল অতি উৎসাহজনক। তাতে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে সুরকার-পরিচালককে মঞ্চে টেনে এনে উল্লসিত শ্রোতাদের সামনে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন করেন। পরের দিনের খবরের কাগজ সেই চুম্বনালিঙ্গনের খবরে ভ'রে গেল। এবং একদিক থেকে মনে হ'ল ভিক্টর হারবার্টও যেন ঐসব করেছেন।

এর দুই ঋতু-পর্ব পরে ঐ অভিনেত্রীই হারবার্টের সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতিনাট্যে (Mlle. Modiste) আত্মপ্রকাশ করেন। এই গীতিনাট্যটিই হারবার্টের শিল্পীজীবনের সবচেয়ে সফল, কেননা এর থেকেই সেই হিট-গানটার ('কিস্ মি এগেন') সৃষ্টি। এই জনপ্রিয় সুরটির অনুসরণ করা খুবই আকর্ষণীয় এবং যেহেতু হারবার্ট এর সৃষ্টির গোড়ার কথা নিজেই বলেছেন কাজেই তার পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি।

সে সময়ে ভিক্টর হারবার্ট শহরের বাইরে এক অনুক্রমিক কনসার্ট পরিচালনা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন তখন Mlle. Modiste-এর বাণীকার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন যে—ঐ গানটা তিনি লিখেছেন এবং তাতে এমন একটা সুর থাকা উচিত যা অন্য সুরগুলোকে মাৎ ক'রে দেবে। তাছাড়া গানটি মিস স্কেফের কণ্ঠে দেওয়াই উচিত হবে। হারবার্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু বললেন, 'আমরা কিছু করতে পারছি না। ছোট ছোট সুর আমার মনে আসছে কিন্তু যেরকম সুর চাইছি তেমন পাচ্ছি না।...অর্কেস্ট্রা আর কনসার্ট আমার মনে সর্বোচ্চ হয়ে আছে।' কয়েকদিন গেল এবং সুরকার ক্রমশই বিপর্যস্ত হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'জোর করবেন', নিজের মনকে বললেন জোর করে সুরটা বানাতে হবে।

'সেই রাতে' তিনি বলেছেন, 'ঐ কথা মনে রেখে আমি শুতে যাই। হঠাৎ সুরটা আমার মনে এল। আমি উঠে আলো জ্বাললাম। তারপরে

আমি আমার অনুপ্রেরিত বত্রিশটা তালচিহ্ন একত্র করলাম। মনে হ'ল আমি জিতেছি। অতঃপর আমি ঘুমোতে গেলাম।'

কিন্তু কয়েক বছর পরে হারবার্টের প্রকাশক এই গল্পের একটি ক্রোড়পত্র বা 'পুনশ্চ' অংশ লেখেন। গীতিনাট্যে গানটা প্রথমে 'কিস্ মি এগেন' রূপে ছিল না। গীতিনাট্যটিতে সকলে গাইবার জন্য একটা গান ('ইফ আই ওয়্যার অন দি স্টেজ') ছিল। দৃশ্যটিতে প্রধানা গায়িকার হৃদয়ানুভূতি রূপায়িত গেয়েছিলেন ফ্রিট্জি স্কেফ্) হয়েছিল এবং প্রকাশক বলেছেন, তাতে এক পংক্তি গান ছিল সে গানের শেষ অংশটুকু 'কিস্ মি এগেন'। প্রকাশক হারবার্টকে প্ররোচিত করেছিলেন পংক্তিটিকে একটা পুরো গানে পরিণত করতে ও গানের প্রথমাংশের জন্য একটা নতুন সুর বানাতে। বাণীকারের শব্দযোজিত পুনর্লিখিত সুরময় সেই গানটা খুব সাড়া তুলল এবং গানটির রেকর্ড বিক্রয় হ'ল সাত হাজার থেকে একলাফে দশ লক্ষ।

অনেক বছর পরে হারবার্ট 'কিস্ মি এগেন' গানটার একটা বিকৃত গুন-গুনানি শুনে সম্ভ্রমহানি বোধ করেন। এবং তারই প্রত্যক্ষ সংরাগে তিনি রচয়িতা, সুরকার ও প্রকাশকদের আত্মরক্ষার জন্য একটি সংস্থা গড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হন।

যখন হারবার্টের ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'দি রেড হিল' মঞ্চস্থ হয় তখন রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপক থিয়েটারের সামনের দেয়ালে উইণ্ডমিলের চারটে পাখা লাগিয়ে তাকে লাল আলোয় উজ্জ্বল ক'রে তোলেন। কনি দ্বীপের আলো ও সঙ্কেতই নিঃসন্দেহে তাঁর মনে ছিল। দেখা গেল সামান্য বেশি অর্থব্যয়ে পাখাগুলোকে ঘোরানো সম্ভব। এবং তারই ফলে ব্রডওয়েতে সর্বপ্রথম ঘূর্ণ্যমান আলোকরেখা সৃষ্টি হ'ল।

ভিক্টর হারবার্ট যখন লঘু ও গভীর সংগীতের যুগ্মক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে উঠলেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'নটি মারিয়েট্টা' মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে (ফিলাডেলফিয়া) তাঁর গ্র্যাণ্ড অপেরা 'নাটোমা' অভিনয়ের অনতিকাল পূর্বে রূপায়িত হয়। 'নাটোমা'-র সুরকার ইণ্ডিয়ান কাহিনী ব্যবহার করেছেন ব'লে মনে করা হয়। এখনও পর্যন্ত আমেরিকান গীতিনাট্য সম্পর্কে একরকম সংস্কার আছে। যুক্তরাষ্ট্রে একটা মনোভাব ছিল যে, ইউরোপ থেকে না-আনলে কোন সংগীতই ভাল হ'তে পারে না। জনগণ বিদেশী ভাষায় গ্র্যাণ্ড অপেরা শুনতে অভ্যস্থ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে

মনে করতেন, নিঃসন্দেহে যেমন এখনও মনে করেন, যে, ইংরেজিতে গীতিনাট্য খুব অসঙ্গত ঠেকে। চিন্তার অভ্যাস খুব ধীরে ধীরে বদলায়। আমেরিকানদের নিজস্ব সুরকার ও সংগীতকারদের সহনশক্তি অর্জন করতেই অনেকদিন লেগেছিল।

একসময়ে 'আমেরিকার প্রিয় সুরকারের' লঘু গীতিনাট্য আকর্ষণ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিল। হারবার্টের জনপ্রিয়তা ক্ষীয়মান হচ্ছিল। সংগীতের রুচিবদল ঘটছিল। তখন ভিক্টর হারবার্ট বিশেষ রচনায় হাত দিলেন, যাকে বলে 'রেভু'। ইতিমধ্যে সংগীতে জাজের আমদানী ঘটছিল। কিন্তু হারবার্টের রচনাভঙ্গী জনমতের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে পারল না। তাঁর গীতিনাট্যের ভিত্তি ছিল একটি রোমান্টিক কাহিনী, সমবেত গান, গীতিকা এবং যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতা। এই ধরনের গীতরীতি খুব দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে পুরানো দিনের দিকে। রেভু সংগীত জনপ্রিয় হচ্ছিল। সংগীতকে জাজে পরিণত করা হচ্ছিল। হারবার্টের ক্ষুদ্র গীতিনাট্যগুলি 'পুরাতন সামগ্রী' ব'লে বিবেচিত হচ্ছিল। সদ্যপ্রাক্তনের মত পুরানো আর কিছুই নয়। যখন লোকজন তাঁকে জিগ্যেস করত, কেন তিনি 'কিস মি এগেনে'র মত আরেকটা ওয়াল্ট্জ্ লিখছেন না, তখন তিনি জবাবে বলতেন যে তিনি ঐ রকমেরই ভাল ভাল ওয়ালট্জ্ লিখেছেন কিন্তু জনরুচি বদলে গেছে, তারা সেগুলিকে স্বীকার করছে না।

ভিক্টর হারবার্টের রচনা 'স্যুইট্স্ অফ সেরেনেড্স্' রূপায়িত হয়েছিল বিখ্যাত হুইটম্যান কনসার্টে। ভিক্টর জাজ্ রচনা করেননি কিন্তু জাজ্ রচনার কিছু বিসদৃশ অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেছিল।

হারবার্ট অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে জর্জ গ্রেস'উইনকে ঐকতান রচনা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি মারা যান। তিনি আর্ভিং বার্লিনকেও সংগীতের ঔপপত্তিক দিক সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করতে চেয়ে বলেছিলেন :

'সামান্য সংগীতবিজ্ঞান জানা থাকলে তোমার সুরের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা ব্যাহত হবে এ ধারণা ভুল। বরং তার উল্টো এই হবে যে, একটু সংগীতশিক্ষা তোমার রচনার উন্নতিবিধান করবে।'

হারবার্টই প্রথম একজন উল্লেখযোগ্য আমেরিকান সুরকার যিনি চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক সুর রচনা করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত তিনি সুররচনা

করেছেন। যখন রচনা করতেন না তখন গভীর রাতে উঠে তাঁর রচিত সুরের মহলা দিতেন। মে মাসের এক দিন বিলম্বিত মহলার শেষে তিনি তাঁর প্রিয় ভোজনশালায় মধ্যাহ্ন ভোজ করতে ঢুকলেন। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে দিনটা কেটে গেল। ভোজনশালায় এক বন্ধু গমের কেক খাচ্ছিলেন, তাই দেখে, হেসে হারবার্ট বললেন যে তাঁরা দুজনেই কেক-খেয়ে-বাঁচবার-মত বুড়ো হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই বন্ধু হারবার্টের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন তিনি স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছেন। তাই দেখে তিনি তাঁকে ওটি না খেতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু হারবার্ট বললেন, 'চার্লি, আমি পেরেকও খেতে পারি।' খাদ্যবিষয়ে তাঁর এই রকমই চিন্তাধারা ছিল এবং তাঁর পরিচিত জনের মত এই যে, হারবার্ট খেয়েই মারা গেছেন। যাইহোক, সেই স্যাণ্ডুইচই তাঁর শেষ আহার, কেননা সেদিনই অপরাহ্ণে অসুস্থ বোধ ক'রে তিনি ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার বাইরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগেই সংগীতকার মারা যান।

হারবার্ট প্রসঙ্গে ডিম্‌স্‌ টেলর লিখেছেন : 'ত্রুবাদুরদের ধারায় তিনিই শেষ শিল্পী....তাঁর ছিল গানের প্রতিভা। তাঁর সংগীত দীপ্তিময়, মনোহর এবং তিনি একটি শিল্পকে উল্লাসঋদ্ধ করেছেন যা প্রায়ই বৃত্তিজীবীদের দম্ভ ও আত্ম-সচেতনতায় ভারাতুর হয়ে থাকে।'

ভিক্টর হারবার্ট। জন্ম—১ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ আয়র্লণ্ডের ডাবলিনে।
মৃত্যু—২৭ মে ১৯২৪ নিউ ইয়র্কে।

এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল

'যতটা দরকারী আমরা হতে পারি কেবল তাই হওয়া উচিত'

প্রথম শ্বেতাঙ্গ মানুষরা আমেরিকায় এসেছিল ধর্মীয় মুক্তির আশায়, যেটা ছিল তাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ। তারা ও তাদের বংশধররা বুঝেছিল যে অন্যলোকেরা, এমনকি তাদের সন্তান সন্ততিরাও সেই একই মুক্তিকামনা করবে নিজেদের জন্য। কিন্তু পৃথিবীতে শিখতে অনেক সময় লাগে। বেশির ভাগ মানুষ এখনও মনে করেন যে তাঁদের পথই একমাত্র ঠিক পথ এবং তাঁরা চান অন্য সকলেই তাঁদের মতে চলুক। কখনও কখনও অবশ্য এমন দুয়েকটা লোক থাকেন যাঁর ছেলেবেলার প্রিয় ইচ্ছাগুলি থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে ব'লে নিজের ছেলের ইচ্ছাপূরণ করেন; উদার হৃদয় লোক নিজে যে সুযোগ নষ্ট করেছেন ছেলেকে সেই সুযোগ দেন।

আব্রাহাম লিংকন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তখন নিউ ইয়র্ক শহরের কোয়েকার অঞ্চলের ২২০ নম্বর ক্লিনটন ষ্ট্রীটে টমাস ম্যাকডাওয়েল ব'লে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন আইরিশ ও স্কচ ধারার এক ধর্মনিষ্ঠ কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান। বালক হিসাবে টমাস যা হ'তে চেয়েছিলেন (তাঁর কড়া বাবা তাঁকে যা হ'তে দেননি) তা হ'তে পেলে হয়ত তিনি হতেন একজন শিল্পী। তরুণ বয়সে তিনি খুব ভাল আঁকতে পারতেন এবং শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বহির্জীবন তাঁর পছন্দ ছিল এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে দিন কাটাতে অনেক বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন সেই ধরনের লোক যাঁর অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, যেকোন শিল্পচর্চা পুরুষের উপযোগী কাজ নয়। না, তাঁর ছেলে ব্যবসা করবে। অতএব ফ্রেণ্ড টমাস দিনের পর দিন শহরের এক অফিসে গিয়ে জীবন কাটালেন।

তিনি বিয়ে করেছিলেন একটি সুন্দরী ইংরাজবংশীয় তরুণীকে, তিনি অবশ্য কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্তা ছিলেন না। তাঁদের দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। বড়ছেলে ওয়ালটারের বয়স যখন তিন, তখন এডোয়ার্ড আলেকজাণ্ডার জন্মালেন।

টমাসের ছেলেরা যখন ছোট তখন তারা যেত কোয়েকারদের রবিবাসরীয় সভায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা শক্ত বেঞ্চিতে বসে থাকত ; প্রায়শই পূর্ণ নীরবতার মধ্যে। সেখানে কোন রকম বাণীদান হ'ত না, কোন গান বাজনা হ'ত না। সব কিছু চুপচাপ থাকত যতক্ষণ কোন দৈবীচেতনা কোন কোয়েকারকে মুখর করত। সভাগৃহের একপাশে বসতেন মহিলারা, আরেক পাশে পুরুষরা। তাঁরা বাচ্চাদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। এই নীরব সভাগুলি এডোয়ার্ডের মনে এত গভীর নাড়া দিয়েছিল যে, যখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হিসাবে চার্চে যেতেন (যেখানে সুন্দর গানবাজনা ও বাণীপাঠ হ'ত) তখন সংস্কার বশত দরজার কাছে বসতেন। তিনি একথা ভুলতে পারেননি যে হয়ত তিনি ধরা পড়তে পারেন—এবং গির্জার ঘেরা আসনে তাঁকে আটকে রাখা হতে পারে, যেখান থেকে মুক্ত হবার কোন সুযোগ নেই।

যদিও টমাস দেখলেন যে তাঁর ছেলেরা ভাল কোয়েকাররূপে জীবন সুরু করেছে তবু তিনি তাঁর নিজের পিতার তুলনায় নিজের ছেলেদের প্রতি অনেক বেশি সদয় হলেন। তাঁর ও তাঁর কড়া মেজাজের পিতৃসূত্রে সম্ভবত স্কচ-আইরিশ বংশধারা থেকে কিছুটা রক্ত এডোয়ার্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

পৃথিবীর কিছু সুন্দর লোকসংগীত এসেছে স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড থেকে। পুরানো আয়র্ল্যাণ্ডের লোককাহিনী ও রূপকথায় ছুরী পরীদের উল্লেখ থাকত যা মানুষ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। আমেরিকার কোয়েকার-বালক এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল হয়ত তাঁর আইরিশ ও স্কচ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি বনজঙ্গলের ক্ষুদে অশরীরীদের সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও রূপকথা তিনি ভালবাসতেন। শহরের ছেলে হলেও তাঁর পক্ষপাত ছিল গ্রামের ওপর, যেখানকার বনেজঙ্গলে একা একা ঘুরে তিনি গোপন মিত্রভাবাপন্ন পরীদের সঙ্গে মিশবেন।

এডোয়ার্ড নিশ্চয়ই তাঁর পিতার কাছ থেকে চিত্রবিদ্যার উত্তরাধিকারও পেয়েছিলেন, কেননা ছবি এঁকে তিনি বহু সময় কাটাতেন এবং ভাল ছবি আঁকতেন। যখন তাঁর মা তাঁকে একটা ছবি-আঁকার খাতা দিলেন তখন বাবা বাধা দিলেন না তাঁর ছোটবেলার ছবি আঁকার ব্যাপারে নিগ্রহের কথা মনে ক'রে।

এডোয়ার্ডের মা যদিও সংগীত বা চিত্রবিদ্যা উভয়তই অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু

ছেলের সম্পর্কে তাঁর খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এডোয়ার্ডের কৌতুক সৃষ্টি করবার এক স্বাভাবিক চেতনা আছে। তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর কোয়েকার-গৃহাভ্যন্তরে এমন একটা ছেলে আছে যার রুচি সংগীত, রং, পরীর গল্প, রোমাঞ্চ প্রভৃতি এমন সব ব্যাপারে যেগুলো কোয়েকারদের কাছে চাপল্য ব'লে বিবেচিত হয়। এমন এক ছেলে যার শিক্ষা ও প্রবৃত্তি বিরুদ্ধতার সমবায়ে গঠিত। তিনি মনে করতেন, ছেলেটিকে সাবধানে মানুষ করা দরকার। একাধারে শহরের ছেলে ও কোয়েকার, যার মন পূর্ণ হয়ে আছে দিবাস্বপ্নে, যার কল্পনাশক্তি তাকে নিয়ে যায় ছলনার মায়াময় বিশ্বে, সে নিশ্চয়ই সাধারণের একটু বাইরে।

তিনি মেয়েলি স্বভাবেরও ছিলেন না। তিনি খেলনা ভেঙে ফেলতে পারতেন এবং একবার বড়দিনে যখন তিনি ও ওয়ালটার কলের পুতুল চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন ভেঙে ফেললেন সেটা। তিনি মারামারিও করতেন—একেবারে যা অ-কোয়েকারসুলভ আচরণ। জনযুদ্ধের সময় একদিন, যখন দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল দেশে, এডোয়ার্ডের সঙ্গে রাস্তায় এক বিদেশী ফচকে ছেলের দেখা হয়, সেই ছেলেটা পতাকা সম্বন্ধে অপমানজনক কথা বলে। এডোয়ার্ডের তা সহ্য হ'লনা। তিনি রাস্তার ছেলেটাকে বসিয়ে দিলেন দু ঘা, আর তাঁর মা তাঁদের দুজনকে নালীর মধ্যে গড়াগড়ি যেতে দেখলেন। কয়েক বছর পরে, যখন ষোল সতেরো বছর বয়সে এডোয়ার্ড জার্মানীতে পড়াশুনো করছিলেন তখন একদিন তিনি এক আমেরিকান বন্ধুর (যাকে বিদেশে আমেরিকানের মত দেখাত) সঙ্গে যাচ্ছিলেন। একজন ডাঁটিয়াল জার্মান পুলিসকে তাঁর বন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুনলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। বন্ধুরা তাঁকে ঠেকালো কেননা সেটা তাঁর স্বদেশ নয়। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, যদিও এডোয়ার্ড লাজুক ও সংবেদনশীল ছিলেন তবু প্রয়োজনে ন্যায্য ব্যবহার পেতে প্রস্তুত থাকতেন।

ছোটবেলায় মাতাপিতা তাঁদের সেণ্ট্রাল পার্কে নিয়ে যেতেন চড়ুইভাতি করতে ও ছুটোছুটি করার সুযোগ দিতে। তখনকার দিনে রাস্তাগুলো এখনকার মত বাঁধানো ছিল না। তখন ট্যাক্সি ও বাস ছিল না। ফিফথ্ অ্যাভেনিউর দোকান ঘরগুলির পরিবর্তে তখন ছিল সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ আর সেণ্ট্রাল পার্কটা ছিল একটা দেশের মত। পার্কটা ম্যাকডাওয়েলদের বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে ছিল ক্লিনটন ষ্ট্রীটের দিকে। মিঃ ম্যাকডাওয়েল পারিবারিক ঘোড়া

হোয়াইটিকে বেঁধে নিজেই গাড়ি চালিয়ে সপরিবারে নোংরা রাস্তা ধ'রে যেতেন বহু-আকাঙ্ক্ষিত বাইরে বেড়াতে। রাস্তায় সৈন্যরা কালো-নীল পোশাকে কুচ-কাওয়াজ ক'রে যেত। পোশাক-আশাক তখন অন্য রকমের ছিল। মহিলারা পরতেন ঘাঘরা দেওয়া স্কার্ট যা বেড়াবার পথে ছড়িয়ে পড়ত। ছোট মেয়েরা ফ্রকের তলা থেকে ঝুলিয়ে প্যান্টেলেট পরত। ছোট ছেলেরা পরত আঁটো জ্যাকেট। বুড়োরা পরতেন আব্রাহাম লিংকনের মত লম্বা টুপী, আঁটো পাজামা এবং লেবু রঙের দস্তানা। গাড়ি টানত ঘোড়ায়। স্কাইস্ক্র্যাপার ছিল না, ঘরঅলা বড়বড় বাড়ি ছিল না। বৈদ্যুতিক আলো ও টেলিফোন ছিল না ব'লে লোকে অলসভাবে জীবন যাপন করত।

রেডিও ছিল না ব'লে লোকে বেশি সময় পড়াশুনো করত অথবা নিজের বিনোদনের জন্য অন্য কিছু করত। বাড়ির ভেতরে যখন থাকতেন তখন এডোয়ার্ড খুব পড়তেন এবং ঘরে বাইরে ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। সে ছবি খুব সুন্দর। সেই ছবির বইয়ে তিনি একটা আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন চোদ্দ বছর বয়সে। তার থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি একটা সুন্দর গোঁফ রাখতে চলেছেন।

ম্যাকডাওয়েল বালকদের সংগীতের প্রথম দীক্ষা ঘটেছিল পিতামহ ম্যাক-ডাওয়েলের কৃষিক্ষেত্রে ভ্রমণের সময়। খুড়তুতো দাদা (ওয়ালটারের চেয়ে এক বছরের বড) চার্লস্ ম্যাকডাওয়েলও সেখানে ছিল। একদিন খুব শীতের ভোরে তাঁরা যখন প্রাতঃরাশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন এডোয়ার্ডের মা ছেলেদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে গান শেখালেন :

'কদম, কদম, কদম ছেলেরা চলে....'

উত্তরাঞ্চলের সকলে এই সমর-সংগীতটি গাইত। ছেলেরা হাততালি দিয়ে গান করতে করতে ঘরের মধ্যে কুচকাওয়াজ করতে থাকল। সবচেয়ে ছোট প্রায় তিন বছরের এডোয়ার্ড একই সঙ্গে সবচেয়ে ভাল গাইতে ও ছন্দরক্ষা করলেন। প্রথম থেকেই তাঁর প্রতিভা এত লক্ষণীয় ছিল যে, বাড়ী থেকে তাঁকে সংগীত শিক্ষার জন্য পিয়ানো কিনে দেওয়া হ'ল। তাঁর শিক্ষক, দক্ষিণ আমেরিকার এক ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ করা হ'ল ম্যাকডাওয়েলদের বাড়িতে থাকবার জন্য। পিতামহের পক্ষে ব্যাপারটা নিদারুণ মনে হ'ল। তাঁর মনে হ'ল এডোয়ার্ডের 'কিছু দরকারী কাজ' শেখা উচিত। অর্গান বাদকের সঙ্গে বাঁদরের মত তিনি সকল সংগীতকারকে একশ্রেণীতে ফেলতেন।

এই জাতীয় মনোভাব আমেরিকানও নয় কোয়েকারসুলভও নয়। এই মনোভাব এসেছিল পুরানো ইউরোপ থেকে। র‍্যাকম্যালিনফ বা সিবেলিয়াস সম্পর্কে পড়লে দেখা যায় তাঁদের পিতামহরাও ঐ একভাবেই ভাবতেন। যখন সংগীতকারদের ভৃত্যদের সমগোত্রীয় মনে করা হ'ত তখন থেকে এই পূর্বসংস্কার চলে এসেছে। কেবল রাজপুত্ররা তাঁদের সভায় সংগীতকারদের রাখতে সমর্থ হতেন। এমনকি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতকার হেড্‌ন্ তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজপুত্র এস্টারহ্যাজির সভায় ভৃত্যের পোশাক পরতেন। এই অবস্থার বিরুদ্ধে বেতোফেন লড়াই করেছিলেন। তিনি একদা তাঁর দয়ালু পৃষ্ঠপোষক রাজপুত্র লোবকোভিৎজকে যথেষ্ট কঠিন ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি মনে করেন তাঁর প্রতিভা ও কৃতি তাঁকে সেই স্থানে তুলেছে, যা ধনী ও অভিজাত মানুষের মত শ্রদ্ধা দাবী করতে পারে। বেতোফেনের স্বাধীনচিত্ততা ইউরোপে সংগীতকারদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অপরপক্ষে কিছু লেখক ও সংগীতকার পৃষ্ঠপোষকতার প্রাক্তন রীতির মধ্যে ভাল জিনিস দেখেছেন। ভিক্টর হারবার্ট মনে করতেন যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতাব অভাব সেখান-কার সাংগীতিক অনগ্রসরতার সবচেয়ে বড় কারণ। সুনিশ্চিতভাবে এটা সত্যি যে, যেহেতু আমেরিকা শিল্পের উৎসাহ ও অনুশীলনের মত উন্নত ও সম্পদশালী তাই সেখানকার সংগীত অগ্রসর হয়েছে।

এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি শিক্ষকের উৎসাহ বাড়িয়েছিলেন এবং সংগীত শিক্ষা উপভোগ করতেন কিন্তু তিনি অনুশীলন করতে ভালবাসতেন না। অনেক বেশি পছন্দ করতেন পিয়ানোর উপযোগী সুর সৃষ্টি করতে। গল্প ও ছবি বানাতেও তিনি ভালবাসতেন। কখনও কখনও শিক্ষক মশাই এডোয়ার্ডকে একটা সংগীতাংশ কেমন ক'রে বাজাতে হয় তা দেখাতে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করতেন যে তাঁর ছাত্র ইতিমধ্যে গানের খাতায় তাঁর একটা ছবি শান্তভাবে আঁকছে।

এডোয়ার্ডের কতকগুলি নির্দিষ্ট মতামত ছিল। তিনি ডাক নাম পছন্দ করতেন না এবং এড বা এডি ব'লে ডাকলে অপছন্দ করতেন। তিনি অপছন্দ করতেন নাচের ইস্কুলে যেতে অথবা কেউ তাঁকে চুমু খেলে। নাচের ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন বোধহয় মিসেস ম্যাকডোয়েল, কেননা নাচের ইস্কুলে যাওয়াটা অ-কোয়েকারসুলভ। অবশ্য এডোয়ার্ড সেখানে যেতেন এবং তাঁর সৌন্দর্য, কালো চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ, চমৎকার গায়ের রং ও লালচে গালের জন্য

মেয়েরা তাঁকে বেশি পছন্দ করত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর ভাল ছন্দজ্ঞানের জন্য তিনি স্বভাবত একজন ভালো নর্তক ছিলেন কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করতেন বেসবল খেলতে।

ইতিমধ্যে একজন তরুণী অপূর্ব পিয়ানো বাদিকা এলেন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবং নিউ ইয়র্কে তাঁর কনসার্ট জনসমাগমের মধ্যে রূপায়িত হ'ল। তাঁর নাম তেরেজা ক্যারেনো, শ্রেষ্ঠ পিয়ানো বাদিকাদের মধ্যে অন্যতমা। সেই সময় তাঁর বয়স আঠারো, কিন্তু ন বছর বয়স থেকেই তিনি অসাধারণ বাজাতেন। এডোয়ার্ডের দক্ষিণ আমেরিকান শিক্ষক মিঃ বুইট্রাগোর সূত্রে আলাপ হ'ল এবং ক্যারেনো ম্যাকডাওয়েলদের বাড়ি এলেন। যখন এডোয়ার্ড তাঁর জন্য বাজালেন তখন তিনি তাঁকে শেখাতে চাইলেন। মিঃ বুইট্রাগো বেহালাবাদক ছিলেন বলে পিয়ানো শেখানো তাঁর পক্ষে একটু প্রণালীহীন ছিল। এডোয়ার্ড এবার একজন মস্ত পিয়ানো শিল্পীর কাছে শিখতে লাগলেন। ক্যারেনো ছিলেন স্পেনীয় সুন্দরী তার সঙ্গে ছিল উষ্ণ ব্যবহার। তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে ভালবাসতেন আর সে-অভিব্যক্তি ছিল অ-কোয়েকারসুলভ। অতএব এডোয়ার্ড যখন তাঁর পক্ষে প্রীতিকর ভাবে বাজাতেন তখন ক্যারেনো তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেতে চাইতেন। এডোয়ার্ড তা ঘৃণা করতেন। ক্যারেনো খুব শীঘ্রই তাঁর মনোভাব বুঝে ফেললেন। তারপর থেকে যখনই তিনি অনুশীলন করতেন না বা ভাল বাজাতেন না তখন তিনি তাঁকে ভৎর্সনা করতেন না, শুধু চুমু খাবেন ব'লে ভয় দেখাতেন। তার ফলে তিনি সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে অনুশীলন করতেন।

তিনি প্রথমে এক সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, পরে এক বেসরকারী ফরাসী বিদ্যালয়ে। থার্ড অ্যাভেন্যুর ইষ্ট ১৯ নং রাস্তায় বাসকালে এডোয়ার্ড একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন, সংগীত বা চিত্রবিদ্যার জন্য নয়, বরং এমন এক ব্যাপারে যা তাঁর পিতাকে ভীত ক'রে তুলেছিল। একদিন খুড়তুতো দাদা চার্লিসহ বালকরা দোতলায় ছিল। ওয়ালটার বললেন :

'এডি কি করেছে জানো, চার্লস্?'

'জানি না তো। কি?'

'এডি একটা দারুণ ছেলে!' ভাইয়ের গর্বে ওয়ালটার বলে চললেন। 'গ্যাখো এটা' ডেস্ক থেকে একটা ছোট মুক্তা লাগানো রৌপ্যখচিত রিভলবার বার ক'রে ওয়ালটার বললেন,

'একটা লক্ষ্যভেদের খেলায় এটা জিতলে কেমন লাগত তোমার? এডি জিতেছে।'

তারা বাড়ির পেছন দিকে গেল এবং ওয়ালটার ইঁটের দেয়ালে একটা কার্ড ঝুলিয়ে দিলেন নিশানাস্বরূপ। ওয়ালটার ও চার্লির বন্দুক চালানো হলে তারা দেখতে চাইলো এডি কত ভাল ছুঁড়তে পারে।

এর কয়েকদিন আগে যখন এডি একটা রিভলবার নিয়ে সাধারণ মেজাজে বাড়ি এসেছিলেন তাঁর বাবা কড়া ভাবে জিগ্যেস করেছিলেন কোথা থেকে তিনি ওটা পেয়েছেন। এডোয়ার্ড বলেছিলেন থার্ড অ্যাভেন্যু দিয়ে যাবার সময় তিনি একটা লক্ষ্যভেদের গ্যালারিতে জানলায় ওটা ঝুলছে দেখে জেনেছিলেন ওদিন যে সবচেয়ে ভাল নিশানা করতে পারবে সে ওটা পাবে। সেইজন্য তিনি ঢুকেছিলেন ভেতরে আর পুরস্কারটা পেয়েছিলেন।

বাবা কথাটা বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি পিস্তলটা ও ছেলেকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যভেদের গ্যালারিতে গেলেন। সেখানকার মালিক তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলল যে মিঃ ম্যাকডাওয়েলের ছেলে অন্যান্য নিপুণ লক্ষ্যবিদ্‌কে ভাল ভাবে হারিয়ে রিভলবারটা পুরস্কার পেয়েছে। অমন প্রতিভাবান ছেলের জন্য তিনি বাবাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আরো কয়েক বছর পরে এডোয়ার্ড খুব ভালো পিয়ানোবাদক ও সুরকার হয়ে ওঠেন। কিন্তু ততদিনে তাঁর বাবা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

এডোয়ার্ডের বারো বছর বয়সে মা তাঁকে বিদেশে নিয়ে গেলেন। ছেলে যেতে চাইল তার প্রিয় রূপকথার দেশ আয়র্ল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে—যেখানে তার নিজের পূর্বপুরুষরা ঘাঘরা পরতেন। যেতে চাইল ইংলণ্ডে যেখান থেকে মা-র পরিবার এসেছেন। অতঃপর তিনি যেতে চাইলেন অবশ্য ফ্রান্সে, ইস্কুলে-পড়া ফরাসী ভাষা কাজে লাগাবার জন্য এবং জার্মানীতে সংগীত শোনবার জন্য।

সেই গ্রীষ্মের অভিজ্ঞতাবহুল দিনগুলো এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল কখনও ভোলেন নি। পরবর্তী জীবনে 'সি পিসেস' নামে তিনি যে সুররচনা করেন তাতে তিনি 'মধ্য সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমান হিমশৈল' সম্পর্কে প্রথম অনুভূতি স্মরণ করেছেন। বেশির ভাগ আমেরিকান প্রথমবার সমুদ্র ভ্রমণের সময় প্রথম তীর্থযাত্রীদের কথা ভাবেন। ভাবেন 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজের মানুষগুলি তিনমাস সমুদ্র বাসের সময় বিরাট আটলান্টিককে কেমন না জানি মনে করেছিলেন। ম্যাকডাওয়েলও এই ভাবনার স্মৃতিতে লিখেছেন এ. ডি. ১৬২০ সংগীতটি।

নিপুণ লক্ষ্যবিদ্ উইলিয়াম টেলের বাসস্থান তিনি দেখলেন সুইজারল্যাণ্ডে। রাইনের বুকে এক স্টিমারে ভ্রমণের সময় তাঁরা দেখলেন পুরানো কালের ডাকাত-ব্যারনদের দুর্গসমূহ। কিন্তু প্যারিসে এমন এক অভিজ্ঞতা হ'ল যা এডোয়ার্ড দীর্ঘকাল মনে আনতে চান নি।

একদিন সুন্দর সেই ফরাসী শহরে তিনি মিছরি খেতে চাইলেন। তিনি ফরাসীদেশের মিষ্টির কথা শুনেছিলেন এবং প্যারিসের রাস্তায় ঘুরছিলেন একটা মিষ্টির দোকানের সন্ধানে। সেখানকার দোকানগুলো অন্যরকম দেখতে এবং কোন দোকানের জানলায় তিনি মিষ্টি দেখতে পেলেন না। তারপর একটা দোকানের সাইনবোর্ডে Confections কথাটা দেখে তিনি ছোট দোকানটায় ঢুকে তরুণী বিক্রয়িত্রীকে বললেন Confections দিতে। দোকানের তাকে কোন রকম মিষ্টি ছিলনা কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁর নিতান্তই ফরাসীদেশীয় মনে হয়েছিল। তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন দোকানী মেয়েদের মুখটেপা হাসি এবং মজামারা চোখ দেখে। যখন তারা তাঁর জন্য 'দ্য কনফেকসনস্' আনল তখন তিনি ভয় পেয়ে দেখলেন যাকে তিনি মিছরি ভেবেছিলেন তা হ'ল সিল্ক ও লেসের তৈরি মেয়েদের অন্তর্বাস ও ড্রেসিং গাউন! এমন শিক্ষা তাঁকে আর পেতে হয়নি। তিনি রাঙামুখে দোকান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেন।

তেরো বছর বয়সে তিনি নিউ ইয়র্কের ফরাসী বিদ্যালয়ে পাঠ করলেন এবং তারপরে চলল সংগীত শিক্ষা। তাঁর মা-র সঙ্কল্প ছিল তাঁকে একজন বিরাট পিয়ানোবাদক বানাবার। ইউরোপ ভ্রমণের তিন বছর পরে তাঁরা দুজনে আবার বেরোলেন। এসময় এডোয়ার্ড পনেরো বছরের। এবারে তাঁকে প্যারিসে ফরাসী সংগীত বিদ্যালয়ের প্রধানের অধীনে ভর্তি করা হ'ল গভীরভাবে সংগীত অনুশীলনের জন্য। পিয়ানো ছাড়াও সংগীত তত্ত্ব ও সুররচনা শিক্ষা তিনি সুরু করলেন অধ্যবসায়ের সঙ্গে সকাল ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। তার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় নিজেকে নিখুঁৎ করাও চলল।

একদিন তিনি ফরাসী ভাষার ক্লাশে ছবি আঁকার ইচ্ছা বোধ করলেন। যখনই তিনি হাতে পেন্সিল পেতেন তখনই আঁকতেন। শিক্ষকমশাই যখন দেখলেন তাঁর ছাত্র ফরাসী ব্যাকরণের তলায় কিছু একটা লুকোচ্ছে

তখন সেটা দেখতে চাইলেন। এডোয়ার্ড ভর্ৎসনা আশা করেছিলেন, কেননা তিনি শিক্ষকমশাইয়ের নিখুঁত প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, মায় তাঁর অস্বাভাবিক ঢাউস নাকটা পর্যন্ত। কিন্তু শিক্ষকমশাই ছবিটা দেখে, এডোয়ার্ডকে অবাক ক'রে জিগ্যেস করলেন, কোথায় তিনি ছবি-আঁকা শিখেছেন। ছাত্র স্বীকার করলেন যে তিনি কোথাও শেখেননি ছবি-আঁকা। ফরাসী শিক্ষক অবাক হলেন, কেমন ক'রে তিনি এমন দক্ষতা অর্জন করলেন তা ভেবে এবং তাঁকে বললেন ছবি-আঁকা চালিয়ে যেতে।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হ'ল না। কিছুদিন পরে ফরাসী শিক্ষক মিসেস ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন যে তাঁর একজন বিরাট শিল্পীবন্ধু আছেন। তাঁকে তিনি এডোয়ার্ডের আঁকা ছবি দেখিয়েছেন, কেননা এডোয়ার্ড নিখুঁৎ ভাবে তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছে ব'লে তিনি অত্যন্ত খুসী হয়েছেন। ছবি দেখে শিল্পী এক বিস্ময়কারী প্রস্তাব করেছেন। তিনি যে শুধু এডোয়ার্ডকে তিন বছর বিনা বেতনে ছবি-আঁকা শেখাবেন তাই নয়, তার থাওয়া-থাকারও ভার নেবেন। তিনি উচ্চাশা পোষণ করেছেন যে এডোয়ার্ড একজন মস্ত চিত্রকর হবে।

এটা প্রলুব্ধ করার মত আকর্ষণ। কেননা ইউরোপে সংগীত শেখাতে ম্যাকডাওয়েলদের প্রচুর অর্থ খরচ লাগছিল। ছেলেকে আদৌ পাঠাবার সময় খরচের ব্যাপারটা তাঁদের যথেষ্ট ছকে নিতে হয়েছিল। এখন হঠাৎ এডোয়ার্ডের কাছে একটা সরল সহজ উপহারের মত সুযোগ এল এমন একটা শিল্পে পরিপূর্ণ হবার জন্যে, যে ব্যাপারেও তাঁর প্রতিভা ছিল। তিনি কি হবেন, চিত্রকর না পিয়ানোবাদক? তিনি ইতিমধ্যে সংগীতের জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন; আর ছবি আঁকাটা ছিল মজা। তিনি দুটোই ভালবাসতেন। একটা শিল্পের অনুধাবন ব্যয়সাপেক্ষ, আরেকটি বিনামূল্যে। দুটোর যে কোনটাতেই প্রচুর খাটতে হবে, কেননা কোন কিছুতেই বিশেষজ্ঞ হ'তে গেলে প্রতিনিয়ত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। দুই ব্যাপারেই প্রতিভাবান আরেকজন সুরকার ঠিক একই সমস্যার মুখোমুখী হয়েছিলেন। তাঁর নাম চার্লস্ গুনো, যিনি সুর রচনার জন্য আকাঙ্খিত 'প্রি দ্য রোম' পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং ছবি-আঁকার জন্যও একটা ভাল প্রস্তাব পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সংগীতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গিয়েছিলেন। এবং ম্যাকডাওয়েলও তাই করলেন। তাঁর মা ফিরে

গেলেন আমেরিকায় এবং এডোয়ার্ড প্যারিসে রইলেন তাঁর প্রথম শিক্ষক মিঃ বুইট্রাগোর সঙ্গে যিনি তাঁদের সঙ্গে ইউরোপ এসেছিলেন।

এডোয়ার্ড একটি ছুটি কাটালেন চারট্রাসের কাছে এক কৃষিক্ষেত্রে একজন ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে। একটা ফরাসী পরিবারের সঙ্গে বাস করার অভিজ্ঞতাটুকু হয়েছিল চমৎকার। গ্রামীন চার্চের অর্গানবাদক যখন আবিষ্কার করলেন যে, একজন সংগীতবেত্তা কাছেই থাকে তখন তিনি তাকে তাঁর পরিবর্তে দিয়ে নিজে ছুটি নিয়ে চলে গেলেন। তরুণ ম্যাকডাওয়েল একটা চার্চে অর্গান বাজাতে লাগলেন যেখানকার প্রার্থনানুষ্ঠান তাঁর শৈশবের সেই কোয়েকারদের অনুষ্ঠানের থেকে অনেক বিপরীত।

প্যারিসে দু বছর সংগীতশিক্ষার পর তিনি অশান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বাখের রচিত বেশির ভাগ প্রেল্যুড ও ফিউগকে অন্য চাবিতে পরিবর্তন করলেন যা অসামান্য সংগীত শৃঙ্খলার পরিচয়, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল পিয়ানো বাজনার অগ্রগতি যতটা দ্রুত হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। তিনি একটা পরিবর্তন চাইলেন। তিনি জানতেন যে প্যারিসে তিনি সংগীতের এক দৃঢ ভিত্তি অর্জন করেছেন, কিন্তু মহান রুবিনস্টিনের বাজনা শুনে তিনি বুঝলেন যে ফ্রান্সে তিনি কখনও অমন বাজাতে শেখেন নি। অতএব তিনি একজন খুব বড পিয়ানো বাদকের কাছে কাজ করতে চাইলেন। একবছর তিনি সুন্দর ছোট জার্মান নগরী উইসবাদেনে শিক্ষা নিলেন, তারপরে ভর্তি হলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের সংগীত বিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি সুররচনা শিখলেন রফ্-এর কাছে, তাঁর কিছু রচনা এখনও পিয়ানোর ছাত্ররা অনুশীলন ক'রে থাকে। যাঁর শিক্ষকরা ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন ও উৎসাহদাতা। দু বছর পরে ম্যাকডাওয়েলের বাজনা হ'ল অসামান্য এবং তাঁর পিয়ানো শিক্ষক হেম্যান অসুস্থ হ'লে তাঁর স্থলে এডোয়ার্ডকে শিক্ষকরূপে সুপারিশ করলেন। কিন্তু সকল জার্মান অধ্যাপক সহানুভূতিশীল ছিলেন না। সব সময়েই কিছু 'বুড়ো ভাম' সংগীতকার থাকে (নবীন বা প্রবীণ) যারা শতচেষ্টাতেও তাদের সংগীতে প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে যে, স্বরলিপিসম্মত বাজালেই যথেষ্ট। শিল্প বা জীবনের সঙ্গে জড়িত মানবিকতার অংশটুকুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না, তারা ভাবে শুদ্ধতার কথা অর্থাৎ স্বরলিপি, নিয়ম, হাতের অবস্থান, পেশী সঞ্চালন

বা এই ধরনের সব ব্যাপার। অবশ্য সেগুলি প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বরলিপি বাজাতে হয় জীবন দিয়ে, রাঙা রক্ত দিয়ে। তবে তারা বেঁচে ওঠে। সুর সম্পর্কে সিবেলিয়াস বলেছেন যে তারা 'জীবন্ত'। এই ধরনের অধ্যাপকদের কেউ কেউ ম্যাকডাওয়েলের তাজা ও প্রাণবন্ত বাজনা অনুমোদন করতেন না এবং তাঁরা হেম্যানের জায়গায় তাঁকে সংগীত শিক্ষাদান করতে দিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রফ্ তাঁর কাছে কিছু ছাত্র পাঠালেন এবং ম্যাকডাওয়েল জার্মানীতে সংগীত শিক্ষাদান সুরু করলেন।

এই সময় তাঁর চমৎকার দেহাবয়ব, সুন্দর রং, গভীর নীল চোখ, লালচে গোঁফ ও ঘনকালো চুলের জন্য তাঁকে 'সুদর্শন আমেরিকান' বলা হ'ত।

তাঁর উনিশবছর বয়সে এক গ্রীষ্মের দিনে খুড়তুতো দাদা চার্লস ফ্রাঙ্কফোর্টে এলেন এক উঁচু সাইকেলে চড়ে। তাঁদের দুজনের মধ্যে কয়েকবছর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এডোয়ার্ড তাঁর উপযুক্ত ঘরে দাদাকে বসালেন এবং বিদেশে এডোয়ার্ডের সহজ জীবনযাপন ও কর্মধারা দেখে চার্লস্ খুব খুসী হলেন, যেমন খুসী হয়েছিলেন বাচ্চা এডোয়ার্ডকে লক্ষ্যভেদ ক'রে রিভলবার পেতে দেখে।

সদয় রফ্ তাঁর প্রিয় আমেরিকানের কাছে যে সব শিক্ষার্থী পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল কনেকটিকাটের মিস ম্যারিয়ান নেভিন্স্। যুক্তরাষ্ট্রের এই মেয়েটি সম্পর্কে রফের মত ছিল এই যে, সে তাঁর দেশীয় ভাষার শিক্ষকের কাছে ভালতর করবে যদিও মেয়েটির একজন আমেরিকানের কাছে সংগীতশিক্ষা সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব ছিল কেননা যেহেতু সে ইউরোপ এসেছিল সংগীতশিক্ষার্থে। অবশ্য সে ম্যাকডাওয়েলের কাছে একবছর সংগীত চর্চা করতে সম্মতি দিয়েছিল। ম্যাকডাওয়েলও অভিজ্ঞতার জন্য পছন্দ করতেন ইউরোপীয় শিক্ষার্থী। প্রথম বছর তিনি তাকে কিছু বাখ্ ও এটুড্ শেখালেন এবং কোন কোন পুরো সংগীতাংশ শেখালেন না আর এত ভয়ানক শিক্ষাভ্যাসের পরেও সে এমনকি ক্লারা শ্যুমানের কাছে শেখার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ম্যাকডাওয়েলের ছাত্রী রয়ে গেল।

রফ্-ই সর্বপ্রথম 'সুদর্শন আমেরিকানকে' সুররচনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি যখন এডোয়ার্ডের রচনা 'প্রথম পিয়ানো কনচের্টো' শুনলেন তখন বললেন সেটি লিজৎকে বাজিয়ে শোনাবার মত সুন্দর। অবশ্যই দুর্লভ প্রশংসা! রফ্ ম্যাকডাওয়েলকে লিজ্‌তের কাছে এক

পরিচয় পত্র দিয়ে পাঠালেন এবং একদিন আমেরিকান যুবকটি সাহস সঞ্চয় ক'রে লিজ্‌তের নিবাস উইমারের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু সেই মহান পিয়ানো বাদকের বাড়ি পৌঁছে, ভেতরে ঢোকার সাহস না পেয়ে তিনি দরজার বাইরে বেঞ্চিতে ব'সে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ভেতরে গেলেন কিন্তু ফিরে এসে আবার বারান্দায় বসলেন। লিজ্‌তের বিখ্যাত সংগীতশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে মোড়া স্বরলিপি হাতে নিয়ে দরজার কাছে উপবিষ্ট অকারণ ভীত যুবকটির কথা বলেছিল। তাই লিজ্‌ৎ হলের মধ্যে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডাওয়েল বুঝলেন বিশিষ্ট চেহারার এই ভদ্রলোকটিই সেই মহান শিল্পী যাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করতে এসেছেন। চিঠিটা দেবার পর তাকে ভেতরে অভ্যর্থনা করা হ'ল এবং তাঁর রচনা বাজাতে বলা হ'ল। যদিও এই নতুন ও বিস্ময়কর পরিবেশে এবং লিজ্‌ৎ ও তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ভয় ও লজ্জা নিয়ে তিনি বাজালেন তবু সেই মহান ব্যক্তি তাঁকে প্রশংসা করলেন শুধু তাঁর কনচের্টোকে নয়, তাঁর বাজানোকেও। এমনকি লিজ্‌ৎ তাঁর জন্য প্রশংসার চেয়েও বেশি করলেন; তাঁর প্রভাবে ম্যাকডাওয়েলের রচনা জার্মানীতে রূপায়িত হ'ল।

সুশিক্ষক রফ্‌ জানতে পেরে গৌরবান্বিত হলেন যে, ম্যাকডাওয়েলের 'প্রথম পিয়ানো কনচের্টো' লিজ্‌তের কথামত জার্মানীর এক সংগীত সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক রূপায়িত হবে। তিনি সেইদিনের প্রতীক্ষা করছিলেন; কিন্তু হায়, এমন সময় একটা আঘাত এল। অনুষ্ঠানের আগে রফ্‌ মারা গেলেন। ম্যাকডাওয়েল বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন কেননা তিনি তাঁর দয়ালু ও বুদ্ধিমান শিক্ষককে ভালবাসতেন। সহানুভূতির আশায় তিনি নিজের আমেরিকান ছাত্রী মিসেস নেভিন্সের কাছে গেলেন, সে তাঁকে পরামর্শ দিল কঠিনতর শ্রম করতে। দু সপ্তাহ পরে তিনি কনসার্টে তার সুইট্‌ বাজালেন এবং লোকের 'বাহবা' পেয়ে অবাক হলেন। তিনি এত বিনয়ী ছিলেন যে জীবনে এই প্রথম তাঁর মনে হ'ল তাঁর রচনা হয়ত অন্য কারুর ভাল লাগতে পারে। তিনি উৎসাহিত হলেন এবং যখন লিজ্‌ৎ তার প্রথম রচনাটি জার্মানীতে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করলেন তখন তিনি কনচের্টোটি লিজ্‌ৎকে উৎসর্গ করলেন। তারপর তিনি সুররচনা, অনুশীলন ও শিক্ষাদানে কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং আমেরিকান ছাত্রী নেভিন্সের প্রেমে পড়লেন।

তেইশ বছর বয়সে গ্রীষ্মকালে ম্যাকডাওয়েল একমাসের জন্য আমেরিকায় এলেন ও কনেকটিকাটে বিবাহিত হলেন। নববিবাহিত দম্পতি ইউরোপে ফিরলেন এবং জার্মানীতে বসবাস করবার আগে কয়েক সপ্তাহ বেড়িয়ে নিলেন।

ম্যাকডাওয়েল বেশ কয়েক বছর সেখানে শিক্ষাদান করলেন এবং স্বদেশে বাস করার জন্য যখন ফিরলেন তখন দেখা গেল তিনি যত বছর যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন ততবছর কাটিয়েছেন ইউরোপে।

ম্যাকডাওয়েলরা তখন বাস করতেন বস্টনে। সেখানে সুরকার বহু সাফল্যলাভ করলেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয়লাভ তিনি করলেন এক সন্ধ্যায় যখন বস্টন সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তিনি তাঁর 'দ্বিতীয় কনচের্টো' বাজালেন আর বাজালেন তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্যুইট্'। সেই সন্ধ্যায় তিনি এক পুষ্পমুকুট উপহার পেলেন যেটা তিনি তাঁর নিউ হ্যাম্পসায়ারের কৃষিক্ষেত্রে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতেন সবদা। তাঁর রচনার তারিফ করলে ম্যাকডাওয়েল যদিও খুব খুসী হতেন তবু প্রশংসাকালে তিনি লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করতেন। আন্তরিকতার অভাবকে তিনি ঘৃণা ও ভয় করতেন। তাঁর সংগীত শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হয়েছিল তা মাতাপিতাকে প্রত্যর্পণ ক'রে তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

বস্টনে বাসকালে তাঁর প্রিয় দুটো কুকুর ছিল। একটা কোলি, নাম ছিল শার্লেম্যান; আরেকটা ছোট টেরিয়ার, নাম চার্লি। ম্যাকডাওয়েলরা গ্রীষ্মকালে যে কৃষিক্ষেত্রে কাটাতেন সেখানে চার্লি ছিল সুরকারের নিত্যসঙ্গী। কালক্রমে চার্লি হয়ে ওঠে সংগীতবোদ্ধা কেননা তাকে শেখানো হয়েছিল ওয়াগনারের সংগীত শুনে সুখের চিৎকার করতে কিন্তু ব্রাহম্‌স্ শুনে নিরানন্দভাবে চেঁচাতে!

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের প্রধান অধ্যাপক পদে আমন্ত্রণ পেয়ে ম্যাকডাওয়েল তাঁর দেশীয় শহরে আবার বাস করতে এলেন। ইতিমধ্যে ক্লিনটন স্ট্রিটের যে বাড়িতে তিনি ছেলেবেলা কাটিয়েছেন সেটি আর ছিল না। তার জায়গায় একটা বিশ্রী বস্তিবাড়ি তৈরি হয়েছিল কেননা ঐ দিকটা ইস্ট সাইডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অভিবাসীরা সেখানে ভিড় করেছিল, যারা আমেরিকায় এসেছিল সহজ জীবনের আশায়। এই সময়েই ব্যালিন নামে এক অভিবাসী পরিবার রাশিয়া থেকে আসে এবং তাদের চার বছরের বালকটি বড় হয়ে জনপ্রিয় গীতিকার হয়ে ওঠেন। যাঁর নাম

আর্ভিং বার্লিন। 'আলেকজাণ্ডার'স্ র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড' ও 'গড ব্লেস আমেরিকা' যাঁর রচনা।

কলাম্বিয়ায় শিক্ষাদানকালে তিনি সর্বপ্রয়াস ব্যয় করেন এবং একটি সংগীত বিভাগ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যে সব ছাত্র ক্ষমতা ও শেখবার প্রবল ইচ্ছা দেখাতে পারত তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং তাদের মধ্যে যাদের টাকাপয়সা ছিল না তাদের বিনামূল্যে শেখাতেন। তাঁর ছিল চমৎকার রসবোধ ও সংক্রামক হাসি। একদা এক ছাত্র অনুশীলনী খাতার শূন্যস্থানে পর পর যতিচিহ্ন বসিয়ে সবশেষে তুটো তালচিহ্ন বসিয়েছিল, ম্যাকডাওয়েল যতিচিহ্নগুলি ঘিরে লাল দাগ দিয়ে ফেরৎ দেবার সময় খাতার পাশে মন্তব্য করেছিলেন : 'এইটুকুই একমাত্র সঠিক'।

অনুষ্ঠানের ঠিক আগে তাঁর মধ্যে একটা সদাচাঞ্চল্য আসত ব্যগ্রতা ও সন্দেহের দোলাচলে, অশান্ত আকাঙ্ক্ষা ও মঞ্চভীতির সমন্বয়ে। তাঁর স্ত্রী সাধারণত তাঁকে ঠেলে দিতেন মঞ্চের দিকে। শিক্ষাদানের দিকে বেশি সময় দিতে গিয়ে তাঁর বাজানোর ব্যাপারটা উপেক্ষিত হচ্ছিল সবচেয়ে। আর তাঁর বাজনা এত ভাল ছিল যে নিউ ইয়র্কের একজন সমালোচক বলেছিলেন পেডেরেস্কির পর অমন পিয়ানোবাদক তিনি আর দেখেননি। তবু ম্যাকডাওয়েল ভাল বাজাতে না পারলে ভেঙে পড়তেন।

শহরের বাইরে যেতে ভালবাসতেন তিনি এবং তাঁর কৃষিজীবীর সঙ্গে একঘোড়া তুচাকার গাড়ীতে চেপে নিউ হ্যাম্পসায়ার পার্বত্যভূমিতে ঘুরতে। দৈনন্দিন বাধাবিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন বেশির ভাগ সুর, এইজন্য নিউ হ্যাম্পসায়ারে তাঁর পিটারবোরো কৃষিক্ষেত্রে তাঁর একটা ছোট কাঠের ঘর ছিল। সেই ছোট ঘরটি এখনও সেখানে আছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রটা পরিণত হয়েছে লেখক-শিল্পী-সুরকার বা সেইসব লোকদের উপনিবেশে যাঁরা টেলিফোনের জবাব, মধ্যাহ্নভোজের নির্দেশ বা সারাদিনের অজস্র বাধার বাইরে ভাল কাজ করতে চান। ম্যাকডাওয়েলের মৃত্যুর পর মিসেস ম্যাকডাওয়েল অন্যান্য শিল্পীদের তাঁর স্বামীর মত ভাবনা ও রচনা করার শান্ত পরিবেশ দানের জন্য তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করতেন। ম্যাকডাওয়েল বনের মধ্যে এখন লুকিয়ে আছে কুড়িটা ঘর, অনেক আমেরিকান সুরকার সেখানে ক্ষণপ্রবাসী হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই ম্যাকডাওয়েল সর্বদা পড়তে ভালবাসতেন। জনৈক

ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁর ছিল 'মননশীল উৎসাহ এবং উদার সংস্কৃতি যা বেশির ভাগ সংগীতকারের মস্তিষ্কহীনতার অত্যন্ত বিপরীতধর্মী।' তাঁর রুচি কত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ তাঁর শখগুলি। যদিও তিনি ভীষণ কাব্যপাঠক ছিলেন এবং মধ্যযুগীয় রোমান্স ও রূপকথা জানতেন প্রচুর পরিমাণে, তবু তিনি পড়তে ভালবাসতেন মার্কটোয়েন ও আঙ্কল রেমুসের গল্প। বাগান করা, ফটো তোলা ও কাঠের কাজও তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি এমনকি বাগান ও বাড়ির ছক এঁকে দিতেন।

যখন তিনি জানতে পারলেন যে পিটারবোরো গ্রামে গল্ফ খেলার মাঠ নেই তখন তিনি একটা জমি কিনে গ্রামকে উপহার দিলেন, একজন উদার প্রতিবেশীকে প্ররোচিত করলেন একটা ক্লাবঘর করতে, এবং সকলকে ডাকলেন—এমনকি দরিদ্রতমকেও—সেখানে এসে 'রাজকীয় খেলায়' অংশ নিতে।

শিক্ষাদানে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, তাঁর সর্বদাই মনে হ'ত প্রত্যেকদিন সংগীতের কয়েকটা তালচিহ্ন লেখা দরকার। ফরাসীদেশে তাঁর প্রথমযুগের শৃঙ্খলাময়তা তাঁকে স্থির নিশ্চয় করেছিল যে, প্রত্যেকদিন রচনা ও পিয়ানো অভ্যাস করা প্রয়োজনীয়। তিনি কখনই পিয়ানোয় ব'সে সুররচনা করতেন না, কিন্তু প্রায়শই সুরবিহারকালে তাঁর মনে কিছু ভাব আসত যেগুলি তিনি খাতায় টুকে রাখতেন। পরে, কৃষিক্ষেত্রে গ্রীষ্মাবকাশে সেই ছোটখাট ভাবগুলোকে পূর্ণরূপ দিতেন। তাঁর চারটি বড় সোনাটার মধ্যে, তিনি মনে করতেন 'কেল্টিক সোনাটা'-ই সবচেয়ে পছন্দসই। তাঁর সমস্ত বড় রচনার মধ্যে এটাকেই সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সুসংগঠিত ব'লে বিবেচনা করতেন। এইটা এবং তাঁর 'নর্স সোনাটা' তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর প্রিয় সংগীতকার গ্রিগ্‌কে। ছোট রচনাগুলির মধ্যে তাঁর মোটামুটি পছন্দ ছিল 'সি পিসেস', কিন্তু তিনি ভালবাসতেন 'ইণ্ডিয়ান সুইটে'-র অন্তর্গত 'ডর্জি'।

বোহেমিয়ান সুরকার দভোরজাক যখন আমেরিকায় আসেন ও তাঁর 'নিউ ওয়ার্ল্ড' সিম্ফনি' রচনা করেন তখন ম্যাকডাওয়েলের মনে হয়েছিল তাঁর নিগ্রো সংগীতের ব্যবহারপদ্ধতি তাঁর রচনাকে 'আমেরিকান' ক'রে তোলেনি। তিনি মনে করতেন না যে, যাকে আমেরিকান পদ্ধতি বলে তা অত সহজে পাওয়া সম্ভব। তিনি নিজে যদিও ইণ্ডিয়ান সুর ব্যবহার করেছেন তবে সেই কারণে সংগীতকে 'আমেরিকান' ব'লে অভিহিত করেন নি। এলগারেরও

এমনি মনে হয়েছিল তাই সচেতনভাবে তিনি লৌকিক সুর ব্যবহার করেন নি। ম্যাকডাওয়েল বলেছেন :

'মানুষ সাধারণত তার পোশাক-পরিচ্ছদ বা বৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন আমরা একজন মানুষকে তার পোশাকের সঙ্গে একীভূত দেখি তখন তার সম্পর্কে কমই চিন্তা করি। সংগীতেও তাই। তথাকথিত রাশিয়ান, বোহেমিয়ান বা অন্য যে কোন খাঁটি জাতীয়তাবাদী সংগীতের শিল্পক্ষেত্রে কোন স্থান নেই, কেননা, তার বৈশিষ্ট্য যে কেউ নকল করতে পারে। অপরপক্ষে সংগীতের সবচেয়ে অপরিহার্য উপাদান, আত্মতন্ত্র, একক। যে-সংগীত 'ব্যবস্থাপত্র' অনুসারে তৈরি হয় তা সংগীত নয়, দর্জিগিরি। ঐভাবে জাতীয় সংগীত বানানো শিশুসুলভ। যে-সংগীতকার তাঁর প্রতিভার প্রতিধ্বনি করবেন তাঁর সংগীতে, তাঁকে জনতার অংশ হয়ে দেশকে স্বরূপত ভালবাসতে হবে এবং দেশবাসী দেশকে যা দিয়েছে তাঁকেও তাঁর সংগীতে তা দিতে হবে। আমেরিকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকার, জনতা ও সুরকার উভয়তই, ইউরোপীয় চিন্তা ও সংস্কার যা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেই সংযম থেকে চরম মুক্তি। বোহেমিয়ায় নিগ্রোপোশাকের তথাকথিত জাতীয়তার ছদ্মবেশ আমেরিকানদের সহায়তা করবে না। আমাদের যেখানে পৌঁছাতে হবে তা হ'ল : যৌবনোচিত আশাবাদী উদ্দীপনা ও আত্মশক্তির নির্ভীক সংসক্তি যা আমেরিকানদের বিশেষত্ব।'

গম্ভীর সংগীতের প্রথম আমেরিকান সুরকার, যাঁর নাম ও রচনা ইউরোপে পরিচিত ও প্রকাশিত, তিনি চল্লিশ বছরের আগে মারা গেছেন ; কিন্তু অন্যান্য সুরকারদের জীবনকাহিনী পড়লে বোঝা যায় যে, সম্ভবত ম্যাকডাওয়েলের আমেরিকান সংগীত সংক্রান্ত মতবাদ সত্যনিষ্ঠ। একজন মানুষের তুলনায় একটি শিল্পের পরিণতি যদিও সময়সাপেক্ষ তবু আমরা সম্ভবত বুঝেছি যে ম্যাকডাওয়েল কথিত 'যৌবনোচিত আশাবাদী উদ্দীপনা ও আত্মশক্তির নির্ভীক সংসক্তি' অবশেষে আমেরিকানদের রচনায় প্রবেশ করছে।

এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েল। জন্ম—১৮ ডিসেম্বর ১৮৬১, নিউইয়র্কে।
মৃত্যু—২৩শে জানুয়ারী, ১৯০৮, নিউইয়র্কে।

এথেলবার্ট নেভিন

'বাখ্ আমার রোজকার আহার্য'

যখন স্টিফেন-ফস্টার মারা যান তখন তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমিতে এথেলবার্ট নেভিন নামে একটি বালক ছিল। জায়গাটি হ'ল পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত পিটস্‌বার্গের সন্নিহিত। ফস্টারের ছেলেবেলায় পিটস্‌বার্গ ছিল নদীমাতৃক শহর, তার পশ্চিমে ছিল বন্য সীমান্ত। নদীর স্টিমজাহাজের যোগাযোগ সূত্রের জীবন জায়গাটিকে নিগ্রোদের গানের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। অন্ত্যজ মানুষদের পরস্পরকে বিনোদন করার গান সেখানে ধ্বনি তুলেছিল। এথেলবার্ট নেভিনও গীতকার হয়ে উঠলেন, তবে ফস্টারের গানের মত তাঁর গান সম্পর্কে তেমন কিছু বলবার নেই। তাঁর সারাজীবনটা ছিল অন্যধরনের। তিনি সংগীত শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা থেকে ফস্টার বঞ্চিত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা দুজনেই সংগীতের পথে পথিক হয়েছিলেন বেশ দেরিতে, কেননা তখনকার শিশু আমেরিকার দিনগুলোয় সংগীতের শিশু-গুলিকে কী ভাবে উন্নত করতে হয় তা পিতামাতারা বুঝতেন না। ফস্টারের গানগুলি ছিল হৃদয়োৎসারিত এবং হৃদয়ের প্রতি নিবেদিত। আর নেভিনের গানগুলি তাঁর অনুভূতির অভিজ্ঞান—নানা বিষয়ে কাব্যকল্পনা, স্বাভাবিকতার বদলে সাজানো গোছানো, তবে তাঁর কাছে অতি সত্য অতএব আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত।

নেভিনের বয়োবৃদ্ধির সময়ে পিটস্‌বার্গ হয়ে উঠল রেলরাস্তার কেন্দ্র। তার ফলে আটলান্টিকসহ পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। ফস্টারের পিতামাতার মধুচন্দ্রিকা যাপনের কালে যে-দূরত্ব ঘোড়ায় চড়ে দুসপ্তাহে অতিক্রম করতে হ'ত, সেই দূরত্ব নেভিনের ছেলেবেলায় কয়েকঘণ্টায় অতিক্রম করা গেল। স্টিফেন ফস্টার কখনও সমুদ্রপার-দূরত্বে যাবার স্বপ্নও দেখেননি, অথচ নেভিন অনেকবার য়ুরোপ পর্যটন করেন। তিনি সেখানে

শিক্ষালাভ করেন এবং সংগীতে ইউরোপীয় ঐতিহ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রমোন্নতি অনেকটা এডোয়ার্ড ম্যাকডাওয়েলের মত, যিনি তাঁর চেয়ে এক বছরের অগ্রজ। কিন্তু ম্যাকডাওয়েল বাস করতেন নিউ ইয়র্কে এবং তারপরে বিদেশে চলে যান কুড়ি বছর বয়সের আগে; সুতরাং তাঁরা উভয়ে পূর্ণবয়স্ক ও প্রকৃষ্ট সুরকার না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সুরস্রষ্টা ও কলাবিদ্ পিয়ানোশিল্পী। যাঁরা তাঁদের দুজনেরই বাজনা শুনেছিলেন তাঁরা বলতেন: 'ম্যাকডাওয়েল বাজান শয়তানের মত, নেভিন বাজান কবির মত।'

ম্যাকডাওয়েল ও ফস্টারদের মত নেভিনরা ছিলেন স্কচ-আইরিশ বংশ। ফস্টারের সমকালীন পিটস্‌বার্গই এথেলবার্টের বাবা দেখেছিলেন। খুব সম্ভবত, ফস্টার যখন জেফারসন কলেজে প্রবিষ্ট হন তখন তিনিও ঐ কলেজে পড়তেন। কিন্তু তার একসপ্তাহের মধ্যেই স্টিফেন কলেজ ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে মিস্টার নেভিন একটি প্রবন্ধ লেখেন স্টিফেন ফস্টার ও নিগ্রো চারণগান সম্পর্কে। এথেলবার্টের মা ছিলেন রুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা। যখন তিনি বালিকা, তখন পূর্বাঞ্চল থেকে অ্যালেঘেনি পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে ঘোড়ায় চাপিয়ে তাঁর জন্যে একটা গ্রাণ্ড পিয়ানো আনানো হয়েছিল। তিনি সংগীত অত্যন্ত ভালবাসতেন।

নেভিনের জন্মস্থল তাঁদের বাস্তুভূমি অবস্থিত ছিল পিটস্‌বার্গের প্রায় পনেরো মাইল দক্ষিণে, ওহিও নদীর কাছে, সিউইকলে-সন্নিহিত এজওয়ার্থে। বাস্তুভূমির নাম ছিল—'ভিনেকার'। সেটি ছিল এক মস্ত বাড়ি, ছোট ছেলে-মেয়েদের চারিদিকে ঘুরে ফিরে খেলাধুলো করবার উপযোগী। এবং সেখানে খেলাধূলো করবার মত অনেক বাচ্চা ছিল কেননা নেভিনদের ছিল আটটি সন্তান, তাদের মধ্যে এথেলবার্ট ছিলেন পঞ্চম।

জনযুদ্ধের সময়ে তিনি জন্মেছিলেন এবং তৎকালে জনপ্রিয় গানগুলি শোনেন। তিন বছর বয়সে তিনি গাইতে পারতেন 'পুরানো ক্যাম্পের মাঠে' এবং 'জর্জিয়ার মধ্য দিয়ে' গানদুটো। পাঁচবছর বয়সে তিনি গান গাইবার সময় পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তখনই তিনি সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ছিলেন। যখন তিনি দেখতেন তাঁর চেয়ে বড় ভাইপো-ভাগনেরা সংগীত শিক্ষা নিতে যাচ্ছেন, তখন তিনি কতকগুলো স্বরলিপি ভাঁজ ক'রে বগলে ক'রে বাড়ি থেকে বেরোতে চেষ্টা করতেন। কোথায় যাচ্ছেন জিগ্যেস

করা হ'লে বলতেন, 'আমি গান শিখতে যাবই।' সেই বছরই বড়দিনের আগের রাত্রে তাঁর বাবা পকেটে একটা মিউজিক-বক্স নিয়ে বাড়ি এলেন। তারপরে ছেলেকে কোলে বসিয়ে বড়দিনের গল্প বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে, গল্প জমাবার জন্য তিনি পকেটে হাত পুরে মিউজিক বক্স বাজাতে লাগলেন, ফলে নানারকম টুংটাং আওয়াজ বেরোতে লাগল। বালক নেভিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করলেন যে, স্বর্গের দেবদূতরা বাজনা বাজাচ্ছে।

এথেলবার্ট কখনও ছেলেদের উপযোগী খেলাধুলো পছন্দ করতেন না, মেয়েদের সঙ্গে খেলতে তিনি অধিকতর পছন্দ করতেন। অবশ্য, ছেলেরা বেসবল খেলায় তাঁকে যখন জলবাহক করল তখন তিনি খুব খুশী হলেন। সেটা তাঁর খুব সম্মানজনক মনে হ'ল। প্রায়ই এমন হ'ত যে, বল খেলতে খেলতে তিনি মাটিতে ব্যাট ফেলে রেখে সহসা বাড়ি ফিরে গিয়ে পিয়ানোয় বসতেন। যখন জিগ্যেস করা হ'ত কেন এমন করলেন, তিনি জবাব দিতেন 'আমার একটা গান বাজাতে ইচ্ছে হ'ল ব'লে।'

আট বছর বয়সে একজন শিক্ষকের কাছে তাঁর পিয়ানো-শিক্ষার হাতে খড়ি। খুব শৈশব থেকে তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও অত্যন্ত অভিমানী। শিক্ষা সুরু হবার অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজের গানের বাণী লিখতে সুরু করেন। তাঁর প্রথম রচনা ছোটবোনের জন্য লেখা এবং তার-নামে-নাম-করা 'লিলিয়ান পোলকা'। মলাটে তিনি মুদ্রণ করেছিলেন ঃ

বার্ট নেভিন-কৃত
বয়স এগারো।

তাঁর প্রথম শিক্ষাস্থল ছিল এজওয়ার্থে। সেখানে এপিস্‌কোপাল চার্চের রেক্টর ছিলেন শিক্ষক এবং চার্চের মধ্যেই ছিল বিদ্যালয়টি। সেখানে বেশির-ভাগ ছাত্রই ছিল বার্টির ভাইপো-ভাগনে নেভিনরা। বস্তুত ঐ শহরে নেভিনরা সংখ্যায় এত ছিল যে জনপদে প্রচলিত রসিকতা ছিল যে, চার্চে প্রার্থনা করতে করতে মাঝে মাঝে ভুল ক'রে অনেকে বলত 'আমাদের পিতা নেভিন'।

বার্টির গলা ছিল পরিষ্কার, মিষ্টি ও সরু (সোপ্রানো)। তিনি গলো ক্লাব আর নেভিন অকটেটে আয়োজিত কনসার্টে গান করতেন। যে বছর তিনি প্রথম গান রচনা করেন সেই বছরেই তিনি সর্বপ্রথম সর্বসমক্ষে কনসার্ট বাজান হ্বাগনার-লিজৎ রচিত 'তানহাউসার মার্চ'।

তাঁর যখন পনেরো বছর বয়স তখন তাঁর পিতামাতা তাঁকে ও বোন লিলিকে

ইউরোপ ভ্রমণে নিয়ে যান। ড্রেসডেনে সংগীতশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হ'ল বার্টকে এবং লাইপ্‌জিগ্‌, বার্লিন ও ভিয়েনায় শ্রেষ্ঠ সংগীত শোনার। তাঁরা রোমে বেড়াতে গেলেন, সেখানে এপিসকোপাল চার্চে একজন আত্মীয়-নেভিন রেক্টর ছিলেন; সুতরাং বার্ট সেখানকার কোরাসে গলা মেলালেন। সম্ভবত এই সময় তিনি খুব বেশি গান করেছিলেন যার জন্য পরে তাঁর গলা ভেঙে যায় ও কমজোরী হয়ে পড়ে এবং সেজন্যে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। পরবর্তী শরৎ-কালে নেভিনরা ভিনেকারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখন যাকে ব'লে পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সেইখানে বার্ট ভর্তি হন।

কিন্তু তিনি ঠিক কলেজী মেজাজের ছিলেন না। অর্থাৎ, নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেশ মিশতেন কিন্তু সকলের সঙ্গে মাথামাথি করতে পারতেন না। পুঁথিগত পড়াশুনোতেও তাঁর মন ছিল না, নিজের মনে পড়তেই বেশি ভালবাসতেন। কলেজজীবনে সংগীতই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ। পিটস্‌-বার্গের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তিনি শোপাঁর 'ই ফ্ল্যাট পোলোনেইজ' বাজান এবং সুইক্‌লে চারণদের এক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সেই বছর তিনি কিছু গান লেখেন, যা পরে প্রকাশিত হয়।

যখন তিনি পেশাদার শিল্পী হবার ইচ্ছা করলেন তখন পিতার সঙ্গে মত-বিরোধ ঘটল। অন্যান্য সুরকারদের বেলাতেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। মিঃ নেভিন মনে করতেন গুণার্জনের পক্ষে সংগীত বেশ ভাল কিন্তু তাই দিয়ে ব্যবসা চলে না। কেননা তাতে টাকা নেই। সংগীতকার ও অভিনেতারা ঠিক তাঁদের সমপর্যায়ের লোক নয়। সংগীতকে বৃত্তি হিসাবে নিলে বার্টকে উপবাস করতে হবে। এই সব জোরালো যুক্তি দিয়ে পিতা জিতে গেলেন এবং বার্ট চেষ্টা করতে লাগলেন একজন ব্যবসায়ী হ'তে।

কিছুকাল তিনি এক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেন, যেখানে তাঁর দুই বড় ভাই সাগ্রহে কাজ করতেন। দোকানের সামনে একটা বড় জানলা ছিল। সেই জানলার সামনে সিউক্‌লে মেয়েরা, দোকানবাজার করতে এসে দাঁড়িয়ে থাকত এবং কর্মরত বার্ট-কে দেখত। তাদের মনোযোগ সত্ত্বেও বার্ট ব্যবসায় আগ্রহবোধ করলেন না। সংগীত সম্পর্কে তার মনস্কতা থাকার জন্য ঐ সব ব্যাপারে কোন প্রবণতা ছিল না। একদিন রাতে তিনি বাড়ির লাইব্রেরিতে উপবিষ্ট পিতাকে বললেন, 'আমি সারাজীবন দরিদ্র থাকবো তবু আমাকে সংগীতকার হ'তে দিন।'

সম্ভবত বার্টির মা ধীরে ধীরে পারিবারিক আলোচনায় বার্টির ভবিষ্যৎ জীবন-সম্পর্কে ছেলের পক্ষ নিচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা সম্মত হলেন এবং আঠারো বছর বয়সে, যে পথে তাঁর অনেক আগেই কাজ আরম্ভ করা উচিত ছিল সেই পথে কাজ আরম্ভ করলেন।

ভিনেকারের মত ছোট জায়গায় সংগীতের ঔপপত্তিক জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল ডাকযোগে এক পাঠ্যক্রমের উপর। নিউ ইয়র্কে শিক্ষাদানরত একজন ইংরাজ সংগীতকারের সঙ্গে পত্র বিনিময় ক'রে তিনি এই পড়াশুনা চালালেন। সেই বছরই তাঁর দ্বিতীয় রচনা সৃষ্টি হল। সেটি একটি ঝলমলে গান, নাম—'আপেল-ব্লসম্'। রচনাটিতে তাঁর নিজের নাম স্বাক্ষর না ক'রে, তার নামের মধ্যাংশ 'উডব্রিজ' সংকেত নামরূপে ব্যবহার করেন।

অতঃপর তাঁর জীবনে সামাজিক নানা হাস্য ঘটনা ঘটে, কেননা বার্টি আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যে সব মেয়েদের সঙ্গে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন তারা তখন বোর্ডিং স্কুলে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ পিটস্‌বার্গ থেকে খুব দূরে থাকত না। ফলে সপ্তাহান্তে তাদের কাছে গিয়ে ফিরে আসা চলত। বসন্তকালে, এমনই এক মেয়ে তার দুই বন্ধুনীকে বাড়ি এনেছিল ছুটিতে। বার্টি ও দুজন যুবক তাদের স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন।

সে সময়ে কোনরকম বাষ্পশকট ছিল না, ফলে ভ্রমণ ও ঘোড়ায় চড়াই ছিল রেওয়াজ। তাদের মধ্যে একজন যুবক জানত কোন আঙুর বনে একটা দোল্‌না ছিল। তারা সেখানে গেল। মেয়েরাও সে কৌতুকে যোগ দিল এবং নদী পেরিয়ে, পাহাড়ে উঠে দোলনার কাছে পৌছাল। সেটি ছিল বিশাল। তার দড়িগুলো এতবড় যে দোলা খেতে খেতে উপত্যকা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। সাহসী ছেলেগুলি প্রথমে দোলনাটা মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ কিনা তা পরখ করে নিল। তারপর বার্টি ও বিলি উড্‌স, দুজনে একত্রে দোলনায় উঠে দুলতে লাগলেন। তাঁরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রমশ দোলনাটাকে উচ্চতর ক'রে দুলতে লাগলেন। সেই বীরত্বপূর্ণ খেলা দেখে সপ্রশংস মেয়েরা ও অন্যান্য ছেলেরা নীচে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল ও চেঁচাতে থাকল।

হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে গেল। দুজন যাত্রী নিচের ছোট্ট উপত্যকায় ভারী বস্তুর মত পড়ে গেলেন। প্রথমে বার্টি ও তার ঘাড়ে বিলি। সপ্তাহান্তের অতিথি-সেবিকা সিউক্‌লি মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তার সুন্দরী বান্ধবী অ্যানে পল পড়বার সময় বার্টির মুখের কৌতুককর অভিব্যক্তি দেখে হেসে ফেটে পড়ল।

একমাত্র বার্টির পায়ের গাঁট মচকে যাওয়া ছাড়া অন্য দুর্ঘটনা ঘটল না। সেই কারণেই সন্ধ্যেবেলা ডিনেকারে মজলিস বসলো। বার্টি ব'সে ব'সে নাচের বাজনা বাজালেন। অবশ্য তিনি অন্যান্যদের কাছে মন্তব্য করলেন যে, যদিও অ্যানে পল নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দরী তবু তাঁর দেখা মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে নিস্পৃহ। তরুণ পিয়ানো-বাদকের মনে তখনও বাজছিল পড়ে যাওয়ার সময়ে মেয়েটির হাসির শব্দ।

এই ঘটনার ছমাস পরে নববর্ষের আগের সন্ধ্যার মজলিসে বার্টি আমন্ত্রিত হলেন অ্যানে পলের বাড়িতে। পিটস্‌বার্গের উল্টোদিকে সেই বাড়িতে সকলের যাবার জন্য অ্যানের বাবা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বার্টি নেভিন নামক সংগীত ও পুষ্প প্রেমিক অদ্ভুত ছেলেটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও কিছুটা দুর্বলচিত্ত—অ্যানের জানা কলেজী ছেলেদের চেয়ে তিনি আলাদা। অ্যানা নিজে গেছোমেয়ে। তার প্রিয় কাজ হ'ল ঘোড়ায় চড়া ও বহির্মুখী জীবন। তাই এটা খুবই আশ্চর্য যে সে বার্টির মত প্রকৃতির ছেলেকে মনে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, নাচের সময় সে বার্টিকেই সহযোগীরূপে নির্বাচন করল।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের বাকী সময়ে এথেলবার্ট ডাকযোগে পড়াশুনো ও চার্চে অর্গান বাজানো চালাতে লাগলেন। শরৎকালে ঠিক হ'ল তিনি সংগীত সম্পর্কে গভীরতর শিক্ষা নেবেন। সে সময় বস্টন ছিল সংগীত ও সংগীতকারদের পীঠস্থান। সুতরাং বার্টি বস্টনে গেলেন। সেখানে থাকাকালে, অ্যানে তার পড়াশুনো শেষ করল এবং একদল মেয়ের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণে বার হ'ল শিক্ষার কৌলীন্য অর্জন করতে।

অবশেষে এথেলবার্ট গভীরভাবে কাজ শিখতে লাগলেন। তাঁকে স্বরগ্রাম-মান সম্পর্কে ভিত্তিজ্ঞান দেওয়া হল; অনুশীলনীও মুখস্থ করানো হ'ল। তাঁর পিয়ানো শিক্ষক ছিলেন লিজ্‌ৎ-এর ছাত্র; তিনি নেভিনকে একটি স্বরগ্রাম-মান অনুশীলন করতে দিলেন বিশেষ অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা, প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা ক'রে। বার্টি মা-কে লিখলেন যে কয়েক বছর আগে ড্রেসডেনে তাঁকে যে অনুশীলন করতে হ'ত বর্তমানের তুলনায় তা স্বর্গ। সুররচনার শিক্ষকের কাছেও তাঁর একই পরিশ্রম সুরু হল। অন্তত আট বছর আগে যে প্রাথমিক কাজ করা উচিত ছিল সেগুলি সম্পর্কে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হল। হায়, পিতার মত পরিবর্তনে কত সময়ই নষ্ট হয়েছে! ফলে এথেলবার্টের পক্ষে এই সময়টা অনিঃশেষ কষ্টের হয়ে উঠেছিল। তাঁর মন সবুজ থাকতে থাকতে হৃদয়ে আবেগ

থাকাকালে এইসব ব্যায়াম করা উচিত ছিল। ফলে, তাঁর মনে ক্রমান্বয়ে একবার সোৎসাহ আনন্দ আরেকবার বিষণ্ণতা ও সন্দেহ ঘনীভূত হ'ত তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে। তাছাড়া, দীর্ঘকাল বাড়িতে না থেকে এই সময়ে তাঁর বাড়ির জন্য মন কেমন করত। মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, তাঁর প্রতি মার মমতা এত বেশি ছিল সাধারণত যা অন্য ছেলেদের বেলায় দেখা যায় না। বার্ট মাকে লিখতেন যে, হয় তাঁকে দিনে রাতে পঁচিশ ঘণ্টা সময় খুঁজতে হবে না হ'লে শিক্ষকরা তাঁর কাছে যা আশা করেন তা তিনি করতে পারবেন না। অনবরত অনুশীলন ক'রে একাধিকবার তিনি হাত দুটিকে আহত ক'রে ফেলেছিলেন। তবু কিছুই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারল না। তিনি মাকে লিখলেন 'কোন কিছুতেই আমি থামব না'।

বস্টন বাসের দ্বিতীয় বছরে, খরচ খরচা চালাবার জন্য এথেলবার্ট কিছু ছাত্র ও অর্গানবাদক রূপে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুটোর কোনটাই মিলল না এবং তাঁর মানসিকতা আশা ও নিবিড় হতাশার দোলাচলে দুলতে লাগল। তিনি এই সময় নিজেকে একজন সুরকারের চেয়ে একজন পিয়ানোবাদক রূপে ভাবতেন। তিনি লিখেছেন: 'আহ্, আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুশীলন ক'রে, অনুশীলন ক'রে, অনুশীলন ক'রে কী ভীষণ হতাশ ও ক্লান্ত। আর শিল্পসম্মত উপায়ে বাজাবার আগে আমাকে আরো কত বছর খাটতে হ'বে।' অবশ্য ঐ একই পত্রে তিনি মাকে জানিয়েছেন যে, একটি অনুষ্ঠানে ভাল বাজানোর জন্য তাঁর শিক্ষক তাঁকে কেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুররচনা সম্পর্কে তিনি এই সময়ে বলেছেন, 'আমার মন নানা নতুন নতুন ভাবনায় পরিপূর্ণ'; যদিও তিনি অনুভব করতেন যে সংগীত লিপিবদ্ধ করবার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে আরো জানতে হবে।

অতঃপর এক শীতকালে নেভিন পিটস্‌বার্গে একটি স্টুডিও ভাড়া নিয়ে নিজেকে একজন সংগীতশিক্ষক ও পিয়ানোবাদক বলে ঘোষণা করলেন। ঐ বছরে আরো দুটো গান প্রকাশিত হল 'আমার একটা মিষ্টি পুতুল ছিল' ও 'যখন ধরণী তরুণী ছিল'। সেই শীতকালে বার্ট এবং দোলনা থেকে পড়ে যাবার সময় যে মেয়েটি হেসেছিল, সেই অ্যান পরস্পরের প্রেমে পড়েন। বাগদত্ত হবার পর গ্রীষ্মকালে নেভিন ইউরোপে পাড়ি দিলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ। বিস্ময়কর তথ্য এই যে, অ্যানের পিতা, তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, তিনি বার্টের নিজের পিতার চেয়ে বার্টের সংগীতের আকাঙ্ক্ষা বেশি বুঝতেন।

সেইজন্য তিনি তাঁর বড় ভাইদের লিখে দিলেন এবং তাঁরা বার্টকে তাঁর একবছরের বিদেশ ভ্রমণে অর্থ সাহায্য করলেন। বার্লিন তাঁকে আকর্ষণ করল এবং সেখানেই তিনি থাকলেন ও কাজ করলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন ক্লাইণ্ড-ওয়ার্থ। এঁকে প্রথমে তাঁর পছন্দ হয়নি অত্যাচারের বহর দেখে কিন্তু পরে তাঁকে বার্ট সম্মান করতেন সর্বোত্তম শিক্ষকরূপে, যিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি দিয়েছিলেন। কালক্রমে উভয়ে বন্ধু হয়ে যান। একবছরের এই সব সুযোগের মধ্যে, অর্থাৎ জার্মানীতে সংগীত শোনা, বিনা ব্যাঘাতে সংগীত শিক্ষালাভ এবং জার্মান ভাষাশিক্ষার সুযোগেও তিনি লিখেছিলেন যে, সময় সময় তাঁর মনে হয় সবই নৈরাশ্যপূর্ণ; এবং তিনি কাউকেই পেশাদার সংগীতশিল্পী হ'তে পরামর্শ দেবেন না।

অবশ্য নেভিনের বার্লিনের জীবন শুধুই কাজে ঠাসা ছিল না, নানা মজলিস ও অপেরায় তাঁর দিনগুলি সুখময় ছিল। বল নাচ ও কনসার্টের আসরে তিনি যোগ দিতেন। তাঁর শিক্ষক তাঁকে অপেরায় নিয়ে গিয়ে নিজের বক্সে বসাতেন। বক্সটি ছিল সম্রাটের বক্সের পাশে। এথেলবার্ট বাড়িতে লিখেছেন—'বিরতির সময় আমাদের বক্স ডিউক, কাউন্ট, কাউন্টেসের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত আমার-দেখা সবকিছুর সেরা'।

পরবর্তী গ্রীষ্মকালে তিনি বাড়ি ফিরলেন এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য বার্লিনে পড়ার সৌভাগ্য নিয়ে ফিরলেন। ফেরবার পথে তিনি লণ্ডনে থেমে গিলবার্ট ও সুলিভানের 'দি মিকাডো' দেখে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। বার্লিনের দ্বিতীয় বছর তার কাছে প্রীতিকর হয়েছিল কারণ অ্যান ও তার বোনও সেখানে গিয়েছিল। পুরানো জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ বড়দিন উৎসবের খাঁটি আনন্দ-মুখর হৈ-চৈ সে বছর খুব জমল।

উষ্ণতর দিনগুলিতে বনভোজন, নদীপথে ভ্রমণ এবং হাইডেলবার্গে ভ্রমণ চলতে থাকল সুতরাং মাঝে মাঝে এমন সময় আসত যখন নেভিনের পক্ষে বাদ্যযন্ত্রের সামনে বসার সময় হ'ত না। নেভিনের জীবনকাহিনী সবিস্তারে পড়লে সেকালের জার্মানীতে ছাত্রজীবনের মনোরম বর্ণনা পাওয়া যাবে।

আমেরিকায় ফিরে, পিটস্‌বার্গে তিনি অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে পিয়ানো-বাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তারপরে কয়েক বছর চলল সুররচনা ও কনসার্টে অংশগ্রহণ। ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে অ্যানের বিবাহ হ'ল। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর অন্তর্গত বস্টনে অথবা সন্নিহিত স্থানে তাঁরা বাস করতে

লাগলেন। কখনও কখনও তিনি শিক্ষকতা করতেন। কালক্রমে তিনি অনেক গান ও পিয়ানোর উপযোগী রচনাংশ সৃষ্টি করলেন।

তিনি আরো কয়েকবার ইউরোপ গেলেন। সেখানে থাকাকালে তাঁর পিয়ানোর উপযোগী রচনা 'ওয়াটার সিনস্' প্রকাশ পায়। তার মধ্যে ছিল একটি রচনা যার নাম 'নার্সিসাস্'। রচনাটি এত জনপ্রিয় হয় যে সারা পৃথিবীতে রূপায়িত হয়। এই সুরটি লোকের নেশা হয়ে উঠল। হাজার হাজার কপি বিক্রয় হল। অর্কেস্ট্রা, অর্গান সর্বত্র সেটি রূপায়িত হতে থাকল। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ঐটির অনুষ্ঠান করতে আদেশ করলেন। ক্লনডিকের খনিকর্মীরা সুরটি মাউথ অর্গানে বাজালো, প্রত্যেক পিয়ানোর ছাত্রও সেটি শিখতে চাইল। এর পর থেকে বেচারা সুরকার আর বিশ্রাম পেলেন না। যখনই জনসমক্ষে বাজাতেন তখনই বারবার তাঁকে বাজাতে বাধ্য করা হ'ত, যাকে তিনি বলতেন 'সেই বিশ্রীছোট্ট নার্সিসাস'।

তাঁর দুটি সন্তান (একটি ছেলে ও একটি মেয়ে) হবার পর একবার তিনি সপরিবারে থাকার জন্য প্যারিসে বাড়ি খুঁজছিলেন। যে বাড়িটা তাঁর পছন্দ হ'ল সেটায় 'দি হর্স ফেয়ার' ছবির চিত্রকর রোজা বোন্হিউর্ থাকতেন। কিন্তু নেভিন পরিবার সেখানে থাকতে পারলেন না, কেননা ওপরতলায় পিয়ানো রাখার ব্যাপারে চিত্রকর আপত্তি জানালেন। প্রসঙ্গত নেভিন লিখেছেন, 'আমি যদি পিয়ানো ব্যবহার না পাই তবে একই বাড়িতে মাইকেলেঞ্জেলো ও শেকস্পীয়ারের সংসর্গ আমার পক্ষে উপকারী হবে না।'

আমেরিকায় বাসকালে বেশির ভাগ সময়ে নেভিন কনসার্টে অংশগ্রহণ ক'রে ও সুররচনা ক'রে কাটালেন। বস্টনে ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং উভয়ে একই অনুষ্ঠানে বাজান; তবে তাঁদের দুজনকেই সংগীতকারদের কোন শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ম্যাকডাওয়েল ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের এবং বস্টনের রাশভারী সংগীতকারগণ নেভিনকে করুণার চোখে দেখতেন তাঁকে লঘুস্বভাবের শিল্পী মনে ক'রে। কিন্তু ম্যাকডাওয়েল শিল্পীস্বভাব নেভিনের প্রতিভাকে তারিফ করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যদিও নেভিন সংধ্বনি সংগীত রচয়িতা নন, তবু তাজা ও স্বতঃস্ফূর্ত সুর আবিষ্কারে সুযোগ্য। তিনি একবার বলেছিলেন যে, নার্সিসাসের ললিত সুরধারা 'বহু পরিশ্রমলব্ধ, বানানো সংধ্বনি সংগীতের বিস্মৃতির পরও' বেঁচে থাকবে দীর্ঘকাল।

নেভিন শক্তসমর্থ ছিলেন না। তাঁর কখনও কখনও মনে হয়েছে যে উত্তেজনাপ্রবণ স্নায়ুকে শান্ত করার জন্য পুরানো পৃথিবীতে প্রশান্তিতে বাস করা দরকার। ইউরোপীয় জীবন তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল। সেখানে তিনি শিক্ষা-গ্রহণ ও কাজ করতে পারতেন যা আমেরিকায় কনসার্টে ও অর্থোপার্জনের ঝামেলায় সম্ভব ছিল না। ইউরোপে তাঁর শেষ ভ্রমণের সময় তিনি সপরিবারে কিছুকাল ইতালিতে ছিলেন এবং সেখানে এক বড়দিনের আগের রাতে তাঁর স্ত্রী শুনলেন নেভিন ভৌতিক কনসার্ট বাজিয়ে শোনাচ্ছেন তাঁর কল্পনার সন্তানদের কাছে। তাঁর বাজনা সুরু হবার পর তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে পড়েন। নেভিন জানতে পারেননি তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতি। খুব আলতো ভাবে তিনি বাজাচ্ছিলেন, এবং গাইছিলেন 'চারিদিকে চারিদিকে আজ রাতে বড়দিন'। অতঃপর তিনি "বিস্ময়কর অ-পূর্বকল্পিত সুররাজ্যে চলে গেলেন। তিনি পূর্বাপর অপেক্ষা অনেক ভাল বাজাতে লাগলেন। এবং বাজাতে বাজাতে তাঁর স্বপ্নের সংগীত-শিশুরা নেমে এসে সেই ছায়াচ্ছন্ন ঘরে তাঁকে ঘিরে ধরলো। মনে হ'ল তিনি যেন তাদের দেখতে পাচ্ছেন।....তিনি অন্তরঙ্গ স্বরে তাদের বলতে লাগলেন 'এইসব তোমাদের জন্য, ছোট্ট নীল শিশু', তারপরে যেদিকে উইঙ্কেন-ব্লুইঙ্কেন-নড্ একত্র দাঁড়িয়েছিল সেদিকে ফিরে বললেন, 'এখন এসব তোমাদের জন্যে—শুধু তোমাদের তিন জনের'। ....একে একে তাঁর গানের শিশুরা তাঁর কাছে এল—ছোট্ট মেয়েটি, যার পুতুল ভেঙ্গে গেছে, ছোট্ট ছেলেটি, যে রাতে জেগে উঠেছে—এবং তাদের সকলকে তিনি স্বাগত জানালেন মিষ্টি কথায় ও হাসিতে।" পরে, চিকিৎসক জানালেন যে, সেই অনন্যসাধারণ কল্পনা 'যা কেবল কবির কপোলেই সম্ভব' হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জার ফল।

এথেলবার্টের রচিত সংগীত ছিল উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় এবং তাঁর সমকালীন মানুষদের পক্ষে আবেদনসম্পন্ন। তাঁর সুরেও সৌন্দর্য ছিল। তিনি একজন মহান সুরকার ছিলেন না এবং সংগীতের মহত্তর রূপকল্প সৃজনেরও প্রয়াস পান নি। তাঁর সংগীতের আবেগপ্রবণতা স্বভাবত আন্তরিক। তাঁর জীবন-কাহিনী পড়ে, তাঁর গান শুনে, তারপরে যদি আরভিঙ বার্লিনের জীবনী পড়া যায় তবে ভাবতে অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, নেভিন এমন একটি গান সৃষ্টি করেছিলেন, পৃথিবীর সব গানের মধ্যে একমাত্র যে গানটি বার্লিন রচনা করতে পারলে খুসী হতেন। সে গানটি হ'ল 'দি রোজারি'।

নেভিন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে 'দি রোজারি' রচনা করেন। সে সময়ে তিনি

নিউ ইয়র্কে থাকতেন। একদিন তিনি মা-র কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন যার সঙ্গে খবরের কাগজের একটা টুকরো তিনি পাঠিয়েছিলেন। সেটি একটি কবিতা, 'দি রোজারি', রবার্ট ক্যামেরন রজার্সের লেখা। একজন বন্ধু ঐটি খবরের কাগজ থেকে কেটে মা-কে কয়েক বছর আগে দিয়েছিলেন। কবিতাটি নেভিনের কাছে মাসখানেক পড়ে থাকল। তারপর একদিন তিনি লেখাটি তুলে নিয়ে পড়লেন, শব্দগুলো মুখস্থ করলেন এবং একবারে গানটি বেঁধে ফেললেন। গানটি তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিতে গিয়ে লিখলেন :

একটি ছোট অভিজ্ঞান তোমাকে দিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি তোমাকে দিয়েছেন আমার হাতে। আমার পরিপূর্ণ ভালবাসা ও প্রীতিসহ,

এথেলবা নেভিন।

কোন কোন ব্যক্তির প্রতি প্রীতি-অভিব্যক্তির এই স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্য ছিল নেভিনের আজীবনের বৈশিষ্ট্য। এমনকি ছেলেবেলায় তিনি মা বা বোনদের সামনে একতোড়া ফুল নিয়ে দাঁড়াতেন।

'দি রোজারি' গানটি পৃথিবীর সকল গানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বিক্রীত। টিন প্যান অ্যালির ভাষায়, এ গানকে জনপ্রিয় করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা করবার দরকার হয় না, এ-গান স্বাভাবিক।

একজন লেখকের মতে, নেভিন যদি 'ছোট্ট নীল ছেলে' ছাড়া অন্য আর কিছু না-ও লিখে যেতেন তবু তাঁর নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকত। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন যে, একবার রেলভ্রমণের সময় কয়েকটা খামের পেছনদিকে গানটা লেখা হয়েছিল। তিনি শিশুদের উপযোগী আরও গান লিখেছিলেন; এবং শিকাগোর বিশ্বমেলার জন্য একটা গান লেখার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিছু জার্মান ও ফরাসী কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন এবং কয়েকটি বড়দিনের আনন্দ-গীতি রচনা করেছিলেন। আরেকটি গান ('ফুলের মত মহৎ') তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় এবং এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে হাজার হাজার কপি বিক্রয় হয়।

নেভিনের জীবনের শেষবছরে, যখন তিনি কনেক্টিকাটের অন্তর্গত নিউ হ্যাভেনে বাস করতেন, তখন ভ্যালেন্টাইন দিবসে তাঁর ছোট মেয়ের সম্মানে তিনি একটি পার্টি দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে তখন বাইরের বিদ্যালয়ে। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অনুপস্থিত। কাজেই তিনি নিজে ফিতে আর ফুল দিয়ে ঘরটি সাজালেন এবং মেয়ের বাচ্চা বন্ধুদের আনতে গাড়ি পাঠালেন। তিনি তাদের

অভ্যর্থনা করলেন, তাদের নাচের তালে বাজালেন, তাদের খেলায় আকর্ষাপ করলেন এবং শিশুদের গান গেয়ে শোনালেন। একজন প্রতিবেশী উঁকি মারলে তিনি তাকে হেসে বললেন, 'আমি এখন সময় কর্মেছি

এই তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। এর তিনদিন পরে তিনি মারা যান। তাঁর জীবৎকালে তাঁর গান তাঁর জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ আনে নি। পরবর্তীকালে এক 'দি রোজারি'-ই অর্থভাগ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে।

এথেলবার্ট নেভিন, জন্ম—নভেম্বর ২৬, ১৮৬২ সালে
পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত পিটস্‌বার্গের ভিনেকারে।

মৃত্যু—ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯০১ সালে
কনেকটিকাটের নিউ হ্যাভেনে।

বিষ্কম্ভক

জনপ্রিয় সংগীতে রুচি-পরিবর্তন

> 'সংগীতে নূতন রীতি ভাগ্য পরিবর্তনসূচক ; তার সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। কেননা রাজনৈতিক ও সামাজিক মৌলরীতির বিপর্যয় ছাড়া সংগীতের প্রকৃতি বিশৃঙ্খল হয় না।'
>
> —প্লেটো

পুরানো কালের চারণদের সময় থেকে দৈনন্দিন ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক বিষয় ও বীরদের কৃতিত্ব গানে ও গীতিকায় বলা হয়েছে। সব জাতিরই গীতিকা ও জনপ্রিয় গীতিমালা আছে ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নতুনদেশে, নতুন জীবনযাত্রায় এবং নতুন রাজনৈতিক ভাবধারায় জনপ্রিয় সংগীতের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল।

আমরা জেনেছি যে, ধর্মসংগীতের উদ্ভব ঘটেছিল দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের ধর্মগানের ফলে ; এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের গানের ধারণা থেকে গড়ে উঠেছিল শ্বেতাঙ্গ মানুষদের চারণ গান। ধর্মসংগীতের অনুক্রমে আরেক ধরনের নিগ্রো সংগীত আমেরিকায় আসে, যার নাম 'ব্লুজ্'। চারণদের গান ও ভাবপ্রবণ গীতিকা থেকে একধরনের নতুন নাচের গান বিবর্তিত হ'ল, তার নাম র‍্যাগ্‌টাইম।

যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় সংগীতের ক্রমোন্নতির সমকালে, মধ্য ইউরোপের অধিবাসী সুরকার ব্রাহ্‌মস্ আমেরিকান র‍্যাগটাইম সম্পর্কে উৎসাহিত হন এবং এক বন্ধুকে লেখেন যে ঐ গীতধারা তিনি স্বয়ং ব্যবহার করবেন ব'লে ভাবছেন। তার কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্য তিনি মারা যান। সেই সময়ে বোহেমিয়ান সুরকার দভোরজাক্ আমেরিকায় বসবাস করছিলেন ও নিগ্রো সংগীত সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েন। সেই সময়েই কয়েকজন আমেরিকান সুরকার হয় বড় হয়ে উঠছিলেন অথবা জন্মগ্রহণ করেন।

নতুন র‍্যাগ্‌টাইম সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি একবার বলেছিলেন যে, 'এতে এমন একটা দোলা আছে যা পরিশীলিত শ্রুতিকেও ধ'রে রাখে'। এই 'দোলা'-কেই জোর দিয়ে ক্রমোন্নত করা হয়। নিগ্রো ছন্দ জনপ্রিয় সংগীতে এক নতুন লয় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়েছে এবং এক ধরনের ভীরু ছন্দ তার যতি আর ঝোঁকের দ্বারা তাকে জেদী করেছে। এটি নতুন নয়। জিপসিদের গানে, হাঙ্গেরিয়ানদের নাচগানে এবং পুরানো স্পেনে এ জিনিস ছিল। তবে র‍্যাগ্‌টাইমে এর স্বরূপ হ'ল অন্যরকম।

র‍্যাগ্‌টাইম হয়ে উঠল এক খেয়াল। তারপরে সহজগতিতে র‍্যাগ্‌টাইম এক রকমের গুণস্বরূপ ব'লে বিবেচিত হ'তে লাগল। সহজেই তার শিক্ষালাভ সম্ভব হ'ল। জনসাধারণ নিজস্ব পিয়ানো সংগ্রহের দিকে ঝুঁকলো। ১৮৯০ সালের সমকালে র‍্যাগ্‌টাইমের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সারাদেশে যন্ত্রসংগীতের কৃতিত্বকে সুবিস্তৃত করল। নৃত্যপ্রবণ লোকের পক্ষে র‍্যাগ্‌টাইম প্রকৃষ্ট আবেদনময় হ'ল। লোকের নিজের নিজের যন্ত্র থাকায় সংগীত বিক্রয়ও সহজতর হ'ল এবং তার থেকেই টিন প্যান অ্যালির জাতীয় শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠলো।

নিউ ইয়র্কের ২৮ নম্বর রাস্তায়, ষষ্ঠ অ্যাভেনিউ ও ব্রডওয়ের সংকীর্ণ পরিসরে জনপ্রিয় সংগীতের অফিস ও প্রকাশকে ভ'রে গেল। এই সব অফিসের ছোট ছোট ঘরে আসবাবপত্রের বদলে ছোট ছোট 'টিন প্যান' পিয়ানো বোঝাই হ'ল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারই টুংটাং শব্দ। এই জায়গাকেই বলা হ'তে লাগল টিন প্যান অ্যালি। শৈশবকালে আরভিঙ বার্লিন অপরিসর সিঁড়ি বেয়ে এই রকম এক মলিন ঘরে এসে এক আঙুলে তাঁর মনের-মধ্যে-বেজে-ওঠা সুর বাজাতেন! জর্জ গার্সউইন এই টিন প্যান অ্যালির একজন সংগীত-জনপ্রিয়-কারী কর্মী ছিলেন। এখন, মিঃ বার্লিনের অফিস (যেখানে জনপ্রিয় সংগীত এখনও প্রকাশিত হয়) সুপরিসর। চিত্রশোভিত। টিন প্যান অ্যালি ক্রমশই ভব্য হয়ে উঠছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও পরে র‍্যাগ্‌টাইম হয়ে উঠল জাজ্, এবং আরেকরীতি জনপ্রিয় হ'ল। কালক্রমে যন্ত্র বাজনার কৃতিত্ব জাজের আরেক রীতির সূচনা করল, যাকে বলা হয় 'দোলানো সংগীত', যাতে যন্ত্রবিদ্‌গণ একটা বিষয়কে পাল্‌টে পাল্‌টে তার সঙ্গে অ-পূর্বকল্পিত সুর বাজান—যাকে বলা চলে জনপ্রিয় কাউন্টার পয়েন্ট।

র‍্যাগটাইমের প্রথম আমলে প্রকাশিত 'র‍্যাগটাইম নির্দেশিকা' লিখেছিলেন লুইসভিলের পিয়ানোবাদক ও একজন অগ্রণী র‍্যাগটাইম-সুরকার বেন হার্‌নে। তাঁর অনুষ্ঠানগুলিতে স্বরগ্রামমানে 'র‍্যাগ' ক'রে তিনি বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তিনি মেণ্ডলসনের 'স্প্রিং সং' এবং রুবিন স্টিনের 'মেলডি ইন এফ'-কেও র‍্যাগ করেন। এইভাবে তিনি টিন প্যান অ্যালির এক নতুন রীতির প্রয়োজনীয় সংগীতকার হয়ে ওঠেন—যাকে বলা হয় 'অ্যারেঞ্জার'।

আর্ভিঙ বার্লিন এক আঙুল দিয়ে সুররচনা করতেন কেননা তিনি বাজাতে জানতেন না। কিন্তু দশ আঙুলে বাজাতে পারেন, স্বরলিপি লিখতে পারেন এমন অনেক লোক ছিলেন—যাঁরা সুর রচনা করতে পারতেন না। এঁদের বলা হয় অ্যারেঞ্জার। এঁরা গায়ককে বলতেন 'তোমার সুরটা গুণগুণ করো'। তারপরে তাঁরা সেটা সুরে লিখে নিতেন এবং হার্মনি ও যন্ত্রসংগীতে রূপ দিতেন। একটা সরল সুরকে হার্মনি সংযোগে নতুন-করা বা একটি ক্লাসিকাল সুরকে 'র‍্যাগ' ক'রে অ্যারেঞ্জাররা নতুন নতুন যন্ত্রৈকতান সৃষ্টি করলেন। সেক্সাফোন নামে এক যন্ত্র ব্যবহার ক'রে হ্যাণ্ডি এক নতুন যুগের সূচনা করলেন; ফলে ভিক্টর হারবার্টের বেহালা সমন্বিত রোমান্টিক শৈলীর অবসান ঘটল—তার স্থান নিল বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও সংঘট্টপ্রধান যন্ত্র, যা জাজে দরকার হয়।

কোন কোন সুরকার নিজেই গানের বাণী লিখতেন; অন্যেরা লিখতেন কেবল সুর এবং ভাষা জোগাতেন অন্যেরা। তাদের বলা হ'ত গীতকার। ইরা গের্সউইন তাঁর ভ্রাতার অনেক গানের বাণী লিখেছিলেন। জর্জ গের্সউইন দুটি পিয়ানোর উপযোগী 'র‍্যাপসডি ইন ব্লু' লেখেন এবং অ্যারেঞ্জার ফার্দে গ্রোফে রচনা করেন তার ঐকতান অংশটুকু যা গানটির তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তায় সমান জরুরী ছিল।

টিন প্যান অ্যালি তার বিশেষ ধরনের সংগীতের জন্য সবকিছুই সরবরাহ করত—অর্থাৎ, সুর, বাণী ও অ্যারেঞ্জার। কিন্তু তাতে ছিল সংযমের অভাব। সুরকে অনবরত র‍্যাগ ক'রে, জাজে পরিণত ক'রে এবং সংগীতকে তাতিয়ে যেন তারা তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। ক্লাসিক সুরকে তারা উচ্‌কপালে ব'লে এড়িয়ে চলল। কেননা জাজ সংগীত এক উত্তেজিত সংগীত যা অভিব্যক্ত করছে এক উত্তেজিত যুগকে।

আমেরিকায় সংগীতের শিল্পরূপে বিকাশ না ঘটে শ্রমশিল্পরূপে বিকাশ ঘটেছিল ব'লে স্বভাবতই জনপ্রিয় সংগীত সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। কেবলমাত্র শেষ কয়েক যুগের মধ্যে সংগঠন ও ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আমেরিকান সম্পদ গভীর সংগীতের সুরকারদের উদ্দীপিত করেছে। এবং এখন, ধাতুগলানো পাত্রে যেমন সব জিনিস মিশে যায়, তেমনি জাজ বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ জীবিত অনেক গভীর সংগীতের সুরকার ব্যবহার করেছেন।

সংগীতের 'সর্বশ্রেষ্ঠ', অন্যান্য শিল্পের মতই, ততদিন টিঁকে থাকে যতদিন জনগণ তা শোনে ও বোঝে। সেই জন্য শ্রেষ্ঠ বলতে সর্বদাই তথাকথিত গভীর সংগীতকে বোঁঝায়। এটা খুবই খারাপ যে ঐ ধরনের সংগীতকে বোঝাতে অন্য কোন শব্দ নেই, কেননা 'গভীর' শব্দটি ভুল ধারণার বশবর্তী ক'রে। শব্দটা শুনে যেন মনে হয় যেন আমরা মুখ ক'রে থাকব এবং হাসব না। এটা ঠিক নয়। কোন কোন গভীর সংগীত সূর্যরশ্মির মতই উজ্জ্বল ও উচ্ছল। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন জনপ্রিয় সংগীত বদলে যায়, এ গান তেমন নয়। গাড়ি ঘোড়া জামাকাপড়ের মত জনপ্রিয় সংগীতও ফ্যাশনের মত ক্ষণস্থায়ী। যখন মহিলারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন তখনকার জনপ্রিয় সংগীত এবং বাস গাড়ীর সমকালীন জনপ্রিয় সংগীতে সম্পূর্ণ তফাৎ।

চারণদের গান ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান, নাচগান ভেলকিবাজি-মূলক অভিনয় ও আমাদের কালের সংগীত কমেডির পূর্বসঙ্কেতকারী। তাদের গানে জাজ্ সংগীতের পূর্বপরিচয় বিধৃত। জাজ চেতনা, বা চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত তার প্রথম উদ্ভব ঘটে ইউরোপে। কিন্তু নামকরণটি ঘটেছে আমেরিকায়, যখন তা আমেরিকান সংগীতে বিকশিত হয়। মোজার্টের সময় সংগীত বলতে বোঝাত ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরসংগতি। আজকাল কর্কশধ্বনি এবং এমনকি গোলমালও সংগীত নামধেয় হয়ে উঠেছে।

উইলিয়াম সি. হ্যাণ্ডি

'মহৎ সাধনা বিনা উৎকর্ষ ঘটে না'

—ম্যাকগাফের পঞ্চম গ্রন্থ

যুক্তরাষ্ট্রে যখন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কৃষ্ণকায়দের ক্রীতদাস ক'রে রাখত সে সময় থেকে এখনও একশো বছর কাটেনি। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তাঁদের ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ছিলেন, অন্যান্যরা ছিলেন কঠিন। কখনও কখনও শ্বেতাঙ্গ প্রভু কোন দাসকে মুক্তি দিতেন। ক্রিস্টোফার ব্রেওয়ের ছিলেন এমন-ভাবে মুক্ত একজন নিগ্রো, যিনি এই সদয় ব্যবহারের ফলে স্বেচ্ছায় তাঁর পূর্ববর্তী প্রভুর কাছে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত ছিলেন। 'ধর্মে আশ্রয় লাভ' করার আগে তিনি নাচের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন এবং তার থেকে যে আয় হ'ত তাঁর প্রভু তাঁকে তা নিজের কাছে রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে নিগ্রোরা যখন চার্চে যোগ দিত (বা তাদের ভাষায়, যখন 'ধর্মাশ্রয় পেত') তখন তাদের মনে হ'ত নাচ-গান-বাজনা এ সমস্ত বাজে জিনিস। সেই কারণেই ক্রিস্টোফার ব্রেওয়ের চার্চে যোগ দেবার পর বেহালা পরিত্যাগ করলেন। তাঁর কন্যা এলিজাবেথ গিটার ভালবাসতেন কিন্তু চার্চের সদস্য ছিলেন ব'লে বাজাবার অনুমতি পাননি কখনও।

উইলিয়াম ওয়াইজ্ হ্যাণ্ডি নামে এক ক্রীতদাস ক্রিস্টোফার ব্রেওয়েরের মত অত ভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর দুই ভাই মুক্তির আশায় তাঁদের প্রভুদের কাছ থেকে পালান। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন চলে। দুই ভাই পালালেন কিন্তু উইলিয়াম ধরা পড়লেন। তাঁকে দাসরূপে আবার বিক্রয় ক'রে আরও দক্ষিণে পাঠানো হ'ল। আলাবামায় তাঁর দ্বিতীয়বার পলায়ন প্রচেষ্টার সময় তাঁকে গুলি করা হয় অবশ্য তিনি

মারা যান নি। তাঁকে বেঁচে থেকে হ্যানসন নামে তাঁর এক ছেলেকে আরকানসাসে বিক্রয় করা দেখতে হয়েছিল। হ্যানসনের কথা আর কখনও শোনা যায়নি।

দাসত্বের কবলে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলিকে প্রায়ই আলাদা ক'রে দেওয়া হ'ত। মাতাপিতা সন্তানদের হারাতেন; ভাইবোনদের পরস্পরের কাছ থেকে সরিয়ে বিক্রি করা হ'ত। এই লোকগুলির কাছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা তাই উত্তরাঞ্চলের জেনারেল গ্রাণ্টের কাছে দক্ষিণাঞ্চলের জেনারেল লি-র আত্মসমর্পণ; কেননা ঐ ঘটনা থেকেই তাদের মুক্তির সূচনা।

ক্রীতদাসরূপেও উইলিয়াম হ্যাণ্ডি কাজ করতেন ও পড়াশুনা করতেন। আলাবামার অন্তর্গত ফ্লোরেন্সে তিনি একটি কাঠের ঘর বানিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে হ্যাণ্ডিজ হিল্ নামে পরিচিত হয়। সেই ঘরের ভেতরের রান্না-ঘরের নোংরা মেঝে পিটিয়ে পিটিয়ে তিনি অ্যাসফল্টের মত দেখতে করেছিলেন। তিনি তাঁর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনিই সর্বপ্রথম ফ্লোরেন্সে সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। অতঃপর তিনি হন মেথোডিস্ট পুরোহিত। তাঁর ছেলে চার্লসও ছিলেন পুরোহিত এবং তিনি বিবাহ করেন এলিজাবেথ ব্রেওয়েরকে। যদিও পরবর্তীকালে চার্লস্ তাঁর স্ত্রীপুত্রের জন্য উন্নততর গৃহ বানিয়েছিলেন তবু তাঁদের ছেলে উইলিয়াম ক্রিস্টোফার (যাঁর নামে দুই দাদুর নাম যুক্ত) জন্মেছিলেন কাঠের কেবিনে। তিনি জন্মেছিলেন, তাঁদের ভাষায় 'আত্মসমর্পণের আট বছর পরে'। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পুরোহিত হবেন আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু তিনি হলেন তাঁর বাড়ির মতে একেবারে উল্টোটি—হলেন সংগীত-কার। এই বালকই 'ব্লুজ', নামে পরিচিত সংগীতের রচয়িতা হয়ে ওঠেন। তবে খুব সহজে তা হয়নি, সে পথে অনেক মনস্তাপ ও পরিশ্রম সহ্য করতে হয়েছে।

তরুণ বালকটি (যাঁর পিতামাতা খুব অল্পদিন দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন) তাঁর চাহিদা মত সংগীত শোনার মুক্তি পাননি। তবে সে সম্পর্কে তাঁর ভালবাসা ছিল প্রথম থেকে এবং প্রকৃতিজাত সব ধ্বনিকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। সেগুলি তাঁর মেজাজকে নাড়া দিত এবং পেঁচা, বাদুড় ও হুইপপুরউইল পাখির রাত্রিকালীন চিৎকারে তিনি বিষণ্ণ বোধ করতেন। তিনি জেনেছিলেন যে আগুনে লৌহশলাকা দিলে বাড়ির কাছাকাছি থেকে পেঁচারা পালায়; সেইজন্য আগুনে শলাকা দিয়ে তিনি পেঁচা তাড়াতেন। ষোল বছর

বয়সে নিগ্রোদের জন্য ফ্লোরেন্স জেলা স্কুলে তিনি প্রবিষ্ট হলেন এবং শীঘ্রই স্বরলিপি পড়তে শিখলেন।

শৈশবকাল থেকেই চার্চে বালক উইলিয়াম স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মসংগীত শুনতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে 'যখনই কেউ পরিচিত ধর্মগীতি "এগিয়ে যাও আমি শেষ বিচারের দিন তোমাকে দেখব" গাইত' তখনই তাঁর বাবা কাঁদতেন। কান্নার কারণ জিগ্যেস করে তিনি জানতে পারলেন 'যখন ভাই হ্যানসনকে শ্বেতাঙ্গরা বিক্রয় করেছিল তখন ক্রীতদাসরা ঐ গানটা গেয়েছিল।'

উইলিয়ামের ইস্কুলের মাস্টারমশাই যদিও সংগীতকারদের অলস ও নষ্টকারী মনে করতেন তবু নিজে গান করতে ভালবাসতেন। সেই কারণে অন্যান্য স্কুলে প্রত্যেক সকালে যে সময়টা প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থপাঠে ব্যয় হত উইলিয়ামের স্কুলে সেই সময় গান গাওয়া ও সংগীত নির্দেশ দেওয়া হ'ত। ছাত্ররা 'দো রে মি' সার্গম অনুসারে স্বরলিপি পড়ত। স্কুলে কোন পিয়ানো বা অর্গান ছিল না, কিন্তু মাস্টারমশাই 'এ'-মানে একটা সুর-বাঁধার যন্ত্র ব্যবহার করতেন। ছাত্রদের সামনে তিনি 'লা' ধ্বনি গাইতেন এবং সেখান থেকে তারা গানের সূচনার স্বরটুকু পেয়ে যেত। বাঁ হাতে বই ধ'রে, ডান হাতে তাল ঠুকে তারা একই সঙ্গে গাইত সুসমাচার গীতি ও নির্দেশিকাগ্রন্থ। প্রত্যেক বছর তারা কঠিনতর গীতিগ্রন্থ পড়তে শিখল এবং যথাসময়ে তারা ওয়াগ্‌নার, বিজেট ও ভার্দির গীতাংশ গাইতে পারত। তাদের অংশ-গান কানে শোনার পক্ষে ও হার্মনি শিক্ষার পক্ষে ফলপ্রদ ছিল। উইলিয়ামের পক্ষে স্কুলে এই সময়টিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বরলিপি পড়তে শেখার পরে খুব শীঘ্রই তিনি সুর লিপিবদ্ধ করার প্রণালী শিখতে লাগলেন আগ্রহভরে।

তাঁর নিজের জাতের মানুষ হিসাবে ছন্দ সম্পর্কে শিক্ষালাভের কোন দরকার ছিল না তাঁর, ছন্দ ছিল তাঁর স্বভাবে। তাঁর মাতামহ ব্রেওয়ের ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, তাঁর 'পাপময়' দিনগুলোতে যখন তিনি নাচের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন তখন সংগীত রচয়িতারা কেমন ক'রে সংগীতকে 'তাতাবার' জন্য ঘন তালে ফেলতেন। এই সময়ে, 'একটা ছেলে একজোড়া সেলাইয়ের ছুঁচ হাতে নিয়ে বেহালাবাদকের পেছনে দাঁড়াত। সেই অবস্থা থেকে ছেলেটা বেহালাবাদকের বাঁ কাঁধের কাছে পৌঁছে তারে আঘাত করত।' কয়েক বছর পরে, আজীবন সুদক্ষ বেহালাবাদক এক বৃদ্ধ উইলিয়ামকে ঐ বিশেষ কায়দায় বাজনাটা দেখিয়ে

দিয়েছিলেন। তিনি নিজে বেহালা বাজিয়ে এমনকি উইলিয়ামকে ছুঁচ ধরতে দিয়েছিলেন। খুড়ো হুইটের (তাঁর এই নাম ছিল) মত নাচের সঙ্গে ভালো বাজিয়েরা শুধু বাজনার সঙ্গে গাইতেন না বরং আপাদমস্তক নাড়াচাড়া করতে পারতেন।

অবশ্য অল্পবয়েসী বালক ব'লে উইলিয়ামকে খুড়ো হুইটের সঙ্গে বাজাতে দেওয়া হত না। পরে সে সুযোগ আসে। তাঁর একজন সত্যিকারের কাকা ছিলেন যিনি এত কড়া ধাতের ছিলেন নিজের ছেলেদের এমনকি শিস দিতে দিতেন না। যখন উইলিয়ামের ঠাকুমা বলেছিলেন যে, উইলিয়ামের বড় বড় কান তার সংগীতপ্রতিভার সূচক, তখন তিনি মজা পেয়েছিলেন তবে এই ঘটনা তাঁর-বাড়ী-থেকে পাওয়া প্রথম উৎসাহের আভাস। দশ বছর বয়সের মধ্যেই প্রকৃতি ও বহির্বিশ্বের ধ্বনি তাঁর কল্পনায় স্বরলিপি হয়ে উঠত। এমনকি ষাঁড়ের চিৎকারও তাঁর মনে সুরের ঝংকার তুলত এবং বয়সকালে এই স্মৃতি থেকে তিনি 'হুকিং কাউ ব্লুজ' রচনা করেন।

উইলিয়ামের দুবছর বয়সের আগেই যদিও তাঁর পিতামহ হ্যাণ্ডি মারা যান তবু পরবর্তীকালে শ্বেতাঙ্গ একজন ব্যক্তি তাঁকে যা বলেছিলেন, তিনি তা কোন দিন ভোলেননি। তিনি বলেছিলেন, 'সনি, তুমি যদি তোমার ঠাকুর্দার মত হতে পারো তবে এক মস্ত লোক হবে।'

হ্যাণ্ডি পরিবারে খাদ্যাভাব ছিলনা কিন্তু বালকটিকে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেই উপার্জন করতে হ'ত। তিনি একবার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কের একটা 'পুওর রিচার্ডস্ অ্যালমানাক্' কেনার জন্য এক গ্যালন দুধের ব্যবসা করেছিলেন। তিনি পুরানো লোহা ও ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়াও গ্রীষ্মকালে-কুড়ানো বেরি, ফল ও বাদাম বেচেছিলেন। বন-থেকে-পাওয়া হাড় থেকে তিনি সাবান বানাতেন। বাদাম কাঠে বৃষ্টির জল দিয়ে হাড়ে দরকারী তারল্য আনতেন। সাবান সেদ্ধ হয়ে ঠাণ্ডা হ'লে তিনি টুকরো ক'রে কেটে বিক্রি করতেন। পুত্রের এই শিল্পোদ্যোগ দেখে তাঁর বাবা খুসি হতেন। ছেলেকে তিনি জমি চষা শেখাতে চেষ্টা করেন কিন্তু উইলিয়ামের ঘোড়া ও খচ্চরদের ব্যাপারে কোন 'ভাগ্য' ছিল না।

বারো বছর বয়সে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে মাস্‌ল্ শোল্‌স্-এর কাছে এক পাথর খাদে জল সরবরাহের কাজ জুটিয়ে দেয়। উইলিয়াম সেখান থেকে দৈনিক

পঞ্চাশ সেন্ট রোজগার করতেন। সেখানে তিনি লোহা-মজুরদের গান শুনতেন :

'আহ, বাচ্ছা, মনে পড়ে সেই শীত ?
খুব ঠাণ্ডা—হেঁইও ?
খুব ঠাণ্ডা—হেঁইও ?'

সেই কাজের গানে 'হেঁইও' ছিল একটা গানের ঝোঁক, যা হাতুড়ি পেটার তালে কিংবা ভারী ওজনের কিছু তোলবার সময়ে একসঙ্গে সকলের উদ্দীপনার জোগানদার। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে উইলিয়ামের অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে ছিল জুতো বানানোর শিক্ষানবিশি, ছুতোরের ও রাজমিস্ত্রির পলেস্তারা লাগাবার কাজ। এক সময় তিনি ছাপাখানার যন্ত্র চালাতেন। এবং সর্বদাই ছিল অবশ্যম্ভাবী মাঠের কাজ—অর্থাৎ তুলো-তোলা, জাব-তৈরি-করা এবং জই, জোয়ার ও গম বাঁচানো। তাঁর উপার্জনের অর্থে তিনি কাপড় জামা, বইপত্র ও স্কুলের দরকারী জিনিসপত্র কিনতেন।

চৌদ্দ বছর ছুঁই-ছুঁই বয়সে উইলিয়ামের মনে এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা জন্মালো গিটার বাজানোর। কিন্তু কোথা থেকে তিনি গিটার পাবেন ? তার জন্যে তাঁকে পয়সা বাঁচিয়ে কিনতে হবে। সে তো সহজ নয়। যদিও মাঝে মাঝে তিনি সপ্তাহে তিন ডলার রোজগার করতেন তবু সেই উপার্জনকে তিনভাগ ক'রে—একভাগ মাকে, একভাগ বাবাকে দিয়ে, তৃতীয় ভাগটুকু নিজের জন্য রাখতেন। তার থেকেই তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হ'ত সুতরাং অন্তত একবছর লাগল তাঁর অভীষ্ট যন্ত্রটি কিনতে।

যখন উইলিয়াম বাদ্যযন্ত্রটি সম্পর্কে মনস্থির করলেন তখন 'তা হ'ল প্রেমে পড়ার মত। সারা বিশ্ব মনে হ'ল উজ্জ্বল ও পরিবর্তিত। তাঁর জীবন কাহিনী গ্রন্থে মিঃ হ্যাণ্ডি স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর গিটার-পাবার সময়কালের। সেই সময় তিনি 'অধিকতর মনোযোগী ছিলেন পাখীদের সম্পর্কে এবং গাছের ওপরে তাদের উচ্ছৃঙ্খল উৎসবে'। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'কী একটা গান গেয়ে উঠল আমার মধ্যে আর আমি তাদের কাছাকাছি হলাম।' তাঁর শোনা ধ্বনিগুলি তিনি বাজাতে চাইলেন। তিনি কঠিনতর পরিশ্রম করতে লাগলেন সেইদিনের আশায়, যেদিন তিনি গিটার কিনতে পারবেন। তবুও সময় আর যেন যেতে চায় না।

দোকানঘরের জানলায় তিনি তাঁর হৃদয়হরণ বাদ্যযন্ত্রটি পছন্দ করলেন। তারপর

তিনি প্রায়ই সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয় দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তার দিকে যেটা একদিন নিশ্চিতভাবে তাঁরই হবে। কাউকে তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা বলতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর বাবা ছেলের সেই আবিষ্টতা লক্ষ্য ক'রে বুঝলেন কোন একটা গোলমাল ঘটেছে, এবং ছেলেকে খুশী করতে তিনি বৃথাই চেষ্টা করলেন। তিনি ছেলেকে নদীর খাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাঁতার শেখাতে লাগলেন। উইলিয়াম সাঁতার শিখলেন না, অবশ্য শিখতে হল একদিন, যখন একা একা তিনি ঝাঁপ দিলেন গভীর ও বিপজ্জনক এক জলের গর্তে। তখন ডুবে-মরা বা সাঁতার কাটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁর বাবা তাঁকে একটা অন্তর্যুদ্ধের বন্দুক দিয়েছিলেন যেটা তিনি ছুঁড়তে শিখেছিলেন, যদিও তিনি তীরধনুক দিয়ে শিকার করতে পছন্দ করতেন।

যখন এক ভেরীবাদক শ্বেতাঙ্গ ব্যাপটিস্টদের সমবেত গানের সঙ্গে বাজাতে শহরে এলেন, তখন উইলিয়ামের মনে ইচ্ছা জাগল একটা ভেরীর মালিক হ'তে। একটা গরুর শিং ফাঁকা ক'রে তার অগ্রভাগ কেটে তিনি একটা ভেরী বানালেন। তার ফলে যা দাঁড়ালো তা ভেরী নয় বরং শিকারের শিঙা, কাজেই তিনি আগের চেয়ে বেশি মনসংযোগ করলেন অর্থসঞ্চয় ক'রে গিটার কেনার ব্যাপারে।

বসন্তকালে যখন স্কুলঘরের দরজা জানলা খোলা তখন উইলিয়াম শুনতে পেলেন ফসলক্ষেত-থেকে-ভেসে-আসা এক নিগ্রো চাষার গান :

আই-ও-ইউ, আই-ও-ও
আমি থাকবো না কাইরো-য়।

ফসলক্ষেতের কাজের গান, ধাতুগলানো অগ্নিকুণ্ড আর পাথরখাদ, চার্চের ধর্মসংগীত এবং তার সঙ্গে স্কুলের সংগীত ও হ্যাণ্ডিজ্ হিলের বাচ্চাদের বানানো গান—এই সব স্মৃতিসঞ্চয় থেকে সেই নিগ্রো বালকের সুর ও ছন্দের জন্ম। যখন উইলিয়াম হ্যাণ্ডি তাঁর 'ব্লুজ্' রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে, তখন সেই সব সাংগীতিক উপাদান ফিরে এসেছিল।

উইলিয়ামের ষোলসতেরো বছর বয়সে একদিন এল যখন বিভাগীয় বিপণিতে গিয়ে তাঁর গিটার কেনার মত প্রচুর অর্থ জমল। অনেক-দিনের-তাকিয়ে-থাকা মুহূর্তটি অবশেষে এল। নতুন ঝকঝকে যন্ত্রটি কিনে বাড়ির লোকের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দেখাবার জন্য যখন তিনি ফিরলেন তখন তিনি হাওয়ায় হাঁটছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি নিজের উপার্জনে

ওটি কিনতে সমর্থ হয়েছেন ব'লে তাঁর বাড়ির লোকজন গর্ববোধ করবেন। বাড়ি এসে সকলের পর্যবেক্ষণের জন্য যখন তিনি গিটারটা উঁচু ক'রে ধরলেন তখন তিনি আনন্দে বাক্‌রুদ্ধ। কিন্তু যেহেতু কেউই প্রথমে কথা বলতে পারলেন না তাই শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন,

'ভাখো এটা কেমন ঝক্‌ঝক্ করছে···এটা আমার····আমার। আমি টাকা জমিয়েছিলাম।'

তারপর তাঁর বাবা কথা বললেন। কিন্তু হায়, সে কথা আনন্দ বা প্রশংসার নয়। তিনি চটে গিয়েছিলেন।

'একটা বাক্স', তিনি শ্বাস নিলেন। 'একটা গিটার'! শয়তানের খেলনা। নিয়ে যাও বলছি! ফেলে দাও। আমাদের খৃষ্টান বাড়িতে এমন পাপের জিনিস আনতে কে বলল তোমাকে? যেখানে ছিল সেখানে এটা নিয়ে যাও। শুনতে পাচ্ছ?'

উইলিয়াম শুনলো। সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, গিটার থাকলে কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু তাঁর বাবা অন্যরকম চিন্তাধারায় মানুষ হয়েছেন। সংস্কার থেকে তিনি বুঝলেন যে জিনিসটা রাখার জন্য বাবাকে বোঝানো নিষ্ফল। তিনি দুর্বলভাবে বললেন যে দোকানে ওটি ফেরৎ নেবে ব'লে তিনি মনে করেন না। কিন্তু তাঁর বাবা বললেন,

'ওরা ওটা বদলে অন্য জিনিস দেবে। ঐ দামে তুমি একটা নতুন অসংক্ষেপিত ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারী পেতে পারো—যাতে তোমার উপকার হবে।'

ক্ষতাক্ত হৃদয়ে তিনি ডিক্‌সনারী নিলেন গিটারের বদলে। এই ঘটনার পরে তাঁর একমাত্র যন্ত্রসংগীত অনুশীলনের সুযোগ ঘটেছিল একটা পুরানো অর্গানে—বাবার অর্থানুকূল্যে পবিত্র সংগীতের অনুশীলন।

সংগীত ছাড়াও আরেকটা বিষয় তিনি চাইতেন—তাও নিষিদ্ধ হ'ল। তিনি আঁকতে চাইতেন। মাস্টারমশাই তাঁকে মানচিত্র আঁকতে অনুমতি দিলেন কিন্তু যখন উইলিয়াম ইচ্ছামত মানুষের ছবি আঁকলেন তখন তার জন্য তাঁকে বেত মারা হ'ল।

মিশ্র কণ্ঠের কোয়ার্টেটের অংশ গানের জন্য তিনি প্রয়াস সুরু করলেন। ষোল বছর বয়সে মহিলা কণ্ঠোপযোগী এক কোয়ার্টেট-ব্যবস্থা করলেন। আঠারো বছর বয়সে তাঁর জীবনে আরেক বিরাট প্রভাব এল।

জিম টার্ণার এলেন ফ্লোরেন্সে। ঐ শহরে-শোনা সবচেয়ে ভাল বেহালা তিনি বাজালেন। উইলিয়াম হ্যাণ্ডির মনে তা গভীর রেখাপাত করল। জিম তাঁর সামনে আরেক পৃথিবীর আভাস তুলে ধরলেন। জিম একটি অর্কেস্ট্রা সংগঠন করলেন ও নাচ শেখাতে লাগলেন। তিনি তৎকালীন সব রকমের নাচ জানতেন। তিনি মেমফিসের বেল স্ট্রিটের গল্প বললেন, 'যেখানে এক সকাল থেকে আরেক সকাল পর্যন্ত জীবন গীতিময়'। সেইসব গল্প উইলিয়ামের মনে অসন্তোষ আনলো; তিনি যেতে চাইলেন, নানা জায়গায়, এবং দেখতে চাইলেন বেল স্ট্রিটের সুখী জীবন। তখন তিনি জানতেন না যে, একদিন তাঁর জাতির সমস্ত আমেরিকানের কাছে তিনি পরিচিত হবেন 'মেমফিস্ ব্লুজ্' ও 'বেল স্ট্রিট ব্লুজে'র রচয়িতা হিসাবে। জানতেন না যে, 'জো টার্ণার ব্লুজে' তিনি তাঁর বেহালাবাদক বন্ধুকে স্মরণ করবেন।

স্কুল জীবনের শেষের দিকে ফ্লোরেন্সে একটা সার্কাস দল আসে। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ব্যাণ্ডমাস্টার অর্থোপার্জনের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণাঙ্গ বাদক-দলকে সংগীত শিখিয়ে। শিক্ষাদান হ'ত এক নাপিতের দোকানে। প্রত্যেকদিন বিকালে, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে, উইলিয়াম নাপিতের দোকানে দাঁড়িয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে শিখতেন বিভিন্ন যন্ত্রবাদ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন কৌশল, যা শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতেন। স্কুলের ডেস্কে তিনি সেই অঙ্গুলী সঞ্চালন অভ্যাস করতেন। এর অনতিকাল পরে যখন তিনি একটা কর্ণেট পেলেন তখনই তিনি তার অঙ্গুলি সঞ্চালনের কৌশল জানতেন।

কর্ণেট বাজানো থেকেই স্বভাবত তাঁর শীঘ্রই বাদকদলে বাজানোর কথা উঠল। জিম টার্ণারের বাদকদলের সঙ্গে শহরের বাইরে বাজাবার সর্বপ্রথম নিয়োগ পেয়ে তিনি আট ডলার আয় করলেন। এক সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে তিন ডলার রোজগারের তুলনায় একদিনের সুখকর কর্মে অত রোজগার তাঁর মনকে সংগীতের প্রতি অধিক লোভী ক'রে তুলল, যদিও তা বাবার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

আঠারো বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ ক'রে উইলিয়ামের পরিক্রমণ সুরু হ'ল। প্রথমে তিনি বেসেমার শহরে সংগীত শেখাতে লাগলেন এবং তারপর বেশি মাইনের জন্য একটা টাইপ তৈরির কারখানায় কাজ নিলেন। বেসেমারে তিনি পিতলের বাদ্যযন্ত্রের এক বাদকদল সংগঠন করলেন ও শিক্ষাদান করতে লাগলেন। সময় কঠিনতর হয়ে এল; কারখানাগুলি বন্ধ

হয়ে গেল। তিনি বেকার হয়ে বার্মিংহামে চলে এলেন। শিকাগোয় একটা বিশ্বমেলা হবে শুনে তিনি ভাবলেন হয়ত সেখানে একটা কাজের সুরাহা হবে এবং লাউজেট্টা কোয়ার্টেট নিয়ে শিকাগো রওনা হলেন। খুব মজা চলল। কেউ নিয়োগ করলে রাস্তা ধ'রে তাঁরা গান করতে করতে চলতেন, ভ্রমণ করতেন মালবোঝাই ট্রেনে আর ঘুমোতেন বাক্স-গাড়িতে। অবশেষে তাঁরা শিকাগো পৌঁছে জানতে পারলেন যে, মেলা এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। সাংগীতিক সুযোগের আশায় তাঁরা আবার রওনা দিলেন সেণ্ট লুইসের পথে। একজন লোক তাঁদের সন্দেহজনক ভাবে গাড়ি চড়াল। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে লোকটি বোঝাল যে একটা কবরখানায় কাজ করতে নিগ্রোদের প্রবৃত্ত করার জন্য সে প্রতি নিগ্রোর মাথাপিছু অনেক টাকা পায়। তাঁরা ট্রেন থেকে নামামাত্র সে আয় করল কাজেই তাঁরা সেখানে থাকলেন কিনা তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না।

সেণ্ট লুইসে পৌঁছে কোয়ার্টেট দল ভাঙতে বাধ্য হ'ল। সেখানে বহু বেকার সংগীতকার ছিল। সারা শহরে দুঃসময়ের ঢেউ। অবশ্য যদিও উইলিয়াম দু সপ্তাহের জন্য কাজ পেলেন কিন্তু নিজের জাতির এক ঠিকাদার কর্তৃক প্রতারিত হলেন মাইনের ব্যাপারে। অতঃপর তিনি পৌঁছালেন তাঁর অবনতির চরমে। মিসিসিপিতে আগন্তুকদের আসরে পাথরে কেমন ক'রে গভীর শূন্যতার মধ্যে ঘুমোতে হয় তা তিনি জানলেন। অবশ্য তিনি একা এমন দুঃস্থতার মধ্যে ছিলেন না সেখানে, সাদা কালো শত শত লোকও ছিল। কখনও কখনও তিনি জলাশয়ের ঘরে ঘুমোতেন কিন্তু তা ছিল বিপদসংকুল ব্যাপার কেননা পুলিশ সর্বদাই ভবঘুরেদের সন্ধান ক'রে ফিরত। ধরা না পড়ার জন্য হয় চোখ খোলা রাখতে অথবা পা চালু রাখতে হ'ত। হ্যাণ্ডি একই সঙ্গে ঘুমোতে ও পা চালাতে শিখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, সেই সময়ে পুলিশী অত্যাচার থেকে দুটো জনপ্রিয় গান তৈরি হয়। কয়েক বছর পরে তিনি বুঝেছিলেন যে, সেই সময়ে তিনি যে দুর্দশা সহ্য করেছিলেন তা তাঁর গানে ফলপ্রসূ হয়েছিল। অনেকদিন পরে যখন একদিন তিনি পিয়ানোয় বসলেন তখন এক সন্ধ্যায় 'সেণ্ট লুইস ব্লুজ্' রচনা করলেন; শূন্য থেকে সহজেই এল।

অবশ্য সেই সব কষ্ট তিনি সহ্য না করলেও পারতেন কেননা তিনি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে বাবার মনোভাব

মনে রেখে এবং মাস্টারমশাইয়ের এক মন্তব্য ('গান তোমাকে ক্ষয় ছাড়া আর কি দেবে?') ভেবে তিনি বুঝলেন যে, সবাই তাঁকে সম্বর্ধনা করবে 'আমি আগেই বলেছিলাম যে এমন হবে'; কপর্দকশূন্যতার চেয়ে তা আরও মর্মান্তিক। ভ্রমণকালে উত্তর ও দক্ষিণের শহরগুলি অতিক্রম করার সময় তিনি বিজ্ঞাপন দেখতেন, তাতে লেখা থাকত 'কালা আদমি. সূর্যকে এখানে অবনত কোরো না'। পরবর্তীকালে এক সময়ে যখন তিনি গেয়েছিলেন 'সান্ধ্য সূর্যের অবনমন দৃশ্যকে আমি ঘৃণা করি' তখন তা হৃদয় গভীরের অভিজ্ঞতা থেকে বেজে উঠেছিল।

যখন উইলিয়াম হ্যাণ্ডি ইণ্ডিয়ানার দিকে পথ ক'রে নিলেন তখন সহসা তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল। ইভানস্ভিলে তিনি সহজেই রাস্তা মেরামতের কাজ পেলেন। তখন তিনি ক্ষুধার্ত। অন্যান্য কর্মীরা যখন মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি নিয়েছিল সেই সময় একজন দয়ালু বড়কর্তা আবিষ্কার করলেন যে নতুন কর্মীটির কোন টাকাপয়সা নেই, তখন তিনি কিছু টাকা ধার দিলেন। ভাল ব্যবহার ও মনোমত খাদ্য তাঁকে সুস্থ ক'রে তুলল। তিনি দেখতে পেলেন একদলের কয়েকজন লোক তাঁর শহরেরই মানুষ। তারা খরচপত্র টেনেটুনে সপ্তাহে এক ডলারে জীবিকানির্বাহ করে। হ্যাণ্ডি আরও আবিষ্কার করলেন, শহরে কতকগুলি পিতলের বাদ্যযন্ত্রের বাদকদল আছে। তিনি সকল কুচকাওয়াজ, কনসার্ট ও মহলায় উপস্থিত থাকতে লাগলেন। অনতিকাল মধ্যে তিনি হ্যাম্পটন বাদকদলে বাজালেন; তাঁর বাজনা দৃষ্টি আকর্ষণ করল খুব তাড়াতাড়ি এবং লোকে সেকথা বলাবলি করতে লাগল।

কেনটাকির অন্তর্গত হেণ্ডারসনে যখন হ্যাণ্ডি বাজানোর জন্য নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর জীবন ভবঘুরে থেকে পেশাদারী হয়ে উঠল। তাঁর কঠিন সময় শেষ হয়ে সুখের দিন এল। কেনটাকিকে মনে হ'ল 'তাজা, শ্যামল এবং গীতিময়'। তিনি হার্মনি সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ ও সংগীতের বিশ্বকোষ কিনলেন। এলিজাবেথ প্রাইস নামে এক মহিলার সঙ্গেও তাঁর দেখা হ'ল যাঁকে তিনি পরে বিবাহ করেন। হেণ্ডারসনে কয়েকশো কণ্ঠে গাইবার এক জার্মান গায়ক সমিতি ছিল। গান শোনার জন্য ও দলনেতার পদ্ধতি লক্ষ্য করার জন্য হ্যাণ্ডি সেই হলের দ্বারপালের কাজ নিলেন। তারপর তাঁর এক প্রাক্তন সংগীত সহযোগীর আমন্ত্রণ পেলেন শিকাগোর মহরা চারণদলে কর্ণেট বাজাবার এবং দুদিনের মধ্যে সেখানে হাজির হলেন। সেখানে তখনও অর্থনৈতিক অনটন বাড়ছিল

সেইজন্য তাঁর বেতন ধার্য হ'ল খাওয়া সমেত সপ্তাহে ছয় ডলার। কিন্তু যতই তিনি আরও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন, কোয়ার্টেট শেখালেন এবং গায়কদের সহযোগিতার জন্য ঐকতান ব্যবস্থা করলেন ততই তাঁর বেতন বাড়তে থাকল। শীঘ্রই তিনি একটি ভেরী কিনতে সমর্থ হলেন এবং সেটি অনুশীলন করতে সুরু করলেন, তাঁর ভাষায়, 'সর্বপ্রধান দেবদূতের মত দৈনিক চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত'।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিনলের নির্বাচনের পর সমৃদ্ধি এল দেশে এবং উইলিয়াম হ্যাণ্ডির জীবনেও। তিনি কতকগুলি ভাল পোশাক কিনলেন এবং স্বভাবত ভালতর বোধ করলেন সেই লুইসের দিনগুলোর চেয়ে যখন শার্টের অভাব তিনি ঢাকতেন কোটের সবকটা বোতাম এঁটে। যখন তাঁকে চারণদলের দুটি বাদকদলের মধ্যে একটির নায়কত্ব করতে বলা হ'ল এবং একটা উজ্জ্বল পোশাক পরতে দেওয়া হ'ল তখন মনে হ'ল তা সত্যের চেয়ে মনোরম।

মহরার চারণদল ছিল নিগ্রোদের কিন্তু তার পরিচালক ছিলেন শ্বেতাঙ্গরা। তাঁদের দিনের কাজ সুরু হ'ত দ্বিপ্রহরের ঠিক আগে, যখন চারণদল সন্ধ্যায় যে শহরে অনুষ্ঠান করবে সেখানে কুচকাওয়াজ করতেন। ব্যবস্থাপক কুচকাওয়াজ সুরুর সঙ্কেত হিসাবে পৌনে বারোটায় বাঁশি বাজাতেন। আগের রাতে দলটি যেখানে অনুষ্ঠান করেছিল সেখান থেকে শহরে আসতে যদি দেরী হয়ে যেত তবে কুচকাওয়াজ সুরু হ'ত সোজা রেলরাস্তা ধ'রে। কুচকাওয়াজের সামনে থাকতেন চারঘোড়ার গাড়িতে ব্যবস্থাপকরা। রাস্তার দু-ধারের নাগরিকদের তাঁরা টুপী তুলে অভিবাদন জানাতেন। দ্বিতীয় গাড়িতে যেতেন 'তারকারা'। তার পেছনে 'ভ্রাম্যমান ভদ্রজনেরা' এই দলে থাকতেন গায়কবৃন্দ, কৌতুক শিল্পীবর্গ ও কসরতকারীরা। তারপর যেতেন দৃষ্টি আকর্ষণকারী ড্রাম-মেজর এবং তারপরে বাদকদল। জনগণের চত্বরের চারপাশে তাঁরা সমবেত হয়ে ধ্রুপদী ওভারচার ও জনপ্রিয় গানের এক অনুষ্ঠান করতেন। তাঁরা প্রায়ই রূপায়িত করতেন সৌসা-র মার্চ। সকলে খুব পছন্দ করতেন ব'লে খুব ব্যবহৃত হত 'ক্রুডার গার্ডেনারস্ পিকনিক' নামে নির্বাচিত সুরগুলি। এর সুরগুলির রচয়িতা স্টিফেন ফস্টার।

বাদকদলের বাজনার পর কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ত—সম্ভবত সাইকেলের কৌশল—এবং তারপরে একটা বক্তৃতা ক'রে শহরের লোকজনকে সন্ধ্যেবেলায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রলুব্ধ করা হ'ত। তারপর দলের সদস্যরা সন্ধ্যে

সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ছুটি পেত ; তারপরে ঐ সময়ে স্থানীয় অপেরা হাউসের সামনে বাজনা বেজে উঠত আবার।

অনেক বছর ধরে হ্যাণ্ডি এই দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। এই ভ্রমণ তাঁকে সারাদেশে ঘোরালো—কিউবা থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া, কানাডা থেকে মেক্সিকো। এই বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি বিবাহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী ভ্রমণসঙ্গিনী হলেন। কিউবায় তিনি বিচিত্র লৌকিক গানের ছন্দে মুগ্ধ হলেন। ত্রিশবছর পরে এই ছন্দই রুম্বা নামে নিউ ইয়র্ক ও সারাদেশে শোনা গিয়েছিল।

অনুষ্ঠানে হ্যাণ্ডি একক কর্ণেট বাজাতেন। একদা যখন মহরার চারণদল আলাবামায় অনুষ্ঠান করছিলেন তখন হ্যাণ্ডির বাবা এসেছিলেন ছেলের বাজনা শুনতে। সেটা ছিল উইলিয়ামের পক্ষে এক বিরাট মুহূর্ত কেননা তিনি জানতেন, সংস্কার ভাঙতে বাবাকে কত প্রয়াস করতে হয়েছিল। পিতা হ্যাণ্ডি উইলিয়ামের সাফল্যে খুশী হলেন এবং অন্যান্য শ্রোতাদের গর্বের সঙ্গে জানালেন যে, বাদকদলের নেতা তাঁরই ছেলে। যবনিকা পতনের পর বাবা ছেলের কাছে গিয়ে করমর্দন ক'রে বললেন 'সনি, ধর্মগ্রহণের পর আমি কোন অনুষ্ঠান দেখিনি। এ অনুষ্ঠান আমার ভালো লেগেছে। আমি তোমার জন্যে গর্বিত এবং তুমি সংগীতজ্ঞ হয়েছ ব'লে তোমাকে ক্ষমা করলাম।'

তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণের সময় হ্যাণ্ডিরা ফ্লোরেন্সে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উইলিয়াম ও জিম টার্ণার একটা ছোট অর্কেস্ট্রা সংগঠন করেছিলেন। একটা অনুষ্ঠানে, (যাতে কৃষি ও যন্ত্রবিদ্যার কলেজের সভাপতি উপস্থিত ছিলেন) কনসার্ট বাজানোর ফলে উইলিয়াম হ্যাণ্ডি সাতাশ বছর বয়সে আমন্ত্রিত হলেন সেই কলেজের বাদকদল, অর্কেস্ট্রা ও কণ্ঠ সংগীতের পরিচালকরূপে। সেই কাজ গ্রহণ ক'রে সর্বপ্রথম তাঁর নিজের এক বাড়ি হ'ল।

ইতিমধ্যে র‍্যাগটাইম সংগীত জনরুচিকে অধিকার করছিল। বেশ কিছুকাল আমেরিকান সংগীত ও নিগ্রোদ্ভূত র‍্যাগটাইমকে সারাদেশে নিচু চোখে দেখা হ'ত। তুলনামূলকভাবে হীনতর হলেও বিদেশী সংগীতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ত। এই জাতীয় বিচারের কপটতায় হ্যাণ্ডি বিরক্ত ছিলেন। সেইজন্যই একটা কনসার্টের জন্য তিনি 'মাই র‍্যাগটাইম বেবি' পুনর্লিখন করেন এবং তাঁর ব্যাণ্ডে বাজাবার জন্য তার একটি ধ্রুপদাশ্রিত নাম দিলেন। এটি সোচ্ছ্বাসে গৃহীত হ'ল, এমনকি কলেজের সভাপতি তাঁকে এই

অংশের জন্য অভিনন্দন জানালেন। প্রথম থেকেই হ্যাণ্ডি তাঁর সাধ্যমত র‍্যাগটাইমকে উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কলেজে অল্প বেতন গ্রহণ করতে করতে হ্যাণ্ডি দু বছর পরে সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আরও বেতন হওয়া উচিত এবং তদনুসারে তিনি জনপ্রিয় একটি নিগ্রো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেইসূত্রে তিনি আবার মহরার চারণদলে যোগ দিলেন যদিও ইতিমধ্যে ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিন সূচিত হয়েছিল।

মিঃ হ্যাণ্ডি বলেছেন, 'দক্ষিণের নিগ্রোরা সব বিষয়ে গান গায়।' তারা ট্রেন, স্টিমবোট, স্লেজগাড়ি, ছোটলোক প্রভু এবং অবাধ্য খচ্চর—এই সব নিয়ে গান বানাতে পারে। তারা গানের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যেকোন বস্তু ব্যবহার করে—যেকোন বস্তু, যার থেকে সাংগীতিক ধ্বনি ও ছন্দ জাগে অর্থাৎ 'হার্মোনিকা থেকে ধোবার পাটা পর্যন্ত।' এবং এইসব উপাদান থেকে ব্লুজের উদ্ভব।

একটা সময় ছিল যখন হ্যাণ্ডি, হেণ্ডারসনে-কেনা তাঁর হার্মনি সংক্রান্ত বই ও সংগীত-বিশ্বকোষ পড়ে ভাবতেন যা কিছু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা-ই বই থেকে এসেছে। এমনকি তিনি তাঁর নিজের জাতির আদিম সংগীতকে ঘৃণা করতেন। তাঁর মনে হ'ত যে, অনিঃশেষ পুনরাবৃত্তির সরল রীতি বড়ই সরল। ক্রমশ তিনি উপলব্ধি করেন যে, যদিও ব্লুজ সংগীত বই থেকে আসেনি, তবু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা আদিম সংগীতে যে সরল অভিব্যক্তি পেয়েছে তা ঐ গানকে এমন আন্তরিকতা দিয়েছে যা হৃদয়স্পর্শী।

এক সন্ধ্যায় মিসিসিপির এক শহরে এক নাচের আসরে বাজাবার সময় তিনি জীবনের মহত্তম শিক্ষা পেলেন। সেখানে অনুরোধ এল কিছু 'লৌকিক সংগীতের' জন্য। সে সময় তাঁর সহশিল্পীরা মুদ্রিত স্বরলিপি ছাড়া বাজাতে পারতেন না। তাঁরা অগত্যা পুরানো কালের এক দক্ষিণীসুর শোনালেন যাতে লোকায়ত ঢঙের চেয়ে পরিমার্জনা বেশি। আরেকটি অনুরোধ এল এই মর্মে যে, যদি স্থানীয় একটি বাদকদল কয়েকটি নাচের বাজনা বাজায় তাতে আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি তো নাই, বরং তাঁরা অন্য বাদকদলের বাজনা শুনতে খুশীই হলেন। ফলে তিনটে দেহাতি ছেলে, ঢলঢলে পোশাক প'রে, নেংচাতে নেংচাতে তাদের যন্ত্র নিয়ে তৈরি হল। যন্ত্র বলতে—'একটা ভাঙা গিটার, একটা ম্যাণ্ডোলিন এবং একটা ভগ্নপ্রায় বাসবেহালা। তাদের গান

তাদের চেহারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তারা একই সুর বারবার বাজাতে লাগল যার সুস্পষ্ট কোন আরম্ভ নেই এবং সুনিশ্চিতভাবে শেষও নেই। সেই বাজনা বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে পৌঁছাল, তবু চলতেই থাকল। মেঝেতে তাদের পা ঠুকতেই থাকল। তাদের চোখ ঘুরতে লাগল। কাঁধ দুলতে লাগল। এবং এ সবের মধ্যে সেই যন্ত্রণাকর সুর চলতে থাকল। সেটা ঠিক বিরক্তিকর বা বিরস নয়। সম্ভবত সদর্থে তাকে 'আক্রম' শব্দটি বলা চলে।

শেষহীন সেই সুর শুনতে শুনতে উইলিয়াম হ্যাণ্ডি বিস্মিত হয়ে ভাবলেন গেঁয়ো অসভ্য লোক ছাড়া আর কেউ এ গান সম্পর্কে কেয়ার করে কিনা। তিনি দেখলেন তালোন্মত্ত পায়ের তলায় রৌপ্যমুদ্রা বর্ষণ চলছে। নর্তকরা খেপে গেল। গেঁয়ো কালো ছোঁড়াগুলো তাঁকে এমন কিছু শেখালো যা, তাঁর মনে হল, বই থেকে তিনি পেতেন না। তখনই তিনি আদিম গানের সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন এবং 'সেইরাত্রে একজন সুরকার জন্মালো।' তিনি বাড়ি গেলেন ঐ জাতীয় গান বানাতে। তাঁর অনেকদিন থেকে মনে হয়েছিল যে, আমেরিকার লোকজন তাদের নাচের গানে চায় ছন্দ ও গতি।

যখন হ্যাণ্ডি কয়েকটি লৌকিক সুরে অর্কেস্ট্রা বাঁধলেন এবং মিসিসিপির বদ্বীপ অঞ্চলের আবাদে নাচের জন্য এবং রাজনৈতিক পুনর্মিলনের জন্য বাজালেন তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রোজগার হ'ল তাঁর।

১৯০৯ সালে তিনি আবার মেম্ফিসে ফিরে এলেন মিঃ ক্রাম্পের রাজনৈতিক প্রচারে বাজাবার জন্য। তখন তিনি ত্রিশের কোঠায়। অন্য নামে 'মেম্ফিজ ব্লুজ' তিন বছর পরে এটি প্রকাশিত হয়। এটিই ব্লুজ রচনার প্রথমটি, এর পরে অনেকগুলি প্রকাশ পায়। তিনি অনেক গান লিখতে সুরু করলেন এবং ব্লুজ লিখতে লাগলেন ঘন ঘন।

মেম্ফিসেই হ্যাণ্ডির সঙ্গে দেখা হ'ল সংগীতপ্রিয় হ্যারি এইচ. পেসের সঙ্গে, যিনি ছিলেন একটি নিগ্রো ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী। তিনি কিছু গীতি রচনা করেছিলেন এবং চার্চের অনুষ্ঠানে গায়ক হিসাবে তাঁর খুব চাহিদা ছিল। এই দুজনে গান রচনায় মিলিত হলেন এবং পেস অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডি মিউজিক কোম্পানী নামে সংগীত প্রকাশনের সহযোগী হলেন।

মিঃ হ্যাণ্ডির বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ তখন তাঁর প্রকাশন সংস্থা স্থান পরিবর্তন করল বেল স্ট্রিট থেকে ব্রডওয়েতে। তখন র‍্যাগটাইম সংগীতকে জাজ্ বলা হচ্ছে সুরু হয়েছে। টিন প্যান অ্যালির থেকে গানের প্রবাহ বেরোতে সুরু

করেছে')। অনেক বছরের ওঠানামার পরে—নামার মধ্যে ব্লুজ রচয়িতাদের শূন্যতার সময়টুকু উল্লেখযোগ্য—রেকর্ড কোম্পানীগুলো থেকে টাকা ঢালা হ'তে থাকল। নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে তাঁর ব্লুজ পরিচালনার জন্য উইলিয়াম হ্যাণ্ডি আমন্ত্রিত হলেন। মহাযুদ্ধের শেষে যখন জাজ চালু হচ্ছিল তখন প্যারিসে হ্যাণ্ডির ব্লুজ্ রূপায়িত হ'ল আমেরিকান নিগ্রো বাদকদলের দ্বারা। আমেরিকান সৈন্যরা স্বদেশের সংগীত শুনে রোমাঞ্চিত হ'ল। যদিও মিঃ হ্যাণ্ডি বলেছেন 'ব্লু্ গানগুলির সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্ম' তবু শেষ পর্যন্ত সেগুলি রূপায়িত হতে লাগল কনসার্টের হলে। পল হোয়াইটম্যান রূপায়ণ করলেন ও রেকর্ড করলেন হ্যাণ্ডির 'সেণ্ট লুইস্ ব্লুজ্'। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের জন্য হ্যাণ্ডির ব্লুগুলি রূপায়িত হ'ল। একজন বিশেষজ্ঞের মতে জাজের প্রথম উদ্যমে 'মেম্ফিস' ও 'সেণ্ট লুইসের' অবদান অন্য যেকোন ব্যক্তিগত রচনার চেয়ে বেশি। ১৯১৪ সালে রচিত 'সেণ্ট লুইস ব্লুজ্' এত সাফল্য লাভ করেছে যে, বিয়াল্লিশ বছর পরে এখনও বছরে ২৫,০০০ ডলার উপার্জন করছে।

সত্তর বছর বয়সে ক্ষীণদৃষ্টি নিয়েও মিঃ হ্যাণ্ডি প্রত্যহ তাঁর ব্রডওয়ের অফিসে যেতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তিনি সৈন্যবাহিনী ও নাবিকদের বাজনা বাজিয়ে বিনোদন করেছেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন এই মানুষটি, যিনি একদা ছিলেন জল-জোগানদার, মুচি, তুলোসংগ্রাহক, লোহার কারিগর এবং সাফল্যমণ্ডিত ব্লুজ-রচয়িতা, তাঁর সোনার ভেরী বাজাতেন বিলি রোজের দলে কোন-কোন উপলক্ষে। তাঁর আটাত্তর বছর বয়সের সম্মানে ওয়ালড্রফে এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। আশি বছর বয়সে 'ব্লুজ্ সংগীতের এই জনক' ব্রুকলিনের শত শত স্কুল ছাত্রের জন্য বাজালেন। তাদের উদ্দাম অভিনন্দনের শেষে তিনি ভেরীটিকে আদর ক'রে বললেন, 'জীবন অনেকটা এই ভেরীর মত। তুমি যদি এর মধ্যে কিছু না দাও তবে কিছু পাবে না।'

মিঃ হ্যাণ্ডি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নেভিনের গান 'গোলাপের মত মহৎ' তাঁর জাতির মনে অনুকূল ভাবাবেগ সৃষ্টিতে বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়েছে। বছরের পর বছর তিনি 'ম্যাকগাফের পঞ্চম গ্রন্থের' শিক্ষা স্মরণ করেছেন, কেননা তিনি অভিজ্ঞতার কঠিন প্রান্তরে যে সত্য লাভ করেছিলেন তা এই পরিচ্ছেদের শিরোনামায় উদ্ধৃত হয়েছে।

উইলিয়াম ক্রিস্টোফার হ্যাণ্ডি। জন্ম—১৬ নভেম্বর, ১৮৭৩;
আলাবামার অন্তর্গত ফ্লোরেন্সের হ্যাণ্ডিজ্ হিলে।
মৃত্যু—মার্চ ২৮, ১৯৫৮; নিউ ইয়র্কে।

চার্লস্ এডোয়ার্ড ইভস্

'আমি যা জানি, সবই বাবার-শেখানো'

বাবা ছিলেন কনেকটিকাটের অন্তর্গত ড্যানবেরির বাদকদলের নায়ক, সেখানে ১৮৭৪ সালে চার্লস্ ইভস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জর্জ ইভস্‌কে অন্যান্য সকলে জানত শহরের যে কোন সাংগীতিক উদ্যমের নেতারূপে। বাদকদলের নেতা, সমবেত গানের মূল গায়েন, ভাল সংগীতশিক্ষকতা ছাড়াও তিনি স্বরবিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, ধ্বনি সম্পর্কে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং এমনকি এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা থেকে কোয়ার্টার টোন পাওয়া যায়।

ষোলবছরের কিশোররূপে জর্জ ইভস্ এক জনযুদ্ধ-সৈন্য-বাদকবৃন্দ গঠন করেছিলেন। রিচমণ্ডের অবরোধের সময় যখন তাঁর নেতৃত্বে প্রথম-কনেকটিকাট-পদাতিকসৈন্য-বাদকবৃন্দ পরিভ্রমণ করেছিল তখন প্রেসিডেন্ট লিংকনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'বেশ ভাল বাদকদল'। জেনারেল গ্র্যান্ট উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, সৈন্যবিভাগে ঐটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বাদকদল বলে তিনি শুনেছেন। যদিও তিনি ঐ বিষয়ে বিচারের অনধিকারী ছিলেন, কেননা তাঁর একমাত্র পরিচিত সুর ছিল 'ইয়াঙ্কি ডুড্‌ল্'।

পরবর্তীকালে, লণ্ডনে, তাঁর সঙ্গে স্টিফেন ফস্টারের পরিচয় ঘটে। যখন তাঁর ছেলে চার্লস্ পাঁচবছরে পড়ে তখন তিনি তাকে সংগীত অনুশীলন দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর নিজের ছেলেদের এবং শহরের অনেক ছেলেদের তিনি বাখ্ ও স্টিফেন ফস্টার দিয়ে হাতেখড়ি দেন। তিনি উদারমনে শুধু যে নূতন সাংগীতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সক্রিয় ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর ছেলেকে সংগীতে রীতিবহির্ভূত নিরীক্ষা করতে ভীত না-হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। চার্লসের দশবছর বয়সে তার বাবা তাকে ই-ফ্ল্যাটে 'সোয়ানি রিভার' গাইতে শিখিয়েছিলেন, সঙ্গের বাদ্যযন্ত্র বাজত 'সি' স্বরগ্রামে। এর

উদ্দেশ্যস্বরূপ, তিনি বলতেন, কানের শ্রুতি বাড়ানো। এইভাবে চার্ল্‌সের উচ্চ স্বরগ্রাম সম্পর্কে নিগূঢ় ধারণা জন্মায়।

মিঃ জর্জ ইভ্‌স্‌ যদি আরও পঞ্চাশবছর বেঁচে থাকতেন তবে তিনি এই দেখে নিজেকে যথার্থ পুরস্কৃত ভাবতেন যে, তাঁর ছেলে চার্ল্‌স্‌কে আমেরিকার সবচেয়ে মৌলিক সুরকাররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার রচিত সুর সংগীতকার ও সমালোচকদের দ্বারা দেশে-বিদেশে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে।

একদিন, চার্ল্‌সের আটবছর বয়সে যখন তার বাবা দেখলেন যে ছেলে ড্রাম বাজানোর ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহী তখন তিনি তাকে গ্রামের ক্ষৌরকারের (যে ইভ্‌সের গৃহযুদ্ধ-সৈন্য-বাদকবৃন্দে ড্রাম বাজাত) কাছে নিয়ে গেলেন। ক্ষৌরকার চার্লিকে একটি শূন্য টবের সামনে বসিয়ে, দাড়ি-কামানো ও চুল-ছাঁটার ফাঁকে ফাঁকে, কাঠি দিয়ে ড্রাম বাজাতে শেখালো। বারোবছর বয়সে চার্ল্‌স্‌ বাদকদলে ড্রাম বাজাতে পারতেন।

তেরোবছর বয়সে তাঁর সংগীতজ্ঞান এতদূর মার্জিত হ'ল যে ড্যানবেরির ওয়েস্ট স্ট্রিট চার্চে তিনি অর্গানবাদক হলেন। ঐ বছরেই তিনি বাদকদলের উপযোগী 'হলিডে কুইক স্টেপ' নামে এক সংগীত রচনা করলেন। কিন্তু তাঁর গর্বিত পিতা যখন প্রথম সেটি রূপায়িত করলেন তখন লজ্জাবশত চার্ল্‌স্‌ অন্যান্যদের সঙ্গে বাজাতে পারলেন না। রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে বাদকদল যখন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেল তখন তরুণ ইভ্‌স্‌ লুকিয়ে বেসবল দেয়ালে ছুঁড়ে লুফছিলেন। কিন্তু স্থানীয় একজন সমালোচক সেই তরুণ অর্গানবাদক ও সুরকারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বঘোষণা করলেন।

চার্ল্‌স্‌ প্রথমে ভর্তি হলেন ড্যানবেরি সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং তারপরে ইয়েলে প্রবিষ্ট হবার প্রস্তুতিহিসেবে হপকিন্স ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ইয়েলে তিনি সাধারণ শিক্ষাপাঠ্যক্রম ও সংগীতের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি ডাড্‌লি বাকের কাছে অর্গান শিক্ষা এবং হোরেশিও পার্কারের কাছে সুররচনার শিক্ষা নেন। ১৮৯৮ সালে স্নাতক হবার আগে পর্যন্ত তিনি নিউ হ্যাভেন চার্চে অর্গানবাদকও ছিলেন। এছাড়াও বেসবল ও ফুটবল খেলার মত সময় পেতেন।

ডিগ্রি লাভের আগেই অবশ্য চার্ল্‌স্‌ ইভ্‌স্‌ ইচ্ছাকৃত বিস্ময়যুক্ত অর্গানের উপযোগী সুররচনা করেন। অথবা এমন সুর যাকে তখনকার দিনে

অসম্ভাবিত একতান সম্মিলন মনে করা হ'ত। এর কয়েকবছর পরে, স্ট্রাভিন্‌স্কি ও স্কনবার্গ এমনই দুঃসাহসী রচনা ক'রে সংগীত জগৎকে উত্তেজিত করেন। কিন্তু, আত্মস্থ হ'য়ে, ধীরে ধীরে, ইভ্‌স্‌ কানে-শুনে ইতিমধ্যেই নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন ; যদিও তিনি স্ট্রাভিনস্কি বা স্কনবার্গের মত খ্যাতনামা ছিলেন না। ইভ্‌স্‌ এখন বহু স্বরসংগতির প্রথম ব্যবহারকারী ব'লে স্বীকৃত।

উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতধারার একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতকার ও প্রকৃষ্ট সুরকার হোরেশিও পার্কার তাঁর ছাত্রের স্বর সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিলেন না। বেশিরভাগ লোকের কাছে (যাঁরা তাঁর সংগীত প্রথম শুনেছেন) তাঁর রচনা অদ্ভুত মনে হয়েছে। সে-সংগীত লোকের চেনাজানা ধরনের ছিল না। কেননা তিনি তাঁর সংগীতে ব্যবহার করতেন অ-সাধারণ স্বরবিন্যাস, বিচিত্র স্বরগ্রামমান, সুরের ব্যাপক উল্লম্ফন, ছন্দের অন্তর্বয়ন—এমনি সব ব্যাপার যা তাঁর শিক্ষকদের (যাঁরা সাধারণ ইউরোপীয় সংগীতধারায় অভ্যস্ত ছিলেন) বিরক্ত ক'রে তুলত। এই সব সাংগীতিক ভাবকল্পনা খুব একটা অভিনব নয়। কেননা এগুলি পুরানোকালের সংগীতে ও উপজাতীয় সংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এগুলি আধুনিক আমেরিকান ও ইউরোপীয় কানের কাছে এবং সেই তরুণ সুরকারের পক্ষে নতুন ছিল। অবশ্য, কিছু লোক এমন থাকেন যাঁদের মানসিকতা নতুনকে স্বাগত জানাতে জাগ্রত থাকে। এমনই কিছু সংগীতকার, যাঁরা নিরীক্ষার জন্য সচেষ্ট, তাঁরা ইভ্‌সের সংগীতে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলেন।

কলেজ জীবনের শেষে তরুণ সাময়িক সুরকার কিছুকাল নিউ জারসি ও নিউ ইয়র্ক সিটির চার্চসমূহে অর্গানবাদক ও সমবেত গানের পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠা পান কিন্তু তাঁর দৈনিক কর্মসূচীতে সংগীত অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা, স্নাতক হয়ে তিনি বীমা ব্যবসায়ে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন এবং 'পারস্পরিক জীবনবীমা সংস্থায়' কেরানীরূপে যোগ দেন। বীমাব্যবসায় তাঁর পছন্দসই ছিল এবং এতদ্‌সহ তিনি চাইতেন স্বাধীনভাবে মনোমত সংগীত রচনার মুক্তি। কয়েকবছর পরে তিনি ইভ্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার কয়েকবছর পরে তিনি এবং আরেকজন কেরানী 'পারস্পরিক সংস্থা'-র ম্যানেজার হন। তাঁদের সংস্থা—'ইভ্‌স্‌ অ্যাণ্ড মাইরিক' ক্রমিক বৃদ্ধির পথে একুশবছর পরে দেশের অন্যতম বৃহৎ সংস্থায় পরিণত হয়ে উঠে যায় ; কেননা চার্লস্‌ ইভ্‌স্‌ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য অবসর নিতে বাধ্য হন।

ব্যবসায়ে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং সংগীতের মত সেখানেও যথেষ্ট উদ্যমের পরিচয় দেন। কোন কোন বীমা সংক্রান্ত নবভাবনায় তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং একুশবছরের মধ্যে তাঁর সংস্থা ৪৫০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। তিনি বলেছেন, 'আমার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা জীবন বৈচিত্র্যকে এমনভাবে উন্মোচিত করেছে যার থেকে অন্যভাবে আমি বঞ্চিত হতাম। এর মধ্যে দেখা যায়—বিয়োগান্ত পরিণতি, মহত্ত্ব, নীচতা, উচ্চলক্ষ্য, নীচ আদর্শ, দুঃসাহসী আশা, ম্রিয়মাণ আশা, মহৎ আদর্শ, আদর্শ-হীনতা—এবং এইসব কাজ অনিবার্য পরিণতির প্রতি ধাবিত।'

কলেজ-জীবন সমাপ্তির দশবছর পরে ইভ্‌স্‌ এক মহিলাকে বিয়ে করেন যার নামের প্রথমাংশ হার্‌মনি। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি সব মিলিয়ে মিশিয়ে চলতেন। বছরের পর বছর যখন তাঁর স্বামী দিনেরবেলা অফিসে কাজ করেছেন, সন্ধ্যা, সপ্তাহান্তগুলি ও ছুটির সময় বাড়িতে সংগীত সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি কিছু মনে করেন নি। এবং তিনি স্বামীকে জনপ্রিয় 'সুন্দর' কিছু রচনা করতে বলেননি, কেননা তিনি বুঝেছিলেন যা তাঁর অন্তরে আছে তাই তিনি রচনা করবেন। পরবর্তীকালে চার্লস্‌ বলেছিলেন যে তিনি কখনও কোথাও বেড়াতে যাননি এবং তাঁর স্ত্রী কিছু মনে করেননি। তিনি এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর প্রতি ঋণ পিতৃঋণের সমতুল্য। ইভ্‌সের স্ত্রীর পিতা ছিলেন হার্টফোর্ডের একজন বিখ্যাত ধর্মযাজক। তাঁর সঙ্গে মার্ক টোয়েন, হুইটিয়ার, হ্যারিয়েট বিচার স্টো এবং দেশের সমস্ত শিক্ষিত মানুষের পরিচয় ছিল এবং তিনি মার্ক টোয়েনের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন।

বৎসরের আবর্তনে ইভ্‌স্‌ অনেক সুররচনা করলেন। ১৯২০ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১১৪টি গান একখণ্ডে প্রকাশ ক'রে দান করেন। তার পরের বছর পিয়ানোর উপযোগী তাঁর 'সমস্বর সোনাটা' প্রকাশিত হয়। সংগীতকাররা, বিশেষত নূতনত্বসন্ধানী তরুণ সুরকাররা সেই নতুন সংগীতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু যদিও সংগীতকার ও সমালোচকরা একবাক্যে তাঁর সুর রচনার প্রশংসা করলেন, তবু ইভ্‌সের নাম সুপরিজ্ঞাত হ'তে আরো অনেকবছর লাগল। কেননা জনসাধারণের সমক্ষে তিনি তাঁর সংগীতকে এগিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করেন নি; তাঁর সংগীত রূপায়িত করা খুবই কঠিন; তাঁর সংগীতের প্রকৃতি সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ে আবেদন-

জাগানোর মত নয়। সে-সংগীত বোঝবার পক্ষে সুন্দর ও সরল নয়—সে-সংগীতকে তিনি বলতেন 'কড়া' সংগীত।

পণ্ডিত পিয়ানোবাদক জন কার্কপ্যাট্রিক ইভ্‌সের 'সমন্বর সোনাটা' শিখেছিলেন বারোবছর ধ'রে, প্রথম প্রথম তিনি বুঝতেই পারেন নি। শিক্ষান্তে ১৯২৯ সালে নিউ ইয়র্কে তিনি সেটি রূপায়িত করেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব সাড়া জাগে এবং তাঁকে পুনঃপুনঃ বাজাতে হয়। সমালোচকরা সংগীতটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। একজন সেটিকে আমেরিকানের রচিত শ্রেষ্ঠ সংগীত ব'লে অভিহিত করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে কার্কপ্যাট্রিক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে জনসাধারণের চাহিদায় ইভ্‌স্-অনুষ্ঠানে সংগীতটি আবার বাজান। ইভ্‌স্ তাঁর তৃতীয় সংধ্বনি রচনার পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৯৪৬ সালে সেটি সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় এবং শিল্পী পুলিৎজার পুরস্কার পান।

বেশিরভাগ সুরকার মনে করেন তাঁদের রচনা রূপায়ণের সময় অপরিবর্তিত রাখা উচিত। কিন্তু এখনকার দিনে সবই 'নববিন্যাস' ক'রে নিতে হয়; তাই ইভ্‌স্ ত্রিশবছর আগে যখন ১১৪টি গান প্রকাশ করেন তখন অনুভব করেছিলেন যে, অন্তত তাঁর সংগীতের ব্যাপারে, অন্য যে-কেউ তা নকল করতে পারে, পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে অথবা অন্যযন্ত্রের উপযোগী করতে পারে। এমনকি তিনি তাঁর সংগীতে প্রকাশকের স্বত্বপ্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করেছেন এই ভেবে যাতে তাঁর সংগীতে সকলের মুক্ত অধিকার থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বত্বপ্রতিষ্ঠায় রাজি হন এই সর্তে যে, তার লভ্যাংশ তরুণ সুরকারদের রচনা প্রকাশে ব্যয়িত হবে। তিনি সুরের পর্দা নিয়ে হয়ত নাড়াচাড়া করেছিলেন কিন্তু তাঁর সংগীত বা অধিকার সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ রাখেন নি।

বীমা ব্যবসায়ের বাইরের স্বাধীন অবকাশে তাঁর বহুবছরের একনিষ্ঠ ও প্রিয় কর্মসাধনায় ইভ্‌সের সুররচনা অসংখ্য হয়ে উঠল। তিনি কয়েকটি সংধ্বনি রচনা করেন, অনেক চেম্বার মিউজিক, সমবেত গান, একক গান এবং পিয়ানোর উপযোগী সুররচনা। তাঁর কিছু কিছু রচনাকে অবর্ণনীয় সুন্দর ব'লে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টি সম্ভারকে বলা হয়েছে এ পর্যন্ত আমেরিকানদের মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক ও প্রকৃত জাতীয়তা-সম্পন্ন। তাঁর সংগীতে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি, মহত্তাদর্শ, দেশের প্রাক্তন ঐতিহ্য-সচেতনতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শৈশবের সংগীতাভিজ্ঞতার প্রিয় স্মৃতিমালা। তাঁর পিতার শেখানো সংগীত ছাড়াও

এই স্মৃতিমালায় ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যবর্তী একজন কনেকটিকাটের ইয়াঙ্কির সুপরিচিত বিষয়সমূহ; যেমন—খামারের নাচের পুরানো সুর, পুনরুজ্জীবনের উৎসবরাগ, স্মৃতিদিবসের কুচকাওয়াজ, চারণদের গান, ফসল-কাটার গান, পুরানো গ্রামের বাঁশিওয়ালা ও তার বেসুর, নগরের বাদকদলের তূর্যধ্বনি, যাতে বাদকদল যদি স্বাধীন বা উদ্দীপ্ত বা অযত্নশীল হয়ে পড়ত তবে বেখাপ্পা জায়গায় জোর পড়ত আর বাজনা শোনাত উদ্ভট। এছাড়াও—চার্চের সাঁ-সাঁ-শব্দ-করা ছোট অর্গান বা হার্মোনিয়াম, বেসুরো, চাবিগুলো ঘটঘট ক'রে বেলোর গোলমালে; অথবা ধর্মসভার গান—যাতে কয়েকটা গলা নেমে যায়, কয়েকটা দ্রুত চলে, কিছু গলা তীব্র, কিছু সোজা, অথচ গভীর আত্মবিশ্বাসে গান চলছে। এমনি সব অভিজ্ঞতা এবং কানে-শোনা সুরের অনুশীলন স্মৃতি চার্ল্‌স্‌ ইভ্‌সের সংগীতে গ্রথিত। তিনি আমেরিকার সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সুরকার।

চার্ল্‌স্‌ এডোয়ার্ড ইভ্‌স্‌, জন্ম—অক্টোবর ২০, ১৮৭৪;
কনেকটিকাটের ড্যানবেরিতে।
মৃত্যু—মে ১৯, ১৯৫৪;
নিউ ইয়র্কে।

চার্লস টমলিনসন গ্রিফেজ্

'একজন রুচিবান কারুকৃৎ, একজন যত্নবান শিল্পী'

—লরেন্স গিলম্যান

উইলিয়াম গ্রিফেজ্ ছিলেন নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত এলমিরার একজন ব্যবসায়ী। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও সংগীতপ্রিয়। তাঁদের পাঁচটি সন্তানই যন্ত্রসংগীত বাজাত এবং তৃতীয় সন্তান চার্লস্ কালক্রমে একজন সুরকার হয়েছিল।

একজন অসাধারণ শিশুপ্রতিভা খুব দুর্লভ। এই গ্রন্থে যে সব সুরকারদের কথা লেখা হয়েছে তাঁরা কেউই শিশুপ্রতিভা ছিলেন না। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবান না হয়েও কেউ কেউ এমন মূল্যবান শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন যা তাঁর মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে। চার্লস্ গ্রিফেজ্ অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু শৈশবকাল থেকেই তাঁর এমন অনুভূতি ছিল যে সাধারণের চেয়ে ভিন্নতর কিছু করবেন।

তাঁর একজন বোন ছিলেন বেহালাবাদিকা ; আরেকজন বড় বোন ছিলেন পিয়ানোবাদিকা ও সংগীতের শিক্ষয়িত্রী ; অল্পবয়সে তাঁর কাছেই গ্রিফেজ্ সুরের দীক্ষা নিয়েছিলেন। অন্যান্য অনেক সুরকারদের মত তাঁর সংগীত-মনস্কতা পিতামাতার বিরুদ্ধতা পায় নি। স্বভাবতই অমন গৃহপরিবেশে তাঁর শিল্পীমন উৎসাহিত হয়েছে এবং পাঠস্পৃহা গড়ে উঠেছে।

ভ্রমণকাহিনী তাঁকে সবচেয়ে আকর্ষণ করত। বহুদূরের কথা ভাবতে তিনি ভালবাসতেন। প্রাচ্যদেশসমূহ তাঁকে উদ্দীপ্ত করত। কাব্যপাঠে তাঁর স্পৃহা ছিল এবং একসময়ে আমেরিকান কবি এডগার এলান পো ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। পরবর্তীকালে, যখন চার্লস্ বয়োপ্রাপ্ত হলেন তখন ঐ সব প্রবণতা সংগীত রচনায় পুষ্পিত হয়ে উঠল।

অন্যান্য কয়েকজন সুরকারদের মত তিনি ড্রইং ও জল রঙের কাজে সুদক্ষ ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চার্লস্ তামার ফলকে চমৎকার কিছু এচিং করলেন এবং এমনকি অনেকে তাঁকে চিত্রশিল্পী হবার জন্য অনুরোধ জানালো।

তিনি সাধারণ বিদ্যালয়ে গেলেন এবং ভাল লাগল। সেখানে খেলা-ধূলা করলেন, তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল টেনিস। যাকে তাকে তিনি বন্ধু করতে পারতেন না; তিনি ছিলেন সংযত স্বভাবের, তাই ঘনিষ্ঠ ছোট একটি বন্ধুগোষ্ঠী ছিল তাঁর। তরুণ বয়সেই তিনি গান এবং পিয়ানোর উপযোগী সুররচনা করলেন, সেগুলি এলমিরায় রূপায়িত হ'ল।

চার্লসে'র পিয়ানোশিক্ষায় দ্বিতীয় সংগীতগুরু ছিলেন সুদক্ষ পিয়ানোশিল্পী জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্তা মেরী এস, ব্রাউটন। চার্লসকে বিখ্যাত সুরকারদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি শেখানো হয়, এবং এইভাবে তাঁর সাংগীতিক রুচি পরিবর্ধিত হয়। যখন তিনি রোমান্টিক কাব্যপাঠে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন তাঁর তখনকার সুররচনায় একধরনের মৃদু রোমান্টিক শৈলী প্রতিফলিত হয়। পরে তিনি রিচার্ড স্ট্রস্, হুগো উলফ্ এবং ব্রাহম্‌সের সংগীতে আকর্ষণ বোধ করেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের দিনগুলোয় চার্লসের পিয়ানো-বাজনা ক্রমশই উন্নত ধরনের হতে থাকল এবং তাঁর শিক্ষক তাঁকে বার্লিনে গিয়ে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে উপদেশ দিলেন।

সুতরাং, উনিশ বছর বয়সে, কনসার্টের পিয়ানোবাদক হবার আশা নিয়ে জার্মানীর দিকে পাড়ি দিলেন। সেখানে তিনি সুররচনা ও সংগীত-তত্ত্ব শিখলেন। সুররচনার ব্যাপারে তাঁর অন্যতম একজন শিক্ষক ছিলেন 'হ্যানসেল অ্যাণ্ড গ্রেটেল'-য়ের সুরকার হাম্পারডিঙ্ক। তাঁর জার্মানীতে থাকা-কালে যদিও সেখানে ওয়াগনারের সংগীতের প্রতি অনুরাগমত্ততা প্রবর্ধমান ছিল তবু চার্লস্ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। তিনি ওয়াগনারের সংগীত পছন্দ করতেন তবে তাতে ভেসে যান নি। কুড়ি বছর বয়সে তিনি বার্লিনে সর্বপ্রথম নিজের রচিত একটি সনাটা সর্বসমক্ষে বাজালেন।

জার্মানীতে বাসকালে গ্রিফেজের আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য বদলে গেল। কনসার্টের পিয়ানোবাদক হবার বদলে তিনি হলেন সুরকার। নানা বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকলেও দক্ষতা অর্জন করলেন জার্মান ভাষায়। এবং পাঁচটি জার্মান কবিতায় সুরারোপ ক'রে তিনি তাঁর রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, যখন তাঁর বয়স পঁচিশ, তখন এই গানগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি জার্মানীতে শিক্ষালাভ করেন চারবছর, কিছু কিছু শিক্ষাদানও করেন।

দেশে ফিরে তাঁকে জীবিকার চিন্তা করতে হ'ল, কেননা শুধু নিজের সুররচনা ছেপে সেই অর্থে একজন প্রকৃত সুরকারের জীবন চলা মুশকিল। সেইজন্য তিনি ট্যারিটাউনের ছেলেদের জন্য হ্যাকলি বিদ্যালয়ে বৃন্দগায়নের নেতা ও পিয়ানোশিক্ষক হলেন। অবসর সময়ে আধুনিক ফরাসী ও রাশিয়ান সংগীতের চর্চা ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের রচনাও চালালেন। তাঁর সমস্ত সময় তিনি শিক্ষা ও সুররচনায় কাটাতে চাইতেন, কাজেই শিক্ষকতার কাজ হয়ে উঠল তাঁর পক্ষে বিরক্তিকর ও অপছন্দ।

ট্যারিটাউনে তেরোবছর ব্যাপী শিক্ষকতাকালে তিনি যেসব সুররচনা করেছিলেন তার জন্যই তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পিয়ানোর উপযোগী-রচনা 'রোমান স্কেচেস্'-এর মধ্যে 'দি হোয়াইট পিকক' বহুবার রূপায়িত। নিউ ইয়র্কের নেবারহুড প্লে হাউসে অভিনীত তাঁর একটির নৃত্য-নাট্যের ('দি কেয়ার্ন অব করিডয়েন') অন্তর্গত তাঁর গানগুলি গ্রিফেজ নিজে পছন্দ করতেন। প্রাক্তন জাপানের এক উপকথার নৃত্য অবলম্বনে তাঁর রচিত নৃত্যনাট্য 'শো-জো' নিউ ইয়র্ক, বস্টন ও বিদেশে সমাদর পায়। প্রাচ্যদেশের প্রতি অনুরাগবশত তিনি পুরানো চীনদেশ ও জাপানের পাঁচটি কবিতায় সুর দেন। এই গানগুলি পাঁচটি ও ছয়টি স্বরের আশ্রয়ে রচিত।

চার্লস্ গ্রিফেজ স্বর ও গীতরূপের ব্যাপারে পরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বৃহৎ সনাটা রচনার সময় তিনি তাঁর মৌলিক এক স্বরের উপর নির্ভর করেছিলেন। সনাটাটি খুবই কঠিন, অবশ্য তিনি নিজে ভাল পিয়ানোবাদক ছিলেন ব'লে নিজে বাজাতে পারতেন। এটি প্রথম তাঁর দ্বারা রূপায়িত হয় নিউইয়র্কের ম্যাকডাওয়েল ক্লাবে।

'দি প্লেজার ডোম অফ কুবলা খাঁন' নামে তাঁর ঐকতান রচনা বস্টন সিমফনি অর্কেস্ট্রা থেকে গৃহীত হয়। এই রচনা উচ্চ প্রশংসা লাভ করে এবং অবশেষে গ্রিফেজ্ শুধু স্বীকৃতি পেলেন তাই নয়, নতুন সুররচনার দায়িত্বও পেলেন। প্রায় সকল সুরকারের জীবনেই দেখা যায়, যখন তাঁদের রচনার চাহিদা থাকে তখন তাঁরা কত গভীর নিষ্ঠাসহকারে সৃষ্টি করেন। উৎসাহ তাঁদের নবজীবন দেয়। এইভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে গ্রিফেজ্ বাঁশি ও ঐকতানের

উপযোগী যে-রচনা সৃষ্টি করেন সেগুলি জর্জেস ব্যারের দ্বারা রূপায়িত হয়ে সোল্লাস স্বাগত লাভ করে।

চার্লস্ গ্রিফেজ্ ছিলেন সুরসিক। সংগীত ও শিল্পানুরাগী তাঁর বন্ধু-গোষ্ঠীতে তিনি আনন্দ পেতেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকাল সুখে কাটে নি। অমনোমত কাজের চাপ ও শিক্ষকতায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। অসুস্থতাও ছিল।

যখন সাফল্য আসতে আরম্ভ করেছে এমন সময়ে মধ্য তিরিশে তিনি পরলোকগমন করেন। ডিমস্ টেলর গ্রিফেজ্ সম্পর্কে লিখেছেন 'তাঁর অকালমৃত্যু এই দেশের সবচেয়ে বড় সাংগীতিক ক্ষতি।' টেলরের মতে গ্রিফেজ্ বিশ্ববিখ্যাত হ'তে পারতেন এবং তাঁর সংগীত প্রমাণ করত যে আমেরিকা একজন প্রথমশ্রেণীর সুরকার সৃষ্টি করেছে।

যদিও গ্রিফেজ্ মোট চল্লিশটিরও কম রচনা করেছেন এবং কিছু কোরাস ও অর্কেস্ট্রা, তবু তাঁর খ্যাতির স্মারক হয়ে আছে তিনটি রচনা (দি ল্যামেণ্ট অব আয়ান দি প্রাউড, দাই ডার্ক আইজ টু মাইন এবং দি রোজ অব দি নাইট)।

তাঁর রচনা ইয়োরোপে রূপায়িত হয়েছে। হয়ত একদিন এমন একজন ইয়োরোপবাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যিনি আমেরিকান সুরকারদের নামের সঙ্গে অপরিচিত কিন্তু চার্লস্ গ্রিফেজের নাম তিনি জানেন।

চার্লস্ টমিলসন গ্রিফেজ্।

জন্ম : নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত এলমিরায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। মৃত্যু : ৮ই এপ্রিল ১৯২০, নিউ ইয়র্কে।

জেরোম কার্ন্

'তোমাদের আমি কিছু দিতে চাই'

ভিক্টর হারবার্ট যে বছর নিউ ইয়র্কে আসেন (ঐখানেই পরে তিনি অপেরা রচয়িতা হিসাবে নাম করেন) তার আগের বছর ঐ শহরেই একজন বালক জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ঐ সাংগীতিক ক্ষেত্রেই পূর্বসূরী সংগীতকারের সঙ্গে সম্মান ভাগ করে নেন। মিঃ হেনরী কার্ন, স্টিফেন ফস্টারের বাবার মত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পিয়ানো বাজাতেন এবং যখন কার্নপরিবারের তিনজন বালক সংগীতশিক্ষার উপযোগী বয়োপ্রাপ্ত হ'ল তখন তাদের মা পিয়ানো শিক্ষা দিলেন। কনসার্টে আট-হাতে বাজানোর মত যথেষ্ট পিয়ানো শিক্ষা কার্ন-বালকরা পেয়েছিল।

যখন জেরোম কার্নের দশবছর বয়স তখন তাঁদের পরিবার নেওয়ার্কে চলে গেল। তিনি সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন, সভায় অর্গান বাজাতে লাগলেন, বিদ্যালয়ের একটি সংগীতানুষ্ঠান পরিচালনা করলেন এবং স্নাতক হলেন সতেরো বছর বয়সে। অন্যান্য শিক্ষকের কাছে ও নিউ ইয়র্কে কলেজ অফ মিউজিকে তিনি পিয়ানো শিক্ষা অব্যাহত রাখলেন। তারপর তিনি হারমনি সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ সুরু করলেন।

সংগীতের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে প্রবলতম ছিল ব'লে, স্নাতক হবার পরে, তিনি বিদেশে উচ্চতর সংগীত চর্চার অনুমতি চাইলেন পিতার কাছে। মিঃ কার্ন সম্মতি দিলেন। জেরোম যদি চায় তবে যেতে পারে, তবে, তাঁর বাবা ভাবলেন, তার আগে অন্তত কিছুকাল তার ব্যবসায়ে হাত পাকানোর চেষ্টা করা উচিত। হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যবসা তার অনুকূল হতে পারে। সুতরাং জেরোম স্নাতক হবার পরের গ্রীষ্মকালটা কার্ন-পণ্যদ্রব্য-প্রতিষ্ঠানে কাটালেন।

ঐ প্রতিষ্ঠান সংগীতযন্ত্রসংক্রান্ত কোন লেনদেন করত না, কিন্তু মি কার্ন যখন দুটি পিয়ানোর অর্ডার পেলেন তখন স্বভাবতই তা সরবরাহ করতে

ইচ্ছা করলেন। তিনি তাঁর ছেলে জেরোমকে একটি পিয়ানো-নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দুটি পিয়ানো কেনার ভার দিলেন। বিদ্যালয় থেকে সদ্য-বেরোনো সেই তরুণ বালক নিউ ইয়র্কে গেলেন ব্যবসার খাতিরে, তাঁর অভিজ্ঞতাটুকু হ'ল চমৎকার। পিয়ানো-নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক, কাজেই খুব সেবাপরায়ণতার সঙ্গে তাঁকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করলেন। তাঁদের আচরণ ও কথাবার্তা এতদূর প্ররোচক ছিল যে, জেরোম মধ্যাহ্নভোজের টেবিল থেকে উঠে দেখলেন তিনি দুশোটা পিয়ানো কিনে ফেলেছেন!

যখন তিনি বাড়ি ফিরে বাবাকে তাঁর সারাদিনের কাজের খতিয়ান দিলেন, তখন বেচারী মিঃ কার্ন নিশ্চয়ই ভাবলেন যে তাঁর পুত্রটি বিদেশে সংগীতশিক্ষা করলেই ভাল হ'ত। তাঁর হাতে তখন দু-শোটা পিয়ানো, কি করবেন সেগুলো নিয়ে? 'নতুন ব্যবসায়ের' দুশ্চিন্তা ও গোলমাল কয়েকদিন খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে মিঃ কার্ন অবশেষে একটা গুদামঘর ভাড়া ক'রে তাতে বাড়তি একশো আটানব্বইটা পিয়ানো মজুত করলেন। বাজারদরের চেয়ে কমে কিস্তিতে বিক্রি-ব্যবস্থা ক'রে তিনি অনতিকালের মধ্যে সেগুলি বিদায় করলেন। তার কিছুকাল পরেই, পিয়ানো বিক্রয় সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে ওঠে, তখন অবশ্য জেরোম আর সেখানে কাজ করতেন না। তাঁর বাবা তাঁকে খুশীমনে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন সংগীতশিক্ষার্থে।

ঐ বছরের শেষের দিকে, সতেরো বছর বয়সে জেরোম জার্মানী গেলেন এবং একবছর পরে তাঁর প্রথম সাংগীতিক কর্ম লাভ করলেন। কিছুকাল নিউ ইয়র্কে ও লণ্ডনে কর্মসূত্রে পর্যায়ক্রমে ঘুরতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে চলল শিক্ষার্থে জার্মান পর্যটন। যখন র‍্যাগটাইম সংগীতধারা নতুন শিল্পোদ্যোগ ও নতুন বৃত্তির সূচনা করল তখন তিনি একটি সংগীত প্রকাশনীতে সংগীত-জনপ্রিয়-করার কাজ করতেন।

নিউ ইংলণ্ডে সংগীত বিদ্যালয়ের প্রাদুর্ভাব, মানুষকে স্বরলিপি শেখানোর জন্য সংগীতশিক্ষকের 'নতুন' বৃত্তির সূচনা থেকে ইতিমধ্যে দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপরে একটা সময় আসে যখন ইউরোপ থেকে ভ্রামণিক শিল্পীরা, উন্নতিশীল দেশের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, প্রতিদানে একটি সাংগীতিক রুচি ও মান তৈরি ক'রে দেন। অতঃপর প্রতিষ্ঠিত ও উন্নতিশীল নতুনদেশের মানুষগুলি বিনোদন সংগীতের প্রতি জোর দেন। প্রথম দিকের বিনোদন

সংগীত প্রথম গভীর সংগীতের মতই রুক্ষ ছিল। অতঃপর দেশের সম্পদ ও শ্রমশিল্প সংগীত যন্ত্রকে পুরোভাগে আনে। জেরোম কার্ন এই সময়ে আসেন, যখন যন্ত্রসংগীতে দক্ষতা দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল এবং বিনোদন সংগীতের সূক্ষ্মতাসাধন তাঁর মহান অবদান।

আঠারো বছর বয়সে কার্নের সুরকার জীবন সুরু হ'ল, যখন তিনি ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা প্রমোদ সংগীতের এক প্রযোজকের সংস্থায় চাকরি নিলেন। সেই সময় লণ্ডনে রেওয়াজ ছিল দেরী ক'রে সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। মিঃ কার্নকেও সে রেওয়াজ মানতে হ'ল। রেওয়াজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনুষ্ঠানসূচী করতে হ'ত। ফলে অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে একঘেয়ে সংগীত বেজে চলত। যতক্ষণ না শ্রোতারা পৌছাতেন—অর্থাৎ সন্ধ্যার আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংগীত রূপায়ণের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমেরিকায় সে-রীতি পালটে গেল। বিলিতি মিলনান্ত সেই সংগীতগুলি আমেরিকানদের উপযোগী করবার জন্য তার প্রথমাংশ পুনর্লিখন করতে হ'ল, কেননা আমেরিকান শ্রোতারা প্রথম থেকেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। জেরোম কার্ন আঠারো বছর বয়সে এমনি এক বিলিতি সংগীতের নতুন সূচনাংশ রচনা করেন।

পরের বছর তিনি ঐ একই কাজ করলেন। এই কাজে ঘনঘন তাঁকে লণ্ডন যেতে হ'ত। এই সাংগীতিক জোড়াতালি দেওয়ার কাজ তিনি যতই চালিয়ে যেতে থাকলেন ততই অন্যান্য লোকেরা লক্ষ্য করলেন অনুষ্ঠানের সেরা সংগীতাংশ সূচনাতেই পাওয়া যায়, যেগুলি সর্বদাই জেরোম কার্নের রচিত।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি একটি পুরোপুরি সংগীতাংশ রচনা করলেন! সেই বছরের শরৎকালে ইংলণ্ডবাসকালে তিনি এক ইংরেজতনয়াকে বিবাহ করলেন।

তার পরের বছর তাঁর মৌলিক মিলনান্ত সংগীত রূপায়িত হয়। সেটির নাম 'লাল পেটিকোট'। তখন তিনি শুধু ব্রডওয়েতে নয়, পিকাডিলিতেও একজন স্বীকৃত সুরকার। শীঘ্রই এমন সময় এল যখন বছরে অন্তত একটি অনুষ্ঠানে, কখনও কখনও দুটি বা তিনটি অনুষ্ঠানে তিনি সংগীতযোজনা করতেন এবং নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন ও প্যারিসে 'জেরোম কার্নের সংগীত'-অনুষ্ঠান প্রায়ই হতে থাকে। অনিঃশেষ সুরের ধারা তাঁর কাছে আসত এবং তিনি তা স্বরলিপিতে

ধরে রাখতেন—কেবল তাঁকে সাবধান থাকতে হ'ত যাতে তিনি নিজের সুর নিজেই নকল না ক'রে বসেন।

পরবর্তী দশবছর বিংশ শতাব্দীর শৈশব, তার অন্তর্গত বিশ্বযুদ্ধের পর্ব, যে সময় গীতিনাটিকা তার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। তখনকার সংগীতানুষ্ঠানগুলি আকারে প্রকারে রোমান্টিক ও বিদেশাগত। সেগুলির কাহিনীভাগ প্রায়শই ঐতিহাসিক। সংগীতগুলি সুরময় ও ছন্দময়। এই জাতীয় সংগীতের চাহিদা মেটাতেন প্রধানত চারজন সুরকার। একজন জন্মে আইরিশ-আমেরিকান, ভিক্টর হারবার্ট, 'বেব্‌স্‌ ইন টয়ল্যাণ্ডে'র রচয়িতা। আরেকজন জাতে ব্যাভেরিয়ান, 'কণ্টিনকা'র রচয়িতা রুডল্‌ফ্‌ ফ্রিম্‌ল্‌। বাকি দুজনের একজন হাঙ্গেরিয়ান, সিগমুণ্ড্‌ রোমবার্গ, যিনি 'ইন ব্লসম টাইম' রচনা করেছিলেন। অন্যজন নিউ ইয়র্কের জেরোম কার্ন—যিনি রচনা করেছিলেন—মাত্র কয়েকটি উল্লিখিত হচ্ছে—'ভেরি গুড এডি', 'হ্যাভ এ হার্ট', 'লিভ ইট টু জেন', 'দি বাঞ্চ অ্যান্ড জুডি', 'স্টেপিং স্টোনস্‌'।

পুরানো দিনে চারণদের গান যেমন ডান এমেটের চারজন সহশিল্পীদের ক্ষুদ্র আকারের অনুষ্ঠান থেকে চল্লিশ থেকে ষাটজন শিল্পীর বৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তেমনি মিলনান্ত সংগীতধারা ক্রমশ বাড়তে থাকল, যতক্ষণ না তার আত্মনিঃশেষ ঘটল। বিংশ শতাব্দীর প্রযোজকরা এই জাতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠানের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। কোন কোন অনুষ্ঠানে গুণগত উৎকর্ষের চেয়ে আকারগত বিশালতার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার অকাতরে ব্যয়িত হ'তে থাকল, যখন দর্শকদের 'বক্স অফিস হিটের' জন্য পঞ্চাশজন কোরাসের মেয়ের চেয়ে একশোজন মেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল। যখন দুজনের জায়গায় আটজন কৌতুকশিল্পী লাগল, একটি ছোট নাচের দলের বদলে একটা বিরাট নাচের গোষ্ঠী প্রয়োজন হ'ল। জনপ্রিয় সংগীতের ক্ষেত্রে এমনতর পরিবর্তন আসছিল।

এই সব মিলনান্ত সংগীতের কাহিনী ছিল খণ্ড ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন। 'বীর' পূজার ঐতিহ্যের অবসানের সঙ্গেই রোমান্টিক কাহিনী উধাও হয়েছিল। কোন চরিত্রায়ন থাকত না। সংগীতানুষ্ঠানের জন্য সংগীত রচনা হত না, বরং কাহিনী ও গানগুলি কতকগুলি হিট-গানের আশেপাশে জুড়ে দেওয়া হ'ত। তাতে লোক কিছু মনে করত না। কোন সংজ্ঞানির্দিষ্ট কাহিনী সম্পর্কে তারা কেয়ার করত না। এর একটু ওর একটু—এতেই তাদের চলত।

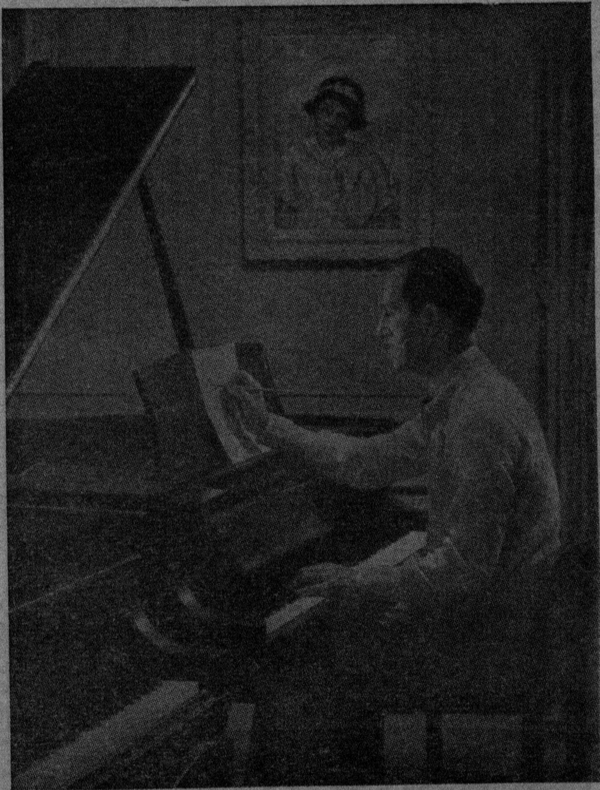
বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে তারের যন্ত্রের চেয়ে কম্পন সংক্রান্ত যন্ত্র প্রাধান্য পেত কেননা ইতিমধ্যে সংগীতক্ষেত্রে জাজ্ তার অস্বচ্ছন্দ ছন্দ এনেছে। সে সংগীতের সুর কাটাছেঁড়া, টুকরো টুকরো। সেগুলি কণ্ঠধ্বনির চেয়ে নাচের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত। অন্যের রুচিকর সুরধারা অপ্রয়োজনবোধে বিদায় নিয়েছিল। অবশ্য জেরোম কার্নের সংগীতের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।

চিৎকৃত সংগীতহীনতার এই পরিবর্তমানতার মধ্যে গীতকার জেরোম কার্ন, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হিট গান না লিখে আত্মতুষ্টির কারণে গান লিখতেন, তিনি 'ওল ম্যান রিভার' নামে স্রোতাবহ সুরধারাময় এক সংগীত রচনা করেন, যা সেই পর্বে এবং পরবর্তী বহু পর্বব্যাপী সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সংগীত হয়ে ওঠে।

যখন মিস্ এডনা ফারবার রচিত উপন্যাস 'শো বোট' প্রকাশিত হয় তখন জেরোম কার্ন খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপন দেখেন, একটি বই কেনেন কিন্তু পড়তে পারেন না। তিনি যখন রচয়িত্রীকে একথা বলেন তখন স্বভাবতই শেষোক্তজন হতাশ হয়ে পড়েন। তখন কার্ন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে বোঝালেন যে, পাতার পর পাতা ওলটাবার সময় তাঁর মনে একে একে সুর উঠে আসে, ফলে ক্রমাগত তাঁকে পিয়ানোয় গিয়ে বসতে হয়েছিল। তিনি মিস্ ফারবারকে বললেন, ঐ কাহিনীটি নিয়ে একটা আদর্শ লঘু গীতিনাট্য রচনা করা যায়।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হ'ল। অস্কার হ্যামারস্টিন গান লিখলেন। দক্ষিণাঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কার্ন অজ্ঞ ছিলেন ব'লে মার্ক টোয়েনের 'মিসিসিপির জীবন' বইটি পড়ে তিনি সেখানকার জীবনযাত্রার ছন্দটি পেলেন। এইভাবেই তিনি 'ওল ম্যান রিভার' রচনা করলেন, যা 'শো বোটের' অন্তর্গত একটি জনপ্রিয় গান হয়ে উঠল। কিছু সমালোচকের মতে এটি ধ্রুপদী অর্থে একটি খাঁটি কৌতুক গীতিনাট্য এবং পুরোপুরি আমেরিকান স্বাদের।

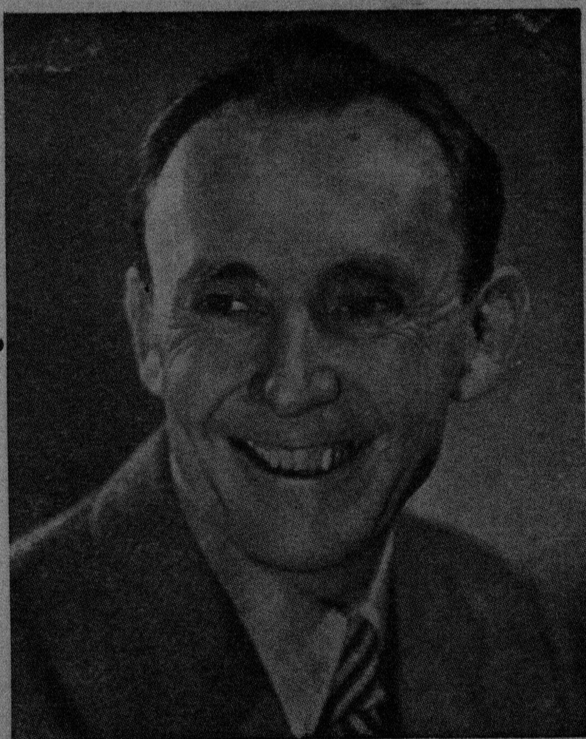
মিঃ কার্ন সিদ্ধান্ত করলেন যে তাঁর সংগীত নাট্যগুলি কোরাসের মেয়েদের বাদ দিয়ে রূপায়ণ করবেন, কেননা তিনি তাদের সেকেলে ব'লে বিবেচনা করলেন। কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তাদের ঘোড়ার মত উল্লম্ফন ক'রে মঞ্চে প্রবেশ ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে বিরক্তিকর মনে হ'ত এবং তিনি বলেছেন, 'তারা এমনকি ভাল গাইতেও পারে না।' একজনও কোরাস গানের মেয়ে না-থাকা সত্ত্বেও 'দি ক্যাট অ্যাণ্ড দি ফিডল' এবং 'মিউজিক ইন দি এয়ার'



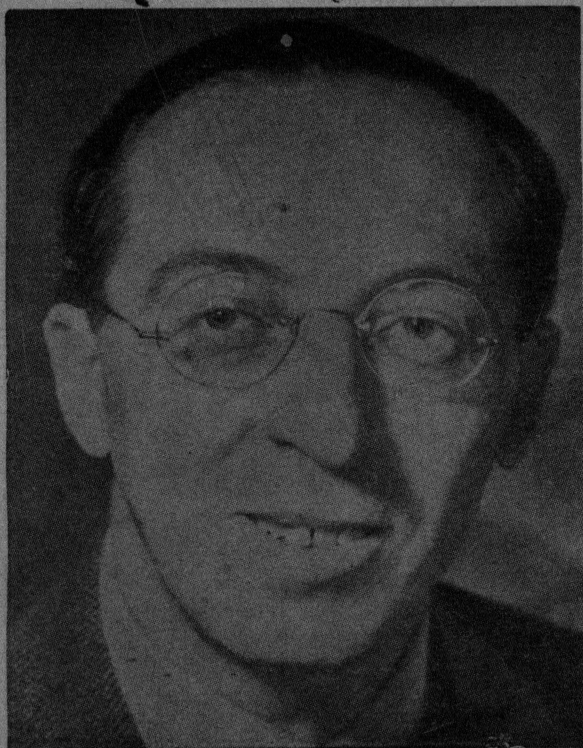
জর্জ গের্স‌উইন



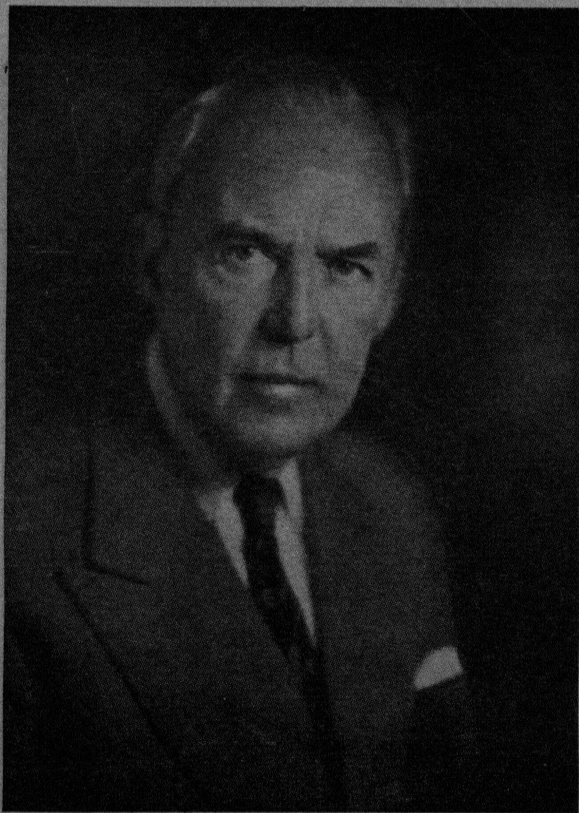
আর্ভিং বার্লিন



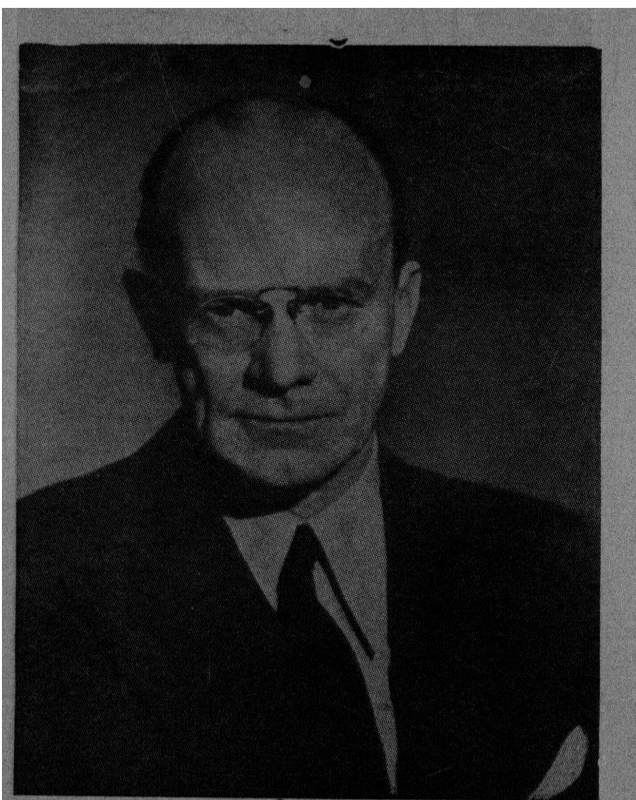
রয় হ্যারিস



আরন কোপল্যাণ্ড



জন অল্ডেন কার্পেণ্টার



ডিম্‌স্‌ টেলর



রিচার্ড রজার্স

রচনাদুটি সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। প্রথমটি এমন সব শহরে রূপায়িত হ'ল যেখানে গীতিনাট্য বছরের পর বছর অভিনীত হয়নি।

জেরোম কার্নের চরিত্রায়ণ ও হাস্যরস পরিবেশনের প্রতিভা এবং তৎসহ প্রকৃত সুরারোপের দক্ষতা তাঁর সংগীতকে দিয়েছে, একজন সমালোচক যেমন বলেছেন, 'ঔজ্জ্বল্যের গুণ'। সংগীতের গঠনকল্প সম্পর্কে জার্মানীতে প্রাথমিক জীবনে শিক্ষালাভের ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল পরিবর্তমান রুচিমাফিক নিজস্ব পরিবর্তনের সাহায্যে একটা স্বকীয় রীতি প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য বলা হয়েছে যে, কার্ন পছন্দ করতেন মোজার্টের ধাঁচে রচনা করতে এবং তিনি 'ফ্যুগ' রচনা করতে পারতেন। জনপ্রিয় সংগীতকারদের মধ্যে খুব বেশিজনের সামনে এমন আদর্শ থাকে। জনপ্রিয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁকে 'বিদ্বান' বলা হয়। যখন তিনি ইংলণ্ডে পি. জি, ওডহাউসের সঙ্গে মিলনান্ত সংগীত রচনা করেন তখন তার ফলাফল হয়েছিল গিলবার্ট ও সুলিভানের অসামান্য রচনাবলীর মত ব্যঞ্জনাগভীর।

মিঃ কার্ন ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, তাই মহলার সময় তিনি নাটকটি নিজে দেখতেন এবং প্রতিটি অনুপুঙ্খ ব্যাপার লক্ষ্য করতেন। যখন একটা নতুন সুর তাঁর মনে আসত তখন যাকে সামনে পেতেন তাকেই ডাকতেন, হেসে বলতেন 'তোমাদের আমি কিছু দিতে চাই'।

যখন সুরকার নিউ ইয়র্কের বাইরে বাসকালে জনপ্রিয় সুরের গানগুলি (যেমন—'তারা আমায় বিশ্বাস করেনা' এবং 'তুমি এখানে আমি এখানে') রচনা করছিলেন তখন তিনি বলতেন যে, তাঁর শিল্পী বা সংগীতকারসুলভ কোন খামখেয়ালীপনা ছিল না—তখন তিনি ছিলেন স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সনিষ্ঠ কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। তিনি বলেছেন, 'আমি কখনও একগাদা রংচঙে জামাকাপড় কিনি নি'। কিন্তু যখন তিনি 'মিউজিক ইন দি এয়ার' মহলা দিচ্ছিলেন তখন কিছু ব্যাভেরিয়ান জামাকাপড় কিনেছিলেন এবং তাই পরে মহলায় আসতেন।

ত্রিশ সালে যখন শব্দ পুনঃ সম্প্রচারের ব্যবস্থা নিখুঁত হ'ল তখন সংগীতকারগণ লঘুসংগীতকে হলিউডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পোদ্যোগে আনলেন। তখন মিঃ কার্ন কালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছিলেন ও 'আমাদের কিছু দেবার' অব্যাহত চেষ্টা করছিলেন চলচ্চিত্রের জন্য লঘু গীতিনাট্য ও মিলনান্ত সংগীতরচনার মাধ্যমে। তিনি লিলি পনস্, আইরেন ডান এবং গ্রেস মুর প্রভৃতি অনেক চিত্রতারকার সংগীতমুখর চরিত্র সৃষ্টি করে দেন।

মিঃ কার্ন খেলাধুলা সম্পর্কে অনুৎসাহী ছিলেন—তিনি টেনিস গল্‌ফ কিংবা তাসখেলা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাঁর একটা নেশা ছিল। তিনি বইয়ের নীলামে হাজির হয়ে দুর্লভ বই কিনতেন। কখনও কখনও তিনি একটা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের জন্ত পনেরো থেকে বিশহাজার ডলার ব্যয় করতেন। তদুপরি সেগুলি পড়তেন। এইভাবে তাঁর প্রচুর বই জমে এবং ১৯২৯ সালে তাঁর বিপর্যয়ের আগের বছরে তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থসংগ্রহ বিক্রয়ার্থ দেন। কয়েকদিন ধ'রে নীলাম চলেছিল। অনেক পুস্তকবিক্রেতা, যাঁরা মিঃ কার্নের পুস্তকক্রয়ের সাক্ষী, সে নীলামে এসেছিলেন। তাঁর পুস্তকক্রয়ের পরিণামদর্শিতা সম্পর্কে তাঁরা সম্ভবত কার্নের বাবার মতই একমত ছিলেন, সেই বিদ্যালয় জীবনের পর কার্ন যখন একগাদা পিয়ানো কিনেছিলেন। অবশ্য নীলামের পর তিনি দশলক্ষ ডলার লাভ করেন। তাছাড়া, বইগুলি কিছুকাল কাছে রাখার সুখও তিনি পেয়েছিলেন। তাই মনে হয়, তিনি এমন বিচারশক্তি দেখিয়েছিলেন যা তাঁর বইগুলির মতই দুর্লভ।

জেরোম ডেভিড কার্ন। জন্ম—জানুয়ারী ২৭, ১৮৮৫ সালে নিউ ইয়র্কে।

মৃত্যু—নভেম্বর ১১, ১৯৪৫ সালে নিউ ইয়র্কে।

জর্জ গেস´উইন

'গোলমালের ভেতরেই আমি সংগীত শুনতে পাই'

যে সময় আমেরিকার আবিষ্কারসমূহ আমেরিকান জীবনকে গতিময় ক'রে তুলছিল এবং জনগণ যখন টেলিফোন নামক একটা ছোট যন্ত্র দিয়ে শীঘ্রই তাদের দূরের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার আশা করছিল, তখন রাশিয়ার পিটার্স´-বার্গ থেকে রোজ ব্রাস্কিন নামে এক তরুণী এসেছিল নিউইয়র্কে বাস করতে। তার অনতিকাল পরে গেস´উইন নামে এক তরুণ ইহুদি ঐ এক রাশিয়ান শহর থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছিল, যখন সেখানে গ্যাসের বদলে রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালার উদ্যোগ চলছিল। তারা দুজন যখন বিবাহিত হ'ল তখন রোজের বয়স ষোল বছর।

যথাসময়ে এই দম্পতির চারটি সন্তান হ'ল। যখন বড় ছেলে ইসাডোরের (পরে যার নাম হয়েছিল ইরা) বয়স প্রায় দুবছর তখন তার এক ভাই হয়, তার নাম জেকব। ইরা জন্মেছিল ইস্টসাইডে, কিন্তু জেকব—যে জর্জ নামটা ব্যবহার করত—জন্মেছিল ব্রুকলিনে, নদীর পারে। সেই সময় পিতা গেস´উইন নানা ধরনের কাজে হাত লাগাতেন এবং বহুবার পরিবার স্থানান্তরিত হ'ত। জর্জ যখন কয়েক মাসের শিশু তখন তাঁরা আবার ফিরে এলেন নিউইয়র্কের ধারে। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন নিউইয়র্কের ফুটপাত ভাইদের খেলার মাঠ ছিল।

জর্জ এক প্রতিবেশী অঞ্চলে থাকার কালে স্কেটিংয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হৈ চৈ করবার স্বভাবসম্পন্ন হাসিখুশি, খেলোয়াড় ও খেলাধূলার অনুরাগী। 'শহুরে বালক' তিনি অন্যকে এড়িয়ে চলতে জানতেন না। তিনি নিজে নিজে বেরোতেন না, সর্বদাই খেলাধূলার একটা দল সঙ্গে থাকত। তিনি সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু পড়াশুনা ছিল উৎপাত বিশেষ। কিছুকাল তাঁর পরীর গল্প ভাল লাগত, তাছাড়া পড়াশুনোর ব্যাপারে তিনি কেয়ার করতেন না। ইরা ভালবাসতেন রোমাঞ্চকর বই পড়তে। একটা

বিশেষ ঘটনা ঘটার আগে তাঁর কাছে সংগীতও আবেদন তুলত না। প্রকৃত-পক্ষে, তাঁর বাবা ভাবতেন জর্জ সম্ভবত বড় হয়ে একটা ভবঘুরে হবে।

২০ নম্বর সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে তাঁরা গাইতেন অতীত দিনের কিছু কিছু ভাল গান, যেমন 'অ্যানি লরি' ও 'লচ্ লোমোণ্ড'। জর্জ 'লচ্ লোমোণ্ড' এবং সার আর্থার সুলিভানের 'দি লস্ট কর্ড' পছন্দ করতেন কিন্তু সংগীত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি যা শুনেছিলেন তা হ'ল, রাস্তার বাদ্যযন্ত্র থেকে বেরিয়ে-আসা হট্টগোলের সুর ট্রেনের গর্জনকে ছাপিয়ে, কিংবা রাস্তার গায়ক বা বেহালাবাদকের যানবাহনের শব্দকে ছাপিয়ে সুর শোনাবার সংগ্রাম; তাছাড়া কনি দ্বীপের নাগরদোলার যন্ত্রের সংগীত এবং হনি-টঙ্কের র‍্যাগটাইম। যদি কোন বালক পিয়ানো বা বেহালা শিখত তবে জর্জ তাকে 'বাচ্চা মেয়ে' বলে অভিহিত করতেন। তার কারণ সংগীতে কি থাকতে পারে সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি কোন সংগীত-কার বা অন্য কাউকে জানতেন না যিনি তাঁর ভুল ভেঙে দিতে পারেন। এটা মনে রাখা দরকার বিশেষভাবে যে, এই ধরনের দোষ আমাদের মধ্যে থাকে। অবশ্য সাধারণত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এই সব ভুল ভাঙে না। যাদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা থাকে তারাই তাড়াতাড়ি উপলব্ধি ক'রে যে, বহুতর বিষয়ে উৎসাহ জীবনে নানাতর আনন্দ আনে। সূচনায় জর্জ গের্শউইন কিছুটা বাজে ছেলে ছিলেন কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বুঝেছিলেন।

তখনকার দিনে অনেক লোক সংগীত সম্পর্কে কিছু না জানলেও পিয়ানো কিনত তাদের পরিচিত কেউ পিয়ানো কিনেছিল ব'লে। এখনও কিছু ছেলেমেয়ে সংগীতানুশীলন করে কেননা তাদের বন্ধু জ্যাক বা স্ক্যাল্পিও সংগীত শেখে এবং তারা পিছিয়ে থাকতে চায় না। এটা খুবই বিস্ময়কর যে বেশিরভাগ লোকই অন্যের মত হতে চায়। অল্প লোকই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করবার মত স্বাধীনচেতা। যাইহোক, গের্শউইনরা একটা পিয়ানো কিনেছিল কেননা তাদের এক আত্মীয়রাও একটা কিনেছিল। ঠিক হয়েছিল ইরা সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

ইরা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারেননি। তিনি পড়তেই পছন্দ করতেন বেশি। ক্রম স্ট্রীটে একটা লণ্ড্রীর পেছনে ধারে বই পড়ার একটা গ্রন্থাগার তিনি খুঁজেছিলেন, যেখান থেকে তাঁর সপ্তাহের হাত খরচের অর্থে অর্থাৎ পঁচিশ সেন্টে অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়া যেত। তিনি

মনোযোগ দিয়ে পড়তেন 'লিবার্টি' বয়েজ অফ সেভেনটি সিক্স', 'প্লাক অ্যাণ্ড লাক' ইত্যাদি এবং বন্য পশ্চিমের কাহিনী পড়তেন। কখনও কখনও তিনি এক সপ্তাহে এমনি সস্তা বই দশখানা করে পড়তেন। তাছাড়া তাঁর পড়া উচিত নয় এমন অনেক বই পড়তেন। সেই সব নিষিদ্ধ বই পড়বার সময় বাবা-মা-র পদশব্দ পেলেই তিনি বইটা কার্পেটের তলায় বা পারিবারিক আলোকচিত্রের পেছনে লুকোতে শিখেছিলেন। এ কাজ নতুন পিয়ানোর চাবি টেপার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি উত্তেজক ছিল। শীঘ্রই অবশ্য তিনি বুঝলেন যে, জোর ক'রে তাঁকে পিয়ানোয় বসানো হবে না, কেননা আরেকজন সেখানে ইতিমধ্যেই এসে গেছে। সেই আরেকজন যিনি পিয়ানোর টুলে বসলেন তিনি ভাই গেস´উইন।

পিয়ানোটা জর্জকে মুগ্ধ করত। তেরো বছর বয়সের সময় সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করার কথা উঠলে যে-কিশোর বলেছিলেন তিনি 'ছোট ম্যাগি' হ'তে চান না! যাইহোক তিনি বিনষ্ট সময়ের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করতে লাগলেন যে সংগীত নির্দেশিকা বইটা ব্যবহার ক'রে জীর্ণ করে ফেললেন। স্কুলের একটা ঘটনা জর্জকে চারদিক থেকে বদলে দিয়েছিল।

ব্যাপারটা এই ঃ একজন রুমানিয়ান ছেলে একই স্কুলে পড়ত এবং একটা অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়েছিল। সেটা শুনতে হলে যাবার জন্য জর্জ কেয়ারই করেননি। তিনি বাইরেই রয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাক্সি রোজেনজাইগ (যিনি এখন বেহালাবাদক ম্যাক্স রোজেন) নামে সেই ছেলেটি জর্জের চেয়ে এক বছরের ছোট এবং তখনই চমৎকার বাজনদার। সিঁড়ির নিচে থেকে ও হলের মধ্যে থেকে সেদিন দ্ভোরজাকের 'হিউমারেস্কে'র সুরধ্বনি ভেসে আসছিল এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই মিষ্টি সংগীত জর্জকে আকর্ষণ করেছিল, জল যেমন হাঁসকে আকর্ষণ করে।

পরে তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সেটা ছিল বিদ্যুতের মত সৌন্দর্যের উপলব্ধি। আমি ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মনস্থির ক'রে ফেললাম আর তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা ক'রে রইলাম তাকে অভিনন্দন জানাবার আশায়। বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে এবং আমি একেবারে ভিজে গেলাম।'

তরুণ বেহালাবাদক বার হ'ল না, এবং জর্জ স্কুলে ফিরে জানল সে

সেখান থেকে চলে গেছে ইতিমধ্যে। তিনি ম্যাক্সের বাড়ি খোঁজ ক'রে সেখানে গেলেন। আবার দুর্ভাগ্য, ম্যাক্স বাড়িতেও ছিল না। ম্যাক্সের মাতাপিতা বৃষ্টিভেজা ছেলেটির আগ্রহ দেখে মজা পেলেন এবং তাদের যোগাযোগ করে দিলেন। অনতিকাল মধ্যে তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন পরস্পর। তাঁরা হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরে বেড়াতেন এবং শনি-রবিবারে পরস্পরকে চিঠি লিখতেন।

'ম্যাক্স আমার সামনে সংগীতের জগৎ খুলে দিল,' জর্জ বলেছেন, 'যখন আমরা কুস্তি করতাম না তখন অনন্তকাল গানবাজনা সম্পর্কে কথা ব'লে যেতাম।'

নতুন বন্ধুটি অবশ্য মনে করতেন না যে জর্জের কোন সাংগীতিক জীবন হ'তে পারে এবং তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'জর্জ তোমার মধ্যে ওটা নেই, আমার কথা শোনো। আমি ব'লে দিচ্ছি।'

কিন্তু তখন জর্জের কাছে সংগীতই সবকিছু। তিনি তার জন্য সাধনা সুরু করলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি সংগীত শিক্ষকের কাছে একে একে পাঠ নিলেন, শেষ পর্যন্ত পেলেন যথার্থ একজনকে—যিনি তাঁর সংগীত জীবনে দ্বিতীয় প্রভাব ফেলেছিলেন।

একজন শিক্ষক সকলের পক্ষে যথাযোগ্য নাও হ'তে পারেন। ছাত্ররা সকলে সমান নয়। ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণ ও গুণগত তারতম্য থাকে আর তাছাড়া ছাত্রদের দাবির মধ্যেও তফাৎ হয়, অর্থাৎ কি তার শেখা উচিত এবং কেমন ক'রে তার শেখা উচিত। বন্ধুদের ক্ষেত্রেও তাই। টম ডিককে ভালবাসে হ্যারির মতই কিন্তু যদিও ডিক ও হ্যারির মধ্যে কোন বন্ধুত্বই হয় না।

কিন্তু চার্লস্ হ্যামবিটজারের মধ্যে জর্জ গেস'উইন খুঁজে পেলেন তাঁর আদর্শ শিক্ষককে; এবং হ্যামবিটজারও তাঁর নতুন ছাত্র সম্বন্ধে একই রকম ভাবলেন। তিনি তাঁকে উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করলেন। তিনি বলেছিলেন,

'গেস'উইন সংগীত সম্পর্কে এমন মত্ত যে, শিক্ষাগ্রহণের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। ছেলেটির সময় সম্পর্কে লক্ষ্য থাকে না। সে আধুনিক রীতির এই জাজ্ শিখতে চায়। কিন্তু কিছুকাল আমি তাকে ওটা শেখাব না। আমি দেখব যাতে ও প্রথমে নির্দিষ্টমানের সংগীতে দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করে।'

এবং জর্জ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'আমি লোকটির সম্পর্কে উন্মত্তবৎ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে....এবং তার জন্য দশজন ছাত্র জোগাড় ক'রে এনেছিলাম।....হামবিটজারের কাছেই আমি প্রথম পরিচিত হই শোঁপা, লিজৎ ও দেব্যুসির সংগীতের সঙ্গে। তিনি আমাকে হার্মনি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন।'

কিন্তু মিঃ হামবিটজার জর্জকে হার্মনি শেখান নি শুধু তাঁকে শুনিয়ে সচেতন করে তুলেছিলেন। তিনি গেস'উইনকে গড়ে তুলেছিলেন পিয়ানোবাদক রূপে। তিনি নিজেও একটা অর্কেস্ট্রায় পিয়ানো বাজাতেন। তাঁর প্রপিতামহ রাশিয়ার জারের রাজসভায় বেহালাবাদক ছিলেন। যখন হাম্‌বিটজার তরুণ বয়সে মারা যান তখন জর্জের মনে হয়েছিল অমন শিক্ষক আর তিনি পাবেন না। এবং তিনি পানও নি। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য পিয়ানোবাদকদের কাছে অনুশীলন করেছিলেন এবং রুবিন গোল্ডমার্কের কাছেও হার্মনি শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মিঃ হাম্‌বিটজার তাঁকে যা শিখিয়ে ছিলেন তা বাদে আর সবই তিনি নিজে নিজে শিখেছিলেন। নিউইয়র্কের কনসার্ট হলে তিনি পেয়েছিলেন জীবনের বৃহত্তম শিক্ষা।

শৈশবে তাঁর ভক্তির পাত্র ছিলেন আর্ভিং বার্লিন ও জেরোম কার্ন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম গান রচনা করেন। সেটা ছিল নামবিহীন একটি ট্যাঙ্গো। তাঁর প্রথম শিরোনামযুক্ত রচনা: 'সিন্স আই ফাউণ্ড ইউ'। দুটোই প্রকাশিত হয়নি।

পনেরো বছর বয়সে জর্জ যতগুলো কনসার্টে পারতেন যেতেন। তিনি শুনতেন, তিনি বলেছেন, 'শুধু আমার কান দিয়ে নয়, উপরন্তু আমার স্নায়ু দিয়ে, মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে'। তিনি সংগীতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, স্পঞ্জের মত তিনি তা শুষে নিতেন। 'তারপর' তিনি বলেছেন, 'আমি বাড়ি ফিরে স্মৃতির মধ্যে শুনতাম। আমি পিয়ানোয় ব'সে তার মূল অংশটুকু বারবার বাজাতাম।'

ব্যাকরণ-বিদ্যালয়ের উপাধিপত্র লাভ ক'রে গেস'উইন প্রবেশ করলেন বাণিজ্য বিষয়ক উচ্চবিদ্যালয়ে, কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি পড়তে কখনই ভালবাসতেন না এবং পড়ার আনন্দ লাভ করতে তিনি আসেননি। বড় হয়ে গেস'উইন পড়তেন তবে তা ছিল কিছুটা হঠাৎ হঠাৎ। অর্থাৎ যদি তিনি এমন এক শৈলীর সংগীত রচনার অর্ডার পেতেন

যে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না তখন তিনি তা লেখার জন্য প্রচুর পড়াশুনা করতেন।

ষোল বছর বয়সে গেস্‌উইন একটা কাজ নেন যাতে স্কুলের চেয়েও ক্লান্তিকর খাটুনি ছিল বেশি। কিন্তু সপ্তাহে পনেরো ডলার উপার্জন ক'রে তিনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বয়স্ক ভাবতে লাগলেন। এবং যখন তিনি রেমিকের সংগীত প্রকাশন সংস্থায় সংগীত জনপ্রিয় করার চাকরি পেলেন তাঁর মনে হ'ল তিনি কোথাও উঠছেন, অন্তত টিন প্যান অ্যালির জাজ-রাস্তা ধ'রে তাঁর আরোহণ শুরু হয়েছে।

মহান সুরকারদের জীবনী পড়ে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের সংগীত সমকালীন মানুষদের কাছে নতুন ও অদ্ভুত ঠেকেছে, বহু বছর ধ'রে তা প্রশংসিত হয় নি। কাজেই বোঝা যায়, মহান সংগীত পরিচয়ের মাধ্যমে প্রীতিকর হয়ে ওঠে। যত শোনা যায় তত ভাল লাগে। যখন তা গুণ গুণ করার মত বা শিস্ দেবার মত লেখা যায় তখনই তা পছন্দ হয়ে গেছে বুঝতে হবে। অনেক মূল্যবান সুররচনাই বাজানো কঠিন তার শৈল্পিক জটিলতার জন্য অথবা তার বিশদ ব্যাখ্যার কারণে অথবা বাদ্যযন্ত্রের অসুবিধার জন্য; এবং সেইজন্য প্রথম প্রথম সেগুলি ঘনঘন রূপায়িত হয় না। আজকের দিনে রেডিও ও রেকর্ডের সাহায্যে আমরা আমাদের মাতাপিতার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ পাই নতুন সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। অতীতে এমন ঘটেছে যে সুরকারের রচনা মানুষের পরিচিতি ও প্রীতিলাভের আগেই তিনি মারা গেছেন।

ব্যাপারটা বোঝা কঠিন নয়, কেননা এমন কি এখনও বেশির ভাগ লোক তাদের উপভোগের বিষয় সম্পর্কে ভাবতে চায় না। যেমন উদাহরণত বলা চলে, তারা যাদুঘরে না গিয়ে বরং সিনেমা দেখতে যাবে কেননা সেখানে চিন্তাহীন বিনোদন হবে। তারা শিথিল হতে পারবে, পারবে বিশ্রাম ও উপভোগ করতে। আর যাদুঘরে শিল্প ও বিজ্ঞানের চমৎকার কাজগুলো (যা নানাজায়গা থেকে জড়ো করা হয়েছে) মানুষকে ভাবায়।

কিন্তু ভাবতে মজা লাগে যে র‍্যাগটাইমের কৌতুকগীতি ও জনপ্রিয় গানকেও 'জনপ্রিয়, করে তুলতে হয়েছে'—অর্থাৎ বারবার রূপায়ণ করতে হয়েছে পরিচিত করবার জন্য। এখন রেডিও, সিনেমার গান বা বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি আছে এই কাজের জন্য, কিন্তু গেস্‌উইনের শৈশবে কাজ করতে হ'তো সংগীত বিক্রেতাদের।

টিন প্যান অ্যালির সংগীত প্রকাশকদের অফিসগুলি 'সুসজ্জিত' (অমন একটা অরমণীয় স্থানের বর্ণনার পক্ষে শব্দটি বড় বেশি রমণীয়) থাকত 'পেশাদারী ঘরগুলিতে'—সেই ছোট ছোট কুঠরির বর্ণনার পক্ষে এটাও খুব বড় জাঁকালো নাম। সেই ছোট ঘরগুলোতে একটা পিয়ানো ধরত কোনক্রমে। এই রকম একগাদা ঘর একত্রিত ক'রে বানানো হ'ত 'পেশাদারী ঘর' এবং প্রতি ঘরে একটা ক'রে পিয়ানো থাকত। পিয়ানোয় ব'সে থাকত একজন করে প্লাজার (অর্থাৎ যে সংগীত জনপ্রিয় ক'রে তোলে), সে দিনের পর দিন সারাদিন ধরে অবিরত তাদের সংস্থার প্রকাশিত সংগীত বাজিয়েই চলত। গের্শউইনের কাজ ছিল রেমিকের প্রকাশিত সবকটি সুরের খবর রাখা এবং অনবরত সেগুলি জনপ্রিয় ক'রে চলা। পাশের ঘরে আরেকজন প্লাজার একই কাজ করত, কাজেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একঘেয়ে উচ্চশব্দ বেজেই চলত। অভিনেতা ও গায়করা তাদের নাটকের প্রয়োজনীয় গানের সন্ধানে ব্রডওয়ে থেকে সেখানে আসত। কৌতুক শিল্পীর চাহিদা মজার গান, পুরুষ-কণ্ঠের শিল্পী চান হৃদয়স্পন্দী গান, সুন্দরী চান নতুন প্রেমের গান অথবা কৃষ্ণাঙ্গ নর্তকী চান নাচের গান। গান বিক্রেতা প্লাজারকে এ সবই জানতে হ'ত।

বেশির ভাগ রঙ্গমঞ্চের গায়করা স্বরলিপি পড়তে পারত না এবং ঘন ঘন প্লাজারকে একই গান বারবার গাইতে হ'ত একই ক্রেতার কাছে, যাতে সেই গায়ক সেটা শিখে নিয়ে জনগণের সামনে গাইতে পারে। সেটা ছিল দু অর্থেই একটা 'পরীক্ষা'।

কিন্তু কি শিক্ষা! অনেক সময় কোন সুর এমন পর্দায় রচিত যে ক্রেতার পক্ষে সেটা হয় খুব উঁচু নয় খুব নীচু এবং জর্জ মুহূর্তমধ্যে আলাদা পর্দায় বাজাতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর হাত কখনও থেমে থাকত না কেননা দিনে তিনি আট থেকে দশঘণ্টা পর্যন্ত বাজাতেন। এবং তাতেই মুক্তি ছিল না। সন্ধ্যা হ'লে প্লাজারদের ছোট দলটিকে পাঠানো হ'ত নিউইয়র্কের কাফেগুলোতে, যেখানে তারা নর্তক-গায়ক শিল্পীদের সাহায্য করতে সেই শিল্পীরা আবার জন-সাধারণের কানে নতুন গানকে জনপ্রিয় করত।

জনতার মর্জি বোঝার পক্ষে এটা ছিল এক আদর্শ পথ। জর্জ লক্ষ্য করতে সুরু করলেন যে পুরানো প্রকাশকরা যেকোন নতুন ধারার সংগীত প্রকাশে ভয় পেত; তারা আশংকা করত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা জিনিস হয়ত অর্থকরী হবে না। সেইজন্য তারা চালিয়ে যেত সেই পুরানো ভাবাবেগের গান—পুরানো

সুরে, পুরানো হার্মনীতে। জর্জ তাঁর চারপাশে তাকিয়ে দেখতেন যেসব লোক সন্ধ্যাবেলায় কাফেতে আসে তারা গানের মধ্যে আরও চকিত তাল ও গতি পছন্দ করে। বস্তুতপক্ষে, 'পেপ' কথাটা সেই সময়েই চালু হচ্ছিল। ক্রমশ জর্জ 'প্লাজারের কারাগারে' অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। ঐ রকম পরিবেশে তাঁর উন্নতি হয়েছিল আত্মনির্ভরতার দিকে, সুযোগসন্ধানে। সেখানে সংবেদনশীলদের কোন স্থান ছিল না, কেবল উগ্রপন্থীরা টিন প্যান অ্যালিতে সাফল্য অর্জন করত। তিনি ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রের দিকে তাকাতে সুরু করলেন।

জর্জ যখন নিজে সুর বানালেন কিছু কিছু, তাঁর চাকুরিদাতা প্রথম দিকে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি সেগুলি রেখে দিলেন ভবিষ্যতের জন্য। সম্ভবত অসচেতনভাবে গের্সউইন পরিবারের এই প্লাজার সেখানকার রুক্ষ আবহাওয়া থেকে উত্তরণ করতে চাইতেন স্বচ্ছতর পরিশুদ্ধতর আকাশে। তিনি নিজের সংগীতের সমালোচনা করার মূল্যবান ক্ষমতা গড়ে তুললেন। নিজের লেখা অনেক গান তিনি ফেলে দিলেন; তাঁর প্রথম বড় সাফল্যের পর সেগুলিকে তাঁর যথেষ্ট ভাল মনে হ'ল না। জনপ্রিয় সংগীতকে উন্নত করবার জন্যও তিনি গড়ে তুললেন বিচারদৃষ্টি।

সুর রচয়িতারা টাকা করেছিলেন, গীতিকাররাও। যদিও কিছু কিছু গীতিকার এতদূর অশিক্ষিত ছিল যে কেবল এক আঙুলে পিয়ানো বাজাতে পারত এবং কিছু কিছু গীতিকার এমনকি জানত না ব্যাকরণ জিনিসটা কি। কিন্তু গের্সউইন সর্বদাই বেশি কিছু শিখতে চাইতেন—তাঁর পরিজ্ঞাত বিষয়ের বাইরে আরো বেশি কিছু। টিন প্যান অ্যালিতে এই অর্থেই তিনি সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন—এক আঙুলের ব্যাপার স্যাপার নয়।

একটি হোটেলে এক বিবাহবাসরে জর্জ শুনলেন অর্কেস্ট্রায় জেরোম কার্নের রচিত গান 'আই অ্যাম হিয়ার অ্যাণ্ড ইউ আর হিয়ার' এবং 'দে উইল নেভার বিলিভ মি'। সেগুলির সুরময়তা জর্জকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিল। তিনি অর্কেস্ট্রার নেতার কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চাইলেন গান দুটির প্রকৃতি সম্পর্কে। কার্নের সবরকম গান সম্পর্কে তিনি নিরীক্ষা করতে লাগলেন এবং সেইভাবে রচনা করতে লাগলেন। তখন কিছুকাল গের্সউইনের গান কার্নের মত শোনাতে লাগল। তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন ও ক্রমোন্নত হ'তে থাকলেন।

শেষ পর্যন্ত গেস্‌উইন তাঁর আরেক ভক্তির পাত্র, গীতকার আর্ভিং বার্লিনের সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে সফল হলেন। যখন তিনি 'আলেকজাণ্ডার'স্‌ র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড' শোনেন তখন মনে হয়েছিল তিনি যা করতে চান, তার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি নিজের কিছু রচনা মিঃ বার্লিনকে শোনালেন এবং উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে হাওয়ায় ভেসে গেলেন যেন। তাঁকে উৎসাহ দিলেন এক-আঙুলের হিট-গানের রচয়িতা লুইস মুইর, যিনি লিখেছেন, 'ওয়েটিং ফর দি রবার্ট ই লি' এবং 'প্লে ছাট বারবার সপ কর্ড।'

গান-জনপ্রিয়-করা সংক্রান্ত তাঁর অভিজ্ঞতা গেস্‌উইনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বদলে দিল। পিয়ানোবাদক হবার চেষ্টা ছেড়ে তিনি সুর রচয়িতা হ'তে চাইলেন। রেমিকের দোকানে দুবছর কাটিয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গান বেরোল এই শিরোনামে :

হোয়েন ইউ ওয়াণ্ট দেম, ইউ ক্যাণ্ট্‌ গেট দেম,
হোয়েন ইউ হ্যাভ গেট দেম, ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট দেম।

অত সবের জন্য গেস্‌উইন পেলেন মাত্র পাঁচ ডলার। যিনি বাণী লিখে-ছিলেন তিনি তাঁর চেয়ে বেশি পেয়েছিলেন।

'মিস ১৯১৭' নামে এক অনুষ্ঠানের (যার সংগীত রচনা করেছিলেন ভিক্টর হারবার্ট ও জেরোম কার্ন) তিনি মহলার পিয়ানোবাদক হলেন। তারপরে তিনি ১৪ নম্বর রাস্তার রঙ্গব্যঙ্গের থিয়েটারে পিয়ানোবাদকের চাকরির জন্য দরখাস্ত করলেন।

সেখানে তাঁর এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হ'ল। সেখানকার একটা রেভু নাটকের জন্য রচিত বিশেষ গানের সাংগীতিক ভাষা তিনি জানতেন না। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে কয়েক অঙ্ক ভালো ভাবে হয়ে যাবার পরে গেস্‌উইন রেভু-র প্রথম সমবেত গান বাজাতে সুরু করলেন। কিন্তু গায়িকারা যখন গাইতে লাগল তখন তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি যে বাজনা বাজাচ্ছেন গায়িকারা তার থেকে অন্য গান গাইছে। তিনি মনে করলেন বোধহয় কোন সূত্র হারিয়েছেন। যখন তিনি এই ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলেন যে বন্ধুবান্ধব বা তাঁর বাড়ির লোকজন হয়ত শ্রোতার আসনে বসে আছেন, তখন ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল কৌতুকাভিনেতা যখন নতুন পিয়ানোবাদককে এই ব'লে খোঁচাতে লাগল :

'কে তোমাকে পিয়ানো বাজিয়ে বলে ? তোমার তো ড্রাম বাজানো উচিত।'

কিছুকাল তিনি একজন গায়কের সঙ্গে সংগত করার জন্য এক রঙ্গব্যঙ্গের দলের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁর আরেক সুযোগ জুটলো। হার্মস সংগীত-প্রকাশন সংস্থার প্রধান মিঃ ড্রেফাস (যিনি একদা 'আবিষ্কার' করেছিলেন জেরোম কার্নকে) জর্জকে বললেন,

'আমি বুঝি যে তোমার মধ্যে কিছু ভাল পদার্থ আছে। সেটা বেরোবে। হয়ত কয়েক মাস লাগবে, এক বছরও লাগতে পারে আবার পাঁচ বছরও লাগতে পারে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তোমার মধ্যে সেটা আছে। আমি বলছি আমি কি করতে চাই: আমি তোমায় নিয়ে জুয়ো খেলব। আমি তোমায় কোন নির্দিষ্ট কাজ দেব না কিন্তু সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ডলার করে দেব। রোজ সকালে আসবে আর বলবে "হ্যালো, কি খবর?" বাকি যা হবার তা হবে।'

ষোল সতেরো বছর বয়স্ক গেস´উইনের পক্ষে সেটা ছিল চমৎকার ঘটনা, যাঁর ভাববার ও রচনা করবার সময় ছিল, যিনি জানতেন কেমন ক'রে কাজ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়। এবং কিছুকালের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা তাঁকে বিখ্যাত করল—রাতারাতি বিখ্যাত ও সম্পদশালী ক'রে তুলল। তিনি দেখে খুশী হলেন একটা অনুষ্ঠানের ঘোষণাপত্রে লেখা রয়েছে—'সংগীত: জর্জ গেস´উইন কৃত'; যখন 'লা লা লুসিলি' নামক উক্ত অনুষ্ঠানটি বস্টন ও নিউইয়র্কে রূপায়িত হল তখন হর্ষোচ্ছলতার সঙ্গে গৃহীত হ'ল, তবে তার থেকে তাঁর আকস্মিক খ্যাতি আসেনি।

গেস´উইন 'সোয়ানি' ব'লে একটা গান রচনা করেছিলেন, কয়েকমাস পরে অল জলসন নামে এক কালোমুখ কৌতুকাভিনেতা তাঁর 'সিনবাদ' অনুষ্ঠানে সেটা গেয়েছিলেন। জলসন জন্মেছিলেন রাশিয়ায় এবং আমেরিকায় প্রথম অভিনয় করেন নিজের শ্বেতাঙ্গ মুখাবয়ব নিয়ে, কিন্তু যখন তিনি নিজের মুখটা কালো ক'রে নিলেন তখন 'নিগ্রো গায়ক' বলে তিনি 'হৈ চৈ' সৃষ্টি করলেন আর সেই থেকে তিনি বরাবর কালো মুখে অভিনয় করতেন। তাঁর মুখে গেস´উইনের 'সোয়ানি' জনগণকে চঞ্চল করল এবং গানটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত। গানটা লণ্ডনে গেল আর সেখানেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। গেস´উইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

অবশ্য, পিয়ানোর উপযোগী সংগীত রচনার জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন গেস´উইন। তিনি জানতেন যে, সংগীতের মধ্যে সর্বদাই এমন কিছু আছে যা তাঁর অজানা এবং তিনি শক্তি ও ইচ্ছা দিয়ে তা জানতে চাইতেন।

এমনকি প্রথম সাফল্যের পরও নিয়ত শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি ছোটবেলার মতই বহু শিক্ষকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যে কোন সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন এবং তাই যখন পিয়ানোর জন্য রচনার আমন্ত্রণ এল তিনি বসে পড়লেন সে কাজে।

একটার পর একটা গান বেরিয়ে আসতে লাগল। অনুষ্ঠানগুলিতে 'সংগীত : গেস´উইন কৃত' কথাটা ঘোষণা করা অভ্যাসে দাঁড়াল। তিনি রচনা করলেন সুরময় ভাবাবেগপূর্ণ রচনা (যার মধ্যে কিছু কিছু গান রচনার বেশ কয়েক বছর পরে বার হয়েছে), আবার উচ্চ জাজ্‌ধর্মী নাচের গান, যেমন 'আই উইল বিল্ড এ স্টেয়ারওয়ে টু প্যারাডাইস।' শেষোক্ত গানটির জন্য তিনি তিন হাজার ডলার পেলেন। অল্প কয়েক বছর আগে তাঁর প্রথম গানের জন্য পাঁচ ডলার পাবার পর তিনি নিঃসন্দেহে খুব মস্ত অগ্রগতি দেখিয়েছিলেন। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্ব চলছিল যখন র‍্যাগটাইম পরিণত হচ্ছিল জাজে। আর গেস´উইনের রচনা আমেরিকা ও লণ্ডনে বারংবার রূপায়িত হয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করছিল যে, টিন প্যান অ্যালিতে তাঁর রচনাভঙ্গী একটু 'স্বতন্ত্র'।

সাধারণ মানুষ, যাদের সুস্থ অনুসন্ধিৎসা ও অনুসন্ধানী মনের অভাব, তারা, কখনই অসাধারণ জিনিসকে বুঝতে পারবে না। প্রতিভাবান মানুষ, যে উৎসাহ সহকারে উদ্যমের সঙ্গে নিজের প্রতিভাকে উন্নত করে এবং দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে সে নতুন-কিছু-একটার সন্ধান করে। এইজাতীয় লোকরা সাধারণ বেশির ভাগ মানুষকে পথনির্দেশে সহায়তা করে আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু শিল্পকর্ম ও সাংস্কৃতিক সুবিধার প্রতিই শুধু নয়, উপরন্তু লক্ষণীয় 'নতুন কিছু'-র প্রতি।

জর্জ গেস´উইনের বয়স যখন পঁচিশ তখন এভা গথিয়ের নামে এক প্রতিভাময়ী শিল্পি ও গায়িকা নিউইয়র্কের অন্যতম কনসার্ট হল এওলিয়ান হলে তাঁর শ্রোতাদের কাছে এক অনুষ্ঠান ক'রে চমক লাগাল। এই শিল্পী টিন প্যান অ্যালি থেকে গানের কতকগুলো উদাহরণ সাহসিকতার সঙ্গে রূপায়িত করেছিলেন একটা ধ্রুপদী সংগীত ও ইউরোপীয় আধুনিকদের অনুষ্ঠানে। মিস্ গথিয়ের গাইলেন আর্ভিং বার্লিনের একটা, জেরোম কার্নে´র একটা ও জর্জ গেস´উইনের তিনটে গান। এমন অনবদ্য অনুষ্ঠানের ঘোষণা অদ্ভুত শ্রোতাদের আকর্ষণ করেছিল। সংগীত শ্রোতাদের মধ্যশ্রেণীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।

শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর সংগীতানুরাগীরা ছিল—চিন্তাশীলরা ও বাজে শ্রোতারা।

সিনড্রেলার মত ঐ নতুন গান সে রাত্তে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। সে গানের ব্যবহার ছিল আন্তরিক ও অনাড়ম্বর। দর্শকরাও পুলকিত হয়ে সেই গানকে বরমাল্য দিয়েছিল এবং বলেছিল—পুনরাগমনায়। সংগীত আসরে মিস গথিয়ের যখন কিচেন-মিউজিক রূপায়ণ করলেন তখন শ্রোতারা সৎ ও আন্তরিক জাজধর্মে খুশী হ'ল। সে গানের ছন্দ তাদের বিমোহিত করল এবং তারা এ গানকেও বলল—পুনরাগমনায়। টিন প্যান অ্যালির প্রাক্তন প্লাজারকে বলা হল মিস গথিয়েরকে জাজ্ গানে সহায়তা করতে কেননা ঐ ধরনের গান তিনি ছাড়া আর কে অমন ক'রে বাজাবেন? পুরানো মিউজিক হলের মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ থেকে সুর ভেসে এল 'ইনোসেণ্ট ইনজেনু', 'বেবি' ও 'ডু ইট এগেন' গানের সুর। কিছু কিছু উচ্চস্তরের সংগীতরসিক সে-গানে রঙ্গ বোধ করলেন, নিঃসন্দেহে সে গান কাউকেই আঘাত করল না কিন্তু সংগীতের বস্তিবাসীদের একেবারে আনন্দে খেপিয়ে তুলল।

প্রায় তিনমাস পরে জাজের রাজা পল হোয়াইটম্যান একটা কনসার্টের পরিকল্পনা নিলেন। তিনি ঐ এক হলেই মহান সংগীতকার ও সমালোচকদের কাছে তাঁর জাজ্-ব্যাণ্ড রূপায়ণ করতে চাইলেন। তাঁর নিজের জাজের উপর বিশ্বাস ছিল ব'লে তিনি তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। তাঁর কাছে তা ছিল নবসংগীত। ড্যামরস্চ, হাইফেৎজ্, ক্রেইস্লার, র‍্যাচ্ম্যানিনফ ও সংগীত সমালোচকরা টিন প্যান অ্যালিতে আসেননি কাজেই হোয়াইটম্যান তাঁদের সামনে জাজ্কে আনলেন। এই কনসার্টের জন্য তিনি বিশেষ কিছু দিতে চাইলেন, যা বিশেষভাবে এই উপলক্ষেই রচিত। কাকে সেইটা রচনা করতে বলা যায়? কার কাছ থেকে তিনি জাজের অন্তর্গত নবতম অবদানটুকু পেতে পারেন? তিনি গের্স‌উইনকে বললেন।

জর্জ গের্স‌উইন অসম্মতি জানালেন। বড় ব্যস্ত তিনি। মিস্ গথিয়েরের কনসার্টের পর থেকে অনুষ্ঠান সংগীত রচনাতেই জর্জের সময়গুলো ভরা। তিনি মিঃ হোয়াইটম্যানের অনুরোধের কথা একেবারে ভুললেন। জানুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি খবরের কাগজে দেখলেন যে, তিনি নাকি একটা সিম্ফনি রচনা করছেন। এটা তাঁর পক্ষে একটা নতুন খবর বলে মনে হ'ল, কেননা তিনি কোন সিম্ফনি রচনা করছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে পড়ল মিঃ হোয়াইট-

ম্যানের আমন্ত্রণের কথা, তিনি অবাক হলেন। বোধহয় হোয়াইটম্যানের আমন্ত্রণ অস্বীকার না করাই ভালতর হ'ত। হয়ত সেটা একটা ভাল সুযোগ হ'তে পারত। ঐ উপলক্ষে তিনি হয়ত সহজেই 'একটা ছোট ব্লু,' রচনা করতে পারতেন।

যতই তিনি ব্যাপারটা ভাবলেন ততই পরিষ্কার একটা ভাব তাঁর মনে রূপ নিতে লাগল। ইতিমধ্যে জাজ্ সম্পর্কে নানাকথা চলছিল। লোকজন বলেছিল যে, এর সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ আর এর ব্যবহার নাচের ছন্দের সংক্ষিপ্ত সময়েই শুধু ব্যবহারযোগ্য। হয়ত তিনি এমন কিছু লিখতে পারেন যা প্রমাণ করবে ঐ সব কথা সত্য নয়। এই ভাবে তিনি পরে বলতে পারলেন, 'প্রয়াসটা সুরু হয়েছিল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, পরিকল্পনানুসারে নয়।'

গেস'উইনকে বস্টনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁর রচিত সংগীতসমৃদ্ধ এক অনুষ্ঠানের আরম্ভের দিনে। ট্রেনে ব'সে তিনি কনসার্টটা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন, গত একমাস যার একটা সুরও তিনি লেখেননি। চাকার শব্দের গুঞ্জনের শব্দের আবহে সেটা সম্পর্কে ধ্যান করতে লাগলেন। পরে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

'গোলমালের ভেতরেই আমি সংগীত শুনতে পাই। এবং তার মধ্যেই আমি সহসা শুনি—এমনকি কাগজে দেখি—সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রচনার সম্পূর্ণ চেহারাটা।···আমি সেটা শুনি আমেরিকার এক ধরনের সাংগীতিক ক্যালাইডস্কোপের মত, আমাদের বিরাট ধাতু-গলানো পাত্রের মত, আমাদের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের মত, আমাদের ব্লু-র মত, আমাদের মত্ততার মত। বস্টন পৌঁছাবার আগেই আমি একটা রচনার সুনির্দিষ্ট ভাবটা পেয়ে গেলাম, যেটা তার মৌল সারাংশের চেয়ে স্বতন্ত্র।'

যতই ভাবতে লাগলেন ততই গেস'উইন ভাবটা সম্পর্কে পুলকিত বোধ করতে লাগলেন। তিনি তাতে কিছু নাচের ছন্দ লাগালেন, কিন্তু যেহেতু সেটা মাইনুয়েট, ওয়ালট্জ্ বা রোন্দো নয়, বরং র‍্যাপসডি সেইজন্য সময় বা রূপরীতি সম্পর্কে কোন কড়া বাধ্যবাধকতা ছিল না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি তাঁর বক্তব্যটা প্রমাণ করতে চলেছেন।

সময় হয়ে আসছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তো সংগীতের অজস্র পৃষ্ঠাগুলি বানিয়ে তোলা যায় না। যাইহোক, গেস'উইন যেই দুটি পিয়ানোর উপযোগী 'র‍্যাপসডি ইন ব্লু,' রচনা শেষ করলেন অমনি অ্যারেঞ্জার ফার্দে

গ্রফ্ কনসার্টে ব্যবহারের জন্য অর্কেস্ট্রা প্রণয়ন করলেন। প্রত্যেকটা পিয়ানো-অংশ আলাদা ভাবে লেখার সময় ছিল না, তবে জর্জ নিজেই পিয়ানো বাজাবেন এই ভেবে তাঁর আর দুশ্চিন্তা রইল না। তিনি শুধু মিঃ হোয়াইটম্যানকে তালচিহ্নগুলি নির্দেশ ক'রে দিয়ে রূপায়ণের সময় তাঁকে ইচ্ছামত সুরবিহার করতে ব'লে দিলেন। এর থেকে বোঝা যায় গেরশ্‌উইনের চমৎকার আত্মস্থতা ছিল। সম্ভবত প্লাজারক্ষপে গোলমালের মধ্যেও কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই শক্তি দিয়েছিল। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে পিয়ানোর চাবির সামনে তিনি খুব স্বচ্ছন্দবোধ করতেন।

অনেক লোকেরই ধারণা নেই একটা কনসার্ট অনুষ্ঠান করতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। পিয়ানোর ছাত্ররা প্রায়ই ভাবে যে তারা মঞ্চে উঠে বাজাবে আর টিকিট বিক্রির সব টাকা পেয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যত, ব্যাপারটা তা নয়। শিল্পীকে শুধু যে কাজ করতে হয় তা নয়, উপরন্তু হল ব্যবহারের ভাড়া (যার মধ্যে থাকে—পরিচারকদের দক্ষিণা, আলোর খরচ, টিকিট ও অনুষ্ঠানসূচী ছাপার খরচ এবং বিজ্ঞাপনের খরচ) দিতে হয়। এই সব খরচ জড়ো হয়। মিঃ হোয়াইটম্যানের অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ব্যয় হল সাত হাজার ডলার। প্রেক্ষাগৃহ ভ'রে গেল কিন্তু ভাল ভাল আসনগুলি তিনি সংরক্ষণ ক'রে রাখলেন তাঁদের জন্য যাঁদের তিনি ঐ বিশেষ সংগীত শোনাতে চান। ব্যাপারটা ব্যর্থতাসূচক মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তার উল্টো, অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল হ'ল।

অনুষ্ঠানের আগে থেকে মিঃ হোয়াইটম্যান তাঁর নতুন পরীক্ষা সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করেন চারিদিকে। মহলার সময় তিনি তিনজন সংগীত-সমালোচককে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, 'ধ্রুপদী সংগীতের দেশে' তিনি জাজ্ সংগীতানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি গেরশ্‌উইন নামে এক তরুণকে তাঁদের সঙ্গে এই ব'লে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, তিনি এই জাজ্ কনসার্টের জন্য বিশেষভাবে কিছু রচনা করেছেন যা এখন তাঁরা রূপায়ণ করবেন। তাঁরা দুজন যখন মঞ্চের দিকে গেলেন তখন সমালোচকদের মধ্যে দুজন পরস্পর ফিসফিস করে বললেন:

'গেরশ্‌উইন কে হে?....হ্যাঁ গেরশ্‌উইন আবার কেটা?'

তৃতীয় সমালোচক, যিনি ব্রডওয়ের হালচালের খবর রাখতেন, অন্য দুজনকে জানালেন যে, গেরশ্‌উইন হালআমলের সংগীত-রেস্তু ও মিলনান্ত

নাটকের একজন হিট-গান রচয়িতা। তাঁদের স্মরণশক্তি নিশ্চয়ই বেশ কম ছিল, নইলে তিনমাস আগের গথিয়ের অনুষ্ঠানের কথা ভুললেন কি ক'রে? এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় সংগীত জনপ্রিয় করার রীতিটা কেমন দরকারী। লোকজন বড় বিস্মৃতিপ্রবণ।

সমালোচকদের জন্য র‍্যাপসডিটি রূপায়িত হবার পরে তাঁদের মধ্যে দুজন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তৃতীয় ব্যাপারটা কেয়ার করলেন না তবে স্বীকার করলেন তাতে 'নিমক আছে।'

যেদিন অনুষ্ঠানের কথা—যে দিনটার জন্য মিঃ হোয়াইটম্যান কত পরিকল্পনা ক'রে রেখেছিলেন—সেদিন তাঁর মঞ্চ-ভীতি এল। তাঁকে জাজ্-ব্যাণ্ড পরিচালনা করতে হবে এই ভেবে তিনি ভীত হননি বরং সহসা আশংকা হ'ল যে-সংগীত উপস্থিত করছেন তার সম্পর্কে। তিনি শ্রোতাদের সম্বন্ধে ভীত হলেন আর ঐ রকম প্রেক্ষাগৃহে তিনি বাজাতে অনভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সামনের দিকে গিয়ে লোকজনের আগমন দেখতে লাগলেন। যদিও তাঁরা প্রচণ্ড তুষার ঝড় পেরিয়ে আসছিলেন তবু তিনি উৎসাহ পেলেন না। শিল্প ও পণ্ডিত সমাজের অভিজাত ব্যক্তিরা আসছেন তাঁর জাজ শুনতে! জিনিসটা রূপায়ণ করার উপযুক্ত কি? তিনি দেখলেন জনতার মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে আসছেন ভিক্টর হারবার্ট।

হোয়াইটম্যান পরে বলেছিলেন যে, 'র‍্যাপসডি ইন ব্লু' রূপায়ণের সময়: 'মাঝখানের এক জায়গায় আমি কাঁদতে আরম্ভ করি। যখন আত্মস্থ হলাম তখন দেখলাম আমি এগারো পৃষ্ঠা স্বরলিপি এগিয়ে এসেছি। আমি কি ক'রে যে অতদূর পর্যন্ত পরিচালনা করেছিলাম তা আজও বলতে পারব না। পরে জর্জও আমাকে বলেছিল যে, বাজাবার সময়ে সেও একই অনুভূতিতে কেঁদেছিল।'

সকলেই জানে কেমন ক'রে ক্ল্যারিনেটের প্রস্তাবক গ্লিসাণ্ডো থেকে 'র‍্যাপসডি' সহসা জনপ্রিয় হয়েছিল। গের্সউইনের যশাকাঙ্ক্ষী মন তৃপ্ত হ'ল। র‍্যাপসডি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সর্বত্র রূপায়িত হ'ল। লণ্ডনবাসীদের জন্য একটা সাংগীতিক মিলনান্ত রচনা লিখতে তাঁকে আবার ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। তাদের জন্য অভিনন্দন হিসাবে তিনি সংগীতরচনা করলেন তাদের প্রিয় সার আর্থার সুলিভ্যানের রীতিতে, চপল গতিময় সংগীত।

দু-বছরের মধ্যে গের্সউইন চারটে কমেডি লিখলেন এবং ডঃ ওয়ালটার

ড্যামরস্ক কর্তৃক আমন্ত্রিত হলেন কার্নেগি হলে সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রা কর্তৃক রূপায়িতব্য সংগীত রচনার জন্য। গের্সউইন একই সঙ্গে দুই সংগীত জগতে বাস করতেন। টিন প্যান অ্যালিতে তিনি আমন্ত্রিত হতেন গভীর সংগীতের আসরে। সমাজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানাত পার্টিগুলোতে এবং সেখানে তাঁকে খাটিয়ে নিত। কিন্তু তিনি তা পছন্দ করতেন। গৃহকর্ত্রীদের স্বার্থ সাধন করতে আর ম্লান পার্টিকে সংগীতের দ্বারা প্রাণবন্ত করতে তিনি কখনও আপত্তি করতেন না, যদিও তাঁর মা তাঁকে এইসব উপলক্ষে বেশি বাজাতে বারণ করতেন। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, না-বাজালে তাঁর সময় কাটত না। তিনি নিজের বাজনা শ্রোতাদের মতই উপভোগ করতেন।

তিনি যখন ফিলহার্মনিক সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রার জন্য জাজ-কনচের্টো রচনা ও রূপায়ণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন তখন জানতেন না কনচের্টো বস্তুটি কি। এমনকি তিনি সাতটি কনসার্টে তাঁর নিজের কনচের্টো বাজাবার অঙ্গীকার করলেও তখনও জানতেন না কনচের্টো কি ব্যাপার! তিনি একটা সংগীতের রূপরীতি বিষয়ক একটা বই কিনলেন ব্যাপারটা জানবার জন্য। বইটা নিয়ে তিনি পিয়ানোয় বসলেন রচনা করতে।

কোন কোন ব্যাপারে গের্সউইনের সঙ্গে পুচ্চিনির মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই লোকভর্তি ঘরে ব'সে সংগীত রচনা করতে পারতেন। তাঁরা কথাবার্তা হাসি ও অনবরত আসা-যাওয়ায় অবিচলিত থাকতেন। মাঝে মাঝে গের্সউইন বলতেন যে তিনি একটু নিরিবিলি থাকতে চান এবং তখন তিনি একা থাকবার জন্য হোটেলের ঘরভাড়া নিতেন ও বন্ধুদের কাছ থেকে সরে যেতেন। কিন্তু যখন তারা তাঁকে খুঁজে পেয়ে ঘিরে ধরত, তিনি আগের মতই কাজ ক'রে যেতেন।

আরেক দিক থেকে তাঁর সঙ্গে মিল ছিল রিম্‌স্কি কোরসাকফের সঙ্গে। কোরসাকফ শিক্ষাদান করবার আগে কাউন্টার পয়েন্ট ও ফ্যুগের চর্চা করেননি। সেইজন্য শিক্ষাদান কালে তিনি ঐ সংক্রান্ত চর্চা এগিয়ে রাখতেন নইলে, তিনি হেসে বলেছিলেন যে, ছাত্ররাই তাঁকে শেখাবে। পরে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এমনকি বিষয়টা না জেনেই অনেক রচনায় হাত দিয়েছেন। তিনি অর্কেস্ট্রা প্রণয়ন, হার্মনি, কাউন্টারপয়েন্ট সম্পর্কে পাঠ্য বই লিখেছেন। নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড ইনস্‌পেকটর পদে নিযুক্ত হবার পরে তিনি বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র কিনে অনুশীলন শুরু করেন। তারপরে এমনকি ঐ জাতীয় যন্ত্রের রীতি সম্পর্কে একটা বই লেখেন।

গেস্‌উইনের শেখবার আগ্রহ ও নতুন পথের উদ্যমের মধ্যে সৌসম্য ছিল। তাঁর কনচের্টো রচনার সময়, অন্যের অর্কেস্ট্রাপ্রণয়ন সম্পর্কে তৃপ্ত না থেকে তিনি অর্কেস্ট্রাপ্রণয়ন সম্পর্কে শিক্ষা নিতে থাকেন। নানা জাতীয় যন্ত্রের জন্য কেমন ক'রে রচনা করতে হয় তা জানা দরকার ছিল তাঁর; সেইজন্য এই সময় তিনি রুবেন গোল্ড মার্কে'র কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কনচের্টো রচনার পর সেটার কোথায় কোথায় ভাল-করার-জন্য বদলানো দরকার তা বুঝবার জন্য সেটা শোনার প্রয়োজন হয়। এজন্য তিনি ষাট-জন শিল্পীসমন্বিত এক অর্কেস্ট্রা দলকে ভাড়া করেন এবং একটা থিয়েটারে এক অপরাহ্নে এক বন্ধুর পরিচালনায় ও নিজে পিয়ানোয় ব'সে তিনি নিজের রচনার বিচার করেন। এরফলে তিনি কিছু কিছু কাটাছাঁটা ও পরিবর্তন করতে সমর্থ হন।

একদিন যখন গেস্‌উইন একটা সত্যিকারের সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রা নিয়ে সর্ব-প্রথম তাঁর রচনা রূপায়িত করতে পারলেন সেদিন কার্নেগি হ'ল ভরে গেল। একজন জাজ্‌ সুরকার এইভাবে অর্কেস্ট্রা রূপায়িত করলেন যাতে একটাও স্যাক্সোফোন ছিল না। তিন বছর পরে প্যারিসে গেস্‌উইন তাঁর সম্মানে তাঁর র‍্যাপসডি এবং কনচের্টো রূপায়িত হ'তে শুনলেন। ইউরোপের যে কাফেতেই তিনি গেছেন সেখানেই তাঁর সংগীত তিনি প্রত্যপহার পেয়েছেন। প্যারিসে থাকাকালে গেস্‌উইনের মাথায় আরেকটা ভাব এল এবং 'অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস' নামক সেই অর্কেস্ট্রা রচনা তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে নিউইয়র্কে রূপায়িত হ'ল। এই রচনায় নানা যন্ত্রবাদ্যের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন ট্যাক্সির হর্ন!

এরপর এল হলিউড ও অপেরার আহ্বান। গেস্‌উইনই একমাত্র জাজ্‌ রচয়িতা যিনি সবরকমের সংগীতে হাত লাগিয়েছেন। তাঁর নিজের অপেরা 'পর্জি অ্যাণ্ড বেসে'র জন্য সঙ্গীত রচনা ক'রে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অপেরা ভালবাসতেন এবং তার সংগীত চোখ বন্ধ ক'রে বারবার বাজাতেন, মুগ্ধ হয়ে নিজেরই কৃতিত্বে। তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সেটি রূপায়িত হয়।

এই তরুণ ব্যক্তি, যার জীবনে একের পর এক অনন্য ঘটনা ঘটেছিল, আরো দুটি কৃতিত্ব যুক্ত হয়েছিল। একটা অর্কেস্ট্রা স্বয়ং পরিচালনা ক'রে সন্তোষলাভ করেছিলেন তিনি এবং লিউসন স্টেডিয়ামে সতেরো হাজারের বেশি লোক সমবেত হয়েছিল পুরোসন্ধ্যা শুধু তাঁরই রচনা শুনতে। চার হাজারের বেশি

লোক বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। পরের দিন সংবাদপত্র লিখেছিল : 'জর্জ গের্স উইন গতরাতে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা কেবল বেতোফেন ও ওয়াগনারের ভাগ্যে জুটেছিল'—তিনি 'শুধু তাঁর নিজের রচনার অনুষ্ঠানের কৃতিত্ব' অর্জন করেছিলেন।

যে লোকটি বাল্যকালে 'ছোট ম্যাগিদের' দেখে নাক কুঁচকোতেন এবং একদিন এমনকি স্কুলে সংগীত শুনতে যেতেই রাজি হননি সেই গের্স উইনের আর কি কৃতিত্ব বাকি ছিল, সেকথা ভাবলে অবাক লাগে। তিনি হুড়োহুড়ি করে এত দ্রুত সাফল্যের উচ্চারোহণে উঠেছিলেন যে অপেরা রচনা ক'রো শীর্ষস্থানে চলে গেলেন। এবং শেষও বটে, কেননা 'পর্জি অ্যাণ্ড বেস' রচনার অল্পকাল পরেই তিনি হলিউডে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কয়েক সপ্তাহ পরে সেখানেই মারা যান।

একজন লিখেছেন যে গের্স উইন রচনা করেছেন, 'একটাই গান গেয়েছেন —নগরের গান, মিউজিক হলের, যান্ত্রিক যুগের গান'। স্টিফেন ফস্টার লিখেছিলেন হৃদয়োৎসারিত গান, কিন্তু সে গান পুরানো কালের হয়ে গেল যখন গের্স উইন এসে সংগীত লিখলেন 'কৃত্রিমতার প্রতিবিম্বনে'। কিন্তু যদি খাঁটি ও ভালো হয় তবে পুরানো কালের বলে কোন জিনিস মরে যায় না। কেননা রীতি পালটায় কিন্তু শৈলী থাকে।

বন্ধুরা জর্জ গের্স উইনকে মনে রেখেছে বিনোদন শিল্পীরূপে—কেননা বন্ধুদের মাঝখানে বসে পিয়ানো সংগীত বাজানোর সময় তিনি সবচেয়ে সুখী হতেন। তাদের পছন্দ এমন অনেক রচনা এমনকি কখনও প্রকাশিতই হয়নি। সেগুলো তাঁর নিজের বিনোদন সংগীত। সেগুলোর মধ্যে একটা হ'ল 'মিসা ইরাসা তোসা সাসা'; যেটা বেহালাবাদক হেইফেজের বাড়িতে একটা পার্টি উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন।

সংগীত সম্পর্কে যেন আর বিশেষ কিছু করবার নেই এইরকম মনোভাব থেকে গের্স উইন একবার ছবি আঁকা শিখতে থাকেন। তিনি শিল্পকলা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে চিত্রশালায় ঘুরতেন ও বহু অর্থব্যয়ে ছবি কিনতেন। নিউ ইয়র্কের আর্ট গ্যালারিতে তাঁর একটি একক প্রদর্শনী হয়।

গের্স উইন ছিলেন খেলোয়াড় এবং ভালবাসতেন গলফ, টেনিস ও কুস্তি। যখন সম্ভব হয়েছিল তখন নিজের বাড়িতে একটা ব্যায়ামাগার বানিয়েছিলেন। তিনি তাস খেলাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন ও পাশাখেলা উপভোগ করতেন।

তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্মারক ছিল ইংলণ্ডের প্রিন্স জর্জের (যিনি পরে হন কেন্টের ডিউক) সই করা একখানা আলোকচিত্র। সইয়ের জায়গায় লেখা ছিল 'জর্জকে, জর্জ'।

স্টিফেন ফস্টারের মত গের্সউইন তাঁর গানের বাণী নিজে লেখেননি। টিন প্যান অ্যালিতে গীতকার, সুরকার ও অ্যারেঞ্জার থাকত। কালক্রমে তাঁর নভেল-পড়া দাদা ইরা, জর্জের অনেক গানের বাণী লিখেছিলেন। তখন অনেক অনুষ্ঠান হ'ত যাতে লেখা থাকত 'সংগীত: জর্জ গের্সউইন-কৃত' এবং 'বাণী: ইরা গের্সউইন কৃত'। ভ্রাতৃযুগল পরস্পরের সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন এবং একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁরা দুজনে আলাদা ধাতের ছিলেন ব'লে একজন আরেকজন সম্পর্কে মজা পেতেন।

গের্সউইন কখনও কোন মহিলাকে হৃদয়দান করেননি কিন্তু একবার হৃদয়দান করেছিলেন একটি কুকুরকে। যত কাজই থাক, যত তাড়াতাড়ি, তিনি কাজ ফেলে কুকুরের সঙ্গে খেলতেন।

জর্জ গের্সউইনের যেগুণ তাঁর বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হ'ল তাঁর চিরন্তন আত্মবিশ্বাস। যাতেই তিনি হাত দিতেন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তা সম্পন্ন করবেন। এর থেকে আবার মনে আসে পুচ্চিনির কথা, যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন: 'নিজের উপর আস্থা রাখো এবং কঠিন পরিশ্রম করো।'

জর্জ গের্সউইন। জন্ম—২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে।

মৃত্যু—১১ জুলাই, ১৯৩৭ হলিউডে।

আর্ভিং বার্লিন

'আমি নিজে তা খুঁজে নিয়েছি'

ম্যানহাটান দ্বীপ, যার উপর নি উইয়র্ক শহরের প্রধান অংশ দাঁড়িয়ে আছে, তারই নিম্নাংশে একটা জাহাজ এসে ভিড়েছিল। তখনও হাওয়াগাড়ির চল হয়নি আর রাস্তাগুলো ছিল এবড়ো-খেবড়ো পাথর-নুড়ির। সেই পাথরনুড়ির রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে এসেছিল এক নবাগত পরিবার আমেরিকায় বাস করতে। সেই অভিবাসীরা রাশিয়া থেকে এসেছিল। ছটি ছেলে-মেয়ে, তাদের বাবা-মা, তাদের কাপড়ের পৌটলা, আসবাব পত্র ও রান্নাবান্নার বাসন এই সবসমেত ছিল তারা। দীর্ঘদিন অশান্ত সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে ঠাসাঠাসি ক'রে ব'সে থাকার পর গাড়িতে ব'সে ছেলেরা নিশ্চয়ই খুশী হয়েছিল আবার মাটির সম্পর্কে এসে। তারা বড় বড় চোখে উঁকি মেরে দেখছিল শহরের রাস্তার নতুন দৃশ্যাবলী, যে শহরে তারা বাস করবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স চার, নাম ইসরায়েল ব্যালিন। এই ছেলেটি সম্পর্কেই আমরা উৎসাহী কেননা কালক্রমে তিনি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন তাঁর নিজের কঠোর পরিশ্রম ও চাতুর্যে। তাঁর জন্ম সাইবেরিয়ার সীমান্তে।

আটটি সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ, আর জ্যেষ্ঠ রাশিয়াতেই থেকে গিয়েছিল এবং আরেকজন ইতিমধ্যেই ছিলেন বিবাহিত। ইসরাইল, যাঁকে বলা হ'ত 'ইজি', ছিলেন ছোটখাট চেহারার; আর ছিল কালচে-বাদামী চোখ ও কালো কোঁকড়ানো চুল। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইহুদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; যখন ইহুদিরা নির্যাতিত হ'তে লাগল তিনি সপরিবারে পালালেন এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। কিন্তু তাঁদের পলায়নপরতা থামল না, যতদিন না তাঁরা সমুদ্র পেরিয়ে নিউ ইয়র্কের বস্তিতে এসে উঠলেন।

অনতিকাল মধ্যেই ব্যালিন পরিবারের সকলেই জীবিকার সন্ধানে বাইরে

বেরোলো। চারটি কন্যা পুঁতির মালা বানানোর কাজ ধরলো। মেজো ছেলে একটা সোয়েটের দোকানে কাজ নিল। ইহুদি পিতা অনিয়মিত কাজ পেলেন একটা কসাইয়ের দোকানে আইন সম্মত মাংসের ঘোষণাকারীরূপে আর ইহুদিদের ছুটির সূচনায় তিনি ইহুদি ধর্মমন্দিরে গায়ক দলের নেতৃত্ব করতেন। প্রথম উপার্জনের টাকা আসার অল্পকাল পরেই তাঁরা বস্তী থেকে উঠে গেলেন চেরিস্ট্রিটের বাসাবাড়িতে। যদিও বাসাবাড়ি তবু দোতলা বলে বেশি হাওয়া ছিল সেখানে।

দু বছর ধ'রে ইজি ব্যার্লিন ১৪৭ নম্বর জনসাধারণের বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করলেন। এক সময় তিনি ছবি আঁকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু গানটা এল অধিকতর স্বাভাবিক ভাবে। তাঁর ছিল মিষ্টি সরু গলা এবং তাঁর প্রাক্তন ধর্মসংগীত গায়ক বাবা তাঁকে ইহুদিদের ধর্মানুষ্ঠানের হিব্রুভাষার গান শিখিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের অনেকেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁরা সকলেই গাইতে পারতেন।

পিতা ব্যার্লিন তাঁর ছেলের সাংগীতিক গুণার্জন দেখে যেতে পারেন নি। ইজির বয়স যখন আট তখন তিনি মারা যান এবং মা সংসারের কর্ত্রী হন। কনিষ্ঠতম সন্তান ব'লে প্রথমদিকে ইজি পরিবারের জীবিকানির্বাহে বেশি কিছু দিতে পারবে ব'লে আশা করা হ'ত না; কিন্তু তাঁদের জীবিকা নির্বাহের অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন না এই বোধ থেকে তাঁর মনে শীঘ্রই অপরাধবোধ এল। দ্রুত প্রবর্ধমান সেই শহরে, যেখানে প্রতি সপ্তাহে নৌকা করে ইউরোপ থেকে অভিবাসী আসছিল, তিনি শীঘ্রই পেনি রোজগারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন এবং রোজগারের টাকা বাড়িতে এনে মা-র কোলে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু বাড়ির সকলে তাঁর চেয়ে বেশি অর্থ দিচ্ছে এই চিন্তা তাঁকে আঘাত করতে সুরু করল।

গ্রীষ্মকালের এক কষ্টকর দিনে কিশোর ইজি সিদ্ধান্ত করলেন নিজের জন্য ব্যবসায়ে ঢুকবেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি এক-হাত-ভর্তি সান্ধ্য পত্রিকা নিলেন এবং সেই থেকে শহরের নোংরা খালি পা কাগজবিক্রেতা ছেলের দলে আরেকজন ভর্তি হ'ল।

ইজি ব্যার্লিনের ছেলেবেলার দ্রুত ধ্বনিগুলি ছিল একটা বিরাট শহরের গোলমালের এলোমেলো আওয়াজ, কালচে জেটিতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে ওপরে নদীর মর্মর ও ছলচ্ছল ধ্বনি, কুয়াশার সময় জাহাজকে সাবধান করার শিঙাধ্বনি ও জাহাজের

ভেঁপু আর তার সঙ্গে বিরাট পিঁপড়ের বাসায় গাদাগাদি করা পিঁপড়ের মত অজস্র মানুষের কোলাহল ; রেলের গর্জন, রাস্তাগাড়ির আওয়াজ, দমকলের তীক্ষ্ণ শব্দ ; রাস্তার জীবনের গোলমাল তার সঙ্গে তারের বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ; ফল-অলাদের চিৎকার ও ঠেলাগাড়ির শব্দ , ইহুদিদের ধর্মমন্দিরের গান ; কাছাকাছি চায়না টাউনের চিঁ চিঁ ও ঘ্যান ঘ্যান শব্দ, বাওয়ারি সেলুনের কর্কশতর শব্দ, তাঁর সঙ্গে রিভলভারের আওয়াজ। এইসব ধ্বনি ইজি ব্যালিন শুনেছিলেন। তাঁর রক্তে ছিল তাঁর আত্মধিক্কৃত জাতির বিলাপ, তাঁর বাবা যে-নির্যাতনে পালিয়ে এসেছিলেন—যা একটা পুরানো, অতি পুরানো কাহিনী ইহুদিদের কাছে। যারা অপমানিত ও মৃত্যুবরণ করছে সময়ের সূচনাকাল থেকে।

নিউ ইয়র্ক প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান শহর নয়। সেটা বিশ্বশহর, সারাজাতির ও সবদেশের মানুষ নিয়ে গঠিত। তার পূবদিকের নিম্নাঞ্চলে বাওয়ারি নামে বিখ্যাত বস্তি, যার মধ্যে আছে চায়নাটাউন। উত্তর সীমান্তে ইহুদিদের বাস—যার নাম ঘেট্টো। ইজি ব্যালিন শৈশবে যেখানে থাকতেন সেখানে এখনও ইহুদিরা থাকে তবে তারা অন্যরকম হয়ে গেছে। তারা এখন অনেক ফিটফাট সুবিন্যস্ত। আর রুক্ষ কর্কশ বাওয়ারির প্রথম দিককার বে-আইনি দিন শেষ হয়েছে। তখন কে ভেবেছিল যে, বাওয়ারিকে আমেরিকার জনপ্রিয় গানের কেন্দ্র বলা হবে এককালে ?

একশো বছরেরও কিছু আগে, ওয়াশিংটনের সময়ে, বাওয়ারি ছিল নিউ ইয়র্কের বাইরে এক ছোট গ্রাম। ওয়াশিংটন ও তাঁর কর্মীরা, পরবর্তীকালের বাওয়ারি থিয়েটারের জায়গায় যে বুলস্ হেড সরাইখানা অবস্থিত ছিল সেখানে তাড়ি খেতেন। উর্ধ্বাংশে কৃষিক্ষেত্র ও বনজঙ্গল ছিল। চায়নাটাউন তখনও গ'ড়ে ওঠে নি।

ব্যালিনদের ছেলেমেয়েরা সবসময়েই খেতে পেত, মা সে ব্যাপারে নজর রাখতেন ; কিন্তু ইজি ভাবতে আরম্ভ করলেন যে তা রোজগার করতে পারছেন না তিনি, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে। তিনি বাসাবাড়ির দরজায় হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে রাস্তায় অবিরত জনস্রোত দেখতেন—অনবরত গমনশীল দুঃখী মানুষ, সুখী মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, অলস মানুষ। সব রকমের মানুষ—কেবল ধনীরা ছাড়া। শহরের ঐ অংশে ধনীরা থাকত না। যদি দুয়েকজন থাকত তারা হ'ল গৃহরক্ষক বা খাবার ঘরের মালিক—যারা আজ ধনী আবার সম্ভবত কাল দরিদ্র।

দরজায়-বসা ছেলেটি নিজের অপদার্থতার চিন্তায় অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। বাড়ির কোন কাজেই তিনি লাগছেন না। তিনি বেমানান। বরং বেরিয়ে যাওয়া অনেক ভাল। তিনি বেরিয়ে যাবেন এবং নিজে নিজে রোজগার করে চালাবেন কিংবা উপবাস করবেন। এক সন্ধ্যায় নৈশাহারের শেষে কোন কথা না বলে ইজি ব্যালিন বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে, আর ফিরলেন না।

তখনকার দিনে সেখানে অমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। যখন ইজি ব্যালিন গৃহত্যাগ করলেন তখন তাঁর বয়স তেরো। তাঁর গরীব মা তাঁর জন্মে অপেক্ষা করে থাকলেন। যদি প্রতিবেশীর ছেলে এসে বলল, সে যেন তাঁর ছেলেকে কোন একটা রাস্তায় দেখেছে অমনি তিনি ক্লান্ত মাথায় শাল চাপিয়ে এদিক-ওদিক একোণে-সেকোণে তাঁর ছোট ছেলেকে খুঁজতেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি ব্যর্থ হতেন।

তাঁর কাছে প্রত্যাগমনের আগে অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলে শেষ পর্যন্ত মা-র কাছে ফিরেছিলেন। ফিরেছিলেন মা-র জন্য উপহার ও শান্তির আরাম নিয়ে, কেননা তিনি তখন ধনী। আমেরিকা তখন তাঁর গান কিনছে। বুড়ো মা নতুনদেশের ভাষা শেখেননি এবং তিনি কখনই বুঝতে পারেননি কেমন ক'রে তাঁর ইজি আমেরিকানদের চাহিদার গান লিখলেন। যাই হোক তিনি খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁর পুরানো সব দুশ্চিন্তা শেষ হয়েছিল।

সেই ছেলেটি যে পরে গান রচয়িতা হয়ে ওঠে, গৃহত্যাগ ক'রে সন্ধ্যাবেলা কি করেছিলেন? তাঁর ঘুমোনোর জায়গার দরকার ছিল এবং তিনি জানতেন দশ সেন্টের বিনিময়ে কোথায় তা পাওয়া যায়। তাই চললেন তিনি বাওয়ারির দিকে, পূবদিকের নিম্নাঞ্চলে, যেখানে রাতের জীবনের স্বর সর্বোচ্চ। যেখানে সব ঘরপালানো ছেলে সর্বপ্রথম আসত জীবিকার সন্ধানে। সেখানে তিনি একটা আনন্দময় পরিবেশের দোকানে ঢুকে সে সময়কার জনপ্রিয় ভাবাবেগপূর্ণ এক গীতিকা গাইতে সুরু করলেন। সে গানটাকে বলা হয়, 'দি ম্যান্‌সন্‌ অফ দি একিং হার্টস্'।

এখনকার দিনে একজন ভ্রাম্যমাণ গায়ক ঐ রকম গান গেয়ে একটা নিকেল বা এক পেনী পাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখন, ঐ ধরনের গান শুনে লোকজন সত্যিই কাঁদত এবং তাদের চোখের জলে সেগুলিকে ভালবাসত। এই উদাহরণ

থেকে বোঝা যায় রুচির পরিবর্তন, যা সংগীতকেও স্পর্শ করে, পোশাকপরিচ্ছদ-কেও। যাইহোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই উদ্যোগী গায়ক অনেক খুচরো মুদ্রা পেল তার রাতের আস্তানায় থাকার পক্ষে।

তিনি হয়ে উঠলেন এক বাওয়েরি গায়ক। দোকানে, নাচের সঙ্গে বা গানের হলে তিনি গান ক'রে বেড়াতেন। আর গান করতেন সেইসব জায়গায়, যেখানে নাবিক বা শহরের ক্ষণিকের অতিথিরা এসে কিছুক্ষণ টেবিলে বসত কিছু খেতে বা পান করতে, হয়ত নাচতে, তারপরে চলে যেত। এইরকম ভালোতর বিনোদন ব্যবস্থা ছিল শহরের উধ্বাংশের ক্যাবারেগুলোতে। এখন তাকে নাইট-ক্লাব বলা হয়। বলা যায় না, একই জনপ্রিয় গানের বাণী তাঁর একঘেয়ে লেগেছিল কিনা তবে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন সুরে নিজের বাণী লাগাতে। তিনি জনতাকে বুঝেছিলেন, এবং বুঝেছিলেন কি থাকলে লোকে গানকে 'নেয়'। জনতার মর্জি তিনি বুঝে ফেলেছিলেন এবং সেই গুণে পরবর্তী-কালে তিনি নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সে সব জানতেন না। তিনি শুধু গান করতেন, 'টুপী পাততেন' ভিক্ষার জন্য আর সে সময়কার গানের প্যারডি বানাতেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি একটা দৃঢ়ভিত্তির কাজ পেলেন। ১২ নম্বর পেল স্ট্রিটের চায়না টাউনের একটা পানশালায় তিনি হলেন গায়ক পরিচারক। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে পেলহ্যাম রেস্তোরাঁ কিন্তু সকলেই সেটাকে বলত নিগার মাইক। নিগার মাইক ছিলেন আসলে রাশিয়ান শ্বেতাঙ্গ ইহুদি; তাঁকে ঐ-রকম ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল তাঁর কালো গাত্রবর্ণের জন্য। তাঁর রেস্তোরাঁ চায়নাটাউন-দর্শনার্থীদের মিলন-স্থল ছিল।

একবার যখন একজন ভ্রাম্যমাণ ইউরোপীয় রাজপুত্র নিউইয়র্ক ভ্রমণ করছিলেন তখন যেসব জায়গা তাঁকে দেখানো হয় তার মধ্যে ছিল নিগার মাইকের রেস্তোরাঁ, যেখানে আরেক দিকের আমোদপ্রমোদময় জীবনযাত্রা অভি-ব্যক্ত হ'ত। এবারে মাইকের রোমাঞ্চের পালা ঘটল এবং তিনি উদারতার সঙ্গে পানীয় সরবরাহের কথা ঘোষণা করলেন। বিদায় নেবার আগে রাজপুত্র সরবরাহককে কিছু অর্থোপহার দিতে চাইলেন। কিন্তু পরিচারক বিহ্বল হয়ে তা ফিরিয়ে দিল এই অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, অর্থোপহার গ্রহণ করলে তার দেশের আতিথ্যপরায়ণতার সুনামের হানি ঘটবে। পরিচারকটি ছিলেন ইজি। পরের দিন সাংবাদিক হারবার্ট সেপে তাঁর কাগজে কাহিনীটি লিখলেন।

সেই প্রথম ইজি ব্যালিনের নাম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেল। অনেক বছর পরে, যখন ইজি হয়ে উঠলেন বিখ্যাত গীতরচয়িতা আর্ভিং বার্লিন তখন কখনও কখনও তিনি নিউ ইয়র্ক বা লণ্ডনের রেস্তোরাঁয় একটা মুখ দেখতে পেতেন যাকে তিনি একদা দেখেছিলেন নিগার মাইকে ভ্রাম্যমাণদের সঙ্গে।

সারারাত লোকজন দোকানে আসত যেত। ইজি শীঘ্রই সারাদিন ঘুমিয়ে রাতে কাজ করার অভ্যাস অর্জন করলেন। ভোর বেলায় শেষ খদ্দের বাড়ি চলে যাবার পরে পরিচারকরা চেয়ারগুলো টেবিলের উপর জড়ো ক'রে, পরদিন ও রাতের জন্য মেঝে পরিষ্কার ক'রে রাখত। পেছনের ঘরে ছিল একটা ভাঙা পিয়ানো, এবং দিন ও রাতের মাঝখানে ইজি পিয়ানোয় বসে এক আঙুলে সুর বাজাতেন—যে সুর তিনি সম্প্রতি চায়নাটাউনের অর্গানে শুনতেন।

মিঃ বার্লিন এখন বলেন যে, তাঁর প্রথম গান হৃদয়োৎসারিত নয়, সেটা নিশ্চয়ই উৎসারিত হয়েছিল ঈর্ষা থেকে। যখন তিনি শুনলেন যে আরেকটা কাফের একটা পরিচারক আর পিয়ানোবাদক একটা গান বানিয়েছে এবং আপটাউন থেকে প্রকাশ করেছে তখন তিনি ও মাইকের দোকানের পিয়ানোবাদক নিক ঠিক করলেন একটা গান লিখবেন। ইজি লিখবেন বাণী, নিক বানাবে সুর। ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা বেশ হৈ চৈ লাগালেন। তাঁদের অনবরত এ সুর থেকে ও সুরে ঘোরাফেরা আর এ ছন্দ থেকে আরেক ছন্দে পরিবর্তন শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে খদ্দেররা কখনও কখনও এটা-ওটা ছুঁড়ে মারতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সেটা সম্পূর্ণ হ'ল। তাঁরা সেটার নাম দিলেন 'ম্যারি ফ্রম সানি ইটালি'। তারপরেই এল আঘাত। কেননা তাঁদের দুজনের কেউই স্বরলিপি লিখতে জানতেন না। কি করা যায়? প্রকাশককে দেখাতে হ'লে তো গানটা স্বরলিপিবদ্ধ করা দরকার।

তাঁরা বাওয়েরি মুচি ফিডলার জনের কাছে গেলেন। সে সন্ধ্যায় বেহালা বাজাত। কিন্তু সে-ও জানত না কেমন ক'রে স্বরলিপি লিখতে হয়। শেষ-পর্যন্ত তাঁরা একজন তরুণ বেহালাবাদক খুঁজে পেলেন যিনি ব্যাপারটা জানতেন এবং তাঁর দ্বারা কথা ও সুর কাগজে লিপিবদ্ধ হ'ল। তাঁরা দুজন গানটা নিয়ে গেলেন টিন প্যান অ্যালিতে। তাঁরা গানটা নিল, প্রকাশ করল এবং ইজি ব্যালিন তার থেকে পেলেন তেত্রিশ সেণ্ট। যাইহোক, মিঃ বার্লিন মনে করেন এটা তাঁর সবচেয়ে দরকারী গান, কেননা এ গান তাঁকে এনে দিয়েছিল সবচেয়ে দরকারী জিনিস—সত্যিকারের সূচনা।

কিন্তু তাঁর নাম আর ইজ্রিব্যালিন রইল না। যখন তাঁর নাম সংগীত স্বরলিপির কাগজে ছাপা হ'ল তখন তিনি তাঁর নামের বানান করলেন প্রতিবেশী-দের উচ্চারণ মাফিক। সুতরাং সেটা দাঁড়াল বার্লিন। প্রথম নামটার বেলা হল এই যে, তিনি ইসরায়েল নামটা বড় গম্ভীর ব'লে বাদ দিলেন, ইজি নামটা তাঁর বিশ্রী শোনাত। তিনি আর্ভিং নামটা পছন্দ করতেন কিন্তু আশংকা করতেন যে নিগার মাইকের লোকজন হাসাহাসি করবে। গানটায় ছাপা হ'ল, 'বাণী: আই, বার্লিন। সুর: এম, নিকলসন'। তিনি গান লিখে চললেন এবং কখনও কখনও পিয়ানোতে এক আঙুলে নিজের মন থেকে সুর বাজাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিন বছর পরে এক সকালে তিনি বরখাস্ত হলেন। সেদিন সকাল ছটা থকে দু-ঘন্টাকাল (যখন ব্যবসাপত্র একটু ছিমছাম থাকত) তিনি কাফের ভার পেয়েছিলেন। কিছুই করবার ছিল না, শুধু পেছনের ঘরট ঝাঁট দেওয়া, কোন প্রভাতী কর্মীর জন্য মদ দেওয়া এবং তবিলে পঁচিশ ডলারের কথা মনে রাখা। মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখলেন নিগার মাইক তাঁর হাত ঝাঁকাচ্ছে। তিনি চোখ পিটপিট ক'রে দেখলেন সূর্য অনেকটা উঠে পড়েছে এবং শুনতে পেলেন মাইক তাঁকে অভিযুক্ত করছে পঁচিশ ডলার চুরির অভিযোগে। মাইক তাঁকে চলে যেতে বলল আর বলল কখনও না ফিরতে। তিনি চলে গেলেন। পরে তিনি শুনেছিলেন মাইক নিজেই টাকাটা সরিয়েছিল। ঐভাবে সে ছোকরাদের কাজের সময় না-ঘুমোতে শেখাত।

তখন তাঁর বয়স উনিশ। বাওয়েরি বস্তিতে ভবঘুরের মত ঘুমোবার কথা ভাবতেই তাঁর ভয় হ'ল। তিনি শহরের ওপরের অঞ্চলে আরেকটু গিয়ে আবার কাজ পেলেন গায়ক-পরিচারকের। সেটা ছিল ইউনিয়ন স্কোয়ারে জিমি কেলির দোকান। তিনি উত্তরদিকে ফোর্টিন্থ স্ট্রিট পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। কেলির দোকানে যারা আসত তারা মাইকের চায়নাটাউনের খদ্দেরদের চেয়ে অন্য রকমের। ওটা ছিল থিয়েটার পাড়া, তাই ওখানে যারা ভিড় জমাত তাদের বেশির ভাগই পেশাদার বিনোদনশিল্পী—কৌতুকশিল্পী, ভেল্কিবাজ, নৃত্য ও গীতশিল্পীরা।

কেলির দোকানের পিয়ানোবাদকের সঙ্গে বার্লিন আরো কয়েকটা গান বানালেন। সে সময়ে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল চারদিকে, কেননা ডরেণ্ডো

এক ইতালিয়ান ম্যারাথন দৌড়বাজ, লংবোট নামে এক ইণ্ডিয়ান ম্যারাথন দৌড়বাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। সেটি অনুষ্ঠিত হয় ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে। ইণ্ডিয়ান লোকটি জয়লাভ ক'রে। তখনই এক কৌতুকশিল্পী বার্লিনের কাছে এসে কিছু কবিতা—একটা গীতিকা-লিখে দিতে বলে, যেটা সে কাছাকাছির রঙ্গব্যঙ্গের মঞ্চে অভিনয়ের মাঝখানে ইটালিয়ান ভাষায় আবৃত্তি করবে। বার্লিন প্রতিযোগিতাতে কিম্ভুত-কিমাকার নাপিত ও ইতালিয়ান ফল-অলার ডরেগোকে সমর্থন করার দৃশ্য দেখে খুশী হয়েছিল। সেই বিষয়ে তিনি ছন্দে এক কাহিনী বানালেন এবং তখন সেই কৌতুকাভিনেতা তাকে প্রতিশ্রুত দশ-ডলার দিতে গররাজি হ'ল। তখন বার্লিন চললেন ব্রডওয়ের দিকে—টিন প্যান অ্যালি অঞ্চলে সেটা বিক্রয়ের চেষ্টায়। একটা সংগীত-প্রকাশক সংস্থার পরিচালক তাঁর অফিসে বার্লিনের মুখে সেটির আবৃত্তি শুনে তাঁকে একটা ছোট ঘরে গিয়ে অ্যারেঞ্জারের সামনে সেটা গাইতে বললেন যাতে স্বরলিপি ক'রে নেওয়া যায়।

তা করা ছাড়া উপায় ছিল না। সেখানে অ্যারেঞ্জার বসেছিলেন পেন্সিল ও স্বরলিপির কাগজ নিয়ে, স্বরলিপি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে। কিন্তু কি সুর? বার্লিন বাণীটা আবার পড়লেন কোনরকমে একটা গুণগুণানি সমেত। সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা নতুন গানে পরিণত হ'ল এবং তিনি পঁচিশ ডলার পেলেন। অঙ্কটা তেত্রিশ সেণ্টের চেয়ে অনেক ভালো। 'মাই ওয়াইফ'স্ গান টু দি কানট্রি' সহ তাঁর কয়েকটি গান হিট হল।

কিছুকালের মধ্যে তিনি উক্ত সংস্থার গীতকার হলেন। তারা তাঁকে প্রতি কপি বিক্রয়ের প্রাপ্যাংশ এবং সপ্তাহে পঁচিশ ডলার করে দেবে ঠিক হ'ল। সংগীত পরিচারকের পদত্যাগ করে তিনি যখন টিন প্যান অ্যালিতে ঢুকলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ। অনেক বছরের কষ্ট ও নিরুৎসাহিতার পরে অবশেষে তিনি সত্যিকারের এক সুযোগ পেলেন।

যদিও আর্ভিং বার্লিন কখনও গ্রামে ছিলেন না আর রাস্তায় রাস্তায় মানুষ হয়ে শুধু জানতেন নগরজীবনের গোলমাল, তবু তিনিই দিলদরিয়া এই গানটি রচনা করেন:

আহ্, আমার ইচ্ছা করে
কৃষিখেতের কাজে
ফিরতে মিচিগান।

অবশ্য স্টিফেন ফস্টারও সোয়ানি নদী দেখেননি। তাঁর পক্ষে সেটা ছিল

তাঁর দরকারী একটা বিবর ধ্বনি আর মানচিত্রে দেখেছিলেন সেটা দক্ষিণের এক নদী, তাঁর গানে তারও দরকার ছিল।

জীবনে সংগীত-শিক্ষা পাননি, নিজের পিয়ানোও ছিলনা তবু নিজের গানের সুর রচনার মহান আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে আর্ভিং মধ্যরাতে অফিসে যেতেন যখন কেউ কাছাকাছি থাকত না, এবং সকাল পর্যন্ত পিয়ানো বাজাতে চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা রীতিতে দশ আঙুল ব্যবহার শিখলেন কিন্তু কখনই জানলেন না একাধিক চাবিতে বাজাতে। তাঁর পক্ষে সহজ ছিল কালো চাবি ব্যবহার করা, তার কারণ বোধহয় তিনি আঙুলগুলো সোজা রেখে বাজাতেন এবং কখনও কেউ তাঁকে দেখিয়ে দেয়নি কেমন ক'রে আঙুল বেঁকাতে হয়। তাই তিনি সর্বদাই বাজিয়েছেন এফ শার্প, জি ফ্ল্যাট পর্দায়। পরবর্তীকালে, যখন তিনি ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করার টাকা রোজগার করলেন তখন একটা ভারোত্তোলন দণ্ড সমেত পিয়ানো বানালেন যা টিপলেই যন্ত্রের পর্দা পালটে গিয়ে যান্ত্রিকভাবে তিনি আরেকটা চাবি পেয়ে যান।

নতুন চাকরিতে ঢুকে তাঁর মনে হল প্রত্যহ কয়েকটা গান লেখা উচিত। এক সময় তিনি এত গান লিখলেন যে, প্রকাশক ভাবলেন সেগুলো অন্য নামে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তারা আরেকটা নাম বার করল। একটা গান রচনার পর সেটা নিজের কাছে রাখা বার্লিনের পক্ষে চিরকালই অসম্ভব ছিল। প্রথম যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হ'ত তার কাছে সেটা গাইতেন। তিনি ভাবতেন ব্রডওয়েতে তাঁর নিজের গান গাওয়াটা কী চমৎকারই না হবে। অল্প কয়েক বছর পরেই সেই স্বপ্ন সত্য হয় এবং শুধু নিউ ইয়র্কের মঞ্চে নয়, তিনি লণ্ডনের মঞ্চেও আবির্ভূত হন।

তারও অনেক আগে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন মার কাছে। তিনি দু-বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন, পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনরকম ভৎ'সনা না ক'রে। অবশ্য এ ব্যাপারটা চিরকালই রহস্যজনক ছিল, যে তাঁর ছোট্ট ইজি গীত-রচয়িতা হয়েছে। যখন বার্লিন অত্যন্ত সম্পদশালী হলেন ও তাঁর জন্য সুন্দর ও মূল্যবান উপহার কিনে দিলেন তিনি খুশী হলেন কিন্তু সেগুলির মর্ম তিনি কখনও বোঝেন নি। যত রকম উপহার তিনি পেয়েছিলেন তার মধ্যে তাঁর ভাল লাগত একটা দোলানো-চেয়ার, যেটা সর্বপ্রথম বার্লিন তাঁকে দিয়েছিলেন। সেটা তিনি কখনও ছাড়তেন না, তার চেয়ে নতুনতর ও ভালোতর জিনিস পাবার পরেও।

তেইশ বছর বয়সে তিনি সুখী হলেন। অবশেষে তিনি আভিং বার্লিন হলেন। তেরো বছর বয়সে যে বালকটি ভগ্নহৃদয়ে অসহায়ভাবে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলো, যে ছেলেটি খালি পকেটে বাওয়েরিতে ঘুরে বেড়াত, সুর বিক্রয়ের চেষ্টা ক'রে যে শুধু প্রকাশকদের হাসি উপহার পেয়েছিল, সেই ছেলেটি শেষ পর্যন্ত—দশ বছর পরে হয়ে উঠলেন টিন প্যান অ্যালির গীতকার, ব্রডওয়ের রঙ্গমঞ্চগুলিতে সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি এমনকি 'দি ফ্রায়ারস্' নামক অভিনেতাদের বিখ্যাত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন।

ইতিমধ্যে পিয়ানোবাদকরা সুরকে সামান্য স্থানচ্যুত ক'রে কখনও কখনও ছন্দকে নিগ্রো নর্তকদের কাঁধ ঝাঁকানোর তালে তালে ও হিক্কার সঙ্গে সমতালে বাঁধলো। এই নব ছন্দের নাম র‍্যাগটাইম যা অবশেষে সারা পৃথিবীকে স্থান ক'রে নিয়েছিল আমেরিকার নবতম অবদান রূপে।

একদিন 'দি ফ্রায়ারস্'-য়ের সদস্যরা খুব হৈচৈ আমোদ আহ্লাদ করল। তাদের নতুন সদস্যকে তারা একটা 'চমক' সৃষ্টি করতে বলল। তিনি তাদের জন্য একটা নতুন গান গাইলেন। ... াকিয়ে পায়ে তাল রেখে তিনি গাইলেন আর হেসে ডাকলেন

এসো এসো শোনো, এসো এসো শোনো
আলেকজাণ্ডারের র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড।

গানটা হিট হ'ল। সকলেই সেটা গাইল। স ... থিবীতে সে গান ছড়িয়ে পড়ল। কালক্রমে গানটার পনেরো লক্ষ কপি বিক্রি হ'ল। এমনকি তার চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে পিয়ানো আছে অথচ 'আলেকজাণ্ডার'স র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড' সেখানে প্রতিধ্বনিত হয় না।

এখন বার্লিন নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁকে আর দুশ্চিন্তা করতে হ'ল না। তিনি ভাল ভাল ঘরে বাস করতে পারলেন, ঘুমোবার জন্য আর কোণ খোঁজবার দরকার রইল না। বাওয়েরির দিনগুলো অতীত হ'ল। রাস্তার ছোট ছেলেটি কুড়ি বছর বয়সে হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতকার। এবং তার সবটাই তাঁর নিজের কৃতিত্বে। কোন ধনী কাকা তাঁকে ঠেলে তোলেন নি। তাঁর কোন সহায়কই ছিল না। তিনি এমন একটা রাস্তায় নিজে নিজে উঠেছিলেন যা শুধু বন্ধুর ও কঠিন নয়, বিপজ্জনকও বটে।

ক্যাবারে ও সংগীত হলে কাটানো তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো, বা বরং রাতগুলো, তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল কোন ধরনের গান মানুষ তার বিনোদনের

জন্য পছন্দ করে। তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষণশীল। তিনি সব কিছু দেখতেন আর নিজেকে প্রশ্ন করতেন কেন কতকগুলো সুর এত জনপ্রিয়। এই ভাবে তিনি একটা আকর্ষণী সুরের ঠিক জায়গাটা চমৎকার ধরতে পারতেন এবং সেই সূত্রেই পরে সংগীত প্রকাশকও হয়ে ওঠেন। তিনি জানতেন কি ধরনের ভাবাবেগ জনসাধারণকে আকর্ষণ করবে—তা সে গানটা হাসিরই হোক বা রঙ্গেরই হোক, প্রেমের গানই হোক বা অশ্রু জাগানিয়া গানই হোক।

নিগার মাইকে যখন তিনি গায়ক-পরিচারক ছিলেন সেই সময় থেকে দশ বছর পরে তিনি ইংলণ্ড যান এবং সেখানে তিনি যে শুধু নাট্য ও সংগীত-চক্রের সদস্য হন তাই নয়, উপরন্তু গৃহীত হন তাঁদের দ্বারা যাঁদের বলা হয় 'উৎসাহী সমাজ'। একদিন লণ্ডন বাসকালে ভোর চারটে নাগাদ তিনি 'দি ইণ্টারন্যাশনাল' নামে এক গান রচনা করতে সুরু করলেন এবং সেদিনই সন্ধ্যাবেলা এক মঞ্চে সেই নতুন গানটা গাইলেন।

যত অভিনন্দন বার্লিন পেয়েছেন তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় একটি বালকের অভিনন্দন, সে অবশ্য তা কখনও জানতে পারেনি। লণ্ডনে প্রথম পরিক্রমাকালে তাঁর ভাড়াটে গাড়ির দরজা খুলেছিল একটা কাগজ বিক্রেতা ছেলে, সম্ভবত এক পেনী পাবার আশায়। সে কখনও জানতে পারেনি যে আমেরিকাগত ভদ্রলোক তাকে মুক্তহস্তে পাঁচ ডলারের সমমূল্যের অর্থ দিয়েছিলেন। কারণটা হ'ল এই যে, ছেলেটা 'আলেকজাণ্ডার'স র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড' সুরে শিস দিচ্ছিল।

মিঃ বার্লিন কখনও স্বরলিপি পড়তে শেখেন নি। তাঁর গান ভরা থাকত তাঁর মনে। তিনি সুর চিনতেন কান দিয়ে। তাঁর বাণীতে তিনিই সুর দিতেন এবং আরেঞ্জার তা স্বরলিপিবদ্ধ করতো। তিনি কি জানেন আর কি জানেন না তা জানতেন। সেইজন্য রচয়িতা হিসাবে তিনি কখনও পথ পরিবর্তন করেননি এবং গীতকারই থেকে গেছেন। কিন্তু তিনি অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি হিট গান লিখেছেন, শুধু ব্রডওয়েতে নয় সারা বিশ্বে।

কোন সংগীত শিক্ষক কখনও তাঁকে সুরের পর্দা শেখান নি। তিনি কখনও জানতেন না যে, সুরকে এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় পালটানো যায় যদি না একদিন নিজে নিজে পরিবর্তনটি করতেন। তিনি বলেছেন:

'আমি নিজে নিজেই খুঁজে পেলাম আর তাতে আমি এত খুশী হলাম যে,

যেখানে পারি সেখানেই তা কাজে লাগালাম এবং তা দিয়ে আমি হাজার হাজার ডলার রোজগার করেছি।'

কুড়ি বছর বয়সে, তাঁর অনেকগুলি চমৎকার মুহূর্তের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি এল।

এক সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের পর, তিনি একটা ট্যাক্সি ক'রে মা-র কাছে গেলেন, যিনি তখনও একটা বাসা বাড়িতে থাকতেন। সহসা তিনি মার কাছেও লাজুক ও শংকিত হয়ে পড়লেন কেননা তাঁর মনে একটা মস্ত কাজের কথা এসেছিল। তিনি মা-র কানে কানে বললেন ভাইবোনদের আনতে আর বেড়াতে যেতে সকলে মিলে। মা প্রতিবাদ ক'রে বললেন তাঁকে সান্ধ্য-আহার রাঁধতে হবে, তাছাড়া ট্যাক্সি চড়ার অনেক খরচ, তিনি ঐ ধরনের কথা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু আর্ভিং এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে তিনি চললেন এবং বাড়ির সকলে একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন। ব্যস্ত শহরের একেক অঞ্চল পেরিয়ে তাঁরা আপটাউনের দিকে চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা থামলেন একটা চমৎকার, আলোকোজ্জ্বল নতুন বাড়ির সামনে। তাঁরা সেখানে ঢুকে, প্রবেশক হল পেরিয়ে, সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে দিয়ে পৌঁছালেন চমৎকার এক খাবার ঘরে। সেখানে রাতের খাবার তৈরি হয়েছিল আর একজন পরিচারিকা পরিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বেচারী ইজি একটা বক্তৃতা দেবার জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি বোধহয় একটা কিছু বলবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা বলতে পারলেন না। ভাবাবেগের চোটে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তিনি যা করতে পারলেন তা হ'ল, মা-র জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলেন, বাড়ির লোকজনদের জানালেন সেটা তাঁদের নতুন বাড়ি—একটা গানের সাহায্যে কেনা; ফিসফিস ক'রে মাকে বললেন যে তাঁকে আর সে রাতের জন্য খাবার বানাতে হবে না এবং তারপরেই তিনি রাস্তায় দৌড়ে চলে গেলেন। মাথায় টুপী এঁটে তিনি সারারাত ঘুরে বেড়ালেন পথে পথে, ভোর পর্যন্ত, নিজে সান্ধ্যভোজ না খেয়ে; আর মনে পড়তে লাগল সেই ক্লেশকর দিনগুলির কথা যখন প্রায় রাস্তাতেই জীবন কাটিয়েছেন এবং তারই মধ্যে খুশী মনে কত বছর কাটিয়েছেন।

'আলেকজাণ্ডার'স্ র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড' যেবার পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগল তার পরের বছর আর্ভিং বার্লিন প্রেমে পড়লেন ও বাগদত্ত হলেন। তিনি ও তাঁর প্রেমিকা দুজনেই ছিলেন তরুণ বয়স্ক, কাজেই সব কিছুই ছিল

তাঁদের পক্ষে আদর্শ। কিন্তু মধুচন্দ্রিকা যাপনের কালে কনে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন—যার ফলে তিনি কয়েক মাস পরে মারা গেলেন। তখন থেকে গানগুলি রচয়িতার মতই বেদনায় ভরে গেল। তিনি সারা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন হৃদয়ক্ষত নিবারণ করতে। তারপর একদিন, প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি তাঁর প্রকাশককে একটা গান দিলেন যাতে তাঁর নিজের বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছিল। গানটা হ'ল, 'হোয়েন আই লস্ট ইউ'। সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রিয় হয়ে উঠল। এ-গান দশ লক্ষ কপি বিক্রি হ'ল এবং রচয়িতাকে এনে দিল অনেক অর্থ; তাছাড়া এনে দিল আরো প্রয়োজনীয় একটা জিনিস—দুঃখ থেকে একপ্রকার মুক্তি। এরপরে তিনি আবার তাঁর হিট গান রচনায় ফিরে গেলেন। অনেক বছর পরে তিনি আবার বিবাহ করলেন।

কয়েক বছর পরে বিশ্বযুদ্ধ বার্লিনকে সামরিক পোশাক পরালো। তাঁকে তাঁর আরামপ্রদ বাড়ি—পাচক-খানসামা-গাড়িচালক ছেড়ে দিয়ে যেতে হল ইয়াফাঙ্কের আপটন সৈন্যশিবিরে। যেতে হ'ল পদাতিক বাহিনীতে আলুর খোসা ছাড়াবার কাজ নিয়ে। তিনি অন্যান্য কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর মত বিদেশে গিয়ে সৈন্যদের গান শুনিয়ে মনোরঞ্জন করতে চাইলেন, কিন্তু অনুমতি পেলেন না। যাইহোক, ছেলেবেলায় যিনি কষ্ট করেছেন এবং সম্পদ যাঁকে নষ্ট করতে পারেনি সেইরকম একজন যুবকের পক্ষে এই ছোট ঘটনা কিছুই করতে পারল না। বরং যখন তিনি শুনলেন যে, শিবিরটিকে সৈন্য ও তাদের অতিথিদের পক্ষে আকর্ষণীয় করবার জন্য জেনারেল কয়েক হাজার ডলার পেতে চান, তখন তিনি 'ইপ-ইপ-ইয়াফাঙ্ক' নামে এক অনুষ্ঠানের জন্য গান লিখলেন যা নিউইয়র্কে রূপায়িত হল। বার্লিনের গান গাওয়া হিট হ'ল। সেবারই প্রথম তাঁর মা ছেলের গান শুনলেন। যখন তিনি একা সেই বিরাট মঞ্চে এসে খাঁকি পোশাকে একটা কাঠের জলপাত্রের দিকে ঝুঁকে গাইলেন 'পুওর লিটল মি' বিষয়ে আর সৈনিকজীবনের কষ্ট সম্পর্কে তখন তিনি প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন তুললেন। সেই অনুষ্ঠানে আশি হাজার ডলার সংগৃহীত হ'ল এবং গায়ক এক পয়সাও নিলেন না।

সেই অনুষ্ঠানে আরেকটা গান হিট হয়েছিল, সেটা হ'ল 'ওহ, হাউ আই হেট টু গেট আপ ইন দি মর্নিং'। শিবিরের সব লোককেই এ-গান নাড়া দিল। কেননা তারা সকলেই সকালে ওঠাকে ঘৃণা করত। কিন্তু বার্লিনের

কাছে এর বেদনা সবচেয়ে বেশি ছিল। নিগার মাইকের দিন থেকে তিনি সর্বদাই রাতে কাজ ক'রে প্রত্যুষে ঘুমোতে যেতেন।

তিনি 'দি বেগারস্ অপেরা' প্রথম দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজে অমন সংগীত রচনা করতে চান। তিনি ও তাঁর বন্ধু স্যাম হ্যারিস একটা থিয়েটার তৈরি করেন 'মিউজিক বক্স' নামে। নামটা কিছুকাল ধ'রে তিনি একটা থিয়েটারের জন্যে মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন। মিউজিক বক্সের জন্য তিনি একের পর এক সাংগীতিক রেভু লিখে চলছিলেন এবং গানের ধারা আসছিল অব্যাহত-ভাবে। তিনি কখনই গান রচনায় রিক্ত হননি। এখনও যদি নিউইয়র্কের থিয়েটার পাড়ায় যাওয়া যায় তো দেখা যাবে সে ধারা প্রবহমান, দেখা যাবে প্রায় সর্বদাই কোন-না-কোন অনুষ্ঠানের ঘোষণা যাতে বলা হচ্ছে 'আর্ভিং বার্লিনের সংগীত'।

সর্বকালের সকল গীতকারের চেয়ে তাঁর গান বেশী বিক্রি হয়েছে। কিন্তু কাজটা কঠিন। মিঃ বার্লিন তাঁর গান রচনার পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর মনে ভাব এলে তিনি একটা শিরোনাম ঠিক করেন। শিরোনামকে তিনি খুব মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন। তারপরে তিনি মূল সাংগীতিক ভাবটা নিয়ে লেগে পড়েন। সেটা বিবর্তিত হ'তে থাকে বাণীর সঙ্গে। কখনও কখনও তিনি লেখার আগে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে একটা গান নিয়ে লেগে থাকেন। অবশ্য তাঁর উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশক্তি কেবল সংগীতেই সীমিত নেই।

এই গীতিকারের কোন শখ নেই ; তিনি বলেন কাজই তাঁর নেশা। তাঁর গান-করা ও গান রচনার সমস্ত ক্ষমতা তিনি পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত ব'লে মনে করেন। তিনি জেরোম কার্নের সংগীতের মস্ত ভক্ত। তাঁর প্রথম সাংগীতিক-দেবমূর্তি ছিলেন জর্জ এম. কোহান নামে এক নাচ গানের লোক। এখনকার দিনে যদি কেউ তাঁকে জিগ্যেস করে তাঁর নিজের কোন গানটা তাঁকে সবচেয়ে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তিনি বলবেন : 'গড ব্লেস আমেরিকা'।

সুরকার জন অল্ডেন কার্পেন্টার একবার বলেছিলেন : 'আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, বিংশ শতাব্দীর সংগীতের ঐতিহাসিক দেখতে পাবেন আমেরিকান সংগীত ও আর্ভিং বার্লিনের জন্মদিন এক'। জেরোম কার্ন বলেছেন, 'আমেরিকান সংগীতে আর্ভিং বার্লিনের কোন স্থান নেই, তিনি নিজেই আমেরিকান সংগীত।' এই কার্নেরই রচনা করার কথা ছিল 'অ্যানি গেট

ইয়োর গান'-য়ের সংগীতাংশ। কিন্তু তিনি মারা গেলেন। তখন 'ওক্লাহামা' খ্যাত রজার্স ও হ্যামারস্টিন বার্লিনকে বললেন সেটি লিখতে। বার্লিন বললেন তিনি ঐ 'হিলবিল্লি' জাতীয় সংগীত রচনা করতে পারবেন না। সম্ভবত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি ঐ ধরনের সংগীতই রচনা করেছিলেন। তাঁরা এক শুক্রবারে আলোচনা করলেন এবং রজার্স বইটা বার্লিনকে দিয়ে বললেন সোমবার তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ করতে এই আশায় যে, হয়ত ততদিনে আর্ভিঙের মত পালটাবে। সোমবারের মধ্যে বার্লিন শুধু বইটা পড়লেনই না, উপরন্তু লিখে ফেললেন 'ইটজ্ ওয়াণ্ডার ফুল' এবং 'ইউ ক্যাণ্ট গেট এ ম্যান উইথ এ গান'-য়ের একাংশ। পরবর্তীকালে তিনি এই রচনাকে তাঁর সবচেয়ে পেশাদারী রচনা ব'লে বিবেচনা করতেন।

এই গানের প্রাপ্যাংশ ও স্বত্বের টাকায় বার্লিন প্রতিষ্ঠা করেন 'গড ব্লেস আমেরিকা' তহবিল, প্রধানত আমেরিকার স্কাউট ছেলেমেয়েদের উপকারার্থে। হাজার হাজার ডলার বিতরণ করা হয়েছিল তাদের। তিনি গানটা লিখেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, কিন্তু জনসাধারণের মনে সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করে তিনি সেটা ১৯৩৮ সালের আগে প্রকাশ করেননি। তাঁর সময় গণনা নিখুঁত হয়েছিল।

আরেক সগর্ব মুহূর্ত এসেছিল যখন অনুষ্ঠানসূচীতে ঘোষিত হয়েছিল 'স্যাম খুড়োর নিবেদন': "দিস ইজ দি আর্মি"। সৈন্যবাহিনীর আপৎকালীন সাহায্য ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে বার্লিন এটি রচনা করেন এবং সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডারে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে গীতকার তিন বছরের বেশি সময় কাটান দেশে-বিদেশে। ১৯১৭ সালে তিনি আবার মঞ্চে আবির্ভূত হন আলুর-খোসা-ছাড়ানো বালকের সামরিক পোশাকে এবং কুড়ি-বছর-ধরে হিট গান গেয়ে শোনান 'ইপ ইপ ইয়াফাঙ্ক' থেকে। শ্রোতারা সকলে পুলকিত হলেন ও তাঁকে ভালবাসলেন। আর্ভিং বার্লিনের ষাট বছর বয়স ও স্বদেশবাসীর প্রিয় গানের রচয়িতারূপে চল্লিশ বছরের কৃতির সম্মানে, রজার্স ও হ্যামারস্টিন, ১৯৪৮ সালে, জুলিয়ার্ড সংগীত কলেজে, আর্ভিং বার্লিন বৃত্তি প্রবর্তন করেন।

আর্ভিং বার্লিন ১৮৮৮ সালের ১১ই মে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
চার বছর বয়সে আমেরিকায় আসেন। এখন বাস করেন নিউইয়র্কে।

রয় হ্যারিস

'সংগীতের প্রতি আমাদের অনুরাগ, তীক্ষ্ণ জ্ঞান বা সূক্ষ্ম বিবেচনা শক্তির চেয়ে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহুলাংশে নির্ধারিত হয়।'

গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার সীমান্ত জীবন শেষ হয়ে আসছিল। তিনশো বছরেরও কম সময়ে সেই বিরাট দেশ লাল মানুষদের আদিম অরণ্য ও প্রেইরি সংকুল স্বাভাবিক স্বর্গ থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেল সভ্যতার গূঢ় কর্মগুঞ্জনময় জাতিচেতনায়। শতাব্দীর পালাবদলের ঠিক পূর্বে, সীমান্তের পড়ে-থাকা জমির উপর শেষ পুনর্বাসনের সময়, হ্যারিস নামে এক ব্যক্তি সস্ত্রীক বলদের গাড়িতে চেপে ওক্লাহামায় পৌছালেন। তাঁরা আস্তানা গাড়লেন লিংকন জেলার চ্যাণ্ডলারে। বলদ ও গাড়ি ছাড়া এই দম্পতির ছিল একজোড়া বন্দুক, একটা কুড়ুল, কিছু ময়দা ও চিনি। কুড়ুল দিয়ে তাঁরা গাছ কেটে তক্তা বানালেন, তাই দিয়ে একটা কাঠের ঘর তৈরি হ'ল। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বন্দুক হ'ল সহায়ক।

প্রথম বছরে কাঠের কেবিনে তাঁদের একটি ছেলে হ'ল। মাতাপিতা, তাঁদের স্কচ ও আইরিশ পূর্বসূত্রের কথা ভেবে, ছেলের নাম রাখলেন রয়। একটি কাঠের কেবিনে একজন সুরকারের জন্ম একজন প্রেসিডেণ্টের ঐ স্থানে জন্মের মতই অদ্ভুত। তবু রয় হ্যারিস একজন সুরকার হয়েছিলেন এবং তিনি জন্মেছিলেন লিংকনের জন্মদিনে।

অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে হ্যারিস পরিবার আবিষ্কার করলেন যে তাঁদের অন্যত্র বাসাবদল করতে হবে, কেননা ওখানকার জল-হাওয়ায় রয়ের মা-র শরীর টিঁকছে না। কাজেই রয় যখন পাঁচ বছরের তখন তার বাবা তাঁর আসবাবপত্র একটা গাড়িতে তুলে সপরিবারে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়, সেখানে রয় বেড়ে উঠল। সেই সময়কালেই তার চারপাশের দেশখণ্ডও বেড়ে উঠল। রয় দেখলেন, ছোট ছোট কতকগুলি বাসস্থল হয়ে উঠল এক মস্ত শহর। এবং বড়

বড় শস্যের মাঠগুলো পরিণত হল ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রে। সেগুলি হয়ে উঠল স্যান গ্র্যাব্রিয়েল উপত্যকার কমলালেবু ও আখরোট ফলের বাগান।

রয়ের মা, (যিনি সহজাত প্রতিভায় পিয়ানো বাজাতে পারতেন) তাঁর ছেলেকে খুব ছোট বেলায় পিয়ানো শিখিয়েছিলেন, ফলে দশবছর বয়সেই রয় সে অঞ্চলের নামকরা শিল্পী হয়ে উঠলেন এবং স্থানীয় প্রমোদানুষ্ঠানে অংশ নিতে লাগলেন। তিনি যখন সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তখন সেখানকার সংগীতছুট ছেলেরা তাঁর কৃতিত্বকে ব্যঙ্গ করতে লাগল, কেননা 'গানবাজনা মেয়েলী ব্যাপার'। কী বালক কী বৃদ্ধ, জ্ঞানহীন মানুষদের লক্ষণই এই যে তাঁরা যা বোঝেন না তাই নিয়ে হাসাহাসি করেন। আর যখন একজন বালকের মা যা বলেন, অন্য সব বালক তার উল্টোকথা বলে তখন স্বভাবতই বালকটি অন্যান্যদের মতটাই মেনে নেয়। সাধারণত কয়েকবছর পরে সে বুঝতে পারে 'মায়ের কথাটাই ঠিক'। যাইহোক, ভবিষ্যৎ সুরকার ছেলেটি সংগীতচর্চা ছেড়ে দিয়ে, তার বদলে বেসবল আর টেনিস-খেলা খেলতে লাগলেন। যখন তিনি নাক ভেঙে ফেললেন, বাঁ পা ও ডান হাতের অনামিকারও সেই দশা হ'ল, তখন খাঁটি 'পুরুষমানুষের' খ্যাতি অর্জন করলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম বছরে যখন তাঁকে 'মেয়েলী' বলার আর কোন সম্ভাবনা রইল না তখন তিনি ক্ল্যারিওনেট অনুশীলন সুরু করলেন। খুব অল্প সময়েই তিনি বাদকদলে বাজাতে লাগলেন এবং সংধ্বনি ঐকতানে আমন্ত্রিত হলেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি বেরি ফল ও আলু উৎপাদনের এক কৃষিক্ষেত্র চালু করলেন।

এই অস্বাভাবিক গ্রাম্য ছেলেটির প্রবণতা ছিল অগতানুগতিক বিষয়সমূহ শেখার আগ্রহ। অনুসন্ধানী মন ছিল। তাছাড়া, স্বয়ং অনুসন্ধান চালাবার মত কর্মশক্তিও ছিল। সেইজন্যই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রীক দর্শন পড়তে লাগলেন, ক্ল্যারিওনেট বাজনাও চলল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রয় হ্যারিস ব্যক্তিগতভাবে কর্ম করেছিলেন। একবছর পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি ট্রাক চালিয়ে দৈনিক মাখন ও ডিম বণ্টন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করলেন। ইতিমধ্যে, সংগীতসম্পর্কে আরো জানা দরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি রাত্রে স্বরসংগতি শিখতে লাগলেম এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ শাখায় সান্ধ্যকালীন ক্লাশে যোগ দিলেন। তাছাড়া হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পাঠও চলল।

কিছুকালের জন্য হ্যারিস 'লস্‌ এঞ্জেলস্‌ ইলাস্ট্রেটেড ডেইলি নিউজ' কাগজের জন্য সংগীত-সমালোচনা করেন, কিন্তু সুররচনায় মনোনিবেশের জন্য সে-কাজ ছেড়ে দেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে তিনি বলেন, 'প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা-শক্তি প্রথমশ্রেণীর সৃজন শক্তির মতই দুর্লভ, ফুটোতেই প্রচুর সাধনা প্রয়োজন।'

সুররচনা শিক্ষা গ্রহণের আগে রচিত রয় হ্যারিসের একটি সংধ্বনিরচনা দেখে সানফ্রান্সিসকো সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার পরিচালক আলফ্রেড হার্ৎজ 'কৃষিকর্মী'-কে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুরকার হ'তে পরামর্শ দেন। মিঃ হ্যারিস যখন সংগীতকে বৃত্তি হিসাবে নির্বাচন করেন তখন তাঁর বয়স বিশবছরের বেশি। সুখের বিষয় আর্থার ফারওয়েলকে তিনি সুযোগ্য শিক্ষকরূপে পেলেন। তিনি হ্যারিসকে দুবছর সুররচনাশিক্ষা দিলেন এবং অনুভব করলেন যে, তাঁর ছাত্র একদিন সারা বিশ্বকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করবে। এই শিক্ষকের অধীনে রয় হ্যারিস বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখালেন কেননা তিনি স্ট্রিং কোয়ার্টেটের উপযোগী একটি সংগীতাংশ ('স্যুট্‌') রচনা করলেন এবং ঐকতানের উপযোগী এক সংগীতাংশ ('অন্দান্তে') রচনা করলেন, যেটি নিউইয়র্কের ফিলহার্মনিক সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা কর্তৃক নিউইয়র্কের স্টেডিয়াম কন্‌সার্টে রূপায়িত করার জন্য নির্বাচিত হ'ল। আঠাশ বছর বয়স্ক সুরকার তাঁর রচিত সংগীতের অনুষ্ঠান শোনার জন্য সেই মহাদেশের সর্বত্র দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে লাগলেন।

এই পশ্চিমী মানুষটির নতুন সংগীত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং একজন উদারহৃদয় শুভানুধ্যায়ী হ্যারিসকে বিদেশে গিয়ে শিক্ষালাভে সাহায্য করলেন। একবছর পরে, তাঁর রচিত স্ট্রিং কোয়ার্টেটের, পিয়ানো ও ক্ল্যারিওনেটের উপযোগী কনচের্টো প্যারিসে রূপায়িত হ'ল, তারপরেই রচিত হ'ল একটি পিয়ানো-সোনাটা। এই রচনাগুলিতে তাঁর ক্রমোন্নতির স্বাক্ষরস্বরূপ তিনি দু'-বছরের জন্য গাজেনহিম্‌ ফেলোশিপ অর্জন করলেন। তিনি নাদিয়া বাউল্যাং-গারের কাছে শিক্ষা নিলেন, যিনি সাম্প্রতিক মার্কিন সুরকারদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষয়িত্রী।

একত্রিশ বছর বয়সে, বিদেশে তাঁর শেষবছরে, এক দুর্ঘটনার ফলে মিঃ হ্যারিসের শিরদাঁড়া ভেঙে যায় এবং ছ মাস তাঁকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। ইউরোপে পড়াশুনোর সেখানেই ইতি। একটি অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি দেশে ফিরলেন এবং নিরাময়ের সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে একটি স্ট্রিং কোয়ার্টেট রচনা করলেন।

পিয়ানোর সংশ্রবের বাইরে এই প্রথম তাঁর সুররচনা। এর আগে সর্বদাই ঘরে ব'সে তিনি রচনা করেছেন। এখন থেকে তাঁর যেখানে খুশী সেখানেই সুররচনা করতে লাগলেন। সুস্থ হয়ে তিনি ঝোলাঝুলি নিয়ে বনে চলে যেতেন, এবং অরণ্যের মৌনে সুররচনা করতেন। তিনি বলেছেন, আগের চেয়ে দশ-গুণ তাড়াতাড়ি রচনা করতে পারতেন। এর ফলে তাঁর সংগীতরীতি স্বচ্ছতর হয়ে উঠল, শৈলীতে স্বরসংগতির ন্যূনতা ও কাউন্টার পয়েন্টের সংক্রাম ঘটল। সুতরাং সুরকার উপলব্ধি করলেন যে, দুর্ঘটনা শিল্পগতভাবে তাঁকে দশবছর এগিয়ে দিয়েছে।

সংগীত ও সংগীতকারদের সম্পর্কে এক লেখক (পল রোজেনফিল্ড) একদা লিখেছিলেন যে, হ্যারিসের রচিত কনচের্টোর সুরধর্ম তাঁকে মনে করিয়ে দেয় রাখাল বালকদের বিদ্‌ঘুটে হেলেদুলে হাঁটার ভঙ্গী। এই কনচের্টোটি কয়েক-বছর পরে বেতারে সম্প্রচারিত হ'লে শ্রোতাদের মধ্যে বহু উৎসাহী সংগীত-প্রেমিক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। উন্নতিশীল হ্যারিস কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীকে তাঁর প্রতি অনুরাগীদের চিঠিপত্র দেখিয়ে তাদের পরামর্শ দিলেন তাঁর রচনা রেকর্ড করতে, যা আদৃত হবার খুবই সম্ভাবনা। তারা একটা সুযোগ নিল এবং তিন মাসের মধ্যে সব রেকর্ড বিক্রি হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্য হয়ে গেল।

হ্যারিসই প্রথম আমেরিকান সুরকার যিনি রেকর্ডের জন্য বিশেষভাবে সুররচনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন আর, সি, এ ভিক্টর কোম্পানী তাঁকে এই কাজ দিল তখন সর্ত হ'ল যে, রেকর্ডগুলি বাজারে চালু-করার আগে জনসমক্ষে তার রূপায়ণ চলবে না, যদিও সুরকার সংগীত প্রকাশক স্কিমারকে তাঁর রচনা বিক্রয় করতে পারবেন। এইভাবে যে রচনাটি হ'ল তার নাম—'আমেরিকান ওভারচার', যেটির প্রধান বিষয় হ'ল—'যখন জনি বাড়ি আসে'। হ্যারিস তাঁর ওভারচারকে বলতেন 'আমার জনি'। প্রসঙ্গত তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, 'এটি ছিল আমার বাবার অন্যতম প্রিয় সুর। সকালে যখন আমরা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে যেতাম সন্ধ্যোয় যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম, তখন তিনি এই সুর লঘুমেজাজে বারের ভঙ্গীতে শিস্ দিতেন'।

পাঁচবছর ধ'রে তিনি প্রিন্সটনের ওয়েস্টমিনিস্টার সমবেত গানের বিদ্যালয়ে ঔপপত্তিক ও সুররচনার শিক্ষকতা করেন এবং সমবেত গানের জন্য একটি 'সংধ্বনি কণ্ঠসংগীত' রচনা করেন। ঐ সমবেত গায়কদলই তাঁর আরেকটি গান

('সঙ্ ফর অকুপেশন') রূপায়িত ক'রে, যে-গান তিনি সুরকার সঙ্ঘের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে লিখেছিলেন।

বৃত্তিদানের পৃষ্ঠপোষকতা, পুরস্কার ও সংগীতরচনার দায়িত্বদানের উৎসাহ থেকে হ্যারিস অনবরত রচনা ক'রে চলছেন এবং প্রায়শই বৃহদাকারে। কুজেভিৎস্কি আগ্রহী ছিলেন বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা-কর্তৃক হ্যারিসের 'তৃতীয় সংধ্বনি' রূপায়িত করতে, কেননা তিনি বলেন, 'এইটি আমেরিকায় রচিত সর্বপ্রথম প্রকৃত মহান সংধ্বনিরচনা'। টস্‌ক্যানিনি, (যিনি আমেরিকানদের রচনা খুব কমই রূপায়িত করতেন) ঐ রচনা এন, বি, সি অর্কেস্ট্রার এক অনুষ্ঠানে পরিচালনা করেন এবং আর, সি, এ, ভিক্টর কোম্পানী সেটি রেকর্ড ক'রে নেন। এইসময় সংগীত সমালোচকরা বলেন যে, এই নতুন সংধ্বনি রচনায় 'অগ্রণী আমেরিকার কিছু কিছু স্থূলতা ও শক্তি' এসে গেছে এবং এটি 'প্রেইরিপ্রভাতের মত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিস'। হ্যারিস চলচ্চিত্রের সংগীত রচনা ছাড়াও রচনা করেন—ডরসির জাজ্-অর্কেস্ট্রার জন্য 'চতুর্থ সংধ্বনি এবং সমবেত গান ও অর্কেস্ট্রার উপযোগী অন্যান্য রচনা।

এরপরে পঞ্চম সংধ্বনি এবং চেলো-র উপযোগী একটি কনচের্টো তাঁর মনে আকার পরিগ্রহ করতে থাকে যদিও তাঁর সময় দেশের নানাস্থানে তাঁর রচনার রূপায়ণ অনুষ্ঠান শোনবার জন্য ভ্রমণে ভ'রে ছিল। একজন সুরকারের জীবদ্দশায় তাঁর নিজের রচনার এক দুদিনব্যাপী উৎসব শোনার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বিরল। অথচ ডেট্রয়েট শহরে এমনই দুদিনব্যাপী হ্যারিস উৎসব হয় এবং তাঁর নিজের ওক্লাহামা এক ত্রি-রাজ্য বাদন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, সেখানে তাঁর 'কিমারোন' রূপায়িত হয়।

তাঁর স্ত্রী পিয়ানোবাদিকা জোহানা হ্যারিস, স্বামীর রচিত পিয়ানোর উপযোগী রচনা রেকর্ড করেন। হ্যারিস দম্পতি যুগ্ম অনুষ্ঠান করতেন, তাতে সুরকার বক্তৃতা করতেন ও তাঁর স্ত্রী উদাহরণসূত্রে পিয়ানো বাজাতেন। এক সময়ে তাঁরা দুজনেই নিউইয়র্কের জুলিয়ার্ড সংগীতায়তনে যুক্ত ছিলেন কিন্তু ১৯৪৯ সাল থেকে তাঁরা ন্যাস্‌ভিলের জর্জ পিবোডি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে শিক্ষকতা করছেন।

ওক্লাহামার এই লম্বা, রোগা, কাঁচাহাড়ের সুরকারের চেহারা ও কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের মত। তাঁর রসজ্ঞান ও 'শোনার কান' আছে। টেনিস ও দাবাখেলা তাঁর প্রিয়।

মধ্যযুগীয় সংগীত সম্পর্কে তিনি চর্চা করেছেন এবং একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, 'বেতোফেনের পর থেকে সংগীতের অবনতি ঘটেছে'। তিনি ওয়াগ্‌নার বার্লিয়োৎজ্‌, লিজ্‌ৎ ও রিচার্ড স্ট্রসের সংগীত অপছন্দ করেন কিন্তু তিনি 'সংগীতের ভবিষ্যতে এক নূতন ধ্রুপদী রীতিতে' বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন যে, 'আমাদের স্বরগ্রামমানপদ্ধতি ও বাদ্যযন্ত্র পরিবর্তনে বাধ্য হবার আগে, আমাদের বর্তমান বাদ্যযন্ত্র ও বর্তমান সাংগীতিক পদ্ধতি নিয়ে আরেক মহান সংগীতধারা সৃষ্টি করব'।

মিঃ হ্যারিস আদি আমেরিকান সমাজের চার্চজীবনের স্তোত্রসুর ব্যবহার করেছেন তাঁর সংগীতে। তাঁর মনে হয় যে, আমেরিকান গীতিকা ও নাচের গানে আদিযুগের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের সংগীত-প্রভাব আছে। তিনি একজন অগ্রণীর সন্তান বলেই সেকালের অগ্রণী জীবনের তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা পড়তে ভাল লাগে। তিনি লিখেছেন—

'প্রথমদিকে সীমান্ত জনপদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল চার্চ। লোকজন চার্চের নামে প্রার্থনা ও গান করত একত্রে। তাদের প্রার্থনা ও গান ছিল সরল ও আন্তরিক। তাদের শস্য যখন গ্রীষ্মের খরতাপে পুড়ে যেত তখন তারা প্রার্থনা করত ঈশ্বরানুগ্রহের ; আর শীতের সময় আহার্য ও আশ্রয়দানের জন্য ধন্যবাদ জানাত। তারা একত্র হ'ত দূরদূরান্ত থেকে এসে—ঘোড়ায় চড়ে ও স্লেজ্‌-গাড়িতে চেপে। সংস্রবের অভাবে তারা ছিল বেখাপ্পা ও লাজুকধরনের আর তাদের গানে মুক্তি পেত তাদের আবদ্ধ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। অবাধ্য মৃত্তিকার ওপর কাজ করার সময় তাদের সেই সমবেত স্তোত্রগান স্মৃতিতে জাগরূক থাকত। তাই এই মার্কিন স্তোত্রসুর যে মার্কিন রক্তে বইছে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। সেইজন্য সে-কালকাঁর যেসব গান আমরা গ্রহণ করেছি ও জনপ্রিয় করেছি তাতে সেই অনুভূতি রয়েছে এবং এমনকি এখনও উৎসব শেষে সেই সুর সকলে গায় স্বরসংগতি ক'রে।'

আরন কোপল্যাণ্ড বলেন যে, রয় হ্যারিস এক স্বকীয় রীতি নিয়ে জন্মেছেন। যখন আমরা হ্যারিস ও কোপল্যাণ্ডের রচিত সংগীত বিচার করি তখন অনুভব করি যে আমেরিকান সংগীতে যে বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পর্কে ম্যাকডাওয়েল আশা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির উদ্‌ভব ঘটছে।

ন্যাসভিলের সাংগীতিক জীবনে মিঃ হ্যারিস অত্যন্ত সক্রিয়। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেতারের জন্য রচনা, পত্রিকার জন্য সংগীত সম্পর্কে প্রবন্ধ,

এবং তাঁর সংগীত কেমন ক'রে শোনা দরকার তা বোঝাবার চেষ্টা। তাঁর ষষ্ঠ সংধ্বনি সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় ১৯৪৪ সালে। বলা হয় তাঁর সংগীতে সর্বদাই একটি ভাব থাকে, যেমন উদাহরণত, তাঁর গীতিমালায় মানুষের ক্রমিকবৃদ্ধির একটি ভাব আছে। এবং তাঁর সংগীতকে 'দৃষ্টিগ্রাহ্য সংগীত'ও বলা হয়; অর্থাৎ সেটির উপলব্ধি শুধু সৌন্দর্যের স্বীকৃতিতে নয় বরং জটিলতায় যা উপভোগ করবার একমাত্র উপায় হ'ল উচ্চশিক্ষিত সংগীতকারগণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ চর্চা। সুতরাং তাঁর সংগীত সাধারণ মানুষের পক্ষে তারিফ করা ও শোনা খুব কঠিন ব্যাপার। হয়ত যন্ত্রের সামনে-বসে সুররচনা না-করার এইটি স্বাভাবিক ফল। অবশ্য বেতোফেন সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাবার পরেও অসামান্য সৌন্দর্যসম্পন্ন সংগীত রচনা করেছিলেন।

রয় হ্যারিস। জন্ম—ফেব্রুয়ারী ১২, ১৮৯৮
ওক্লাহামার লিংকন কাউন্টিতে।

আরন কোপল্যাণ্ড

'মানবতার গৌরবময় একটি শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য আমরা যা করতে পারি তা হ'ল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ, সচেতনভাবে শ্রবণ এবং বুদ্ধিনিষ্ঠ শ্রবণ।'

—আরন কোপল্যাণ্ড

রাশিয়ান বর্ণমালার সঙ্গে ইংরাজি বর্ণমালার পার্থক্যের জন্য মাঝে মাঝে আমাদের বর্ণাক্ষরে প্রকৃত ধ্বনির রূপান্তর অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। একদা যখন একজন রাশিয়ান ইহুদি ইংলণ্ডে প্রবেশ করেন ও অভিভাষন আধিকারিকদের কাছে নিজের নামোচ্চারণ করেন তাঁরা তখন বানানে লিখেছিলেন কোপল্যাণ্ড, যদিও ইংরাজিতে ওটির উচ্চারণ হওয়া উচিত ক্যাপলেন। এই শতাব্দীর সূচনায় সেই ভদ্রলোক সস্ত্রীক নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বসবাস করতেন, সেইখানে তাঁদের সন্তান আরন জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরে একজন সুরকার হন।

যখন আরন কোপল্যাণ্ড জন্মগ্রহণ করেন তখন জর্জ গ্রেসউইন এবং রয় হ্যারিসের বয়স তুই বছর। আরভিং বার্লিনের বয়স বারো এবং তিনি তখনই খবরের কাগজ বিক্রি ও সংবাদ সরবরাহ করছেন এবং বিদ্যালয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করছেন। জেরোম কার্ন ও ডিমস্ টেলর তখন পনেরো বছরের কিশোর এবং এরা কেউই জানতো না যে তারা পরে সুরকার হবে।

আরন সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং তেরোবছর বয়সে পিয়ানো অনুশীলনে হাতে খড়ি হয়। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংগীত রচনার কৌশল জানতে আগ্রহী হন এবং ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে পরের বছর থেকে স্বরসংগতি ও এক সুরের সঙ্গে আরেক সুরের সংযোজন শিখতে সুরু করেন। তিনি রুবিন গোল্ডমার্কের কাছে শিক্ষা নেন, পরবর্তীকালে যাঁর কাছে গ্রেসউইন স্বরসংগতি ও ঐকতান শেখেন। যে বছর আরন

স্বরসংগতির অনুশীলন সুরু করেন সেই বছরই জাজ্ সংগীতের প্রচলন সুরু হয়।

চার বছর পরে তিনি অন্যতম প্রথম আমেরিকান সংগীত বিভাগীয় ছাত্র-রূপে ফরাসীদেশে যান ফঁতেন ব্লু-তে আমেরিকান সংগীত বিদ্যালয়ে যোগ দিতে। পরে, তিনি নাদিয়া বাউল্যাংগারের কাছে পাঠ নেন। সে সময় যে কেউ ফ্রান্সে সংগীত শিক্ষার্থে যেত সে-ই আগে বা পরে নাদিয়া বাউল্যাংগারের ছাত্র হ'ত। রয় হ্যারিসও পরবর্তীকালে তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন।

ফ্রান্সে শিক্ষাগ্রহণের সূচনাকালেই কোপল্যাণ্ড পিয়ানোর উপযোগী একটি কৌতুক নক্সা (নাম : 'বেড়াল ও ইঁদুর') রচনা করেন এবং সেটি ফঁতেনব্লু-তে রূপায়িত হয় ও ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়।

তরুণ সুরকার আরন তিন বছর ফ্রান্সে কাটান এবং দৃশ্যত বেশ উন্নতি করেন কেননা ঐ সময়ের শেষে তিনি বিস্তারিত নানা পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করছিলেন। তাঁর মনে অর্গান ও অর্কেস্ট্রার উপযোগী একটি সংধ্বনি রচনার বাসনা ছিল। জুন মাসে, যখন তাঁর বয়স চব্বিশ তখন কোপল্যাণ্ড আমেরিকায় ফিরে পেনসিলভেনিয়ার মিলফোর্ডের একটি হোটেলে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য পিয়ানো বাদক হন। কিন্তু এর ফলে তাঁর সুররচনায় বাধা সৃষ্টি হয়। অর্গানে সংধ্বনি রচনার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন বিশেষত এই জন্য যে, তাঁর শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বাউল্যাংগার তখন আমেরিকায় আসছিলেন ; এবং যেহেতু তিনি একজন চমৎকার অর্গানবাদিকা কাজেই তাঁর অনুষ্ঠানে হয়ত রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। এ এমন একটা সুযোগ যা নষ্ট করা উচিত নয়। কাজেই তরুণ সুরকার চাকরি ছাড়লেন অর্গানে সংধ্বনি রচনা সমাপনের জন্য।

যখন শ্রীমতী বাউল্যাংগার সেটি বস্টনে রূপায়িত করেন তখন একটা মজার ঘটনা ঘটে—শ্রোতাদের পক্ষে মজার, শিল্পীদের পক্ষে নয়। সিম্‌ফনি হলের মঞ্চ বস্টন সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রার শিল্পীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল আর তাদের পশ্চাদপটে ছিল শ্রেণীবদ্ধ পাইপ অর্গান। কুজেভিৎস্কি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিলেন। শ্রীমতী বাউল্যাংগার ছিলেন অর্গানে। শ্রোতারা অনুষ্ঠানসূচীতে একজন তরুণ সুরকারের, যিনি আবার একজন আমেরিকান, রচনার উল্লেখ দেখে নতুন সংগীত সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মনোযোগী ছিলেন। সহসা এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত এল। একটি অর্গানের সুর বিকল হয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজতে থাকল। সে স্বর উচ্চতর হ'তে থাকল অথচ সংগীত অন্য স্বর-

সংগতিতে পৌঁছাল। তারপর সব থেমে গেল। সকলেই বাজানো বন্ধ করলেন কেবল টোনটুকু বাজতে থাকল। শ্রীমতী বাউল্যাংগার মিঃ কুজেভিৎস্কিকে ইঙ্গিত করলেন, কী করা যায়? কিছু একটা করা দরকার তৎক্ষণাৎ। টোনের শব্দ ক্রমশ অসহ হয়ে উঠছিল। সম্ভবত পাইপে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছিল। মিঃ কুজেভিৎস্কি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সহসা শ্রীমতী বাউল্যাংগার অর্গানের বেঞ্চি থেকে উঠে অদৃশ্য হলেন। কয়েক-মুহূর্তের মধ্যে টোনের শব্দ বন্ধ হল এবং চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রীমতী বাউল্যাংগার মঞ্চে ফিরে অর্গানে স্বস্থানে বসলেন। চারিদিকে অভিনন্দনধ্বনি উঠল। সংধ্বনি রচনাটির রূপায়ণ আবার সুরু হল। ঐ মুহূর্তগুলোয় সুরকারের মনের অবস্থা কেউই বোঝেননি। পরে অবশ্য সংধ্বনি শেষ হল এবং সুরকার সুনাম পেলেন।

কিছুকালের মধ্যে তিনি আরও সম্মান পেলেন। তিনিই প্রথম সুরকার যিনি গাজেনহিম ফেলোসিপ পেলেন দু বছরের জন্য। তারপরে তাঁর কাছে অনেক রচনার আহ্বান এল এবং তিনি একের পর এক সুররচনা করতে লাগলেন।

তাঁর সংগীতে জাজ্ সংগীতের প্রভাব লক্ষিত হ'তে লাগল। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লি ক্লাবের দ্বারা ভারার্পিত তাঁর দুটি সমবেত সংগীতের মধ্যে একটিকে কোপল্যাণ্ডের প্রথম 'সচেতন জাজ' রচনা ব'লে মনে করা হয়। ইউরোপ থেকে প্রত্যাগমনের পর সেই বছরের গ্রীষ্মকালে মিঃ কোপল্যাণ্ড, নিউ হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত পিটারবোরোর ম্যাকডাওয়েল কলোনীতে বাস করেন। সেখানে তিনি 'নাট্য উপযোগী সংগীত' নামে ছোট অর্কেস্ট্রার সংগীত রচনা করেন সুরকার মণ্ডলীর আহ্বানে। তার পরেই পিয়ানোর উপযোগী জাজ-কনচের্টো রচনা করেন, যেটি বস্টন সিমফনি অর্কেস্ট্রা কর্তৃক সর্বপ্রথম রূপায়িত হয়, সুরকার নিজেই পিয়ানো বাজিয়েছিলেন।

এই সব সুররচনার জন্য কোপল্যাণ্ড জনস্বীকৃতি পেতে সুরু করেন। সংগীত সম্পর্কে উৎসাহী লেখকরা বললেন, 'এইখানে আমরা খাঁটি আমেরিকান-ঘরানা পেলাম'। একজন সমালোচক উপলব্ধি করলেন যে, কোপল্যাণ্ডের জাজ ব্যবহারের সমতুল্য হল 'রাশিয়ার লোকসংগীতে স্ট্রাভিন্স্কির অবদান, অথবা শোঁপা ও বাখের সমতুল্য।' জাজকে তিনি উচ্চমার্গে উন্নীত করেন।

আর. সি. এ ভিক্টর কোম্পানী যখন একটি সংধ্বনি রচনার জন্য পঁচিশ

হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেন তখন অসংখ্য আমেরিকান সুরকার তাতে উৎসাহিত হলেন। আরন কোপল্যাণ্ড 'সংধ্বনি গাথা' রচনা করার কালে বুঝলেন যে, প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখের মধ্যে সেটি সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং তিনি 'নৃত্য সংধ্বনি' নামে বিদেশে রচিত রচনাটি পেশ করলেন এবং পুরস্কারের পঞ্চম অংশ পেলেন। বাকি চার অংশ পেলেন আর তিনজন আমেরিকান সুরকার—আর্নেস্ট ব্লচ, লুইস গ্রুয়েনবার্গ ও রাসেল বার্নেট; শেষোক্তজন পেলেন পুরস্কারের দুই অংশ। কিন্তু পরে 'সংধ্বনি গাথা' রচনা সম্পূর্ণ হ'ল এবং বস্টন সিমফনি অর্কেস্ট্রা কর্তৃক সর্বপ্রথম রূপায়িত হ'ল। তিনি বিরতিসহ দুবছরে রচনাটি সম্পূর্ণ করেন। রচনাকালে তিনি পর্যায়ক্রমে বাস করেন জার্মানী, নিউ মেক্সিকো, ফ্রান্স, ম্যাকডাওয়েল কলোনী ও নিউইয়র্কে।

মেক্সিকো ভ্রমণের প্রেরণা থেকে তিনি 'এল সালোঁ মেক্সিকো' রচনা করেন। নাচের দল ও গানের দল দেখেশুনে তার অনুভূতি তিনি এই রচনায় গ্রথিত করেন যাতে ফুটে উঠেছে ভ্রামণিকের চোখে-দেখা মেক্সিকো। কোন কাহিনী তিনি এই রচনার জন্য নেননি কেননা তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন 'আমি সেখানে সংগীত শুনিনি, বরং অনুভব করেছি একটা চেতনা, সেটাই আমাকে আকর্ষণ করেছে।'

তরুণদের মনোমত সংগীত রচনা করলে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ হয়, এই কথা ভেবে আরন কোপল্যাণ্ড ছোটদের জন্য 'দ্বিতীয় ঝঞ্ঝা' নামে এক গীতিনাট্য লেখেন। এটি প্রধানত বিদ্যালয়ের উপযোগী এবং আট থেকে উনিশ বছরের বয়সের উপযুক্ত ক'রে রচিত। এটি সাফল্যের সঙ্গে সর্বপ্রথম নিউইয়র্কে রূপায়িত হয়।

আরন কোপল্যাণ্ড এমন একজন সুরকার ছিলেন যিনি তাঁর সহ-সুরকারদের সংগীত রূপায়ণের জন্য প্রচুর সময় ও উদ্যম ব্যয় করেছেন। একজন সুরকার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হয়ত রচনা করতে পারেন কিন্তু তা যদি কখনও রূপায়িত না হয়, যদি কেউ তা না শোনে তবে কী লাভ? রজার সেসনস্ নামে আরেক সুরকারের সঙ্গে মিঃ কোপল্যাণ্ড একটি কনসার্টের আয়োজন করেন যাতে চিন্তাশীল সংগীতকারদের নতুন সংগীতের সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটে।

এখনকার দিনে বেশির ভাগ শ্রোতাই রেডিও বা চলচ্চিত্রমাধ্যমে শোনেন। মিঃ কোপল্যাণ্ডের 'এল সালোঁ মেক্সিকো' এন, বি, সি অর্কেস্ট্রা

দ্বারা সর্বপ্রথম বেতারে সম্প্রচারিত হয়—এই অর্কেস্ট্রা দলই তাঁর প্রথমদিনের নৃত্যনাট্য সংগীত 'বিলি, দি কিড' রূপায়িত করেন। কোপল্যাণ্ড 'দি সিটি', 'আওয়ার টাউন' এবং 'অফ মাইস অ্যাণ্ড ম্যান' চলচ্চিত্রে সুরযোজনা করেন।

মনে হয়, অবশেষে বেতার ও চলচ্চিত্র আমেরিকান সংগীতের আনুকূল্য করতে সুরু করে, যার অভাবে দেশের সাংগীতিক উন্নতি ধীরগতিতে হয়েছে।

১৯৪৬ সালে কুজেভিৎস্কি, আরন কোপল্যাণ্ডের 'তৃতীয় সংধ্বনি'র প্রথম রূপায়ণ পরিচালনান্তে বলেছিলেন, 'সন্দেহ নেই যে এইটি আমেরিকার সবচেয়ে সেরা সংধ্বনি রচনা'। আরেকজন আমেরিকান সুরকার ভার্জিল টমসন এটিকে মহৎ সংগীতরূপে অভিহিত করেছেন। এ সবই কুজেভিৎস্কির পরিচালনায় তাঁর জাজ কনচের্টোর প্রথম রূপায়ণের বিপরীত ঘটনা। কেননা সেদিন বস্টনের অনেক লোকই শিস্ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এমনকি পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন অমন সুর শোনাবার জন্য। কোপল্যাণ্ড নিজে ভাল করেই জানতেন যে, নতুন স্বরসংগতি অনভ্যস্ত কানে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁর কাছে এসব ছিল সাধারণ এবং বৎসরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা ক্রমশ ঐ সুরে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমেরিকার জনপ্রিয় ও চিন্তাগভীর সংগীতে এই বিস্বর নিজের স্থান ক'রে নিয়েছে।

নৃত্যনাট্যের সংগীত 'অ্যাপালাচিয়ান স্প্রিং'য়ের জন্য কোপল্যাণ্ড পুলিৎজার পুরস্কার পান। ছোটদের জন্য তাঁর রচনা 'দি রেড পনি' একটি হলিউড চলচ্চিত্রের দ্বারা অনুপ্রেরিত। ছোটবেলায় তাঁর সংগীত শিক্ষার জন্য তাঁর মা পয়সা নষ্ট করতে চান নি কেননা তাঁর বড় চারজনের ক্ষেত্রে পয়সা নষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য আরন তেরো বছর বয়সের আগে সংগীত শিখতে পাননি। কয়েক বছর পরে তাঁর মা অবশ্য বুঝলেন যে তাঁর পয়সা নষ্ট হয়নি।

আরন কোপল্যাণ্ড। জন্ম—নভেম্বর ১৪, ১৯০০,
নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে।

জন অল্ডেন কার্পেণ্টার

জন অল্ডেন কার্পেণ্টার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিনয়িসের অন্তর্গত পার্ক রিজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, অথচ এই শতাব্দীর প্রথম ত্রিশবছর-ব্যাপী তাঁর সংগীত রূপায়ণের কালে তাঁকে আমেরিকার মুখ্য সুরকাররূপে গণ্য করা হয়েছে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের একদিন প্লি মাউথে অবতরণকারী জন অল্ডেনের তিনি বংশধর। সংগীতের প্রতি অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন মার কাছ থেকে। মার কাছেই তিনি প্রাথমিক সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। সুররচনার শিক্ষালাভের পূর্বে তিনি স্বকীয় রচনা সৃষ্টি করবার জন্য 'বেদনাদায়ক সুরবিহার' করেছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও বিদ্যালয়ের দিনগুলোতে কার্পেণ্টার অনেক ভালো সংগীত-শিক্ষক পেয়েছিলেন এবং সতেরো বছর বয়সে হারভার্ড কলেজে ভর্তি হবার সময়ে তিনি সবকটি সাংগীতিক পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি সুরকার-শিক্ষক জন নোলেস্ পেইনের কাছে সুরসৃজনের শিক্ষা নেন। সংগীতে সর্বোচ্চ সম্মানসহ স্নাতকবৃত্তি পেয়ে তিনি বাড়ি ফিরে পৈত্রিক ব্যবসায়ে যোগ দেন। জর্জ, বি, কার্পেণ্টার কোম্পানী চটকল, রেলওয়ে ও জাহাজে দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

যদিও শ্রীকার্পেণ্টার কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে সুর-রচনা ও সুরের নিরীক্ষাও চলছিল। দুদিকেই তিনি সময় দিতে পারতেন। একদা তিনি যখন রোমে ভ্রমণ করছিলেন তখন আনন্দের সঙ্গে জানতে পারলেন যে, ইংরেজ সুরকার সার এডোয়ার্ড এলগারও সেখানে রয়েছেন। কার্পেণ্টার ছিলেন এলগারের সংগীতের নিত্য অনুরাগী। তাই যদিও সার এডোয়ার্ড নিজেকে একজন শিক্ষক হিসাবে মনে করতেন না তবু কার্পেণ্টার তাঁকে তাঁর শিক্ষক ও নির্দেশক করতে সফল হয়েছিলেন। যখন কার্পেণ্টারের বয়স বত্রিশ, তখন তিনি সংগীত শিক্ষক ও তাত্ত্বিক বার্ণহার্ড ঝিন্-য়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে অভূতপূর্ব প্রেরণা পান।

কার্পেণ্টারের প্রথম সাংগীতিক সাফল্য ঘটে সংগীতসম্পাদক ও বেহালা-বাদক কার্ট স্কিনড্লারের সৌজন্যে যখন তাঁর প্রাথমিক সৃষ্টিগুলি জি, স্কিরমারের সংগীত প্রকাশনী সংস্থা থেকে প্রকাশ পায়। তারপরে ভারতীয় কবি রবীন্দ্র-

নাথের গীতাঞ্জলির ছয়টি কবিতায় তাঁর রচিত সুর মুদ্রিত হয় এবং সোল্লাসে গাওয়া হয়। তার পরের বছর তাঁর প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্কেস্ট্রাসৃষ্টি রূপায়িত হয়। তাঁর সেই 'অ্যাডভেঞ্চারস্ ইন এ পেরাম্বুলেটার'-এর মজা, যাতে পার্কে ভ্রমণরত একটি শিশু ও তার নার্সের নানা অনুভূতি ও ধ্বনি রূপ পেয়েছিল, তা শুনে লোকে আনন্দিত হয়েছিল। এরপরে বহু সুররচনা ও অনেক গান রচনা চলেছিল।

টিন প্যান অ্যালির সময় থেকে জাজ্-য়ের প্রবর্তন সুরু হয়, এবং যদিও কার্পেণ্টার জাজ্ রচনা করেননি তবু এই সত্যিকারের আমেরিকান সংগীতরীতি অন্যান্য সকল সুরকারদের মত তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

মে-ফ্লাওয়ারের অবতরণের ত্রিশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিচালক লিওপোল্ড স্টকোস্কি কার্পেণ্টারকে সংগীত রচনা করতে আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেই রচনা (এপিলগ্রিম ভিশন) ফিলাডেলফিয়া সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা রূপায়ণ করে।

ব্যালে সম্পর্কে কার্পেণ্টার উৎসাহ বোধ করেছিলেন এবং তারই ফলে তাঁর অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত রচনা (ক্রেজি ক্যাট) আত্মপ্রকাশ করে। এই নৃত্যনাট্যটি যখন প্রকাশ পায় তখন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বলশেভিক বিদ্রোহের জন্য অনেক কুশলী রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী আমেরিকায় চলে আসেন। তাদের মধ্যে দিয়াগিলেফ নামে একজন নৃত্যনাট্য-প্রযোজক, ক্রেজি ক্যাট দেখে, উৎসাহিত হয়ে কার্পেণ্টারকে একটি নৃত্যনাট্য রচনা করতে অনুরোধ করেন যাতে জনপ্রিয় গানের সূত্রে 'আমেরিকান জীবনের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা' রূপ পায়। দু'বছর পরে কার্পেণ্টার এই নৃত্যনাট্যটির (স্কাইস্ক্র্যাপারস্) রচনা সম্পূর্ণ করেন; আমেরিকা ও ইয়োরোপে সেটি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

কার্পেণ্টারের সংগীতে রূপায়িত হয়েছে 'আমেরিকাবাসীদের অনিঃশেষ প্রাণপ্রাচুর্য' এডোয়ার্ড ম্যাকডোয়েল যে-গুণ আমেরিকান সংগীতে আশা করেছিলেন। কার্পেণ্টার বলেছিলেন 'আমি সুনিশ্চিত যে আমাদের সমকালীন সংগীত (লক্ষণীয় যে আমি একে 'জাজ্' নামধেয় করতে চাইনি) এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত, একান্ত ব্যক্তিপ্রধান, বিশিষ্ট চরিত্রসম্পন্ন এবং এইসব গুণ-গৌরবে আমেরিকার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সাংগীতিক অভিব্যক্তি।'

কার্পেণ্টার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে মারা যান। তাঁর সংগীত এখন আর ঘন ঘন রূপায়িত হয় না, কিন্তু তাঁর সময়ে, সে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হত। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কার্পেণ্টার বলেছিলেন, 'আমেরিকান

সংগীত এখন স্বাবলম্বী। এমন সুনিশ্চিত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে যে, তাতে আর বিদেশী ও উদ্‌বাস্তু সুরকারদের প্রভাব পড়বে না।'

ডিমস্ টেলার

মিস্টার টেলার আরেকজন সুরকার যিনি সুররচনার সঙ্গে অন্যান্য কাজকর্মও চালাতেন। জন্মে ও জীবনযাপনে তিনি ছিলেন একজন নিউইয়র্কবাসী। কলেজ জীবনেই সুরসংগতি ও সংগীতরচনার কোন রকম শিক্ষালাভের পূর্বেই তিনি চারটি রঙ্গমূলক গীতিনাট্যের সংগীত রচনা করেন। সে সময়ে তাঁর কয়েকটি পিয়ানোর উপযোগী সুরে দীক্ষা ঘটেছিল মাত্র। পরে তিনি সাংবাদিক হন এবং সুর ও অর্কেস্ট্রা রচনা নিজে নিজেই শেখেন।

তিনি সাংগীতিক শিক্ষা নেন কলেজ জীবনের দুবছর পরে। দশমাসব্যাপী সে শিক্ষায় হার্মনি ও কাউণ্টার পয়েণ্ট সম্পর্কে কিছু নির্দেশ পেয়েছিলেন। তার চারবছর পরে তাঁর রচিত একটি সংধ্বনিময় সৃষ্টি (দি সিরেন সঙ্) তাঁকে জনতার স্বীকৃতিদান করে।

যে সময়ে আমেরিকার সুরকাররা এই ভেবে মনোবেদনা পেতেন যে পরিচালকরা তাঁদের অর্কেস্ট্রার বদলে বিদেশীদের রচনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, সেই সময়ে টেলার তাঁর রচনা সর্বসমক্ষে সফলভাবে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তৎকালীন পরিচালকদের শুধু দায়ী করা চলে না, কেননা তখনকার শ্রোতারা আমদানী করা সংগীত বেশি পছন্দ করত। তার একটি আংশিক কারণ হ'ল, আমেরিকার সংগীতে য়ুরোপীয় উত্তরাধিকার আছে, আরেকটি কারণ তৎকালীন আমেরিকাবাসীদের নিজস্ব উদ্যম সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল দুর্বল। প্রথম দুই শতাব্দী ধ'রে আমেরিকানরা প্রধানত এমনভাবে এক রাজ্য গঠনে ব্যস্ত ছিল যা পৃথিবীতে কখনও হয়নি। কাজেই স্বভাবত তখনকার আমেরিকানরা শিল্পজাতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপারে তাদের তরুণ বুদ্ধিকে চরম বলে ভাবতে পারে নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই প্রসঙ্গে জাগৃতি ঘটে। এখন আমেরিকানরা জানে যে তাদের সংগীতকার, শিল্পী ও লেখকদের অনেক কিছু দেবার আছে। সংগীত শিল্পীদের সম্পর্কে স্বীকৃতি ব্যাপারে এই শতাব্দীতে দ্রুত উন্নতি ঘটছে।

টেলারের অর্কেস্ট্রার উপযোগী রচনা 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' সংধ্বনিময় সংগীতের

উপযোগী হয়ে ওঠে এবং লণ্ডন ও প্যারিসে রূপায়িত হয়। নাট্যমঞ্চ, চলচ্চিত্র ও গীতি-নাট্যের প্রয়োজনেও তিনি সংগীত রচনা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে তাঁর রচনা (দি কিংস্ হেঞ্চম্যান) বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়। আমেরিকানরা যখন নিজেদের সংগীত সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে একটি আমেরিকান গীতিনাট্য চাইছিল তখনই টেলার এই গীতিনাট্যটি রচনা করেন। মেট্রোপলিটনের পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের মঞ্চে গীতিনাট্যের চাহিদা মেটাবার জন্য টেলারকে মনোনীত করেন। টেলার তৎকালীন গীতিকবি শ্রীমতী এড্না সেণ্ট ভিনসেণ্ট মিলে-কে গীতিনাট্যের ভাববস্তুটি রচনা করে দিতে বলেন; তিনি মধ্যযুগীয় একটি উপকথা অবলম্বনে গীতিনাট্যের ভাবভিত্তি রচনা করেন।

মিস্টার টেলার ছিলেন একাধারে পত্রিকাসম্পাদক, খবরের কাগজে সংগীত-সমালোচক, বেতার ভাষ্যকার, গদ্য-পদ্যের অনুবাদক এবং সুরকার। একদা তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, এই দেশ কয়েকজন অপকৃষ্ট সুরকার এবং অল্প কয়েকজন মহৎ সুরকারের জন্ম দেবে। এখানে জনপ্রিয়তা সহজলভ্য বলেই অপকৃষ্ট সুরকার অনেক হবে। এখানকার লোককে খুব যৎসামান্য মানেই তৃপ্ত করা সম্ভব—এবং সেটা এমন একটা মান যাতে পৌঁছতে সামান্য ক্ষমতা থাকলেই চলে।'

সংগীত, শিল্পকলা ও সাহিত্য ব্যাপারে আমেরিকানদের রুচিবোধকে এখনও দীর্ঘকাল উন্নতির পথে যেতে হবে।

ওয়াল্টার পিস্টন

ওয়ালটার পিস্টন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রকল্যাণ্ড-মেইনে জন্মগ্রহণ করেন। এগারো বছর বয়সে তাঁকে বস্টনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা লাভান্তে তিনি সংগীতের চেয়ে চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন। ড্রইং ও রঙের কাজে বিশেষ জ্ঞান লাভ ক'রে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাসাচুসেট্স্ নর্মাল আর্টস্কুল থেকে স্নাতক হন। শৈশবে তিনি কোন রকম ব্যবহারিক শিক্ষা পাননি, কিন্তু পিয়ানো ও বেহালা ভালই বাজাতেন এবং রেস্টুরেণ্ট ও নাচের আসরে তা বাজিয়ে রোজগার করতেন। অতঃপর তিনি ঐ দুটি বাদ্যযন্ত্র শিখতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন নৌ বিভাগে এবং সেখানকার ব্যাণ্ডে স্যাক্সোফোন বাজাতেন।

যুদ্ধের শেষে সংগীত শিক্ষার্থে তিনি হারভার্ডে ভর্তি হন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংগীতে স্নাতক হন।

একটি ফেলোসিপ পেয়ে তিনি প্যারিস গিয়ে প্রখ্যাত নাদিয়া বাউলাঞ্জারের কাছে সুররচনা শিক্ষার ধারা চালিয়ে যান। তারপর তিনি কেমব্রিজে ফেরেন, হারভার্ডে শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং সুরসৃজনে মন দেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুজেভিৎস্কি, পিস্‌টনের সংধ্বনি সংগীত প্রযোজনা করেন। এরপরে তাঁর সৃজন উৎস থেকে অনেক চেম্বার মিউজিক ও নৃত্যনাট্যের সুর আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর রচিত দ্বিতীয় সংধ্বনি সংগীত-সমালোচক-চক্রের পুরস্কার লাভ করে। তাঁর তৃতীয় সংধ্বনি সংগীত কুজেভিৎস্কি সংগীত সংস্থার প্রযোজনায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত হয় এবং তার জন্যে পিসটন্‌ পুলিৎজার পুরস্কার পান।

মিস্টার পিসটন হার্মনি, হার্মনির বিশ্লেষণ ও কাউণ্টারপয়েণ্ট বিষয়ে মূল্যবান অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংগীতকাররা তাঁকে উচ্চস্থান দেন এবং আমেরিকার সুরকারদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। পিস্‌টনের সংগীতে য়ুরোপীয় বস্তুর ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে, অ্যারন কপল্যাণ্ড যদিও বলেছিলেন যে তাঁর গানে বিশেষভাবে কোন আমেরিকান স্বাদ নেই, তবু তাঁর সংগীতে খাঁটি আমেরিকান গীতরীতি জাজ্‌-এর স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

রিচার্ড রজার্স

রিচার্ড রজার্স জন্মেছিলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, নিউইয়র্কে। তাঁর বাবা একজন চিকিৎসক, মা পিয়ানোবাদিকা। সংগীতানুরাগ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন এবং তার প্রথম প্রকাশ ঘটে যখন তিনি চার বছরের বাচ্চা ছেলে। সেই বয়সেই, কথা ফোটবার আগে, প্রকৃত সংগীতগুণ-সমৃদ্ধ ছোট ছোট সুর বানিয়েছিলেন। তাঁর মা তাঁকে প্রথম পিয়ানো শিক্ষা দেন এবং রজার্স সুরবিহার করতে ভালবাসতেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি প্রথম গান রচনা করেন।

তরুণ গীতকার-সুরকার রজার্স কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান দু'বছরের জন্য। তারপর তিনি ও তাঁর বন্ধু লরেঞ্জ হার্ট কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে সংগীত ও গান রচনা করেন। এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অ্যাস্টর হোটেলের নাচঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে রিচার্ডের কলেজ-

জীবন শেষ হয়, তিনি গান রচনা ক'রে টিন প্যান অ্যালি থেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'তে থাকেন।

অতঃপর তিনি ইনস্টিটিউট অফ মিউজিকাল আর্টে ভর্তি হন এবং তৎকালীন নিউইয়র্কের বিশ্রুত নাম ফ্রাঙ্ক ড্যামরশ, এইচ, ই, ক্রেবিয়েল ও জর্জ ওয়েজের তত্ত্বাবধানে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি হার্মনি, সুরের রীতিপদ্ধতি এবং এরই সঙ্গে তুল্যমূল্য প্রয়োজনীয়-আত্মনিশ্চয়তার শিক্ষা পান। কৃতী ও প্রতিভাধর ছাত্র হিসাবে ইনস্টিটিউটের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁকে সংগীত-রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি একটি একাঙ্ক গীতিনাট্য, একটি নৃত্যনাট্য এবং একটি সংধ্বনিময় রচনাও সৃষ্টি করেন। তিনবছর পরে তিনি জনপ্রিয় গানের ক্ষেত্রে ফিরে আসেন এবং বন্ধু হার্টের রচিত গানে সুর দিয়ে সৌখীন অনুষ্ঠান করতে থাকেন।

নতুন গিল্ড নাট্যশালার সাহায্যকল্পে একটি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়ে তিনি এবং হার্ট 'গ্যারিক গেয়টিস' রচনা করেন। এরজন্যে কোন পারিশ্রমিক নেননি, কেননা তাঁদের লক্ষ্য ছিল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সে ব্যাপারে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। রচনাটি লোকের এত পছন্দ হয়েছিল যে পরের সপ্তাহে তার পুনরানুষ্ঠান করতে হয়। তার পরের সপ্তাহে আবার বিশেষ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সমালোচকদের আহ্বান করা হয়। তাঁদের প্রশংসাধন্য হবার পরেই 'গ্যারিক গেয়টিস' শোনার জন্য লোক ভেঙে পড়ে। দেড় বছর ধ'রে এই রচনাটি বারবার অনুষ্ঠিত হয়। এইটিই তাঁদের ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়।

এরপর ঘন ঘন তাঁদের কাজের ডাক আসতে লাগল। ফলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রজার্স ও হার্টকে ব্রডওয়েতে একই সময়ে তিনটি অনুষ্ঠান চালাতে হয়। পরের বছর লণ্ডনেও অনেকগুলি অনুষ্ঠান হয়। রজার্স ও হার্টের যে-কোন অনুষ্ঠান ব্যবসায়িক দিক থেকে সুনিশ্চিত সাফল্য চিহ্নিত ছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রজার্স ও হার্ট হলিউডের জন্য সংগীত রচনা শুরু করলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ওক্লাহামা'র জন্য দ্বিতীয় অস্কার হ্যামারস্টিনের রচিত গানে সুর দেন রজার্স; কেননা ইতিমধ্যে বন্ধু হার্ট পৃথিবীতে বিদায় নিয়েছিলেন। ওক্লাহামা-র চিত্তগ্রাহী সংগীতের জন্য সুরকার একটি বিশেষ পুলিৎজার পুরস্কার পান; ওক্লাহামা দীর্ঘদিন ধ'রে চলে। ব্রডওয়েতে যে কোন অনুষ্ঠানে সর্বদাই রিচার্ড রজার্সের সংগীত রূপায়িত হয় এবং সে সংগীত খাঁটি আমেরিকান।

স্যামুয়েল বারবার

আরেকজন চিকিৎসক পিতা ও পিয়ানোবাদিকা মাতার সন্তান অন্য আরেক ধরনের সংগীতরীতির সুরকার হয়েছিলেন। তাঁর নাম স্যামুয়েল বারবার; জন্ম ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিল্‌ভেনিয়ার ওয়েস্ট চেস্টারে। তাঁর পিসি ছিলেন লুইসি হোমার, যিনি তাঁর সমকালে ছিলেন একজন বিখ্যাত গায়িকা এবং মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে যিনি ক্যারুসো, সেম্‌ব্রিচ, স্কটি ও অন্যান্য বিশ্ব-বিখ্যাত গায়কদের সঙ্গে গান করতেন। ছ বছর বয়সে স্যামুয়েল পিয়ানো শিখতে সুরু করেন, এবং সাত বছর বয়সে সংগীতরচনা সুরু করেন। বারোবছর বয়সে তিনি চার্চে অর্গান বাজান এবং তেরোবছর বয়সে কার্টিস্‌ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন পিয়ানো, কণ্ঠসংগীত, সংগীত রচনা এবং আনুষঙ্গিক সাংগীতিক বিষয়সমূহ শিখতে, যা একজন সংগীতকারের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

স্নাতক হবার পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাজ তাঁকে বহু আকাঙ্ক্ষিত 'প্রি দ্য রোম' পুরস্কার এনে দেয় এবং তিনি বিদেশে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য। সেই বছর এবং তার পরের বছর তিনি সুররচনার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। সেই প্রথম একজন সুরকার দুইবার এই পুরস্কার পেলেন; সে সময়ে বারবারের বয়স মাত্র পঁচিশের কোঠায়। তাঁর রচনাসম্ভার অর্কেস্ট্রা, পিয়ানোর সুর, চেম্বার মিউজিক, নৃত্যনাট্য ও গানে সমৃদ্ধ। তাঁর সংধ্বনি রচনা 'সিমফনি ইন ওয়ান মুভ্‌মেণ্ট, যুদ্ধপূর্বকালে সেল্‌জবার্গের উৎসবে রূপায়িত প্রথম আমেরিকান সৃষ্টি।

বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর সেনাবাহিনীতে ডাক আসে। টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থে বিমান বাহিনীতে কার্যকালে কর্পোরাল বারবার তাঁর দ্বিতীয় সংধ্বনি রচনা সুরু করেন। বিমান বাহিনীর প্রতি সেই রচনা উৎসর্গীকৃত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম রূপায়ণের সময় তা সকলকে আকৃষ্ট করে। বারবার আরও অনেক পুরস্কার অনেক খেতাব এবং নতুন অনেক সুররচনার দায়িত্বও পান।

মিস্টার বারবার তাঁর নিজের রচনা নিজেই গেয়ে শোনাতে ভালবাসেন। তিনি কনসার্ট ও রেডিওতে গেয়েছেন। তাঁর নিজের রচনা তিনি ইংলণ্ডে নিজের পরিচালনায় রূপায়িত করেছেন। লিটার গানের শিল্পীহিসাবে তিনি ভিয়েনায় কীর্তি অর্জন করেন। কার্টিস ইনস্টিটিউটেও তিনি শিক্ষাদান করেন। যে কোন সংগীতকারের তুলনায় সৌভাগ্যক্রমে, তিনি তাঁর জীবিতকালে অনেক সম্মান

ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এইসব সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন বাইশ থেকে ত্রিশ বছরের তরুণ বয়সে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টার বারবার রচিত গীতনাট্য 'ভানেসা' মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে সর্বপ্রথম প্রযোজিত হয়।

উইলিয়াম স্কুম্যান

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন আরেক সুরকার, যাঁর সংগীতের প্রবেশপথ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী এই উইলিয়াম স্কুম্যানের স্যামুয়েল বারবারের মত সাংগীতিক উত্তরাধিকার ছিল না। এগারো বছর বয়সে তিনি বেহালা শিখতে চাইলেন, কেননা তাঁকে বিদ্যালয়ের ঐকতান বাদকদের দলে বিতোফেনের সুর বাজাতে হ'ল। উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি এক জাজ্ দল তৈরি করলেন এবং যদিও স্বর সংগতি সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না তবু জনপ্রিয় গান রচনা করতে সচেষ্ট হলেন। বিশ বছর বয়সের আগে তিনি একজন পেশাদার নর্তক হতে চাইতেন। কিন্তু উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই প্রথম কনসার্ট শুনে তার জীবনের স্বপ্ন পালটে গেল। একটা অজানা জগৎ উন্মোচিত হল তাঁর সামনে। তার অব্যবহিত পর থেকেই যথা-সম্ভব সমস্ত কন্সার্টে তিনি যেতে লাগলেন। নানারকম ছোটখাট কাজের মধ্যে অবসর সময়ে তিনি হার্মনি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন' এইভাবে যখন তিনি রয় হ্যারিসের কাছে কাউণ্টার পয়েণ্টের পাঠ নিচ্ছিলেন সেইসময়ে তাঁর নিজের পথ খুঁজে পেলেন।

অতঃপর স্কুম্যান শিক্ষক হবার অভিলাষ নিয়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেলজবার্গ উৎসবে অংশগ্রহণ ক'রে একটি বৃত্তিলাভ করেন। সেখানেই তিনি তাঁর প্রথম সংধ্বনি রচনা সুরু করেন। নিজের রচনা সম্পর্কে বিচার শীলতার দৃষ্টি ছিল তাঁর। তাই মাঝে মাঝেই নিজের রচনাংশ প্রত্যাহার করে রাখতেন, যতক্ষণ না তা নিজের মনোমত ও উন্নত হত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর তৃতীয় সংধ্বনি রচনা কুজোভিতাস্কির প্রযোজনায় রূপায়িত হ'ল তখন তাঁর নাম খ্যাতির শিখরে উঠতে লাগল। তখন থেকে তিনি অনেক খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ ইয়র্কের জুলিয়ার্ড সংগীত বিদ্যালয়ের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।